বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম

(১৯৯৬-২০০১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এম ফিল অভিসন্দর্ভ

শাহ্নাজ পারভীন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

ডিসেম্বর, ২০০৩

বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম

(১৯৯৬-২০০১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এম ফিল অভিসন্দর্ভ

GIFT

401290

শাহ্‌নাজ পারভীন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ডিসেম্বর, ২০০৩

Dhaka University Library
401290

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম

(১৯৯৬-২০০১)

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ এম নজরুল ইসলাম
প্রফেসর ও সভাপতি
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

401290

গবেষক
শাহনাজ পারভীন
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ডিসেম্বর, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম
(১৯৯৬-২০০১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ফিল ডিগ্রীর জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

401290

শাহ্নাজ পারভীন

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ডিসেম্বর, ২০০৩

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

শ্বশুর শ্বাশুড়ী

ও

বাবা মায়ের প্রতি

পরম শ্রদ্ধায়

Dhaka University Institutional Repository

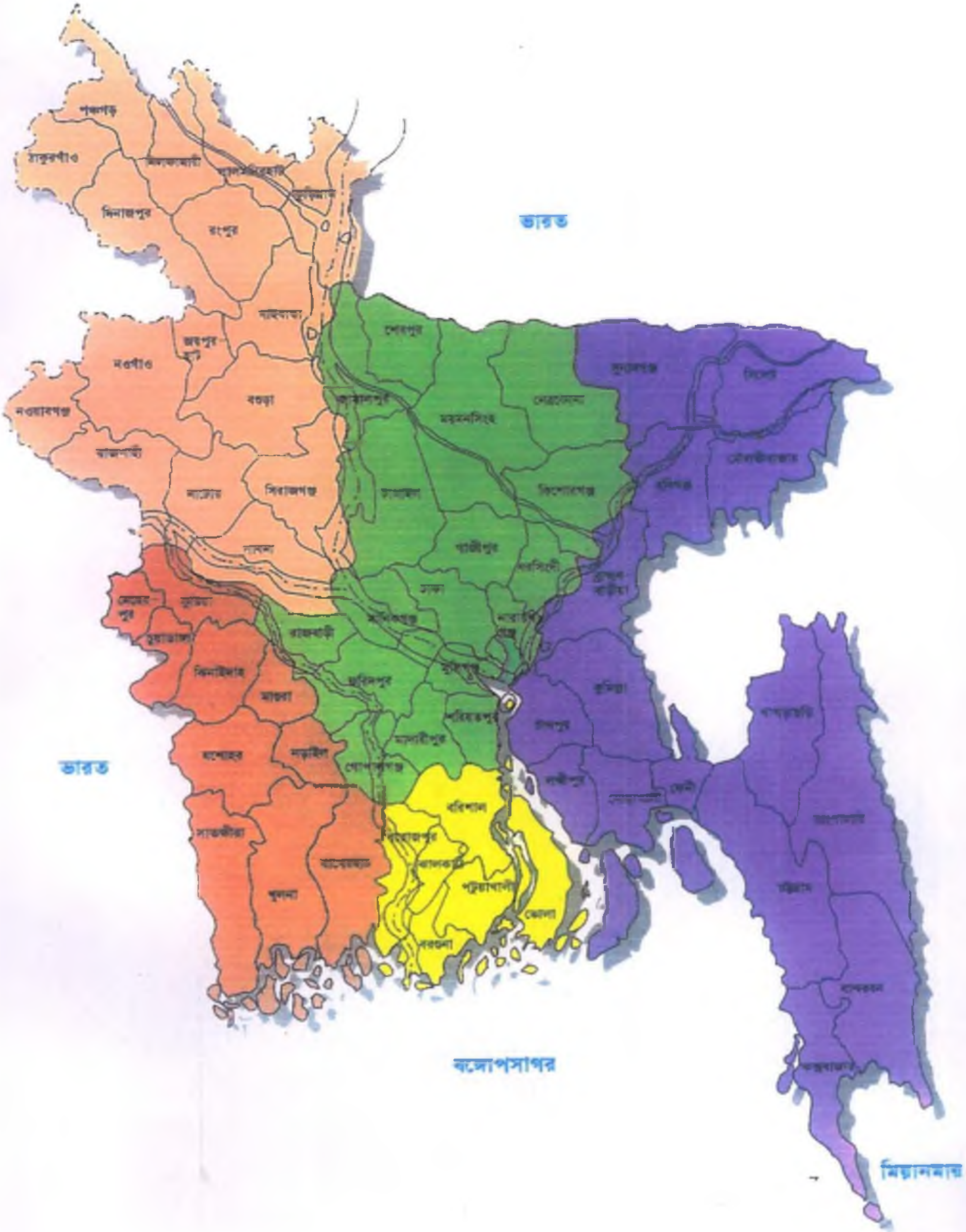

Dhaka University Institutional Repository

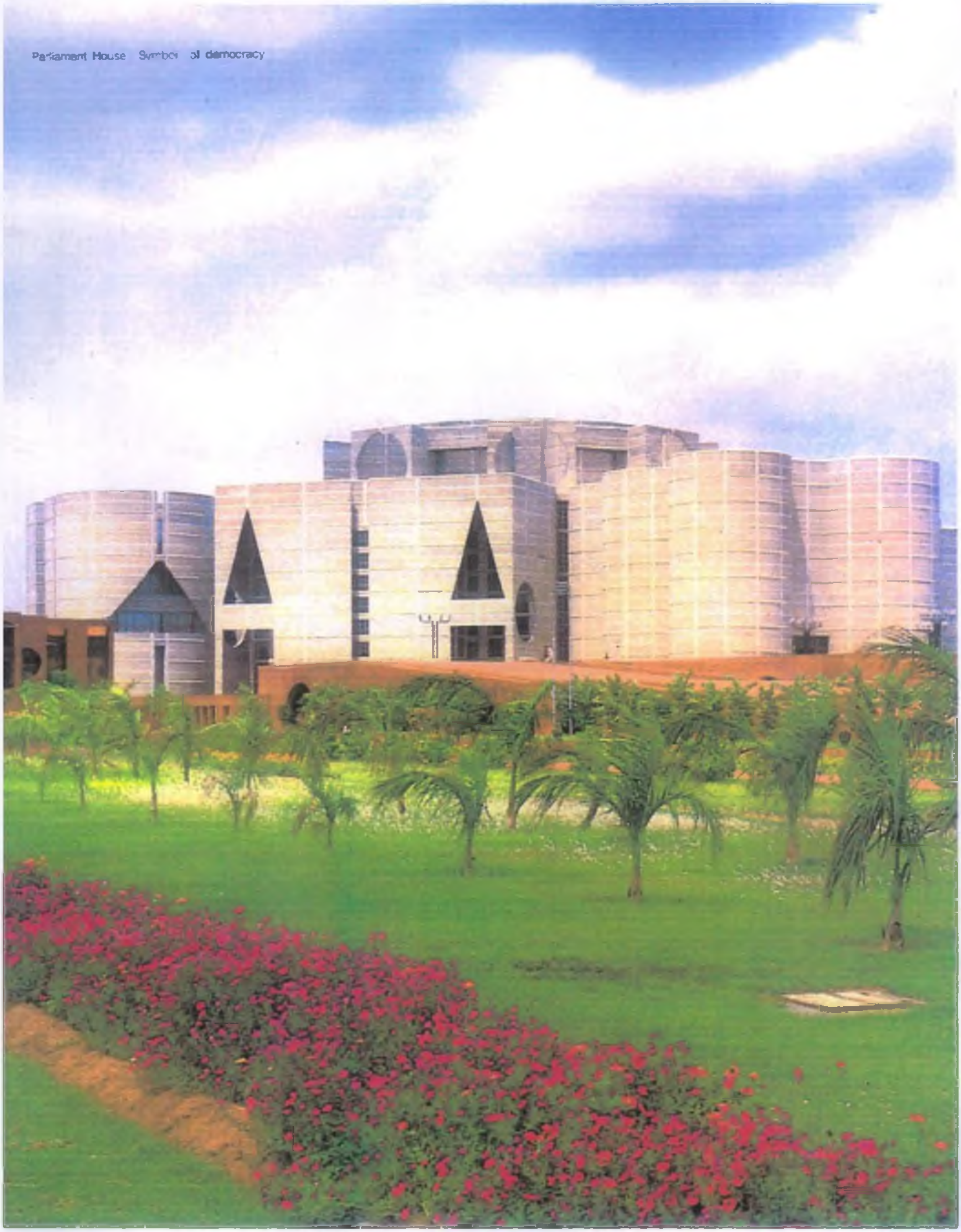

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা

আমি ঘোষণা করছি যে, "বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০১)" শীর্ষক এম ফিল অভিসন্দর্ভটি তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশে পরিচালিত আমার নিরলস বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার ফসল। এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ এবং এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রী বা প্রকাশনার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করিনি বা জমা দেইনি।

শাহ্নাজ পারভীন
শাহ্নাজ পারভীন
গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের গবেষক শাহনাজ পারভীন কর্তৃক উপস্থাপিত "বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০১)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। মৌলিক উপকরণের বিচার বিশ্লেষনের ভিত্তিতে রচিত এ অভিসন্দর্ভটি তার একক গবেষণার ফল।

আমি অভিসন্দর্ভটির প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পান্ডুলিপি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং এম ফিল ডিগ্রীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার সুপারিশ করছি।

ডঃ এম. নজরুল ইসলাম
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের কথা

বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। তা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা হোক আর রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থাই হোক। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ হচ্ছে কমিটি ব্যবস্থা। যেহেতু একটি কমিটি একটি ক্ষুদে আইন সভা হিসাবে কাজ করে তাই সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার কার্যকারিতার উপর নির্ভর করছে সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্য।

সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থাকে কার্যকর করে গড়ে তোলা একটি চলমান আলোচনা, পর্যালোচনা এবং গবেষনার বিষয়বস্তু হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০১) গবেষনা কর্মটি ছিল একটি সময়ের দাবী। এই সময়ের দাবী সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমার এই দীর্ঘ মেয়াদী গবেষনা প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তিতে কিছু কথা তুলে ধরতে হচ্ছে। একথা সত্যি যে, গবেষনাটির পরিসমাপ্তিতে প্রশান্তিময় এক অনুভূতি আমাকে স্পর্শ করেছে। এই গবেষনা কাজ করতে আমি অনেকের কাছে ঋনী হয়ে পড়েছি। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই পরম আল্লাহ্‌র কাছে যার ইচ্ছায় এই গবেষনা কর্ম সম্পাদন করতে যাচ্ছি।

বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০১) বিষয়ক এম ফিল গবেষনা ও ফলাফলের ভিত্তিতে সম্পন্ন এই অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি অনেকের কাছে ঋনী। বিশেষ করে এম ফিল গবেষনা ও থিসিস রচনার কাজ সম্পন্ন করতে যিনি পথিকৃতির ভূমিকা পালন করেছেন তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষনার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ডঃ এম নজরুল ইসলাম। তিনি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন ও অন্যান্য শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাকে অকৃপণভাবে সময় দিয়েছেন এবং গবেষনা কর্মটি পরিচালনার সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি আমাকে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করেছেন সব সময়। মহান হৃদয় এমন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে গবেষনা কর্মটি করতে পেরে মহান আল্লাহ-তা-আলা'র কাছে শুকরিয়া জানাই।

এই মহান শিক্ষকের পাশাপাশি যিনি সব সময় আমার খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং গবেষনা বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছেন এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তিনি হলে বেগম ফিরোজা ইসলাম। থিসিসটি রচনা পূর্ববর্তী গবেষনা কর্ম পরিচালনা পর্যায়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস ব্যবহার করেছি। এই সব লাইব্রেরীর

Dhaka University Institutional Repository

সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই মুক্তাদির চৌধুরী সাহেবকে (অতিরিক্ত সচিব, আইন) যিনি আমাকে বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জনাই জাতীয় সংসদের সচিবালয়ের গ্রন্থাগারের পরিচালক জনাব তৌফিক হাসান সাহেবকে, সহকারী পরিচালক মোঃ আবু দাউদ সাহেবকে, গ্রন্থাগারিক মমতাজ আরা বেগমকে, সাবেরা মোর্শেদকে, আবদুর রাজ্জাককে, আলী আকবর ও ফটোস্ট্যাট মেশিন ম্যান মোঃ শাহ আলম এবং কমিটি শাখা-২ এর প্রশাসনিক কর্মকতা আবদুর রাজ্জাক সাহেবকে।

আমার বাবা-মা যাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরনা আমাকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহনে সাহায্য করেছে তাদের প্রতি পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমার এমফিল গবেষণা ও থিসিস রচনায় সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরনা যুগিয়েছে আমার দুই ছেলে সৌরভ ও পরশ। তাদের ত্যাগই আমার গবেষণার সবচেয়ে বড় সহায়ক।

উপরে উল্লেখিত সকলের কাছে আমি ঋণি। শ্রদ্ধার সাথে তাদের কাছে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

শাহনাজ পারভীন

ডিসেম্বর ২০০৩
ঢাকা।

শাহ্নাজ পারভীন
এম ফিল গবেষক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রস্তাবনা (Abstract)

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ হচ্ছে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা। এই কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে আইনসভা নিজ কার্য সম্পাদন করে থাকে। এই অভিসন্দর্ভের শিরোনাম বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০১) হওয়ায় সংসদীয় কমিটি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে সংসদীয় গণতন্ত্রের দীর্ঘ ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে। ভারত উপমহাদেশের এই সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল ব্রিটিশ শাসন আমলে। প্রথমে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনেই এই উপমহাদেশের মানুষ সংসদীয় গণতন্ত্রের সাথে পরিচিত হয়ে উঠে। পরবর্তী পর্যায়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষন অনুভব করে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও সংসদীয় রাজনীতির ধারা অব্যাহত থাকে এবং ১৯৫৮ সালে আইয়ুব সরকারের মাধ্যমে দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হলে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ ও তার সঠিক প্রতিষ্ঠানিকীকরণ পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম দাবীতে রূপ নেয়। যেহেতু পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি, শিক্ষা সাংস্কৃতিক দমন, অর্থনৈতিক শোষন এবং রাজনৈতিক আধিপত্যের নীতি অনুসরণ করে। এর ফলশ্রুতিতে বাঙ্গালীরা মানসিক ভাবে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভেঙ্গে যায় পাকিস্তান এবং জন্ম হয় সবুজের বুকে সোনালী সৈকতে একটি ছোট্ট দেশ, বাংলাদেশের। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারী অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারীর মধ্য দিয়ে দেশে প্রথম সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর গণপরিষদ কর্তৃক এ দেশের জন্য রচিত সংবিধান কার্যকর হলে গণতন্ত্রের এ ধারা অব্যাহত থাকে। যেহেতু এর ভিত্তি ছিল সংসদীয় সরকার পদ্ধতি এবং মানবাধিকারের শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনী সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর পরই সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্ব-পরিবারে নিহত হওয়ার পর দেশে সামরিক আইন জারি হয়, সংসদ বাতিল হয়, সামরিক সরকার ক্ষমতা দখল করে এবং পরবর্তীতে বেসামরিক সরকার গঠিত হলেও রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা অব্যহত থাকে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এক রক্তক্ষয়ী গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদ সরকারের পতন ঘটলে তিন জোটের (৮,৭ ও ৫ দলীয় জোট) দেয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯১ সালের ৬ আগষ্ট সর্ব সম্মতিক্রমে দ্বাদশ সংশোধনী বিল গ্রহনের মধ্য দিয়ে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তিত হয়। এরপর ১৯৯৬ সালের ২৬ শে মার্চ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর দ্বারা সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান গৃহীত হয়।

এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১২ জুন ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদের এবং ১ অক্টোবর ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে জয় লাভ করার পর সংসদ সদস্যদের দ্বারা গঠিত হয় বিভিন্ন কমিটি। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাণ হচ্ছে সংসদীয় এই কমিটি সমূহ। জাতীয় সংসদে গঠিত বিভিন্ন কমিটি সমূহের মাধ্যমে সংসদ তার কাজ সম্পাদন করে থাকে। তাই কমিটিকে ক্ষুদে আইন সভা হিসেবে অভিহিত করা যায়। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর আটটি জাতীয় সংসদ গঠিত হয়েছে। এই আটটি জাতীয় সংসদের মধ্যে তৃতীয় ও ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে উল্লেখযোগ্য কমিটি ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। তৃতীয় সংসদে মাত্র তিনটি কমিটি এবং ষষ্ঠ সংসদে মাত্র ১টি কমিটি গঠিত হয়েছিল।

প্রথম জাতীয় সংসদে মাত্র ১৪টি কমিটি গঠিত হয়েছিল তবে কার্যকরী বিরোধী দল গড়ে না উঠায় প্রথম সংসদে গঠিত কমিটি ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়।

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তন করা হলেও এর কমিটি সমূহ যেহেতু জাতীয় সংসদে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পেরেছে খুব সামান্য সময় তাই এর কার্যকারিতা কাঙ্খিত মানে পৌছায়নি। এছাড়া কমিটি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাও বিদ্যমান রয়েছে। এরমধ্যে উল্লেযোগ্য সমস্যা হলো যথাসময়ে কমিটি গঠিত না হওয়া এবং কার্যকর ভাবে কাজ করতে না পারা।

আলোচ্য গবেষনাটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সপ্তম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার স্বরূপ উদঘাটন এবং কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পেরেছে তা দেখা। বিগত সংসদের কমিটি গুলোর তুলনায় সপ্তম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার সাফল্য অনেক। সপ্তম জাতীয় সংসদে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কমিটি ও সাব-কমিটি গঠিত হয়েছে এবং স্থায়ী কমিটি সমূহের সভাপতির পদে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর পরিবর্তে একজন সরকারী দলের সদস্যকে নির্বাচন করার বিধান করা হয়েছে। ফলে কমিটি সমূহের কাজে গতিশীলতা আনার জন্য দীর্ঘদিন থেকে উথাপিত দাবী পূরণ হয়েছে। সব দলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল বোঝাপড়া, সহনশীলতা ও সৌজন্যমূলক আবহাওয়া তৈরি করেছেন। সংসদ সদস্যদের প্রতি সরকারী কর্মকর্তাদের অশোভন ও অসৌজন্যমূলক আচরনের প্রতিবাদ ও নিন্দা করেছেন। এ সবের ফলে সংসদীয় কমিটি সমূহের মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিষ্ঠা সহজতর হলেও সপ্তম সংসদে দেখা গেছে সভাপতিত্বের অনভিজ্ঞতার কারনে অনেক কমিটির স্বাভাবিক কার্যপ্রবাহে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। দলীয়, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিগত স্বার্থ বিবেচনায় নিয়োগ দেয়ায় কমিটির কাজে সর্বোত্তম মনোযোগ একাগ্রতা ও দক্ষতার প্রয়োগ সম্ভব হয়ে উঠেনি। কমিটির কাজ নির্বাহ করার জন্য যোগ্য জনশক্তি ও অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার অভাব দেখা দেয়। সপ্তম সংসদে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কমিটি ও সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই একটি বিষয় কমিটি ব্যবস্থার জন্য ইতিবাচক হলেও সবগুলো কমিটি ও সাব-কমিটিকে সক্রিয় করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও সুযোগ সুবিধার যোগান দেয়া কমিটির পক্ষে সম্ভব হয়নি। কোন কোন সময় মন্ত্রণালয়ের অধিকার ও সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন ও বিতর্ক হয়েছে। সপ্তম সংসদে একাধিক কমিটির ক্ষেত্রে এ রকম বিতর্ক ও

Dhaka University Institutional Repository

এখতিয়ারের প্রশ্ন উঠতে দেখা গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়নে সরকারের উপর বাধ্যতামূলক শর্ত আরোপ জরুরী বলে মনে করেন।

এই অভিসন্দর্ভটিতে মোট ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে অভিসন্দর্ভের ভূমিকা, গবেষনার উদ্দেশ্য, গবেষনা পদ্ধতি ও গবেষনার সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংসদীয় কমিটি বলতে কি বুঝায়, প্রথম জাতীয় সংসদে গঠিত সংসদীয় কমিটির প্রকৃতি, সংসদীয় কমিটির গঠন ও কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং সংসদীয় কমিটির মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

সংবিধানের সংশোধন ও রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি সমূহ এর ভূমিকা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে অলোকপাত করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ের ৪ঃ ক-তে বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধন ও সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তণের কথা বলা হয়েছে এবং পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি সমূহের খতিয়ান, কমিটি সমূহের ভূমিকা, কার্যকরিতা ও মূলায়ন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের ৪ঃ খ-তে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন, সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচন, জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার সাংবিধানিক ভিত্তি, সংসদীয় কমিটির শ্রেণী বিন্যাস, স্থায়ী কমিটি, বাছাই কমিটি, বিশেষ কমিটি, অন্যান্য কমিটি, সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক কমিটি ব্যবস্থার আকৃতিগত দিক, কমিটির মেয়াদ, কমিটির দায়িত্ব ও দক্ষতা, কমিটির রিপোর্ট, কমিটিতে ঐকমত্য ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি সপ্তম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি সমূহের খতিয়ান, এর ভূমিকা, কার্যকারিতা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটি গুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং কমিটি ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষে গৃহীত সাম্প্রতিক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষনার ফলাফলের ভিত্তিতে উপসংহার রচিত হয়েছে এবং কমিটি ব্যবস্থাকে কিভাবে আরো অধিক কার্যকর করা যায়, তার একটি সুপারিশ মালা পেশ করা হয়েছে।

শাহনাজ পারভীন
শাহনাজ পারভীন
এম ফিল গবেষক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০১)

ঘোষনা I

প্রত্যয়ন পত্র II

গবেষকের কথা III

সারণি (Table) তালিকা X

প্রথম অধ্যায় ঃ ১-৮

ভূমিকা ঃ গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার সীমাবদ্ধতা ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ৯-৩৫

বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা ঃ একটি পর্যালোচনা

২ ঃ ক সংসদীয় কমিটি গঠনও কার্যক্রম (১৯৭২-১৯৭৫)

তৃতীয় অধ্যায় ৩৬-৪৮

বাংলাদেশের সাংবিধানের সংশোধন ও রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তন

(Constitutional Amendment : And Introduction to Presidential Rule)

৩ ঃ ক সংসদীয় কমিটি গঠন ও কার্যক্রম (১৯৭৫-১৯৯০)

চতুর্থ অধ্যায় ৪৯-২৫০

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধন ও সংসদীয় গণতন্ত্রের পূনঃপ্রবর্তন

(Constitutional Amendment : And Introduction to Parliamentary System

৪ ঃ ক সংসদীয় কমিটি গঠন ও কার্যক্রম (১৯৯১-১৯৯৬)

৪ ঃ খ সংসদীয় কমিটি গঠন ও কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০১)

I. সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার সাংবিধানিক ভিত্তি।

II. সংসদীয় কমিটির শ্রেণী বিন্যাস।

III. স্থায়ী কমিটি।

IV. বাছাই কমিটি।

V. বিশেষ কমিটি।

VI. অন্যান্য কমিটি।

VII. সংসদীয় কমিটির ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক।

Dhaka University Institutional Repository

VIII. কমিটি ব্যবস্থার আকৃতিগত দিক।

IX. কমিটি মেয়াদ।

X. কমিটির দায়িত্ব ও দক্ষতা।

XI. কমিটির রিপোর্ট।

XII. কমিটিতে ঐক্যমত্য।

পঞ্চম অধ্যায় ২৫১-২৫৪

৫ম ও ৭ম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটিগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষন এবং কমিটি ব্যবস্থার সাম্প্রতিক সংস্কার।

ষষ্ঠ অধ্যায় ২৫৫-২৫৯

উপসংহার সুপারিশ।

গ্রন্থ পঞ্জি

পরিশিষ্ট (Appendix)

পরিশিষ্ট 'ক'

নির্বাচন সংক্রান্ত

পরিশিষ্ট 'খ'

সংবিধান সংক্রান্ত

পরিশিষ্ট 'গ'

সংসদ সংক্রান্ত

পরিশিষ্ট 'ঘ'

কমিটি সংক্রান্ত

পরিশিষ্ট 'ঙ'

অন্যান্য সংক্রান্ত

সারণি তালিকা

সারণি নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
সারণিঃ ১.১	খসড়া সংবিধান কমিটির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা।	১২
সারণিঃ ১.২	১৯৭৩ সালে ৭ মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা।	১৩
সারণিঃ ১.৩	প্রথম জাতীয় সংসদের (৭৩-৭৫) খতিয়ান।	১৫
সারণিঃ ১.৪	প্রথম সংসদ আমলে উত্থাপিত ও গৃহীত সাধারণ বিলের অধিবেশন-ওয়ারী সংখ্যা।	১৬
সারণিঃ ১.৫	সংসদীয় আমলে প্রথম পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপের খতিয়ান।	১৭
সারণিঃ ১.৬	সংসদীয় আমলে প্রথম জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়নমূলক কাজের খতিয়ান।	১৮
সারণিঃ ১.৭	প্রথম জাতীয় সংসদ কালীন গঠিত কমিটির সংখ্যা।	১৯
সারণিঃ ১.৮	প্রথম জাতীয় সংসদের ১১টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চার্ট।	২০
সারণিঃ ১.৯	প্রথম জাতীয় সংসদে বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটির কার্যাবলীর খতিয়ান (১৯৭৩-৭৫)।	২৭
সারণিঃ ২.১	প্রথম জাতীয় সংসদের কমিটিগুলোর সভা ও প্রতিবেদনের সংখ্যা।	৩৩
সারণিঃ ২.২	১৯৭৯ সালের নির্বাচনের ফলাফলের তালিকা।	৩৭
সারণিঃ ২.৩	১৯৭৯ সালে নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী সদস্যদের তালিকা।	৩৮
সারণিঃ ২.৪	দ্বিতীয় সংসদ অধিবেশন সমূহের খতিয়ান (১৯৭৯-৮২)।	৪০
সারণিঃ ২.৫	দ্বিতীয় সংসদে গঠিত কমিটি সমূহের খতিয়ান।	৪১
সারণিঃ ২.৬	জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৮৬।	৪২
সারণিঃ ২.৭	তৃতীয় জাতীয় সংসদ অধিবেশন সমূহের খতিয়ান (১৯৮৬-৮৭)।	৪৩
সারণিঃ ২.৮	তৃতীয় জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি সমূহের খতিয়ান।	৪৪
সারণিঃ ২.৯	চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনঃ মার্চ ১৯৮৮ এর ফলাফলের বিবরণী।	৪৪
সারণিঃ ৩.১	চতুর্থ জাতীয় সংসদের অধিবেশন সমূহের খতিয়ান (১৯৮৮-৯০)।	৪৫
সারণিঃ ৩.২	চতুর্থ সংসদে গঠিত কমিটি সমূহের খতিয়ান।	৪৬
সারণিঃ ৩.৩	পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৯১-এর ফলাফলের বিবরণী।	৫০-৫৩
সারণিঃ ৩.৪	পঞ্চম জাতীয় সংসদ ১৯৯১-এর অধিবেশন সমূহের খতিয়ান	৫৪
সারণিঃ ৩.৫	পঞ্চম জাতীয় সংসদের অধিবেশকালীন সংসদে উত্থাপিত ও পাসকৃত বিলের খতিয়ান।	৬২
সারণিঃ ৩.৬	পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি সমূহের খতিয়ান।	৬৩
সারণিঃ ৩.৭	পঞ্চম সংসদের ১ম হতে ২২ অধিবেশন পর্যন্ত প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সমূহের খতিয়ান।	৬৭-৬৮
সারণিঃ ৩.৮	যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১ম হতে ২০ তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন, অগ্রগতি ও প্রতিবেদন।	৬৯
সারণিঃ ৩.৯	বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।	৭৫
সারণিঃ ৪.১	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।	৮৪
সারণিঃ ৪.২	পঞ্চম জাতীয় সংসদের তথ্য চিত্র।	৯৮
সারণিঃ ৪.৩	সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল।	১০৬
সারণিঃ ৪.৪	সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দল ভিত্তিক আসন লাভের তালিকা	১০৭
সারণিঃ ৪.৫	ঐ	১০৮
সারণিঃ ৪.৬	সপ্তম জাতীয় সংসদের অধিবেশন সংক্রান্ত তথ্যাবলী।	১১০

Dhaka University Institutional Repository

সারণিঃ ৪.৭	সপ্তম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি সমূহের খতিয়ান।	১৩৭
সারণিঃ ৪.৮	সপ্তম জাতীয় সংসদের সরকারী প্রতিশ্রুতি সমূহের তালিকা	১৪৫
সারণিঃ ৪.৯	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।	১৪৬
সারণিঃ ৫.১	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।	১৬২
সারণিঃ ৫.২	বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।	১৮৬
সারণিঃ ৫.৩	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।	২২৭
সারণিঃ ৫.৪	সপ্তম জাতীয় সংসদের কমিটি সমূহ এবং উথাপিত প্রতিবেদনের খতিয়ান।	২৪৫
সারণিঃ ৫.৫	৫ম ও ৭ম জাতীয় সংসদের নির্বাচনের তুলনামূলক ফলাফল।	২৫২
সারণিঃ ৫.৬	৫ম ও ৭ম সংসদে গঠিত কমিটি সমূহের প্রকৃতি (এসসিএমএস)।	২৫৩
সারণিঃ ৫.৭	৫ম ও ৭ম সংসদে গঠিত কমিটি সমূহের প্রকৃতি (অর্থ)।	২৫৩
সারণিঃ ৫.৮	প্রথম থেকে অষ্টম (২০০৩ পর্যন্ত) জাতীয় সংসদের কার্যাবলীর সারাংশ।	৩২৮
সারণিঃ ৫.৯	এক নজরে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের তালিকা।	৩২৯
সারণিঃ ৬.১	এক নজরে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের নির্বাচন (১৯৭৩-২০০১)ইং	৩৩০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ঃ

দ্রুত সুষ্ঠুভাবে সময়ের উপযোগী আইন প্রণয়নের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র আইন সভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। বর্তমান যুগে আইন সভার কাজের চাপ এত বেশি যে এর পক্ষে প্রতিটি বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া সম্ভব নয়। এই কাজে সাহায্য করার জন্য আইনসভা কতগুলো কমিটি গঠন করে থাকে যাতে বিভিন্ন বিল ও প্রস্তাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষন করে আনেক সভার নিকট রিপোর্ট দাখিল করে। ফলে আইন সভার কাজের সুবিধা ও সময় সংক্ষেপ হয়। এ ছাড়াও আধুনিকীকরন ও শিল্পোন্নয়নের ফলে রাষ্ট্রের কার্যকলাপের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

গণতান্ত্রিক সমাজের দাবী এবং সচেতন জনমতের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জন্য আনীত খসড়া সদস্যদের ছোট গ্রুপে বিবেচনা ও পর্যালোচনার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় দেখা দিয়েছে। এমন একটি ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। যেখানে সদস্যের সম্মুখে সরকারী নীতি উপস্থাপন করা য়ায় এবং সদস্যগন তাদের বিশেষ অভিজ্ঞতার আলোকে নিজ নিজ অবদান রাখতে পারেন। সরকারী হিসাব সদস্যগন কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। এটাই হচ্ছে সংসদীয় কমিটির ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের মূল কথা। আর এই কমিটি গুলোই হচ্ছে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রানশক্তি। বর্তমানে আইন প্রণয়ন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও বিশেষ জ্ঞানের ব্যাপার হয়ে পড়েছে। তাই সংসদীয় কমিটি ছাড়া আধুনিক যুগের আইন পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা করা তথা সুষ্ঠ আইন প্রণয়ন করা একরকম অসম্ভ হয়ে পড়েছে। আইন সভার অভিজ্ঞ ও জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কমিটিগুলো সেজন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

জাতীয় সংসদকে আইন প্রণয়নে সাহায্য করার জন্য এবং জাতীয় সংসদের সময় সংক্ষেপনের জন্য কমিটিগুলো গঠন করা হয়ে থাকে। কমিটিগুলো বিভিন্ন বিল ও প্রস্তাব পূঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষেন করে আইন সভার নিকট রিপোর্ট দাখিল করে ফলে আইনসভা গণতন্ত্রকে অধিকতর কার্যকর এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কাজ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ১৯৯১ সালে থেকে এ পর্যন্ত জাতীয় সংসদকে অধিকতর কার্যকর এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে যুগোপযোগী করার জন্য কমিটিগুলো যেভাবে কাজ করেছে তা সন্তোষজনক নয়। দেখা যায় পঞ্চম জাতীয় সংসদের মোট ৪৬টি কমিটির ১৪৬৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু রিপোর্ট পেশ করেছে মাত্র ৪১টি যা সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে হতাশাব্যঞ্জক। আর ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের আয়ুস্কাল ছিল মাত্র ১১দিন এতে কোন কমিটি গঠিত হয়নি।

বিরোধী দল তো বটেই সরকারী দলের সদস্যরাও সংসদীয় কমিটিগুলোর কাজকর্মে সন্তুষ্ট নন। সংসদীয় কমিটি পদ্ধতি বিষয়ক সম্মেলনে অংশ গ্রহনকারী সরকারী দলের অধিকাংশ সদস্যের মতে কমিটিগুলো তাদের দায়িত্বের তুলনায় প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। বিশেষ করে কমিটিগুলোতে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব সমানুপাতিক নয় বলে ভারসাম্য ব্যাহত হচ্ছে। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য আলোচনার পূর্বে সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম যেমন হওয়া উচিত এবং সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যপ্রণালী-বিধির উৎকর্ষের লক্ষ্যে তা সংশোধনের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

কমিটিগুলোকে শক্তিশালী করনের মধ্য দিয়ে সংসদকে অধিকতর কার্যকর করতে হলে এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যেখানে নির্বাহী বিভাগ শক্তিশালী হতে পারে কিন্তু সংসদ ও সরকারের মধ্যে কোন বিরোধ থাকবেনা। তেমনি সরকার সংসদের উপর কোন প্রাধান্য বিস্তারেও সক্ষম হবেনা। অর্থাৎ সংসদ দেশ শাসন করবে না, তবে যারা দেশ শাসন করবে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। এই ব্যবস্থায় সরকার সংসদ নিয়ন্ত্রন করবেনা কিন্তু নির্বাহী ক্ষমতার উপর সংসদ তদারকী করবে। কমিটিগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে যাতে সংসদ ও সংসদ সদস্যগন সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

সপ্তম জাতীয় সংসদের মেয়াদকালে সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমের ওপর আলোকপাতের লক্ষ্যে ইনষ্টিটিউট অব পার্লামেন্টারী ষ্টাডিজ ও ইউএনডিপি যৌথভাবে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন ২৪ মে ১৯৯৯ সালে। এ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য ছাড়াও বৃটেনের হাউজ অব কমন্স ও ইউএনডিপির বিশেষজ্ঞরা এবং দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও এনজিও প্রতিনিধি এতে অংশ নেন। এই সম্মেলন নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই সম্মেলনে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা এমন হয়। এ

Dhaka University Institutional Repository

কোরামে সস্তাবুলি আওড়ানোর সুযোগ কম এবং ঐক্যমতে পৌছার সুযোগ অনেক বেশি ছিল। সদস্যদের মতে সংসদীয় কমিটি যখন দায়িত্ব পালন করে তখন ধরে নিতে হবে যে, সংসদই কমিটিগুলোর মাধ্যমে স্বীয় দায়িত্ব পালন করছে। যে কোন গুরুত্বপূর্ন বিষয় কমিটি পর্যায়ে সমাধানের আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হলে বিষয়টি সংসদে বিবেচনার সময় অধিক গ্রহনযোগ্যতা লাভ করে এবং কম বিরোধিতার সম্মুখীন হয়।

সপ্তম জাতীয় সংসদে সংসদীয় কার্যপ্রণালী-বিধির উৎকর্ষের লক্ষ্যে তা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথমত ঃ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি, মন্ত্রীর পরিবর্তে মন্ত্রী নন এমন একজন সংসদ সদস্যকে নিয়োগ করা হয়েছে। এ সংশোধন সরকারের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করেছে।

দ্বিতীয়ত ঃ সংসদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নকাল প্রবর্তন করা হয়েছে এতে সরকার প্রধানের সংসদীয় কাজের পরিমান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলে এ ধরনের ব্যবস্থা বাংলাদেশই প্রথম প্রবর্তন করেছে।

তৃতীয়ত ঃ সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উত্থাপিত সব সরকারী বিল সংসদে গৃহীত হওয়ার পুর্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। স্থায়ী কমিটিগুলো গঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই দায়িত্ব একটি বিশেষ কমিটি পালন করে। সংসদের প্রশ্নকাল টেলিভিশনে, সংসদের সমস্ত কার্যক্রম বেতারে ব্যবস্থার ফলে প্রতিদিন সংসদে কি ঘটছে তা সরাসরি জানার এবং সংসদের প্রতিটি ঘটনা ও আলোচনা সর্ম্পকে নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রত্যেক্ষ সুযোগ জনগন পেয়েছেন। এ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে উল্লেযোগ্য সংখ্যক সদস্য ছাড়াও বৃটেনের হাউজ অব কমন্স ও ইউএনডিপির বিশেষজ্ঞরা এবং দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও এনজিও প্রতিনিধি এতে অংশ নেন। এই সম্মেলন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই সম্মেলনে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা এমন একটি কোরামের সৃষ্টি করেছে যেখানে আবেগের পরিবর্তে যুক্তির ভিত্তিতে বিতর্ক

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিত হয়। এ কোরামে সস্তাবুলি আওড়ানোর সুযোগ কম এবং ঐক্যমতে পৌছার সুযোগ অনেক বেশি ছিল। সদস্যদের মতে সংসদীয় কমিটি যখন দায়িত্ব পালন করে তখন ধরে নিতে হবে যে, সংসদই কমিটি গুলোর মাধ্যমে স্বীয় দায়িত্ব পালন করছে। যে কোন গুরুত্বপূর্ন বিষয় কমিটি পর্যায়ে সমাধানের আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হলে বিষয়টি সংসদে বিবেচনার সময় অধিক গ্রহনযোগ্যতা লাভ করে এবং কম বিরোধিতার সম্মুখীন হয়।

এই অভিসন্দর্ভে ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সংসদীয় কমিটি কার্যক্রম বিশ্লেষন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এর প্রভাব বা গুরত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে যে সব বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো ঃ

১। সংসদীয় কমিটি তার সিদ্ধান্তমূলক কার্যাবলী সম্পাদনে কতটুকু সফল বা ব্যর্থ কর্মসূচীকে প্রভাবিত করতে পেরেছে কিনা?

২। সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রন অর্থাৎ সরকারের নীতি বা কর্মসূচীকে প্রভাবিত করতে পেরেছে কিনা?

৩। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমের সাফল্য বা ব্যর্থতার কারণ সমূহ নির্ধারণ করা এবং ইহা জাতীয় জীবনকে কতটুকু এবং কিভাবে প্রভাবিত করেছে? অর্থাৎ সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধকরণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক কিনা নেতিবাচক পদক্ষেপ রাখতে সক্ষম হয়েছে?

জাতীয় সংসদকে অধিকতর কার্যকর ও গণতন্ত্রের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য এবং নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনের জন্য কমিটি গুলোকে আরো অধিক পরিমানে কার্যকর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিটি কার্যক্রমের উপর ব্যাপক গবেষণা করাই এই অভিসন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পদ্ধতি ঃ

এই গবেষণা কাজটিতে পদ্ধতিগত দিক থেকে একদিকে অভিজ্ঞতাভিত্তিক, ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে এবং অপরদিকে তথ্য সংগ্রহের দিক থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক (Empirical Method) ঃ

মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কখনও লিপিবদ্ধ করা হয় না। অভিজ্ঞতা ব্যতীত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। ব্যক্তি ও ব্যক্তি সমষ্টির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহকে অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতি হিসেবে অভিহিত করা যায়। সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নমালা তৈরির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method) ঃ

ইতিহাসের দ্বারা মানুষের সাফল্যের যথাযথ ও অর্থপূর্ণ বিবরণ লাভ করা সম্ভব। ইতিহাসকে শুধু কতকগুলি ঘটনার বিবরণ বলা যায় না। এটা এমন সঠিক ও সংঘবদ্ধ বিবরণ যেখানে মানুষ ও ঘটনাবলীর একটি বিশেষ স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়।[১] ইতিহাস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করাই হচ্ছে এই ঐতিহাসিক পদ্ধতির কাজ। সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা এখন ইতিহাস। ঐতিহাসিক তথ্য প্রমানাদি এই গবেষনার প্রধান আলোচ্য বিষয়। তাই এ ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

বর্ণনামূলক পদ্ধতি (Descriptive Method) ঃ

বাংলাদেশের একটি উন্নয়নশীল দেশ এর অনেক সমস্যা রয়েছে এবং এই সমস্যা সমূহ বেশ জটিল প্রকৃতির। আর এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয সংসদীয় সরকারকে অর্থাৎ সংসদীয় ব্যবস্থার প্রাণ সংসদ তথা কমিটি ব্যবস্থাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বর্ণনামূলক অনুসন্ধানের মাধ্যমে ঐ সব সমস্যার প্রকৃতি, কারণ এবং প্রভাব সম্পর্কে জানা সম্ভব।

১। নাজমির নুর বেগম, সামাজিক গবেষণা পরিচিতি, ঢাকা কলেজ ভিউ (দ্বিতীয় সংকরণ) ১৯৮৪ইং পৃঃ ৪৭। (দেখতে হবে)।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য গবেষণায় তাই বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ঃ

ক) প্রাথমিক উৎস (Primary Sources) ঃ

গবেষণা কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মৌলিকভাবে সংগৃহীত উপাত্ত সমূহকে প্রাথমিক উপাত্ত বলা যায়। প্রকৃত পক্ষে যে উপাত্ত সংগ্রহের পর প্রকাশিত কোন গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হয়নি তাকে প্রাথমিক উপাত্ত বলা হয়।

এই গবেষণা কাজেও প্রাথমিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। যেহেতু উক্ত বিষয়ের উপর এখনও পর্যপ্ত কোন গবেষণা প্রকাশিত হয়নি। এক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বিজ্ঞপ্তি, গেজেট বিবরণী, গণপরিষদ ও পার্লামেন্টের বিতর্ক, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সরকারী দপ্তরের অধ্যাদেশক, সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদন সমূহ, পার্লামেন্টের কার্যবাহের সারাংশ, নির্বাচন কমিশনের প্রতিবেদন ও প্রচার পত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক উৎস (Secondary Sources) ঃ

এই গবেষণার কাজটি একটি ঐতিহাসিক পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতির মাধ্যমে সবরকম উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সাধারণত প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতির মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করে কোন গবেষণা কাজ করা হলে অথবা কোন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হলে ঐ প্রাথমিক উপাত্ত কিংবা প্রকাশিত গবেষণা থেকে কোন উপাত্ত অন্য কোন গবেষণায় ব্যবহার করা হলে তাকে মাধ্যমিক উপাত্ত বলে। এক্ষেত্রে দৈনিক পত্রিকা, সাময়িক পত্রিকা ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী উল্লেখযোগ্য। এই গবেষণায় জার্নালে, প্রকাশিত আর্টিকেল, প্রকাশিত পুস্তকাদি এবং ক্ষেত্র বিশেষে কোন গবেষণা থেকেও উপাত্ত নেয়া হয়েছে।

গবেষণা সীমাবদ্ধতা ঃ

সর্বক্ষেত্রে গবেষনার পথ বড় দুর্গম। সামাজিক বিজ্ঞানের বৃহত্তর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তা আরো জটিল। গবেষণাগারে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীরা যেভাবে তাদের গবেষণার ক্ষেত্রেকে সীমিত এবং নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন, সামাজিক বিজ্ঞনীদের সে সুযোগ নেই। সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গবেষণার মৌল একক ব্যক্তি এবং ব্যক্তি সমন্বয়ে সমষ্টি ভিত্তিতে সামাজবিজ্ঞানীদের অগ্রসর হতে হয় ফলে ব্যক্তির আবেগ, সমষ্টির উম্মাদনা, স্থান ও কালের প্রভাব, সাংস্কৃতির প্রতিনিয়ত পরবর্তনশীল দ্যোতনা সবকিছুকে গবেবক গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন।

Dhaka University Institutional Repository

এসব লক্ষ্য করে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলে ছিলেন, পদার্থ বিদ্যার চেয়ে রাজনীতির গবেনষনাক্ষেত্র অনেক বেশি জটিল। আচরণ বাদ জনপ্রিয় হবার ফলে সংখ্যাভিত্তিক উপাত্ত ব্যবহৃত হচ্ছে বটে, কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এতো বিশাল এবং এতো অনিশ্চিত যে ব্যক্তির সব প্রবনতা, সমষ্টির সকল কার্যক্রম এবং আচরনের সংখ্যাগত প্রকাশ সম্ভব নয়। বেশ ক'বছর থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক প্রয়োগযোগ্য নতুন নতুন পদ্ধতি অনুশীলন করা হচ্ছে। সিস্টেমস্ তত্ত্ব থেকে শুরু করে মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণও ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু চুলচেরা বিশ্লেষনের জন্য ইতিহাসের বিশাল গবেষণাগারকে সামনে রেখে, সুনির্দিষ্ট পরিসরে তুলনামূলক পর্যালোচনার উপর গুরুত্ব এতোটুকু কমেনি। ইতিহাসের পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর তাদের আস্থা বিন্দুমাত্র কমেনি। প্রাচীনকালে এরিষ্টটল যেভাবে ইতিহাসের উপর নির্ভর করেছেন, সে নির্ভরশীলতা এ যুগেও প্রায় তেমন। [১]

মার্কিন গবেষক ফ্রান্সিস ফুকিয়ামা ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলেছেন, মানুষের আদর্শ গত বিবর্তনের চূড়ান্ত পর্যায় এসেগেছে। এক্ষেত্রে ইতিহাস ও তার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত। পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক গণতন্ত্রই এখন সার্বজনীন রাজনৈতিক ব্যবস্থারূপে প্রকাশিত। [২]

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। প্রভাবশালী সংসদের নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রীপরিষদ হয়ে ওঠে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান নিয়ামক। সে ব্যবস্থা এ সমাজ ধরে রাখতে পারেনি। পরবর্তীতে স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংসদীয় ব্যবস্থা। 'সার্বভৌম' সংসদের নিকট দায়ী মন্ত্রী পরিষদই নির্বাহী কর্তৃত্বের অধিকারী। [৩]

১। এমাজ উদ্দিন আহমেদ, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (বাংলা একাডেমিক ঢাকা ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪) পৃঃ. ২১
২। Francis Fukuyama. "The End of history/" The National Interest (Summer. 1989).
৩। এমাজ উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১.

আলোচ্য গবেষণার সীমাবদ্ধতা অনেক। সদ্য সমাপ্ত একটি সংসদীয় সরকারের সংসদীয় কমিটির উপর গবেষনা পরিচালনা করা বেশ দুরুহ ব্যাপার। কেননা সপ্তম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার উপর এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত পুস্তাকাদি প্রকাশিত হয়নি। তাই এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের প্রধান উপাদান জাতীয় সংসদ হতে সংগ্রহীত বিভিন্ন তথ্য এবং দৈনিক ও সাপ্তাহিক প্রত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার উপর প্রকাশিত পুস্তক ও জার্নাল সমূহ।

সপ্তম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার উপর গবেষণা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহরে জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কমিটি শাখা ও জাতীয় সংসদের সচিবালয়ের গ্রন্থাগার থেকে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। সর্বপরি বলা যায় একটি সরকারের সদ্য সমাপ্ত জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমকে এই ক্ষুদ্র পরিসরে স্থান দেয় সত্যিই বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই অনেক বিষয় এড়িয়ে যেতে হয়েছে। কাজেই এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই গবেষণাকর্ম শেষ করতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা ঃ একটি পর্যালোচনা

ভারত উপমহাদেশে আধুনিক গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সূচনা বৃটিশ শাসন আমলে হলেও ভারত ও বাংলার প্রাচীন ব্যবস্থায় এ ধরনের প্রজাতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রচলিত ছিল বলে ঐতিহাসিক প্রমান থেকে জানা যায়। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমনের সময় আধুনিক পাটনার কাছে অবস্থিত পাটানি পুত্র নির্বাচিত রাজা বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ দ্বারা রাজ্য শাসন করতেন।[১]

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ একটি সংসদীয় ঐতিহ্যের অধিকারী আর এই ঐতিহ্য প্রায় দেড় শত বছরের। বৃটিশ বাংলায় যে পার্লামেন্টের বা সংসদের সূচনা হয় তা আধুনিক অর্থে সংসদ না হলেও এর অধিবেশন বসেছিলে ১৮৬২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী। আর এই সংসদের সৃষ্টিতে যে বিষয়টি কাজ করেছিল তা হল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের ফলেই বৃটিশরা এদেশীয় বুদ্ধিজীবিদের শাসনকার্যে সহায়তার জন্য সম্পৃক্ত করে। এর ফলশ্রুতিতে ১৮৬১ সালে ভারতীয় কাউন্সিল আইন পাশ হয় এবং ১৮৬২ সালে বঙ্গীয় আইন সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে এই আইন সভার ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে এবং ১৯০৯ সাল হতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত আইন সভার সদস্যরা সেই সময় সীমিত সংখ্যক ভোটার দ্বারা নির্বাচিত হতেন সে সময় যাদের সামাজিক মর্যদা, আর্থিক স্বচ্ছলতা ও প্রতিপত্তি ছিল তারাই কেবল আইন সভার সদস্যদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে পারতেন এবং বাংলার রাজনীতির মূলত এই আইন সভা কেন্দ্রিক ছিল।[২]

১। জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা নিউ এজ পাবলিকেশন্স, জুলাই, ২০০৩, পৃঃ ১৯।
২। এ সম্পর্কে বিস্তারিত পরিশিষ্ট 'গ' সংসদ সংক্রান্ত বাংলাদেশের সংসদীয় ঐতিহ্য (১৮৬২-২০০৩)।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রেক্ষিতে পাকিস্তান ও ভারত ইউনিয়ন নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।[১] এর পর থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ ও তার সঠিক প্রতিষ্ঠানিকীকরণ পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম গুরুত্ব পূর্ণ দাবীতে রূপ নেয়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রতিটি আন্দোলনের মূলে ছিল সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ এবং তার সঠিক প্রতিষ্ঠানিকীকরণ। পাকিস্তান এমন একটি রাষ্ট্র ছিল, যার দুটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। এই দুই অংশের মধ্যে একমাত্র ধর্মের বন্ধন ছাড়া ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার, প্রথা, খাদ্য, পোশাক, ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন রকম মিল ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু আধিপত্যের ভীতি বাঙালীদের পাকিস্তানে যোগ দিতে বাধ্য করলেও বাংঙ্গালীরা তাদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র বিসর্জন দিতে এবং অপর গোষ্ঠীর অধিপত্য মেনে নিতে রাজি ছিল না। এর ফলে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী সামাজিক বৈষম্য, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক দমন, অর্থনৈতিক শোষন এবং রাজনৈতিক আধিপত্যের নীতি অনুসরন করলে বাঙ্গালীরা পাকিস্তান হতে মানসিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পাকিস্তান ভেঙ্গে যায়।[২]

বাংলাদেশের মানুষের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে যে গভীর আগ্রহ ও আস্থা এবং এই পদ্ধতি ১৯৯১ সনে পুনঃ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে দেশের জনগণের দাবী ও তার স্বার্থকতা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে উল্লেখিত ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরাতে হয়। নতুবা ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদীয় সরকার বব্যস্থা প্রবর্তনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আর এই সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে জাতীয় সংসদে গঠিত সংসদীয় কমিটিসমূহ।

আধুনিক কালে দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য পৃথিবীর সব জায়গায় আইনসভা কমিটি ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে কাজ করে। আইন সভার কাজ অনেক বেশি হওয়ায় এর প্রতিটি বিলের পরীক্ষা-নীরিক্ষা করার জন্য যথেষ্ট সময় দেয়া সম্ভব নয় বলে আইনসভা কতকগুলো কমিটি গঠন করে। তাতে বিভিন্ন বিল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে কমিটিগুলো রিপোর্ট পেশ করে আইন সভার নিকট। এতে আইন সভার কাজের সুবিধা হয় এবং সময়ও বাঁচে। বর্তমান সময়ে আধুনিকীকরণ ও শিল্পোন্নয়নের ফলে রাষ্ট্রের কাজের পরিমান অনেক বেড়েছে। ফলে আইন প্রনয়ণ পূর্বের তুলনায় জটিল হয়েছে। এছাড়া আইন প্রণয়ণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞদের কাজ হওয়ায় এসব ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কমিটিগুলো তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সংসদীয় কমিটি ঃ

বিশ্বজুড়ে প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রীক ব্যবস্থায় আইন পরিষদের কর্মসম্পাদনে একটি প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী উদ্ভাবন হচ্ছে এই কমিটি ব্যবস্থা। "সংসদীয় কমিটি" শব্দ বা Term টি সঙ্গায়িত করে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে বলা হয়েছে যে,

---

১। এমাজ উদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, জানুয়ারী, পৃঃ ১৯

২। আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, রংপুর, টাউন ষ্টোর্স, অক্টোবর ১৯৯৮, পৃঃ ১১০

Dhaka University Institutional Repository

(গ) কমিটি অর্থ সংসদ কর্তৃক বা সংসদের ক্ষমতাবলে গঠিত কোন কমিটি এবং অনুরূপ কমিটির কোন সাব কমিটিও এর অন্তর্ভুক্ত।[১] Allan Ball এর মতে, কমিটি ব্যবস্থা হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদ গুলোর একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কমিটি ব্যবস্থার যথাযথ ভূমিকাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করেছে উন্নত বিশ্বে। আইন পরিষদের মূল্যবান সময়ের সদ্ব্যবহার করার লক্ষ্যে সাংসদগণ বিভিন্ন কমিটি বা উপকমিটিতে বিভক্ত হয়ে আইন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। এভাবে কমিটিগুলো আইন পরিষদকে তার কাজ সঠিকভাবে সম্পাদনে সাহায্য করে।[২]

S.S. Khera বলেন, A Committee is specialised instrument by which management can be measured and tested?[৩] গ্রেট বৃটেনের সংসদীয় কমিটি সম্পর্কে, Finer বলেন, It is realised that committees save the time of the house to such an extent that without them Parliament could never satisfy the legislative need of the modern electorate.[৪] কে.সি হুইয়ার বলেন, "কমিটি এমন অনেক কাজ করেন যাহা কমন্সসভা করতে পারে না।"[৫] সংসদের আইন প্রণয়নসহ দৈনন্দিন্দন কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতার জন্য সংসদ সদস্যদের নিয়ে যে সব কমিটি গঠিত হয় তাকে সংসদীয় কমিটি বলে।

২ঃ ক সংসদীয় কমিটি গঠন ও কার্যক্রম (১৯৭২-১৯৭৫)

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলা দেশের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার মুজিব নগর হতে ঢাকায় আনা হয়। শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে তখন বন্দী ছিলেন। পাকিস্তান কারাগার হতে মুক্ত হয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী। তিনি ১১ জানুয়ারী 'বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারী করেন। এই অস্থায়ী সংবিধান আদেশ অনুযায়ী দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত হয়। এবং অস্থায়ী সংবিধান আদেশের ৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শেখ মুজিবকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।[৬] তিনি ১১ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রী সভা গঠন করেন।

১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের জন্য একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার জন্য "বাংলাদেশে গণপরিষদ আদেশ" নামে একটি আদেশ জারী করেন। এই আদেশ অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর হতে ১লা মার্চ পর্যন্ত সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের আসন সমূহে নির্বাচিত সব সদস্যের সমন্বয়ে গণ পরিষদ গঠিত হয়। উল্লেখ্য গণপরিষদে সাবেক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৪৭৯ জন সদস্যের মধ্যে ৪২৯ জন সদস্য গণপরিষদে শপথ গ্রহণ করেন।[৭] এই গণপরিষদের উপর সংবিধানের খসড়া তৈরীর দায়িত্ব দেয়া হয়।

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী- বিধি ঃ বিধি ২(১)(গ)।

২। Ball Allan R, Modern Politics and Government London. The Macmillan Press Ltd. P: 156

৩। S.S. Khera, Management and Control in Public Enterprise (London : Asia Publishing House, 1964), P. 266

৪। Finer S.E. Comparative Government.

৫। এমাজ উদ্দিন আহমদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, জুন ১৯৯৪।

৬। আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, টাউন স্টোর্স, রংপুর, অক্টোবর ১৯৯৮, পৃঃ ১১৪

৭। বাংলাদেশ গণপরিষদ, বাংলাদেশে গণপরিষদ কর্তৃক ১৯৭২ সালের এপ্রিল অধিবেশনে (১৯৭২ সনের ১০ ও ১১ এপ্রিল) সম্পাদিত কার্যবাহের সারাংশ।

সারণি ঃ ১.১

খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

	বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার
	৩০ বছরের নীচে	০১	০৩
	৩০-৪৫ বছর	২১	৬২
	৪৫-৫৬ বছর	১২	৩৫
	মোট	৩৪	১০০
ধর্ম	ইসলাম	৩২	৯৪
	হিন্দু	০২	০৬
	মোট	৩৪	১০০
পেশা	আইনজীবী	২৪	৭০
	অধ্যাপক	০৪	১২
	ডাক্তার	০১	০৩
	সাংবাদিক	০১	০৩
	কৃষক নেতা	০১	০৩
	সমাজ কর্মী	০৩	০৯
	মোট	৩৪	১০০

সূত্র ঃ রকিবা ইয়াসমিন, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা (১৯৭২-৯৬), পিএইচ.ডি, অভিসন্দর্ভ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃঃ ১৫১

সারণি ১.১ এ দেখা যায় যে, কমিটির বেশির ভাগ সদস্য ৩০-৪৫ বছর বয়স্ক ব্যক্তি। ৩৪ জন সদস্যের মধ্যে ৩২ জন্য ছিলেন মুসলিম এবং ২জন ছিলেন হিন্দু। এদের অধিকাংশ সদস্য ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত তবে উচ্চ পেশাজীবী ও ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তিরা ছিলেন এই কমিটির সদস্য। সদস্যদের মধ্যে ২৪ জন আইনজীবি, ৪ জন অধ্যাপক, ১ জন ডাক্তার, ১জন সাংবাদিক, ৩জন সমাজকর্মী ও ১ জন কৃষকনেতা। এই কমিটিতে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, কিংবা শ্রমিক শ্রেণীর কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকর হওয়াতে অস্থায়ী সংবিধান বাতিল হয়ে যায় এবং এই সংবিধান অনুযায়ী ৭ মার্চ ১৯৭৩ তারিখ প্রথম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ১.২

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোট/ আসন (২৮৯টি আসনে)

দল	মনোনীত প্রার্থী সংখ্যা	কত ভোট পাইয়াছে	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৮৯	১,৩৭,৯৩,৭১৭	৭৩.২০	২৮২
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)	২২৪	১৫,৬৯,২৯৯	৮.৩৩	-
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)	১৬৯	১০,০২,৭৭১	৫.৩২	-
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২৩৭	১২,২৯,১১০	৬.৫২	১
বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	৪	৪৭,২১১	০.২৫	-
বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (লেলিনবাদী)	২	১৮,৬১৯	০.১০	-
বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	৩	১১,৯১১	০.০৬	-
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	৮	৬২,৩৫৪	০.৩৩	১
বাংলা জাতীয় লীগ	১১	৫৩,০৯৭	০.২৮	-
শ্রমিক-কৃষিক সমাজবাদী দল	৩	৩৮,৪২১	০.২০	-
বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন	৩	১৭,২৭১	০.০৯	-
জাতীয় গণতান্ত্রিক দল	১	১,৮১৮	০.০১	-
বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন	১	৭,৫৬৪	০.০৪	-
বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস	৩	৩,৭৬১	০.০২	-
স্বতন্ত্র প্রার্থী	১২০	৯,৮৯,৮৮৪	০.২৫	৫
মোট	**১,০৭৮**	**১,৮৮,৫১,৮০৮**	**১০০**	**২৮৯**

সূত্র ঃ Bangladesh election commission. Reporton the first general election to parliment in Bangladesh. 1973. P. 53

সারণি ১.২ এ দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ লাভ করে ২৮৯টি আসনের মধ্যে ২৮২ টি আসন। অপর দিকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল লাভ করে ১ টি আসন, জাতীয় লীগ লাভ করে ১টি আসন এবং নির্দলীয় প্রার্থী লাভ করে ৫টি আসন। এই নির্বাচনে ১০টি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এছাড়া পাবনার একটি আসনে অন্যতম প্রার্থী আবদুর রবের দুর্ঘটনার মৃত্যু হওয়ায় উক্ত আসনের নির্বাচন স্থগিত থাকে। ফলে ২৮৯টি আসনে নির্বাচন হয়।

এই নির্বাচনে যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ২৫-৩০ বয়সের গ্রুপে ছিলেন ৪৬ জন, ৩১-৪০ বয়সের গ্রুপে ছিলেন ১২৬জন, ৪১-৫০ বয়সের নির্বাচিত সংসদ গ্রুপে চিলেন ১০৯ জন, ৫১-৬০ বয়সের গ্রুপে ছিলেন সদস্যের বয়স। ২৬ জন, ৬১-৭০ বয়সের গ্রুপে ছিলেন ৭জন এবং ৭১-৮০ বয়সের গ্রুপে ছিলেন একজন। সংসদের প্রবীণতম সদস্য হচ্ছে শ্রীকুবের চন্দ্র বিশ্বাস (খুলনা-৫)। তাঁর বর্তমান বয়স ৭৪ বছর।

শিক্ষার দিক থেকে সংসদের ৩১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১৫০ জন ছিলেন পোষ্ট গ্রাজুয়েট, ৭২ জন ছিলেন গ্রাজুয়েট, ৮৫ শিক্ষার মান। জন ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মিাধ্যমিক এবং বাকী ৮জন ছিঁলেন মাধ্যমিক স্তরের নীচে।

পেশাগত দিক থেকে ৯৯ জন ছিলেন আইনজীবী; ১৫জন ছিলেন চিকিৎসক; ৩৪ জন ছিলেন অধ্যাপক ও শিক্ষক; ৩৭ জন ছিলেন কৃষিজীবী; ৫৪ জন ছিলেন ব্যবসায়ী; ৯ জন ছিলেন সাংবাদিক; ৬জন ছিলেন ট্রেড ইউনিয়নিস্ট এবং বাকি ৬১ জন ছিলেন অন্যান্য পেশাধারী।

১৬ই মার্চ তারিখে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ২১ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।[১] ৭ এপ্রিল সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়।[২] এই সংসদ ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারী পর্যন্ত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার অধীনে কার্যকর ছিল। এই সময় সংসদ ১১৪টি কর্মদিবসে ৪০৭ ঘন্টা কর্মরত ছিল। ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৫ তারিখ হতে ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ তারিখ পর্যন্ত এই সংসদ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার অধীনে কর্মরত ছিল। এই সময় সংসদ ২০টি কর্ম দিবসে ৪৬.৫৪ ঘন্টা কর্মরত ছিল।[৩]

১। মোঃ আবদুল হালিম, সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ পৃঃ ৩৭৩।

২। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের (৭ এপ্রিল হতে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত) কার্যকবাহের সারাশং।

৩। প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে অষ্টম অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ১.৩

প্রথম জাতীয় সংসদের (৭৩-৭৫) অধিবেশ সমূহের খতিয়ান

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট বৈঠক দিবস
প্রথম	০৭-০৪-৭৩	১৯-০৪-৭৩	১৩ দিন	৭ দিন
দ্বিতীয়	০২-০৬-৭৩	১৭-০৭-৭৩	৪৬ দিন	৩৭ দিন
তৃতীয়	১৫-০৯-৭৩	২৬-০৯-৭৩	১২ দিন	১০ দিন
চতুর্থ	১৫-০১-৭৪	০৫-০২-৭৪	২১ দিন	১৬ দিন
পঞ্চম	০৩-০৬-৭৪	২২-০৭-৭৪	৫০ দিন	৩৭ দিন
ষষ্ঠ	১৯-১১-৭৪	২৩-১১-৭৪	৫ দিন	৫ দিন
সপ্তম	২০-০১-৭৫	২৮-০১-৭৫	৯ দিন	২ দিন
অষ্টম	২৩-০৬-৭৫	১৭-০৭-৭৫	২৪ দিন	২০ দিন

মোট কার্য দিবস = ১৩৪ দিন।

- প্রথম জাতীয় সংসদ ৬ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে মেয়াদ পূর্তির আগে ভেঙ্গে দেয়া হয়।

সূত্রঃ প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে অষ্টম পর্যন্ত অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

(প্রথম অধিবেশন ৭.৪.৭৩ থেকে ১৯.৪.৭৩, দ্বিতীয় অধিবেশন ২.৬.৭৩ থেকে ১৭.৭.৭৩, তৃতীয় অধিবেশন ১৫.৯.৭৩ থেকে ২৬.৯.৭৩, চতুর্থ অধিবেশন ১৫.১.৭৪ থেকে ৫.২.৭৪, পঞ্চম অধিবেশন ৩.৬.৭৪ থেকে ২২.৭.৭৪, ষষ্ঠ অধিবেশন ১৯.১১.৭৪ থেকে ২৩.১১.৭৪, সপ্তম অধিবেশন ২০.১.৭৫ থেকে ২৮.১.৭৫)

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ১.৪

প্রথম জাতীয় সংসদে সংসদীয় আমলে উত্থাপিত ও গৃহীত সাধারণ বিলের অধিবেশন-ওয়ারী সংখ্যা

অধিবেশন	বিলের নোটিশ সংখ্যা	স্পীকার কর্তৃক গৃহীত বিল		সংসদে উত্থাপিত বিল		সংসদে পাসকৃত বিল	
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
প্রথম অধিবেশন (৭/৪/৭৩- ১৯/৪/৭৩)	-	-	-	-	-	-	-
দ্বিতীয় অধিবেশন (২/৬/৭৩- ১৭/৭/৭৩)	১৫	১৫	১০০	১৫	১০০	১৪	৯৩.৩৩
তৃতীয় অধিবেশন (১৫/৯/৭৩- ২৬/৯/৭৩)	১৫	১৫	১০০	১৪	৯৩.৩৩	১৪	৯৩.৩৩
চতুর্থ অধিবেশন (১৫/১/৭৪- ৫/২/৭৪)	৩২	৩২	১০০	৩২	১০০	৩১	৯৬.৮৮
পঞ্চম অধিবেশন (৩/৬/৭৪- ২২/৭/৭৪)	২৮	২৮	১০০	২৮	১০০	২৮	১০০
ষষ্ঠ অধিবেশন (১৯/১১/৭৪- ২৩/১১/৭৪)	১৩	১৩	১০০	১২	৯২.৩১	১২	৯২.৩১
সপ্তম অধিবেশন (২০/১/৭৫- ২৮/১/৭৫)	১০	১০	১০০	৬	৬০	১	১০
মোট	**১১৩**	**১১৩**	১০০	**১১৩**	১০০	**১১৩**	১০০

সূত্র ঃ রাকিবা ইয়াসমিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬০

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ১.৫

সংসদীয় আমলে প্রথম পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপের খতিয়ান

প্রশ্ন/প্রস্তাব	প্রদত্ত নোটিশের সংখ্যা	স্পীকার কর্তৃক গৃহীত		সংসদে উত্থাপিত ও আলোচিত		সংসদে গৃহীত
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	
তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন	৭৫৭৬	৫৪১৩	৭১.৪৫	৪৬৭৪	৬১.৬৯	---
সম্পূরক প্রশ্ন	৪৩২৫	৪৩২৫	১০০	৩৩৫৩		---
তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্ন	৩০	২৬	৮৬.৬৭	৪	১৩.৩৩	---
তৎকালীন নোটিশের প্রশ্ন	১০৮	৫০	৪৬.৩০	২৫	২৩.১৫	---
মূলতবি প্রস্তাব	১৬	১	৬.২৫	০.০০	০.০০	০.০০
মনোযোগ আকর্ষণ প্রস্তাব	২২৯	৫১	২২.২৭	২৮	১২.২৩	---
সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রস্তাব	১৯	৫	২৬.৩২	৪	২১.০৫	---
বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত মঞ্জুর	৩৪৩	২৭২	৭৯.৩০	৬	১.৭৫	০.০০
অনাস্থা প্রস্তাব	১		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

সূত্র ঃ রাকিবা ইয়াসমিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ১.৬

সংসদীয় আমলে প্রথম জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়নমূলক কাজের খতিয়ান

১	বিলের নোটিশ সংখ্যা	১১৩
২	সংসদের উত্থাপিত বিলের সংখ্যা	১০৭
৩	সংসদের গৃহীত মোট বিলের সংখ্যা	১০০
	ক) মৌলিক বিল	৪৫ (৪৫%)
	খ) অধ্যাদেশ আকারে পূর্বাহ্নে জারিকৃত বিল	৫৫ (৫৫%)
	গ) আলোচনা ছাড়া গৃহীত বিল	৫৬ (৫৬%)
	ঘ) আলোচনা ছাড়া গৃহীত বিল	৪৪ (৪৪%)
	ঙ) সংশোধনীসহ গৃহীত বিল	২৯ (২৯%)
	চ) সংশোধনী ছাড়া গৃহীত বিল	৭১ (৭১%)

সুত্র ঃ রাফিবা ইয়াসমিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬১

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ১.৭

প্রথম জাতীয় সংসদ কালীন গঠিত কমিটির সংখ্যা

Nature of Committees	First Parliament	Number of Committee
Standind Committees :		
Standing Committeeson Ministries (Scms)		
Financial committees	,,	3
Investigative Committees	,,	2
Scrutinising committees	,,	1
House Committees	,,	3
Service Committees	,,	2
Adhoc Committees :		
Committees on Bills (Select & Special)	,,	3
Special Committees	,,	-
TOTAL	,,	14

Source : Summary of the proceedings of the First parliament, Sessions I-VIII (April 1973 November 1975).

Financial Committees: Committee on Estimates (EC), Public Accounts Committee (PAC) and Public Undertakings Committee (PUC).

Investigative Committees: Committee on Privileges (CP) and Petitions Committee (PC).

Scrutinising Committees: Committee on Government Assurances (CGA).

House Committees: Business Advisory Committee (BAC), Committee on Private Members' Bills and Resolutions (CPMBR), and Committee on Rules and Procedure (RC).

সারণি ঃ ১.৭ এ দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদে সর্বমোট ১৪টি কমিটি গঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটি ৩টি, অন্যান্য কমিটি ৮টি এবং বিল সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৩টি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ১.৮

প্রথম জাতীয় সংসদের ১১টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চার্ট

ক্রমিক নং	কমিটির নাম	সভাপতির নাম	সদস্য সংখ্যা
১	সরকারী হিসাব কমিটি	কাজী জহিরুল কাইউম	১১ জন
২	বিশেষ অধিকার কমিটি	শ্রী মনোরঞ্জন ধর	৯ জন
৩	কার্য উপদেষ্টা কমিটি	ক) স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লাহ খ) ভরপ্রাপ্ত স্পীকার জনাব বায়তুল্লাহ গ) স্পীকার আবদুল মালেক উকিল	১০ জন
৪	অনুমতি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি	জনাব আছাদুজ্জামান খান	১০ জন
৫	কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লাহ (পদাধিকার বলে সভাপতি)	১২ জন
৬	বেসরকারী সদস্যের বিল ও বেসরকারী সদস্যের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি	জনাব মোঃ শামসুল হক	১০ জন
৭	সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি	জনাব এ.কে মোশাররফ হোসেন আকন্দ	৮ জন
৮	পিটিশন কমিটি	জনাব আফতাব উদ্দিন ভুঁইয়া	১০ জন
৯	লাইব্রেরী কমিটি	জনাব ডিপুটি স্পীকার (পদাধিকার বলে) সভাপতি	১০ জন
১০	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	জনাব মোঃ সামসুল হক	১০ জন
১১	সংসদ কমিটি	জনাব আবদুর রউফ হুইপ	১২ জন

বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদে গঠিত বিভিন্ন কমিটির গঠন, ভূমিকা ও এর কার্যককরিতা নিয়ে আলোচনা করা গেল ঃ

কমিটি গঠন ঃ

বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের বিভিন্ন বৈঠকে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রনালী বিধির ২২০ বিধি অনুসারে উক্ত বিধিতে উল্লেখিত দায়িত্ব পালনের জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; কার্যপ্রণালী বিধির ২২৫ বিধি অনুসারে ২২৬ বিধিতে উল্লেখিত কর্তব্য পালনের জন্য ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি " বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি", এবং কার্যপ্রণালী বিধির ২০৮ বিধি অনুসারে ২০৯ বিধিতে উল্লেখিত কর্তব্য পালনের জন্য ১০ সদস্য বিশিষ্ট কার্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়।[১]

১। বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ (৭ এপ্রিল ১৯৭৩- ১৯ এপ্রিল ১৯৭৩)।

জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে কার্যপ্রণালী বিধির ২২০ বিধি অনুযায়ী উক্ত বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালন কল্পে আইন মন্ত্রীর প্রস্তাব ক্রমে ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি', কার্যপ্রনালী বিধির ২২৫ বিধি অনুসারে ২২৬ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য আইন মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি "বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি", ২০৮ বিধি অনুসারে ২০৯ বিধিতে উল্লেখিত কর্তব্য পালনের জন্য ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'কার্য-উপদেষ্টা কমিটি', স্পীকার গঠন করেন।
এই অধিবেশে দুটি বাছাই কমিটি গঠিত হয়।

১। The Bangladesh Local Government (union parishad and paurashava) (Amendment) Bill 1973 এর জন্য পল্লী উন্নয়ন, সমবায় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। ২য় বাছাই কমিটি, The Bangladesh Rice Rusearch Institute Bill, 1973 এটি কৃষি মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে গঠিত হয়।[১]

প্রথম জাতীয় সংসদের ৩য় অধিবেশন ১৫ই সেপ্টেম্বর হতে ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই অধিবেশনের মোট কার্যদিবস ১০ দিন এবং মোট বৈঠককাল ছিল ৩২ ঘন্টা। এই অধিবেশনের প্রথম ও তৃতীয় দিনে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২০৮, ২২০, ২২৫, ২১১, ২২৩, ২৩০, ২৩২ ও ২১৪ বিধি অনুসারে কমিটি গঠিত হয়।

কার্যপ্রণালী বিধির ২২০ বিধি অনুযায়ী উক্ত বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য আইন মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি "সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি", বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যপ্রনণালী বিধির ২২৫ বিধি অনুসারে ২২৬ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য আইন মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি "বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি", জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২০৮ বিধি অনুসারে ২০৯ বিধিতে উল্লেখিত কর্তব্য পালনের জন্য ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'সংসদের কার্য-উপদেষ্টা কমিটি" স্পীকার গঠন করে। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২৩ বিধি অনুসারে ২২২ বিধিতে উল্লেখিত দায়িত্ব পালনকল্পে আইন মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি "অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি" গঠন করা হয়। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রলাণী বিধির ২৩২ বিধি অনুসারে ২৩১ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালন কল্পে আইনমন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি "কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। কার্যপ্রণালী বিধির ২১১ বিধি অনুসারে ২১২ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য আইন মন্ত্রীর প্রস্তাক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট "বেসরকারী সদস্যের বিল ও বেসরকারী সদস্যের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি, এবং জাতীয় সংসদের কার্য প্রণালী বিধির ২৩০ বিধি অনুসারে ২২৯ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনকল্পে আইনমন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ৮ সদস্যবিশিষ্ট "সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি" গঠন করা হয়। এছাড়া ও এই অধিবেশনে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে The Bangladesh Committee of Management (Tempporary Arrangement) (Amendment) Bill, 1973 এর জন্য চীপ হুইপ, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেনের প্রস্তাবক্রমে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়।[২]

১। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় (২ জুন, ১৯৭৩-১৭ জুলাই ১৯৭৩) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।
২। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় (১৫ সেপ্টেম্বর হতে ২৬ সেপ্টেম্বর) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশন ১৫ জানুয়ারী হতে ৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই অধিবেশনের মোট কার্য দিবস ছিল ১৬ দিন। এর মোট বৈঠককাল ছিল ৫৬ ঘন্টা। (ঘন্টা হিসেবে) অধিবেশন কালে সংসদ সদস্যদের উপস্থিতির গড়পড়তা সংখ্যা ছিল ২৪৯.৭৫। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উপস্থিতির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৭৬ ও ২২৪। এই অধিবেশনের প্রথম দিন (১৫ জানুয়ারী) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২০, ২২৫ এবং ২১১, ২২৩, ২৩০ ও ২৩২ বিধি অসুসারে কমিটি গঠন করা হয়।

প্রথম জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনে কার্যপ্রণালী বিধির ২২০ বিধি অনুযায়ী উক্ত বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১১ সদস্য বিশিষ্ট "সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২২৫ বিধি অসুসারে ২২৬ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য ৯ সদস্য বিশিষ্ট "বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২৩২ বিধি অসুসারে ২৩১ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১২ সদস্য বিশিষ্ট "কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২২৩ বিধি অসুসারে ২২২ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট "অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি", কার্যপ্রনালী বিধির ২৩০ বিধি অনুসারে ২২৯ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ৮ সদস্য বিশিষ্ট সরকারী প্রতিশ্রুকিত সম্পর্কিত কমিটি", বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২১১ বিধি অসুসারে ২১২ বিধিতে উল্লেখিত দায়িত্ব পালনের জন্য ১০ সদস্য বিশিষ্ট বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটিঃ কার্যপ্রণালী বিধির ২০৮ বিধি অসুসারে ২০৯ বিধিতে উল্লেখিত দায়িত্ব পালনের জন্য স্পীকার ১০ সদস্য বিশিষ্ট "সংসদের কার্যউপদেষ্টা কমিটি গঠন করে।[১]

প্রথম জাতীয় সংসদের পঞ্চম অধিবেশন ৩ জুন হতে ২২ জুলাই পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই অধিবেশনের মোট কার্যদিবস ৩৭ দিন। এর মোট বৈঠক কাল ১২৯ ঘন্টা (ঘন্টা হিসেবে)। অধিবেশন কালে সংসদ সদস্যদের উপস্থিতির গড়পড়তা সংখ্যা ছিল ২৩৭.৬৫। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উপস্থিতির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৬৬ ও ১৮৯। অধিবেশনের প্রথম দিন কার্যপ্রণালী বিধির ২০৮, ২১১, ২২০, ২২৩, ২২৫, ২৩০, ও ২৩২ বিধি অনুযায়ী কমিটি গঠিত হয়।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২০ বিধি অনুসারে উক্ত বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য আইন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১১ সদস্য বিশিষ্ট "সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২২৫ বিধি অনুসারে ২২৬ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাব ক্রমে ৯ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২৩২ বিধি অনুসারে ২৩১ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রস্তাবক্রমে ১২ সদস্য বিশিষ্ট "কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২২৩ বিধি অনুসারে ২২২ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট "অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি", জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩০ বিধি অনুসারে ২২৯ বিধিতে উল্লেখিত

১। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ (১৫ জানুয়ারী হতে ৫ ফেব্রুয়ারী) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব পালনের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ৮ সদস্য বিশিষ্ট "সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি", আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২১১ বিধি অনুযায়ী ২১২ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনকল্পে ১০ সদস্য বিশিষ্ট "বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২০৮ বিধি অনুযায়ী উক্ত বিধিতে উল্লেখিত কর্তব্য পালনের জন্য স্পীকার ১০ সদস্য বিশিষ্ট সংসদের "কার্যউপদেষ্টা কমিটি", গঠন করেন।[১]

বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশন ১৯ নভেম্বর হতে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই অধিবেশনের মোট কার্যদিবস ৫ দিন। এর মোট বৈঠক কাল ছিল ২০.৫৫ ঘন্টা । অধিবেশনকালে সংসদ সদস্যদের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ২৬৬.৪। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উপস্থিতির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৮৬ ও ২৫১। অধিবেশনের প্রথম দিন কার্যপ্রণালী বিধির ২১৯, ২২২, ২৩১, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৯, ২৪০, ২৪৫, ২৪৯, ২৫৭ ও ২৬৪ বিধি অনুযায়ী কমিটি গঠিত হয়।

বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৪ বিধি অনুসারে ২৩৩ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট "সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২৪০ বিধি অনুযায়ী ২৪১ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট "বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৪ বিধি অনুযায়ী ২৬৩ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রস্তাবক্রমে ১২ সদস্য বিশিষ্ট "কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৬ বিধি অনুযায়ী ২৩৫ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট "অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৫ বিধি অনুসারে ২৪৪ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ৮ সদস্য বিশিষ্ট "সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২২২ বিধি অনুযায়ী ২২৩ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনকল্পে ১০ আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট "বেসরকারী সদস্য বিল এবং সেবরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৯ বিধি অনুযায়ী ২৩৮ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য চীপ হুইপের প্রস্তাবক্রমে ১০ জন সদস্য বিশিষ্ট "সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে ২২০ বিধিতে উল্লেখিত কর্তব্য পালনের জন্য স্পীকার ১০ সদস্য বিশিষ্ট "কার্য উপদেষ্টা কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২৩১ বিধি অনুযায়ী ২৩২ বিধিতে উল্লেখিত কর্তব্য পালনের জন্য স্পীকার ১০ জন সদস্য বিশিষ্ট সংসদের "পিটিশন কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২৫৭ বিধি অনুযায়ী ২৫৮ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য স্পীকার ১০ সদস্য বিশিষ্ট সংসদের "লাইব্রেরী কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৯ বিধি অনুসারে ২৫০ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য স্পীকার ১২ জন সদস্য বিশিষ্ট সংসদের একটি "সংসদ কমিটি" গঠন করেন।[২]

১। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পঞ্চম (৩ জুন হতে ২২ জুলাই) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

২। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ (১৯ নভেম্বর হতে ২৩ নভেম্বর) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশের প্রথমত জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশন ২০শে জানুয়ারী হতে ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত চলার পর স্পীকার অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবী ঘোষনা করেন। এরপর ২৮শে জানুয়ারী ১৯৭৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে উক্ত অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। এর মোট কার্য দিবস ছিল ২ দিন। এই অধিবেশনের মোট বৈঠককাল ছিল ৪.৪৬ ঘন্টা। অধিবেশনে সদস্যদের গড়পড়তা উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ২৯৪.৫। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৩০৯ ও ২০৮।[১] এই অধিবেশনে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল পাশের মধ্য দিয়ে অতীব বেদনাদায়ক ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। দেশের জনগণের দীর্ঘসংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত সংসদীয় গণতন্ত্র একদলীয় রাষ্ট্রপ্রতিক সরকারে রূপ নেয়।[২] অধিবেশনের প্রথম দিনে কার্যপ্রণালী বিধির ২১৯, ২২২, ২৩১, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৯, ২৪০, ২৪৫ ও ২৪৬ বিধি অনুযায়ী কমিটি গঠিত হয়। আইন বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ২৩৪ বিধি অনুযায়ী ১৩ সদস্য বিশিষ্ট সংসদ সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি", ২৪০ বিধি অনুযায়ী আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট "বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি", ২৬৪ বিধি অনুযায়ী আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১২ সদস্য বিশিষ্ট সংসদ "কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২২২ বিধি অনুযায়ী আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট সংসদ" বেসরকারী সদস্যদের বিল ও বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৬ বিধি অনুযায়ী আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১০ জন সদস্য বিশিষ্ট সংসদ "অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৯ বিধি অনুযায়ী আইন ও সংসদ বিবিয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১০ জন সদস্য বিশিষ্ট সংসদ "সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি" গঠন করে। এবং আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৫ বিধি অনুযায়ী ৮ সদস্য বিশিষ্ট সংসদ "সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি" গঠন করেন।

এছাড়াও স্পীকার কার্যপ্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট "কার্য-উপদেষ্টা কমিটি", কার্যপ্রণালী বিধির ২৩১ বিধি অনুযায়ী ১০ সদস্য বিশিষ্ট "পিটিশন কমিটি", গঠন করেন।[৩] বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশন ২৩ জুন হতে ১৭ জুলাই পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মোট কার্যদিবস ছিল ২০ দিন। এর মোট বৈঠককাল ছিল ৪৬.৫৪ ঘন্টা। অধিবেশনকালে সদস্যদের উপস্থিতির গড়পড়তা সংখ্যা ছিল ২২৬.৬৫ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উপস্থিতির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৮৩ ও ১৮৫। বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনে কার্যপ্রণালী বিধির ২১৯ ও ২৩১ বিধি অনুসারে এবং কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৬, ২৩৯, ২৫৭ ও ২৪৬ বিধি অনুসারে কমিটি গঠন করা হয়।

১। বাংলদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের সপ্তম (২০ জানুযায়ী হতে ২৫ জানুযারী) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

২। এমাজ উদ্দীন আহমদ বাংলাদেশ গণতান্তিক সরকারের রূপ, গণতন্ত্র, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা ঃ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মাওলা ব্রাদার্স, মে ১৯৯৫, পৃঃ ২৫

৩। বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের সপ্তম আধিবেশনের প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

স্পীকার কার্যপ্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুযায়ী ১০ সদস্য বিশিষ্ট "কার্য-উপদেষ্টা কমিটি" এবং ২৩১ বিধি অনুযায়ী ১০ সদস্য বিশিষ্ট "পিটিশন কমিটি" গঠন করেন। আইন, সংসদ বিষয়ক ও বিচার মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে শূন্য পদ পূরণ ও সদস্য পরিবর্তন করা হয়। নিম্নলিখিত কমিটি সমূহে ঃ

ক) অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (বিধি- ২৩৬) জনাব আসদুজাজামান খানের স্থলে (শূন্য পদে) টাঙ্গাইল জেলা থেকে নির্বাচিত সদস্য জনাব শওকত আলী খানকে।

খ) সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি (বিধি-২৩৯) ঃ জনাব মোঃ শামসুল হকের পরিবর্তে বগুড়া জেলা থেকে নির্বাচিত সদস্য জনাব একে মুজিবুর রহমানকে,

গ) কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (বিধি ২৬৪) জনাব এ.কে. মজিবুর রহমানের পরিবর্তে ঢাকা জেলা থেকে নির্বাচিত সদস্য জনাব আফজাল হোসেনকে এবং লাইব্রেরী কমিটি (বিধি ২৫৭) সংসদের লাইব্রেরী কমিটিতে জনাব মোঃ আবদুল্যা সরকারের স্থলে (শূন্য পদে) মহিলা আসন থেকে নির্বাচিত সদস্য বেগম নুরজাহার মুরশিদকে মনোনীত করেন। [১]

বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি সমূহের ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা গেল ঃ

১। সরকারী হিসাব কমিটি ঃ বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২০ বিধি অনুযায়ী সরকারী হিসাব কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল তারিখে। আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য জনাব কাজী জহিরুল কাইউম (২৫৭ কুমিল্লা-১৭) সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন।[২] সরকারী হিসাব কমিটি মাত্র তিনটি বৈঠকে মিলিত হয়েছি।[৩] প্রথম বৈঠকে এই সিদ্ধান্তে হয় যে, স্বাধীনতা পূর্ব এবং স্বাধীনতাত্তোর কোন অর্থ হিসাব যদি নিরীক্ষন না হয়ে থাকে তবে তা এই কমিটি নিরীক্ষণ করতে পারবে।[৪] ২য় বৈঠকে কমিটি মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক বিভিন্ন অডিট রিপোর্ট ও হিসাব তৈরী এবং এসব সংক্রান্ত বিষয়ের অগ্রগতি ও আনুসঙ্গিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছে। কমিটি অডিট

১। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের অষ্টম (২৩ জুন, ১৯৭৫- ১৭ জুলাই, ১৯৭৫ অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

২। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম (৭ এপ্রিল ১৯৭৩ হতে ১৯ এপ্রিল ১৯৭৩) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

৩। মাহমুদুল হক ভূইয়া, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব কমিটির ভূমিকা ঃ একটি পর্যালোচনা: বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর সম্পাদনায় তারেক শামসুর রেহমান, মাওলা ব্রাদার্স, পৃঃ ১১৫

৪। Ahmed Nizam, Parliament and Public Spending in Bangladesh: Limits of Control, Bangladesh Institute of Parliamentary Studies, Dhaka, September, 2000. P.

Dhaka University Institutional Repository

রিপোর্ট সম্পর্কে কিন্তু কোন আলোচনা করেনি এবং সংসদে কোন প্রতিবেদন পেশ করেনি।[১] ৩য় বৈঠক সিদ্ধান্ত হয় যে, অর্থ মন্ত্রলালয় থেকে যে প্রতিনিধি থাকবেন বৈঠকে তিনি পদ মর্যদায় যুগ্ম সচিবের সম্মান পদ মর্যদায় সম্পন্ন হবেন।[২] এই কমিটির কার্যবলী পর্যালোচনা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সরকারী হিসাব কমিটি মূলত কোন কাজই করেনি।

(২) বিশেষ অধিকার কমিটি ঃ প্রথম জাতীয় সংসদে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২৫ বিধি অনুযায়ী ২২৬ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধরকে সভাপতি করে একটি বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটি গঠন করা হয় ৭ এপ্রিল ১৯৭৩ তারিখে। সভাপতি সহ এই বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ৯ জন।[৩] বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কার্যবলীর ক্ষতিয়ান অপর পৃষ্ঠায় দেখানো হল সারণির মাধ্যমে।

১। মাহমুদুল হক ভুইয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৫

২। Ahmed Nizam, Ibid, P.-

৩। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম (৭ এপ্রিল ১৯৭৩ থেকে ১৯ এপ্রিল ১৯৭৩) অধিবেশনের কার্য বাহের সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ১.৯

প্রথম জাতীয় সংসদে "বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটির কার্যাবলীর ক্ষতিয়ান (১৯৭৩-৭৫)

অধিবেশন	নোটিশের সংখ্যা	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত	কমিটিতে প্রেরণ	কমিটিতে রিপোর্ট প্রদানের তারিখ	মন্তব্য
প্রথম	১	-	-	-	-	স্পীকারের সম্মতি লাভ করতে পারেনি সংসদে উত্থাপনের ক্ষেত্রে।
দ্বিতীয়	১৯	৬-৬-১৯৭৩ ২৩-৬-১৯৭৩ ২৩-৬-১৯৭৩ ৩-৭-১৯৭৩	৪	৩	১৩-৭-১৯৭৩ ১৩-৭-১৯৭৩ ৬-৭-১৯৭৩	সংসদ কর্তৃক গৃহীত ৪ টি। বাতিল ১৩ টি, ১টি তামাদি, ১টি সদস্য উত্থাপনের জন্য চাপ দেয়নি।
তৃতীয়	৪	-	-	-	-	স্পীকার কর্তৃক গৃহীত না হওয়ায় বাতিল হয়ে যায়।
চতুর্থ	৬	২৪-১-১৯৭৪	১	-	-	স্পীকার সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রকে সংশোধনী প্রকাশের নির্দেশ দেন। ৫টি বাতিল।
পঞ্চম	১৫	১৯-৭-১৯৭৪	১	-	-	বাতিল ১২টি, প্রত্যাহৃত ১টি এবং তামাদি ১টি।
ষষ্ঠ	১	-	-	-	-	সংসদে উত্থাপিত হয়নি।
সপ্তম	-	-	-	-	-	কোন নোটিশ পাওয়া যায়নি।
অষ্টম	২	২-৭-১৯৭৫	১	১	১৫-৭-১৯৭৫	অপরটি সংসদে উত্থাপিত হয়নি।
মোট- ৪৮				৪		

সূত্র ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন হতে অষ্টম অধিবেশন পর্যন্ত কার্যবাহের সারাংশ। (প্রথম অধিবেশন ৭ এপ্রিল ১৯৭৩ থেকে ১৯ এপ্রিল ১৯৭৩, দ্বিতীয় অধিবেশন ২ জুন ১৯৭৩ থেকে ১৭ জুলাই ১৯৭৩, তৃতীয় অধিবেশন ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, চতুর্থ অধিবেশন ১৫ জানুয়ারী ১৯৭৪ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪, পঞ্চম অধিবেশন ৩ জুন ১৯৭৪ থেকে ২২ জুলাই ১৯৭৪, ষষ্ঠ অধিবেশন ১৯ নভেম্বর ১৯৭৪ থেকে ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪, সপ্তম অধিবেশন ২০ জানুয়ারী ১৯৭৫ থেকে ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৫, অষ্টম অধিবেশন ২৩ জুন ১৯৭৫ থেকে ১৭ জুলাই ১৯৭৫।)

সারণি-১.৯ এ প্রথম জাতীয় সংসদের মোট ৪২টি 'বিশেষ অধিকার প্রস্তাবের নোটিশ পাওয়া গিয়েছিল। এর মধ্যে প্রথম অধিবেশনে ১টি নোটিশ পাওয়া যায় তবে তা সংসদে উত্থাপিত হয়নি। ২য় অধিবেশনে ১৯টি নোটিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৪টি সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। তবে ৩টি 'বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটিতে প্রেরণ করা হয় এবং কমিটি সংসদের প্রতিবেদন পেশ করেন। ৩য় অধিবেশনে ৪টি নোটিশ পাওয়া গেছে তবে কোন বিশেষ অধিকার প্রস্তাব সংসদ কর্তৃক উত্থাপিত ও গৃহীত হয়নি। ৪র্থ অধিবেশনে ৬টি নোটিশ পাওয়া যায়। ১টি বিশেষ অধিকার প্রস্তাব স্পীকার গ্রহণ করেন তবে কমিটিতে কোন অধিকার প্রস্তাব পাঠানো হয়নি। ৫টি প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। ৫ম অধিবেশনে ১৫টি 'বিশেষ অধিকার প্রস্তাবের' নোটিশ পাওয়া যায় ১টি সংসদে গৃহীত ও আলোচিত হয় তবে কমিটিতে তা প্রেরণ করা হয়নি। ১২টি বাতিল, ১টি প্রত্যাহৃত এবং একটি তামাদি হয়। ষষ্ঠ অধিবেশনে ১টি 'বিশেষ অধিকার প্রস্তাবের নোটিশ পাওয়া যায়। কিন্তু উহা সংসদে উত্থাপিত হয়নি। সপ্তম অধিবেশনে সংসদে উত্থাপনের জন্য কোন 'বিশেষ অধিকার প্রস্তাবের নোটিশ পাওয়া যায়নি। অষ্টম অধিবেশনে সংসদে উত্থাপনের জন্য দুটি 'বিশেষ অধিকার প্রস্তাবের' নোটিশ পাওয়া যায়। ১টি বিশেষ অধিকার প্রস্তাব সংসদে উত্থাপিত হয় এবং ইহা 'বিশেষ অধিকার কমিটিতে' প্রেরণ করা হয়। 'বিশেষ অধিকার কমিটি' সংসদে প্রতিবেদন পেশ করেন এবং সংসদ কর্তৃক তা গৃহীত হয়। জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত ও কমিটিতে প্রেরিত ৪টি বিশেষ অধিকার প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করা গেল পর্যায়ক্রমে ঃ

প্রথম 'বিশেষ অধিকার প্রস্তাবটি' সংসদে উত্থাপন করে জনাব অধ্যাক্ষ হুমায়ুন খালিদ(১৩৮ টাঙ্গাইল৯) ৬ জুন ১৯৭৩ তারিখে 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকায় সংসদ সদস্য জনাব নুরুল হকের হত্যা সম্পর্কে ফরিদপুরের পুলিশ সুপারের যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছিল তা সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার ক্ষুন্ন করেছিল।[১] অধ্যাক্ষ হুমায়ুন খালিদের আনিত "বিশেষ অধিকার প্রস্তাবটি" সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় ও বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কমিটি ১৩ জুলাই ১৯৭৩ তারিখে সংসদে রিপোর্ট বা প্রতিবেদন পেশ করেন।[২] দ্বিতীয় বিশেষ অধিকার প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপন করেন জনাব আবদুল হামিদ (১৬৮ ময়মনসিংহ-৩০) ২৩ জুন ১৯৭৩ তারিখে। 'দৈনিক জনপদ' পত্রিকায় ২২ জুন সংসদে শিল্পমন্ত্রী জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষতির পরিমান এর যে পরিসংখ্যান দিয়ে ছিলেন তা ভূল ছাপা হওয়ায় সংসদের মান ক্ষুন্ন হয় তাই তিনি এই প্রস্তাব আনেন। এই 'বিশেষ অধিকার প্রস্তাব সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। উক্ত কমিটি ১৩ই জুলাই ১৯৭৩ সালে সংসদে প্রতিবেদন পেশ করে।[৩]

১। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের অধিবেশনের (১ম খন্ড থেকে ৮ম খন্ড) কার্যবাহের সারাংশ।

২। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের অধিবেশনের দ্বিতীয় (২ জুন হতে ১৭ জুলাই) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

৩। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের ২য় (২ জুন ১৯৭৩ হতে ১৭ জুলাই ১৯৭৩) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির তৃতীয় বিশেষ অধিকার প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপন করে ৩ জুলাই ১৯৭৩ তারিখে অধ্যাপক নূরুল ইসলাম (২১৯ চট্টগ্রাম-১১)। 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় সমাজতান্ত্রিক দলের সম্পাদক জনাব আ. স. ম আবদুর রব পার্লামেন্ট সম্পর্কে অবমাননাকর বক্তব্য দেয়ায় তিনি পার্লামেন্টে এই প্রস্তাব আনেন। তা জাতীয় কর্তৃক গৃহীত হয় এবং "বিশেষ অধিকার কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কমিটি ৬ জুলাই ১৯৭৩ তারিখে সংসদে রিপোর্ট পেশ করে।[১] চতুর্থ বিশেষ অধিকার প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপন করেন সৈয়দ কামরুল ইসলাম মোহাম্মদ সালেহ উদ্দীন ২ জুলাই ১৯৭৫ইং তারিখে। এটি ছিল সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার ভঙ্গ প্রসঙ্গে। এই প্রস্তাবটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং বিশেষ অধিকার কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কমিটি ১৫ জুলাই ১৯৭৫ তারিখে প্রতিবেদন সংসদে পেশ করেন।[২]

(৩) কার্য উপদেষ্টা কমিটি ঃ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২০৮ বিধি অনুযায়ী ২০৯ বিধিতে উল্লেখিত দায়িত্ব পালনের জন্য জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিনেই স্পীকারকে সভাপতি করে একটি কার্যউপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল সভাপতি স্পীকার মুহম্মদুল্লাহ সহ ১০ জন।[৩] এই কমিটির সকল সদস্য ছিলেন সরকার দলীয় মাত্র দুজন ছিলেন স্বতন্ত্র এবং সদস্যদের একজন ছিলেন মন্ত্রী। এই কমিটি সংসদে ও বিভিন্ন কাজের জন্য সময় বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করে কিন্তু এই কমিটি সংসদে কোন রিপোর্ট পেশ করেনি।[৪]

(৪) অনুমিত হিসাব কমিটি ঃ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২৩ বিধি অনুযায়ী জাতীয় সংসদের তৃতীয় ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি' গঠন করা হয়। সভাপতিসহ এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ জন। জনাব আসাদুজ্জামান খান এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। এই কমিটিতে ১জন ছিলেন বিরোধী দলীয় আর বাকী সবাই ছিলেন সরকার দলীয় সদস্য। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন দুইজন প্রতিমন্ত্রী।[৫] ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পাশের মধ্যদিয়ে দেশে সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত হলে জনাব আসাদুজ্জামান খান সরকারের পাটমন্ত্রী নিযুক্ত হন।[৬]

১। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের ২য় (২ জুন ১৯৭৩ হতে ১৭ জুলাই ১৯৭৩) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

২। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদ সদস্যদের অষ্টম (২৩ জুন ১৯ ৭৫ থেকে ১৭ জুলাই ১৯৭৫) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

৩। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদ প্রথম অধিবেশনের (৭ এপ্রিল ১৯৭৩ হতে ১৭ এপ্রিল ১৯৭৩) কার্যবাহের সারাংশ।

৪। রাকিবা ইয়াসমিন, বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা (১৯৭২-৭৫) একটি পর্যালোচনা, পিএইচডি, অভিসন্দর্ভ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, সেপ্টেম্বর ২০০২।

৫। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের (১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ হতে ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) কার্যকবাহের সারাংশ।

৬। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদ সদস্যদের জীবনবৃত্ত (ঢাকা জাতীয় সংসদ, ১৯৭৫) পৃঃ১১৮

এই কমিটি ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে গঠিত হলে ১৯৭৪ সালে ১৫ই মে পর্যন্ত এই কমিটি কোন কাজ করেনি। এর পর একমাসে ৯টি বৈঠক বসেছিল কিন্তু কোন রিপোর্ট প্রদান করেনি। এর পর বৈঠক ও অনুষ্ঠিত হয়নি।[১] প্রাথমিক ক্ষেত্রে অনুমতি হিসাব কমিটি চেয়েছিলেন বেশ কিছু সরকারী প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিতে এবং সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে বাজেটর কপি চেয়ে পাঠিয়েছিল বিশেষ করে (BTMC), (BFCPC), (BSMC) প্রতিষ্ঠান তিনটির কার্যক্রম সংক্রান্ত কাগজ পত্র প্রথম আট মিটিং এ চেক করে এবং বিশেষ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কিন্তু সরকারী দলের আভ্যন্তরীন বাধার জন্য এ রিপোর্ট সংসদে পেশ করা যায়নি। এবং আইনমন্ত্রী এই যুক্তিতে আপত্তি জানান সংসদে কোন প্রতিবেদন পেশ করার পূর্বে উহার কপি সরকারের কাছে সরবরাহ করতে হবে।[২]

(৫) সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি ঃ জাতীয় সংসদ কার্যপ্রণালী বিধির ২৩০ বিধি অনুযায়ী ২২৯ বিধিতে উল্লেখিত দায়িত্ব পালনের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে গঠিত হয়েছে। সভাপতিসহ এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ৮ জন। এর সভাপতি ছিলেন জনাব এ.কে. মোশারফ হোসেন আকন্দ।[৩]

(৬) কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে কার্যপ্রণালী বিধির ২৩২ বিধি অনুযায়ী ২৩১ বিধিতে উল্লেখিত দয়িত্ব পালনের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয় প্রথম জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে। স্পীকার এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। সভাপতিসহ এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ১২ জন ছিল এবং কমিটির সব সদস্যই ছিলেন সরকার দলীয়। এদের মধ্যে তিনজন ছিলেন মন্ত্রী এবং বাকী দুজন ছিলেন প্রতিমন্ত্রী।[৪] কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১৯৭৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে কার্যপ্রণালী বিধিতে সুপারিশকৃত একটি খসড়া সংশোধনী প্রণয়ন করেন। ৩ জুন, ১৯৭৪ তারিখে স্পীকারের সভাপতিত্বে নিযুক্ত স্থায়ী কমিটি বিধি সম্পর্কিত রিপোর্টটি চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করেন। আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ১৯৭৪ সালের ১২ জুলাই তারিখে রিপোর্টটি সংসদে উপথাপন করেন। ১৯৭৪ সালের ২২ জুলাই তারিখে কার্যপ্রণালী বিধিটি সংশোধিত আকারে সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৯৭৪ সালের ২৩ জুলাই তারিখে উহা বাংলাদেশের অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশিত হয়।[৫]

১। Nizim Ahmed, Ibid, P. 96

২। Ibid, P. 96

৩। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের (১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ হতে ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ পর্যন্ত) কার্যবাহের সারাংশ।

৪। প্রাগুক্ত।

৫। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের পঞ্চম অধিবেশনের (৩ জুন ১৯৭৪ হতে ২২ জুলাই ১৯৭৪ পর্যন্ত) কার্যবাহের সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি ঃ প্রথম জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার বিশ মাস পরে ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি গঠিত হয়। কার্যপ্রনালী বিধির ২৩৯ অনুসারে সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি সহ এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ জন। মন্ত্রী জনাব মোঃ সামসুল হক এ কমিটির সভাপতি ছিলেন। এই কমিটির সব সদস্যই সরকার দলীয় ছিল।[১] বেসকারী বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারের কাজে ব্যস্ত থাকায় এই কমিটি গঠন বিলম্বিত হয়। এতে সরকারী দল এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে সংসদের কাছে জবাবদিহি করবে কিনা তা নিয়ে জনমনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। এই কমিটি একটি বারও বৈঠকে মিলিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দ্বিতীয় পার্লামেন্টে এই কমিটির কর্মতৎপরতা লক্ষনীয় ছিল। ১৯৮১ সালে ১০ মাসে ৮৪ টি বৈঠকে ৪৮২ টি সরকারী প্রতিষ্ঠানের ৬৩ টি প্রতিষ্ঠানের নীরিক্ষিত প্রতিবেদন সংসদে পেশ করে।[২]

(৮) সংসদ কমিটি ঃ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৯ বিধি অনুসারে স্পীকার ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'সংসদ কমিটি' গঠন করেন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব আবদুর রউফ (হুইপ)।[৩] এই কমিটি পাঁচদিন সভা পরিচালনা করেছিল।[৪]

(৯) লাইব্রেরী কমিট ঃ কার্যপ্রণালী বিধির ২৫৭ বিধি অনুসারে স্পীকার ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি লাইব্রেরী কমিটি গঠন করেন। ডিপুটি স্পীকার জনাব মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ এই কমিটির সভাপতি ছিলেন।[৫] এই কমিটিতে একজন বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন। এই কমিটি পাঁচটি সভা পরিচালনা করেন।[৬]

১। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রথম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনের (১৯শে নভেম্বর হতে ২৩শে নভেম্বর পর্যন্ত) কার্যবাহের সারাংশ।

২। Ahmed Nizam. Parliamentary and Public spending in Banglassh. Bangladesh Inbstitte of Parliamentary studies. Dhaka. September. 2000.

৩। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রথম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনের (১৯শে নভেম্বর হতে ২৩শে নভেম্বর পর্যন্ত) কার্যবাহের সারাংশ।

৪। রাকিবা ইয়াসমিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২২৮

৫। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রথম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনের (১৯শে নভেম্বর হতে ২৩শে নভেম্বর পর্যন্ত) কার্যবাহের সারাংশ।

৬। রাকিবা ইয়াসমিন, প্রগুক্ত, পৃঃ- ২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

(১০) বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি ঃ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২২ বিধি অনুসারে আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে সংসদে একটি বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ১০জন। আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধর এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। এই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন স্বতন্ত্র।[১] এই কমিটির চারটি বৈঠক বসে কিন্তু সংসদে কোন রিপোর্ট উপস্থাপিত হয়নি।[২]

(১১) পিটিশন কমিটি ঃ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩১ বিধি অনুসারে স্পীকার ১০ সদস্য বিশিষ্ট সংসদে একটি পিটিশন কমিটি গঠন করেন। এর সদস্য সংখ্যা ছিল সভাপতি সহ ১০ সহ। জনাব আফতাব উদ্দিন ভুঁইয়া ছিলেন কমিটির সভাপতি।[৩] এই কমিটি কোন বৈঠকে মিলিত হয়নি। এবং সংসদে কোন প্রতিবেদন পেশ করেনি।[৪]

(১২) বিল সংম্পর্কিত বাছাই কমিটি ঃ প্রথম জাতীয় সংসদের তিনটি বাছাই কমিটি গঠিত হয়েছিল। প্রথম বাছাই কমিটি ছিল The Bangladesh Local Govt. (Union Parishad and Paurashava). Amendment Bill, 1973 এর জন্য পল্লী উন্নয়ন, সমবায়, ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩জন। এটি গঠিত হয় ৬ জুন ১৯৭৩ তারিখে। এই বাছাই কমিটির চারটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কমিটির রিপোর্ট ২২ জুন ১৯৭৩ তারিখ সংসদের উথাপিত হয়। এবং ২৮শে জুন ১৯৭৩ তাারিখ বিলটি বাছাই কমিটি দ্বারা প্রদত্ত রিপোর্টের আকারে সংসদে গৃহীত হয়।[৫]

দ্বিতীয় বাছাই কমিটি ছিল, The Bangladesh Rice Research Institute Bill, 1973 এর জন্য কৃষি মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে গঠিত একটি বাছাই কমিটি। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫ জন। এই কমিটির ৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই কমিটির রিপোর্ট ও ২২ জুন ১৯৭৩ তারিখে সংসদে উত্থাপিত হয় এবং ২৮ জুন ১৯৭৩ তারিখে উক্ত বিল বাছাই কমিটি দ্বারা প্রদত্ত রিপোর্টের আকারে সংসদে গৃহীত হয়।[৬]

১। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রথম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনের (১৯শে নভেম্বর হতে ২৩শে নভেম্বর পর্যন্ত) কার্যবাহের সারাংশ।

২। রাকিবা ইয়াসমিন প্রাগুক্ত, পৃঃ- ২২৯।

৩। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ প্রথম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনের (১৯ নভেম্বর হতে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত) কার্যবাহের সারাংশ।

৪। রাকিবা ইয়াসমিন, প্রগুক্ত, পৃঃ- ২২৮।

৫। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রথম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় কার্যবাহের সারাংশ।

৬। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রথম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

৩। প্রথম জাতীয় সংসদের তৃতীয় বাছাই কমিটি ছিল The Bangladesh Committee of Management (Temprary Arrangement) (Amendment) Bill, 1973 এর জন্য চীফ হুইপ, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেনের প্রস্তাবক্রমে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি "বাছাই কমিটি ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ তারিখে গঠন করা হয়। এই কমিটির বৈঠক ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিনই এ কমিটির রিপোর্ট সংসদে উত্থাপিত হয় এবং বাছাই কমিটি দ্বারা প্রদত্ত রিপোর্টের আকারে সংসদে গৃহীত হয়। [১]

সারণি ঃ ২.১

প্রথম জাতীয় সংসদের কমিটিগুলোর সভা ও প্রতিবেদনের সংখ্যা।

সন ঃ ১৯৭৩-৭৫

ক্রমিক নং	কমিটির নাম	সদস্য সংখ্যা	সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা	পেশকৃত প্রতিবেদনের সংখ্যা
১।	সরকারী হিসাব কমিটি	১১	৩ দিন	-
২।	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটি	৯		৪
৩।	কার্য উপদেষ্টা কমিটি	১০	-	-
৪।	অনুমতি হিসাব কমিটি	১০	৯ দিন	
৫।	সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটি	৮	-	-
৬।	কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত কমিটি	১২	১০ দিন	১
৭।	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	১০	-	-
৮।	সংসদ কমিটি	১০	৫ দিন	-
৯।	লাইব্রেরী কমিটি	১০	৫ দিন	-
১০।	বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	৪ দিন	-
১১।	পিটিশন কমিটি	১০	-	-
১২।	সেলেক্ট কমিটি (বিল সম্পর্কিত)			
	ক)	১৩	৪ দিন	১
	খ)	১৫	৩ দিন	১
	গ)	৭	১ দিন	১
মোট ১৪টি কমিটি			৮টি প্রতিবেদন পেশ করেছি।	

সূত্র ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সরাংশ, (প্রথম অধিবেশন হতে অষ্টম অধিবেশন পর্যন্ত), মাহমুদুল হক ভুঁইয়া, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব কমিটির ভূমিকা ঃ একটি পর্যালোচনা, বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর সম্পাদনায় তারেক শামসুর রহমান, রাকিবা ইয়াসমিন, প্রাগুক্ত।

১। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রথম জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

প্রথম জাতীয় সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটি সমূহের ভূমিকা ও কার্যকারিতার মূল্যায়ন নিচে করা গেল ঃ

সংসদীয় কমিটি সমূহের কার্যকরী ভূমিকার উপর মূলত সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। প্রথম জাতীয় সংসদে সংসদীয় ১১টি স্থায়ী কমিটি সহ মোট ১৪টি কমিটি গঠিত হয়েছিল।[১] এই কমিটিগুলো প্রথম জাতীয় সংসদ দ্বারা অনুমোদিত তবে এগুলো সংসদের সাফল্যে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এগুলোর মধ্যে মাত্র তিনটি স্থায়ী কমিটি প্রত্যেক অধিবেশনে নিয়মিত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে, কমিটি গুলো হলোঃ

ক) বিশেষ অধিকার কমিটি

খ) কার্য উপদেষ্টা কমিটি

গ) সরকারী হিসাব কমিটি

বিশেষ অধিকার কমিটি সংসদের চারটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছিল। কার্য-উপদেষ্টা কমিটি কোন বৈঠক পরিচালনা করেনি। সরকারী হিসাব কমিটি মাত্র ৩দিন বৈঠকে মিলিত হয়। প্রথম জাতীয় সংসদে বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটি ৪টি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করেন। বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি ৩টি এবং কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করে।[২]

সরকারী হিসাব কমিটির সল্প তৎপরতা আইন সভার কাছে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারেনি। এবং তাতে সরকারী অর্থ ব্যয়ে স্বেচ্ছা চারিতার জন্ম দেয়।

প্রথম জাতীয় সংসদে বিল সংক্রান্ত কমিটি গুলোতে স্থানীয় সরকার বাংলাদেশের (ইউনিয়ন পরিষদ) ও (পৌরসভা বিল ১৯৭৩ এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বিল ১৯৭৩ নিয়ে আলোচিত হয়। প্রথম বিলটি কমিটিতে ৪দিন এবং দ্বিতীয় বিলটি কমিটিতে ৩দিন আলোচিত হয়। এই কমিটির প্রতিবেদন সংসদে কণ্ঠভোটে পাশ হয়েছিল।[৩] সংসদের কমিটিগুলোকে অধিক কার্যকর করার জন্য বিশেষ ক্ষমতা বিল, জাতীয় রক্ষীবাহিনীর বিল, সংবিধান সংশোধনী বিল এবং অন্যান্য এমন সব বিল যেগুলো জনগণের মৌলিক অধিবেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলোকে আইনে পরিণত করার পূর্বে সেলেক্ট কমিটিতে যাচাই বাচাই করা প্রয়োজন ছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য বৃটিশ সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি বিল দ্বিতীয়বার আলোচনার পর কমিটিতে যায় এবং যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তার ওপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবং নির্ধারত কমিটিতে পাশ না হলে বিলের ওপর কোন সংশোধনী উথাপন করা যায় না।[৪]

১। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে অষ্টম অধিবেশন পর্যন্ত কার্যবাহের সারাংশ।

২। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে অষ্টম অধিবেশন পর্যন্ত কার্যবাহের সারাংশ।

৩। রাকিবা ইয়াসমিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩১

৪। রাকিবা ইয়াসমিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থায় বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত কম ছিল। প্রথম জাতীয় সংসদে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কোন স্থায়ী কমিটি ছিল না। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটিতে সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের সংখ্যা ছিল বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের চেয়ে বেশি। বিল সংক্রান্ত সেলেক্ট কমিটিতেও সরকার দলীয় সদস্য সংখ্যা ছিল দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি। এছাড়া অন্যান্য কমিটিতেও সরকারী ও বিরোধী দলীয় সদস্যদের সংখ্যার অনুপাত ছিল অনুরূপ।

প্রথম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন কমিটিতে সরকারী দলের সদস্যদের প্রধান্য বজায় ছিল যার ফলশ্রুতিতে কমিটি ব্যবস্থা সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ, সরকারী হিসাব কমিটির কথা বলা যায়। এই কমিটির ১১ জন সদস্যের মধ্যে ১০ জনই ছিল সরকার দলীয়।[১] আবার প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে সরকারী দলের প্রাধান্য খর্ব করা না গেলেও সদস্যদের কমিটিতে মনোনীত করার ক্ষেত্রে যোগ্যতা কে মাপকাঠী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটির কথা বলা যায়। প্রথম সংসদে গঠিত এই কমিটির কোন সদস্যেরই হিসাব নিরীক্ষণ এবং শিল্প বাণিজ্য ব্যাপারে কোন রকম অভিজ্ঞতা নেই, যা এই কমিটির সদস্যদের জন্য অতীব জরুরী। জাতীয় সংসদের প্রত্যেকটি সংসদীয় কমিটির দ্বারা সংসদে রিপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিধান না থকায় কার্য উপদেষ্টা কমিটি, সংসদ কমিটি, লাইব্রেরী কমিটি সংসদে রিপোর্ট পেশ করেনি। যার জন্য এরই তিনটা কমিটি প্রথম জাতীয় সংসদের কার্যকরিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন রূপ ভূমিকা পালন করেনি।[২] যদিও প্রথম জাতীয় সংসদের কমিটি গুলোর সাংবিধানিক ভিত্তি রয়েছে এবং কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি রয়েছে যা পৃথিবীর আর কোন দেশে সংসদীয় কমিটির ক্ষেত্রে দেখা যায় না। তা সত্ত্বেও কার্যপ্রণালী বিধির কিছু কিছু দুর্বলতার কারণে এবং সংসদীয় প্রথার অনুপস্থিত বা অনুসরণ না করার জন্য প্রথম জাতীয় সংসদের কমিটিগুলো প্রয়োজনীয় কার্যকারিতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়নি। কার্যকর নেতৃত্ব ও নিরাপত্তার অভাব, কমিটিসমূহের অনিয়মিত বৈঠক, কমিটির সুপারিশমালা বাস্তবায়নের অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, সমন্বয়ের অভাব, সংসদ সচিবালয়ের অপর্যাপ্ত সহায়তা, গোপন কমিটি হিয়ারিং, সংসদে কমিটি রিপোর্ট আলোচনার কোন নিয়মের অনুপস্থিতি এবং সর্বোপরি ঐকমত্যের অভাব এ সব উপদানই একক বা যৌথ ভাবে কমিটি ব্যবস্থার কার্যক্রমে সমস্যার সৃষ্টি করে।[৩] প্রথম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার কার্যকরিতার ক্ষেত্রে উল্লেখিত সমস্যাদি বিরাজমান ছিল যার জন্য প্রথম জাতীয় সংসদকে কার্যকর করতে কমিটি ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়। সর্বোপরি নির্বাহী বিভাগের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে কমিটি গুলোর তড়িৎ দায়িত্ব পালনসহ রিপোর্ট প্রদান অতীব জরুরী কিন্তু উল্লেখিত সমস্যার কারনে প্রথম সংসদের কমিটি ব্যবস্থা নির্বাহী বিভাগের কাজের তদারকি তথা দায়িত্বশীলতা আনায়নে নেতিবাচক ভূমিকা রাখে।

১। মাহমুদুল হক ভুঁইয়া, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সরকারী হিসাব কমিটির ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা, বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর সম্পদনা তারেক সামসুর রেহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮, পৃঃ- ১৫৫।

২। আবদুল হক মিয়া, জাতীয় সংসদ কমিটি ব্যবস্থা কসংসদীয় কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ইন্সটিটিউট অফ পার্লামেন্টারী স্টাডিজ কনফারেন্স রিপোর্ট, ১৯৯৯। পৃঃ

৩। আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, বাংলাদেশে কমিটি ব্যবস্থা গণতন্ত্র, গন্থনা ও সম্পাদনা মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মাওলা ব্রাদার্স, মে ১৯৯৫, পৃঃ ১২৭-১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশর সাংবিধানিক বিবর্তন ও রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তন ঃ

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বাংলাদেশের মানুষের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ আর এদেশের মানুষের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতি দুর্বলতার কারণ ও ঐতিহাসিক। বৃটিশ শাসনামলে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র চর্চা, ভারত শাসন আইন সমূহে ভারতীয় জনগণের অংশীদারিত্বের অনিবার্যতা, পাকিস্তান আমলে অসাংবিধানিক হস্তক্ষেপের ফলে গণতন্ত্রের ব্যর্থতাই মূলত বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ও জনসার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালী জাতী পৌঁছেছিল এক গৌরবময় অবস্থানে। স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে এনে স্বাধীন জাতী হিসেবে শুরু করেছিল গর্বিত পদভরে জয়যাত্রা সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে।[১] কিন্তু বাংলাদেশ জন্মের মাত্র তিন বছরের মধ্যে এই ব্যবস্থা কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার রূপ লাভ করে। জনগণের মৌলিক অধিকার খর্ব করে জরুরী বিধান প্রণয়ন করা হয় দ্বিতীয় সংশোধনী আইনে। চতুর্থ সংশোধনী আইন প্রবর্তিত হলে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে প্রবর্তিত হয় রাষ্ট্রপতিক কর্তৃত্ববাদ (Presidential Leviathan) ফলে দেশে বহু দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে একদলীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বিচার বিভাগ হয় শৃঙ্খলিত, সংবাদপত্রের কণ্ঠ হয় রুদ্ধ। মানব অধিকার হয় লজ্জিত।[২] যে মন্ত্রী পরিষদ শাষিত সরকার ব্যবস্থার জন্য বাংলাদেশ সর্বকালে সোচ্চার ছিল মাত্র তিন বছরের মধ্যে তার অপমৃত্যু ঘটল। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার সামান্য সুযোগ ও পাইনি।[৩] ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট রাষ্ট্র ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পরও এই পক্রিয়া চলতে থাকে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে।

১। এমাজ উদ্দিন আহমেদ, সমাজ ও রাজনীতি, করিম বুক করপোরেশন, জানুয়ারী ১৯৯৩, পৃঃ ৩৩

২। এমাজ উদ্দিন আহমেদ প্রাগুক্ত পৃ.৩৪

৩। আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাংলাদেশ পুর্ণগঠন ও জাতীয় ঐকমত্য, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,সাল ১৯৯১ পৃঃ ১০।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ২.২

Parliamentary Election Results of 1979

Sl. No.	Party	No. of candidates setup	No. of valid votes polled	percentage of valid votes polled	No. of seats won.
1.	Bangladesh Jatiatabadi Dal (BNP)	298	79,34,236	41.16%	207
2.	Bangladesh Awami League (Malak)	295	47,34,277	24.55%	39
3.	Bangladesh Awami League (Mizin)	184	5,35,426	2.78%	2
4.	Bangladesh Muslim League & Islamic Democratic League (Rahim)	266	19,41,394	10.08%	20
5.	Bangladesh Jatiya Samajtantrik Dal (JSD)	240	9,31,851	4.84%	8
6.	National Awami parti (Muzaffar)	89	4,32,514	2.25%	1
7.	National Awami parti (N—Z)	37	88,385	0.46%	-
8.	National Awami parti (Naser)	28	25,336	0.14%	-
9.	Bangladesh Gana Fomt	46	1,15,622	0.60%	2
10.	Bangladesh Samayabadi Dal	20	74,771	0.39%	1
11.	Bangladesh Jatiya Dal	6	18,748	0.09%	-
12.	Jatiatabadi Ganatantrik Dal (JAGODAL)	29	27,259	0.14%	-
13.	Bangladesh Ganatantrik Chashi Dal	2	130	0.01%	-
14.	Bangladesh Democratic party	5	3,564	0.01%	-
15.	Bangladesh Jatiya League (BJL)	13	69,319	0.36%	2
16.	Nezam-e-Islam party	2	1,575	0.01%	-
17.	United people's party	70	1,70,955	0.89%	-
18.	United Republican party	2	389	0.01%	-
19.	Bangladesh Gantantrik Andolan	18	34,259	0.17%	1
20.	Bangladesh Labour Party	16	7,738	0.04%	-
21.	National Republican party for parity	1	14,429	0.07%	-
22.	Sramik Krishak Samajbadi Dal	3	4,954	0.02%	-
23.	Jatiya Ekota party	5	44,459	0.23%	1
24.	Bangladesh Jatiya Mukti party	3	3,363	0.01%	-
25.	Bangladesh Tati Samity	1	1,834	0.01%	-
26.	Bangladesh Gana Azadi League	1	1,378	0.01%	-
27.	Jatiya Janata party	10	10,932	0.06%	-
28.	Communist party of Bangladesh	11	75,455	0.39%	-
29.	People's Democratic party	3	5,703	0.02%	-
30.	Independent candidates	422	19,63,345	10.10%	16
Total		**2,125**	**1,92,73,600**		**300**

Source : Bangladesh Election Commission 1979.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ২.৩

Party Nominations of Candidates

Sl. No.	Party	No. of Contesting Candidates
01.	Bangladesh Jatiyatabadi Dat (BNP)	298
02.	Bangladesh Awami League (Melek)	295
03.	Bangladesh AWami League (Mizan)	184
04.	Bangladesh Muslim League and Islamic Democratic League (Rahim)	266
05.	Bangladesh Jatiya Samajtantrik Dal (JSD)	240
06.	National Awami Party (Muzaffar)	89
07.	National Awami Party (N-Z)	37
08.	National Awami Party (Naser)	28
09.	Bangladesh Gana Front	46
10.	Bangladesh Sammobadi Dal	20
11.	Bangladesh Jatiya Dal	6
12.	Jatiyatabadi Ganatantrik Dal (JAGODAL)	29
13.	Bangladesh Ganatantrik Chashi Dal	2
14.	Bangladesh Democratic Party	5
15.	Bangladesh Jatiya League (BJL)	13
16.	Nizam-j-Islam Party	2
17.	United People's Party	70
18.	United Republican Party	2
19.	Bangladesh Ganatantrik Andolon	18
20.	Bangladesh Labour Party	16
21.	National Republican Party for Party	1
22.	Sramik Krishak Samajbadi Dal	3
23.	Jatiya Ekota Party	5
24.	Bangladesh Jatiya Mukti Party	3
25.	Bangladesh Tati Samity	1
26.	Bangladesh Gana Azadi League	1
27.	Jatiya Janata Party	10
28.	Communist Party of Bangladesh	11
29.	People's Democratic Party	3
30.	Independent Candidates	422
	TOTAL	2,125

Source : Election Commission, 1979.

১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ২য় জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন এতে ২৯টি রাজনৈতিক দল এবং উপদল অংশগ্রহন করে। জাতীয় পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে সর্বমোট ২৩৫২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। এর মধ্যে ৮ জনের মনোয়ন পত্র বাছাইতে বাতিল হয়

Dhaka University Institutional Repository

এবং ২১৯ জন মনোয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। ২১২৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ৪২২ জন ছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং ১৭০৩ জন ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী।

তালিকায় দেখা যায় রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ছিল ২৯৮ জন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের (মালেক) ২৯৫ জন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের (মিজান) ১৮৪ জন, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ও ইসলামিক ডিমোক্রেটিক দল ২৬৬ জনকে এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের ২৪০ জন, তাছাড়া ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) মনোনীত করেছিলেন ৮৯ জনকে, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (রহমান-জাহিদ) ৩৭ জনকে, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নাসের) ২৮ জনকে, গণফ্রন্ট ৪৬ জনকে, বাংলাদেশ জাতীয় দল ১৩ জনকে বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (তোয়াহা) ২০ জনকে এবং বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলন ১৮ জনকে মনোনয়ন দান করেন।[১]

১৯৭৯ সালের দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ২০৭ টি আসন পায়। প্রদত্ত ভোটের ৪১ দশমিক ১৬ ভাগ ভোট পেয়ে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে (মালেক গ্রুপ) পায় ৩৯টি আসন। প্রদত্ত ভোটের শতকরা ২৪ দশমিক ৫৫ ভাগ ভোট পায়। আর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মিজান গ্রুপ) পায় মাত্র ২টি আসন, প্রদত্ত ভোটের শতকরা ২ দশমিক ৭৮ ভাগ ভোট। মুসলিম লীগ পায় ২০টি আসন, প্রদত্ত ভোটের শতকরা ১০ দশমিক শূন্য ৮ ভাগ ভোট। জাসদ পেয়েছিল ৮টি আসন, ন্যাপ (মোঃ) পায় ১টি আসন, গণফ্রন্ট পায় ২১টি আসন, সাম্যবাদী দল পায় ১টি আসন, জাতীয় লীগ পায় ২টি আসন, ডেমোক্রেটিক আন্দোলন ১টি, একতা পার্টি ১টি আসন পায় এবং স্বতন্ত্ররা পেয়েছিলেন সর্বাধিক ১৬টি আসন।[২]

নির্বাচনে ১১টি রাজনৈতিক দল আসন লাভে সক্ষম হয়। কিন্তু এই নির্বাচনে ১৮টি দল কোন আসন লাভে সক্ষম হয়নি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের সব কটি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীরা লাভ করেন। সংবিধানের ৭২(১) ধারামতে রাষ্ট্রপতি ১৯৭৯ সালের ২ এপ্রিল জাতীয় সংসদ আহবান করেন।

১। সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশন।

২। সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ২.৪

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ অধিবেশনসমূহের খতিয়ান (৭৯-৮২)

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট বৈঠক দিবস
প্রথম	২-৪-৭৯	৭-৪-৭৯	৬ দিন	৫ দিন
দ্বিতীয়	২১-৫-৭৯	৩০-৬-৭৯	৪১ দিন	৩৫ দিন
তৃতীয়	৯-২-৮০	৪-৪-৮০	৫৭ দিন	৩৮ দিন
চতুর্থ	২২-৫-৮০	২৬-৭-৮০	৬৬ দিন	৪৮ দিন
পঞ্চম	২৮-১১-৮০	৩১-১২-৮০	৩৪ দিন	২২ দিন
ষষ্ঠ	১০-৪-৮১	২-৫-৮১	২৩ দিন	১৪ দিন
সপ্তম	২১-৫-৮১	১০-৭-৮১	৪১ দিন	৩৪ দিন
অষ্টম	১৫-২-৮২	২-৩-৮২	১৬ দিন	১০ দিন
মোট কার্য দিবস -				২০৬ দিন

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ২৪ মার্চ ১৯৮২ সালে মেয়াদ পূর্তির আগে ভেঙ্গে দেয়া হয়।

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ৮টি অধিবেশনে মিলিত হয়। এই সংসদের মোট কার্য দিবস ছিল ২০৬ দিন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ২.৫

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি সমূহের খতিয়ান ঃ

Nature of Committees	Third Parliament	Number of Committee
Standind Committees :	,,	
Standing Committeeson Ministries (Scms)	,,	36
Financial committees	,,	3
Investigative Committees	,,	2
Scrutinising committees	,,	1
House Committees	,,	3
Service Committees	,,	2
Adhoc Committees	,,	
Committees on Bills (Select & Special)	,,	3
Special Committees	,,	1
TOTAL	,,	51

Source : Summary of the proceedings of the Second Parliament, Sessions I-VIII (Appril 1979- March 1982).

Financial Committees: Committee on Estimates (EC), Public Accounts Committee (PAC) and Public Undertakings Committee (PUC).

Investigative Committees: Committee on Privileges (CP) and Petitions Committee (PC).

Scrutinising Committees: Committee on Government Assurances (CGA).

House Committees: Business Advisory Committee (BAC), Committee on Private Members' Bills and Resolutions (CPMBR), and Committee on Rules and Procedure (RC).

৩য় সংসদ

১৯৮১ সালের ৩০ মে, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সামরিক বাহিনীর একাংশের বিদ্রোহজনিত সংকটে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে নিহত হন। সংবিধানের ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আনুষ্ঠিত হলে সাত্তার সরকার ক্ষমতা আসেন কিন্তু তিনি মাত্র চার মাসের মধ্যেই পদচ্যুত হন। এবং ক্ষমতায় আসেন এরশাদ সরকার।[১] দেশে জারি করা হয় দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন।

১। এমাজ উদ্দিন আহমেদ, প্রগুক্ত, পৃঃ ৩৬

সারণি ঃ ২.৬

জাতীয় সংসদ নির্বাচন- ১৯৮৬

ফলাফল ও রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাপ্ত ভোটের বিবরণী ঃ

ক্রমিক	রাজনৈতিক দলের নাম (স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ)	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫
১.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭৬	৭৪,৬২,১৫৭	২৬.১৬
২.	জাতীয় পার্টি	১৫৩	১,২০,৭৯,২৫৯	৪২.৩৪
৩.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	৪	৪,১২,৭৬৫	১.৪৫
৪.	জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ	১০	১৩,১৪,০৫৭	৪.৬১
৫.	ইসলামী যুক্তফ্রন্ট	-	৫০,৫০৯	০.১৮
৬.	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৫	২,৫৯,৭২৮	০.৯১
৭.	ন্যাপ (মোজাফফর)	২	২,০৩,৩৬৫	০.৭১
৮.	এন. এ. পি (ভাসানী)	৫	৩,৬৮,৯৭৯	১.২৯
৯.	বাকশাল	৩	১,৯১,১০৭	০.৬৭
১০.	বাংলাদেশ ওয়াকার্স পার্টি	৩	১,৫১,৮২৮	০.৫৩
১১.	বাংলাদেশের সাম্যবাদীদল (এম.এল)	-	৩৬,৯৪৪	০.১৩
১২.	জাসদ (রব)	৪	৭,২৫,৩০৩	২.৫৪
১৩.	জাসদ (শাহজাহান সিরাজ)	৩	২,৪৮,৭০৫	০.৮৭
১৪.	বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন	-	২২,৯৩১	০.০৮
১৫.	জনদল	-	৯৮,১০০	০.৩৪
১৬.	গণ আজাদী লীগ	-	২৩,৬৩২	০.০৮
১৭.	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	-	১,২৩,৩০৬	০.৪৩
১৮.	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	-	২,৯৯৭	০.০১
১৯.	বাংলাদেশ নাগরিক সংহতি	-	৬৮,২৯০	০.২৬
২০.	বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	-	১,৯৮৫	০.০১
২১.	জাগদল	-	১৪৯	-
২২.	বাংলাদেশ ইসলামীক রাজনৈতিক পার্টি	-	১১০	০.০০
২৩.	বাংলাদেশ হিন্দু ঐক্য ফ্রন্ট	-	১,৩৩৮	০.০১
২৪.	ইয়ং মুসলিম সোসাইটি	-	১৪১	০.০০
২৫.	জামায়াতে ওলামায়ে ইসলাম	-	৫,৬৭৬	০.০২
২৬.	জামায়াতে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি	-	৫,৫৭২	০.০২
২৭.	জাতীয় জনতা পার্টি (অদুদ)	-	৪৬,৭০৪	০.১৬
২৮.	জাতীয় জনতা পার্টি (সুজাত)	-	১,৯৮৮	০.০১
২৯.	স্বতন্ত্র	৩২	৪৬,১৯,০২৫	১৬.১৯
	বৈধ ভোট	৩০০	২,৮৫,২৬,৬৫০	১০০%

সুত্র ঃ নির্বাচন কমিশন।

মোট ভোট বৈধ ২,৮৫,২৬,৬৫০

বাতিল ৩,৭৭,২০৯

২,৮৮,৭৩,৫৪০ মোট ভোটার ঃ ৪,৭৮,৭৬,৯৭৯

শতকরা হার ঃ ৬০.৩১

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬ সালের ৭ই মে তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ৩য় জাতীয় সংসদের নির্বাচন। বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট ও ৫ দলীয় বাম জোট এই নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেনি।[১] এই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১৫৩টি আসন লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে গণ্য হয় প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪২.৩৪ ভাগ লাভ করে। আওয়অমী লীগ ৭৬টি আসন লাভ করে বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এবং প্রদত্ত ভোটের শতকরা ২৬ দশমিক ১৬ ভাগ ভোট লাভ করে। জামাতে ইসলামী ১০টি আসন, সিপিবি ৫টি আসন, ন্যাপ মোঃ ২টি আসন, ন্যাপ (ভাসানী) ৫টি আসন, বাকশাল ৩টি আসন, জাসদ (রব) ৪টি আসন, জাসদ (সিরাজ) ৩টি আসন, মুসলিম লীগ ৪টি আসন, ওয়ার্কস পার্টি ৩টি আসন, এবং স্বতন্ত্ররা ৩২টি আসন লাভ করেছিল।[২]

তৃতীয় জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালের ১০ই জুলাই। অধিবেশনের পূর্বে সংসদে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ৩০টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জাতীয় পাটির সদস্যগণ এই ৩০টি আসন লাভ করেন।

সারণি ঃ ২.৭

তৃতীয় জাতীয় সংসদ অধিবেশনসমূহ খতিয়ান (৮৬-৮৭)

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট বৈঠক দিবস
প্রথম	১০-৭-৮৬	২২-৭-৮৬	১৩ দিন	৮ দিন
দ্বিতীয়	১০-১১-৮৬	১০-১১-৮৬	১ দিন	১ দিন
তৃতীয়	২৪-১-৮৭	২৫-৩-৮৭	৬১ দিন	৪১ দিন
চতুর্থ	১১-৬-৮৭	১৩-৭-৮৭	৩৩ দিন	২৫ দিন
মোট কার্য দিবস -				৭৫ দিন

তৃতীয় জাতীয় সংসদ ৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭ সালে মেয়াদ পূর্তির আগে ভেঙ্গে দেয়া হয়।
তৃতীয় জাতীয় সংসদ ৪টি অধিবেশনে মিলিত হয়। এই সংসদের মোট কার্য দিবস ছিল ৭৫ দিন।

১। তারেক শামসুর রেহমান, মিজানুর রহমান খান, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৭৩-১৯৯৬, তারেক শামসুর রেহমান সম্পাদিত, বাংলাশে ঃ রাষ্ট্র ও রাজনীতি, উত্তরন, ২০০০, পৃঃ ২১৯

২। নির্বাচন কমিশন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ২.৮

তৃতীয় জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি সমূহের খতিয়ান ঃ

Nature of Committees	Third Parliament	Number of Committee
Standind Committees :	,,	-
Standing Committeeson Ministries (Scms)	,,	-
Financial committees	,,	-
Investigative Committees	,,	1
Scrutinising committees	,,	-
House Committees	,,	-
Service Committees	,,	2
Adhoc Committees	,,	-
Committees on Bills (Select & Special)	,,	-
Special Committees	,,	2
TOTAL	,,	6

Source : Summary of the proceedings of the Third Parliament, Sessions I-IV (July 1987- December 1987).

সারণি ঃ ২.৯

চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ মার্চ ১৯৮৮ এর ফলাফল বিবরণী

দল/স্বতন্ত্র	বিজয়ী আসন সংখ্যা	বিজয়ী আসনের শতকরা হার (%)	সর্বমোট প্রাপ্ত মোট	প্রদত্ত মোট ভোটের মধ্যে প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার (%)
জাতীয় পার্টি	১৫৩	৫১.০০	১,২০,৭৯২৫৯	৪২.৩৪
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭৬	২৫.৩৩	৭৪,৬২,১৫৭	২৬.১৬
জামায়াত-ই-ইসলামী	১০	৩.৩৩	১৩,১৪,০৫৭	৪.৬১
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	৫	১.৬৬	৩,৬৮,৯৭৯	১.২৯
বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	৫	১.৬৬	২,৫৯,৭২৮	০.৯১
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)	৪	১.৩৩	৭,২৫,৩০৩	২.৫৪
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	৪	১.৩৩	৪,১২,৭৬৫	১.৪৫
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (সিরাজ)	৩	১.০০	২,৪৮,৭০৫	০.৮৭
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ	৩	১.০০	১,৯১,১০৭	০.৬৭
বাংলাদেশ ওয়াকার্স পার্টি	৩	১.০০	১,৫১,৮২৮	০.৫৩
ন্যাপ মোজাফফর	২	০.৬৬	২০,৩৩৬	০.৭১
অন্যান্য দল সমূহ	-	-	৪,৯০,৩৮৯	১.৭৩
স্বতন্ত্র	৩২	১০.৬৬	৪৬,১৯,০২৫	১৬.১৯

Source : Muhammad A Hakim, Bangladesh Politics : The Shabuddin Interegnum, Dhaka. UPL, 1993, P : 25-26.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালের ৩য় মার্চ এই সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলো জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টি, আ স ম আব্দুর রবের নেতৃত্বে সম্মিলিত বিরোধী দল, ফ্রিডম পার্টি, শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বে জাসদ (সিরাজ), গণতন্ত্র বাস্তবায়ন পার্টি ও কিছু সংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী। জাতীয় পার্ট ২৯৯ আসনে প্রার্থী মনোনীত করেছিলেন। অপরদিকে সম্মিলিত বিরোধী দল ২৭২টি আসনে, ফ্রিডম পার্টি ১১১টি আসনে, জাসদ (সিরাজ) ৫৬টি আসনে, এবং গণতান্ত্রিক বাস্তবায়ন পার্টি ১টি আসনে প্রার্থী মনোনীত করেছিলেন। নির্বাচন কমিশনের সূত্র অনুযায়ী সমগ্র দেশে ভোটার সংখ্যা চিল ৪ কোটি ৭০ লক্ষ কিন্তু ভোটে কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত নগন্য। এই সংখ্যা শতকরা ৫ এর অধিক ছিল না বলে বিরোধী দল মন্তব্য করেন, অথচ সরকারী হিসাব মতে এ সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ ছিল।[১]

এই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অংশ গ্রহণ করেননি। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি সর্বাধিক সংখ্যাক আসন পায়, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের পায় ২৫টি আসন, সম্মিলিত বিরোধী দল পায় ১৯টি আসন, জাসদ (সিরাজ) পায় ৩টি আসন, ফ্রিডম পার্টি পায় ২টি আসন।

এই নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার সাংবিধানিক সংকট এড়াতে সমর্থ হয় বটে কিন্তু বিরোধী দলগুলোর আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়। তাই চতুর্থ সংসদের অধিবেশন আহবানের দিন ও সরাদেশে ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৮৮ সালের ১৬ই এপ্রিল চতুর্থ সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে।

সারণি ঃ ৩.১

চতুর্থ জাতীয় সংসদ ৮৮-৯০

অধিবেশনসমূহ

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট বৈঠক দিবস
প্রথম	২৫-৪-৮৮	১১-৭-৮৮	৭৮ দিন	৪৭ দিন
দ্বিতীয়	১৬-১০-৮৮	১৯-১০-৮৮	৪ দিন	৪ দিন
তৃতীয়	১-২-৮৯	২-৩-৮৯	৩০ দিন	২০ দিন
চতুর্থ	২২-৫-৮৯	১০-৭-৮৯	৫০ দিন	৩৫ দিন
পঞ্চম	৪-১-৯০	৮-২-৯০	৩৬ দিন	২৬ দিন
ষষ্ঠ	৩-৬-৯০	১-৮-৯০	৬০ দিন	৩৫ দিন
সপ্তম	২৫-৮-৯০	২৫-৮-৯০	১ দিন	১ দিন
মোট কার্য দিবস -				১৬২ দিন

চতুর্থ জাতীয় সংসদ ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে ভেঙ্গে দেয়া হয়।

চতুর্থ জাতীয় সংসদ ৭টি অধিবেশনে মিলিত হয়। এই সংসদের মোট কার্য দিবস ছিল ১৬২ দিন।

১। Al. Masud Hasanuzszaman. Role of oppositeon in Bangladesh Politics. P. 127.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ৩.২

চতুর্থ সংসদের গঠিত কমিটি সমূহের খতিয়ান ঃ

Nature of Committee	Fourth Parliament	Number of Committee
Stamding Committee :		
Standing Committeon Ministries (SCMS)	"	32
Financil Committees	"	3
Investigative Committees	"	2
Scrutinising Committees	"	1
House Committees	"	3
Service Committees	"	2
Adhoc Committees	"	-
Committees on Bills (Select and Special)	"	-
Special Committees	"	1
Total	"	44

Source : Summary of the procedings of the Fourth Parliament, Sessions, 1-VII (March), 1988-December 1990.

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদীয় কমিটির কার্যকারিতা ঃ

কোন সংসদকে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হলে এর জন্য সত্যিকার জনপ্রতিনিধিত্বশীল কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। একমাত্র জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংসদই রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতা প্রদানে এবং রীতিসিদ্ধ ও ফলপ্রসূ ভূমিকা পালনে সক্ষম হতে পারে। এক্ষেত্রে Finer বলেন, "It is part of the democratic assumption that government must represent and be accountable to the overt and actual wishes of society in so far as these re expressible and expressed. And this in turn either involves polling of the peoples opinion by plebiscite or referendum, or alternately, as we have said, the election by the people of representatives to a central legislature... Free elections, freedoms speech, press, assembly and association are necessary conditions for a legislature to 'represent' public opinion in any meaning-full sense at all. Any legislature which has been brought together without these freedoms operating could only represent the opinion of the public by sheer chance; and of course nobody would know that it did accurately represent these openings."[১]

১। S.E. Finer, Comparative Goverment (London : Penguin, 1974), P: 66-67

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৯ সালে গঠিত দ্বিতীয় সংসদের শাসক দলের দুই তৃতীয়াংশের বেশি প্রতিনিধিত্ব থাকায় কমিটি ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ হয়নি। আবার ১৯৮৬ সালে গঠিত তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ থাকায় সংসদীয় কমিটিতে বিরোধী দলের কার্যকর ভূমিকা ছিল না। সংসদে কোন কার্যকর কমিটি ব্যবস্থা না থাকায় সংসদীয় কার্যক্রম বস্তুনিষ্ঠ হয়নি। ফলে দেশের সার্বিক সমস্যা সমূহের উপর গঠনমূলক আলোচনা ও সামাধান সম্ভব হয়নি।

আবার কমিটিগুলো নির্ধারিত বিষয়ের উপর রিপোর্ট পেশ করলেও সে সব রিপোর্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি। কমিটির সুপারিশের উপর বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার পরিবর্তে প্রায়শই আবান্তর অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় সংসদের অধিবেশন সমূহ অতিবাহিত হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময় কালে বিভিন্ন সংসদে গঠিত বিভিন্ন কমিটি সমূহের মধ্য হতে সরকারী হিসাব কমিটির কথা উল্লেখ করা গেল ঃ

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৬(১) অনুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অধীন বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রাধাণ্য দেয়া হয়েছে সরকারী হিসাব কমিটিকে। সংবিধান ও কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী সংসদে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী হিসাব কমিটি গঠিত হয়। এবং এই কমিটি সংসদ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত স্থায়ী হয়। কিন্তু উল্লেখিত সময়ে সংসদীয় কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা না থাকায় এবং বেশির ভাগ সময়ই কোন সরকারী হিসাব কমিটির অস্তিত্ব না থাকায় এই কমিটি কার্যকর ও ফলপ্রসুভাবে দ্বায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সংসদে পেশকৃত বিপুলসংখ্যক অডিট আপত্তি ও হিসাবের উপর আলোচনা না হওয়ায় বকেয়া হিসেবে সরকারী হিসাব কমিটির কার্যপরিধিতে জমা হয়েছে। এই সময়কালে দেশে গনতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা না থাকায় প্রশসনের জবাব দিহি প্রক্রিয়া কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারী হিসাবে কমিটি তার যথার্থ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। যা বাংলাদেশের মতো অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত।

১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ সালের এপ্রিলের পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় সংসদ কার্যকর না থাকায় অডিট রিপোর্ট ও হিসাবের উপর কোন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৭৯ সালের ৩০ এপ্রিল দ্বিতীয় সরকারী হিসাব কমিটি গঠিত হয়। এর সভাপতি নিয়ুক্ত হন সরকার দলীয় (বিএনপি) সংসদ সদস্য জনাব আতাউদ্দিন খান ১৯৮০ সালের ১৪ মার্চ জনাব আতা উদ্দিন খান, প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হলো জনাব আতাউর রহমান খান বিরোধী দলীয় (জাতীয় লীগ) সংসদ সদস্য এই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন এবং কমিটিকে পুনর্গঠিত হয়। এই কমিটির উপর দীর্ঘ দিনের বকেয়া রিপোর্টের আলোচনা ও সুপারিশের এক বিরাট

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়। এই কমিটি ২৭টি বৈঠকে মিলিত হয়, এবংপদ্ধতিগত বিষয় ও রিপোর্ট পরীক্ষার বকেয়া হালনাগাদ পর্যালোচনা করে। এই কমিটি একটি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করে।

১৯৮২ সালের মার্চ মাসে দেশে সামরিক শাসন জারি হলে সংসদ স্থগিত হয়, বকেয়া মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের সরকারী হিসাব সম্পকীয় অডিট প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রধান আইন প্রশাসন জেনারেল এরশাদ ১৯৮৩ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে আইন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী জনাব কে. এ. বকরের সভাপতিত্বে এগার জন সদস্য বিশিষ্ট একটি এ্যাডহক পাবলিক একাউন্টস কমিটি গঠিত হয়। পরবর্তী কালে ১৯৮৫ সালের ৯ মার্চ জনাব এ.কে.এম নুরুল ইসলাম উক্ত কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন এই কমিটি প্রক্রিয়া সংবিধান ও কার্য প্রণালী বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় এই কমিটি পরিচালনার জন্য একটি বিধি রচনা করা হয়। এবং কমিটি ১৯৭৮-৭৯ সালের হিসাব পর্যালোচনা করে রাষ্ট্রপতির নিকট তিন খন্ডে প্রতিবেদন পেশ করে।[১]

চতুর্থ জাতীয় সংসদে ১৯৮৮ সালের জুন মাসে প্রথম অধিবেশনে তৃতীয় সরকারী হিসাব কমিটি গঠিত হয়। বিরোধী দলীয় (জাসদ) সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান ছিলেন এই কমিটির সভাপতি। কমিটি ৬৫টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ২ খন্ডে প্রতিবেদন সংসদে পেশ করে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় সংসদে দুটি সরকারী হিসাব কমিটি ও একটি এ্যাডহক পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি গঠিত হয়।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ জাতীয় সংসদে ১৫ আগষ্ট বিশিষ্ট সরকারী হিসাব কিমিটি গঠিত হয়। এবং এই উভয় সংসদেই সরকারী হিসাব কমিটিতে সরকারী দলীয় সদস্যদের সংখ্যা ছিল ১২ জন এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের সংখ্যা ছিল ৩ জন।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সময় কালে এই কমিটি মোট ১৯৮টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ৬৯৯টি অডিট আপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করে এবং ৩০৬টি আপত্তি নিষ্পত্তি করে এবং ৩৯৩টি আপত্তি সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করে।[২] এই কমিটির সুপারিশ সমূহ যথার্থ গুরুত্ব পায়নি ও বাস্তবায়িত হয়নি। কেননা রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সব কিছু পরিচালিত হয় যার ফলে সরকারী হিসাব কমিটি এবং গুরুত্ব ও কার্যকারিতা হারিয়ে গুরুত্বহীন ও মূল্যহীন আলোচনা সর্বস্ব কমিটিতে রূপ লাভ করে।

১। মাহমুদুল হক ভুইয়া, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব কমিটির ভূমিকা ঃ একটি পর্যালোচনা, সম্পাদনায় তারেক শামসুর রেহমান, বাংলাদেশ রাজনীতি ২৫ বছর, পৃঃ ১১৫-১১৬

২। মাহমুদুল হক ভুইয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধন ও সংসদীয় গণতন্ত্রের পূনঃ প্রবর্তন ঃ

১৯৭২ সালে যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল তার প্রাণ ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র। এই সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং তার নেতৃত্বেই গঠিত হয়েছিল মন্ত্রীসভা যা ছিল সংসদের নিকট পুর্ণ দায়িত্বশীল। ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে দেশে চরম নৈরাজ্যপুর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী কার্যকর করার মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তিনি জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত না হলেও তখন থেকেই রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। এর আট মাস পর ১৫ই আগষ্ট স্ব-পরিবারে শেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকান্ডের পর সামরিক আইন জারী, ক্ষমতা দখল, সংসদ বাতিল, এবং নির্বাচনের মাধ্যমে বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা বহাল থাকে।

দীর্ঘ কালের ব্যবধানে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর এক রক্তক্ষরী গণঅভ্যূত্থানের মধ্যমে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। পূর্বে গঠিত তিন জোটের এক যৌথ ঘোষনায় বলা হয় যে, একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচিত হবে এবং এই সংসদের নিকট সরকার জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। আর এই ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯১ সালের ৬ আগষ্ট সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তিত হয়। জাতীয় পার্টি দ্বাদশ সংশোধনী আইনের বিপক্ষে ভোট না দিলেও এই সংশোধনীর বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় পার্টি সরকারের সংসদীয় পদ্ধতি মেনে নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪ ঃ ক সংসদীয় কমিটি গঠন ও কার্যক্রম (১৯৯১-১৯৯৬)

সারণি ঃ ৩.৩

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১ এ অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংখ্যা, প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা, প্রাপ্ত ভোট এর শতকরা হার, প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ইত্যাদি বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হইলঃ

ক্রমিক	রাজনৈতিক দল/ জোট/স্বতন্ত্র	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	মনোনীত সকল প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি.এন.পি)	৩০০	১,০৫,০৭,৫৪৯	৩০.৮১%	১৪০
২.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬৪	১,০২,৫৯,৮৬৬	৩০.০৮%	৮৮
৩.	জাতীয় পার্টি	২৭২	৪০,৬৩,৫৩৭	১১.৯২%	৩৫
৪.	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২২২	৪১,৩৬,৬৬১	১২.১৩%	১৮
৫.	বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৬৮	৬,১৬,০১৪	১.৮১%	৫
৬.	জাকের পার্টি	২৫১	৪,১৭,৭৩৭	১.২২%	-
৭.	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি (সি.পি.বি)	৪৯	৪,০৭,৫১৫	১.১৯%	৫
৮.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (রব)	১৬১	২,৬৯,৪৫১	০.৭৯%	-
৯.	ইসলামী ঐক্যজোট	৫৯	২,৬৯,৪৩৪	০.৭৯%	১
১০.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপ (মোজাফফর)।	৩১	২,৫৯,৯৭৮	০.৭৬%	১
১১.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (ইনু)	৬৮	১,৭১,০১১	০.৫০%	-
১২.	গণতন্ত্রী পার্টি	১৬	১,৫২,৫৯২	০.৪৫%	১
১৩.	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এন.ডি.পি)	২০	১,২১,৯১৮	০.৩৬%	১
১৪.	বাংলাদেশ জনতা দল	৫০	১,২০,৭২৯	০.৩৫%	-
১৫.	বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিউনিষ্ট লীগ	২৬	১,১০,৫১৭	০.৩২%	-
১৬.	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪৩	৯৩,০৪৯	০.২৭%	-
১৭.	ফ্রীডম পার্টি	৬৫	৯০,৭৮১	০.২৭%	-
১৮.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (শাজাহান সিরাজ)	৩১	৮৪,২৭৬	০.২৫%	১

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	রাজনৈতিক দল/ জোট/স্বতন্ত্র	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	মনোনীত সকল প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১৯।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (আয়েন উদ্দিন)	৬	৬৬,৫৭৫	০.২০%	-
২০।	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫	৬৩,৪৩৪	০.১৯%	১
২১।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ (খালেকুজ্জামান)	১৩	৩৮,৮৬৮	০.১০%	-
২২।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৬২	৩২,৬৯৩	০.১০%	-
২৩।	জনতা মুক্তি পার্টি	৮	৩০,৯৬২	০.০৯%	-
২৪।	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)	১৬	১৪,৭৬১	০.০৭%	-
২৫।	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১৩	২৪,৩১০	০.০৭%	-
২৬।	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	১৫	২১,৬২৪	০.০৬%	-
২৭।	জাতীয় জনতা পার্টি এবং গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট	১১	২০,৫৬৮	০.০৬%	-
২৮।	জামায়াতে ওলামায়ে ইসলামী ফ্রন্ট	৩	১৫,০৭৩	০.০৪%	-
২৯।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ (মাহবুব)	৬	১৩,৪১৩	০.০৪%	-
৩০।	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	৬	১১,৯৪১	০.০৪%	-
৩১।	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম,এল)	৪	১১,২৭৫	০.০৩%	-
৩২।	ঐক্য প্রক্রিয়া	২	১১,০৭৪	০.০৩%	-
৩৩।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন)	৬	১১,০৭৩	০.০৩%	-
৩৪।	বাংলাদেশ ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপ (ভাসানী)	৩০	৯,১২৯	০.০৩%	-
৩৫।	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি (প্রগশ)	২	৬,৬৭৭	০.০২%	-
৩৬।	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	৩	৬,৩৯৬	০.০২%	-
৩৭।	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট	৮	৩,৬৭১	০.০১%	-
৩৮।	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	৭	৩,৫৯৮	০.০১%	-
৩৯।	জাতীয় জনতা পার্টি (আশরাফ)	২	৩,১৮৭	০.০১%	-
৪০।	বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী দল	৭	৩,১১৫	০.০১%	-
৪১।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ইউসুফ)	৮	২,৭৫৭	০.০১%	-
৪২।	জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট	৭	২,৬৬৮	০.০১%	-
৪৩।	জাতীয় জনতা পার্টি (আসাদ)	৭	১,৫৭০	০.০০৫%	-

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	রাজনৈতিক দল/ জোট/স্বতন্ত্র	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	মনোনীত সকল প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
৪৪।	বাংলাদেশ ন্যাশন্যাল কংগ্রেস	১০	১,৪২১	০.০০৪%	-
৪৫।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষীদল (জাগচাদ)	১০	১,৩১৭	০.০০৪%	-
৪৬।	বাংলাদেশ গণ-আজাদী লীগ (সামাদ)	১	১,৩১৪	০.০০৪%	-
৪৭।	জনশক্তি পার্টি	৪	১,২৬৩	০.০০৪%	-
৪৮।	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	৩	১,২৩৬	০.০০৪%	-
৪৯।	ইসলামী সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশ	২	১,০৩৯	০.০০৩%	-
৫০।	বাংলাদেশ ফ্রীডম লীগ	২	১,০৩৪	০.০০৩%	-
৫১।	পিপলস ডেমোক্রেটিক লীগ	১	৮৭৯	০.০০৩%	-
৫২।	বাংলাদেশ পিপলস লীগ (গরীবে নেওয়াজ)	৫	৭৪২	০.০০২%	-
৫৩।	জনতা মুক্তি দল (জমুদ)	৪	৭২৩	০.০০২%	-
৫৪।	বাংলাদেশ জন পরিষদ	৬	৬৮৬	০.০০২%	-
৫৫।	মুসলিম পিপলস পার্টি	১	৫১৫	০.০০২%	-
৫৬।	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন	২	৫০৩	০.০০১%	-
৫৭।	বাংলাদেশ ন্যাশন্যাল হিন্দু পার্টি	২	৫০২	০.০০১%	-
৫৮।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)	৩	৪৯৬	০.০০১%	-
৫৯।	ডেমোক্রেটিক লীগ	১	৪৫৩	০.০০১%	-
৬০।	ধুমপান ও মাদক দ্রব্য নিবারনকারী মানব সেবা সংস্থা (সিদসা)	২	৪৫৩	০.০০১%	-
৬১।	জাতীয় তরুন সংঘ	১	৪১৭	০.০০১%	-
৬২।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	১	৩১৮	০.০০১%	-
৬৩।	বাংলাদেশ মানবতাবাদী দল (বামাদ)	৪	২৯৪	০.০০১%	-
৬৪।	আইডিয়েল পার্টি	১	২৫১	০.০০১%	-
৬৫।	বাংলাদেশ ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী সাদেকুর রহমান)	১	২৪৮	০.০০১%	-
৬৬।	বাংলাদেশ খেলাফত পার্টি	১	২৪১	০.০০১%	-
৬৭।	বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি	৩	২১৪	০.০০১%	-
৬৮।	বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ	১	২০২	০.০০১%	-

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	রাজনৈতিক দল/ জোট/স্বতন্ত্র	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	মনোনীত সকল প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
৬৯.	বাংলাদেশ বেকার সমাজ	২	১৮২	০.০০০৫%	-
৭০.	বাংলাদেশ আদর্শ কৃষক দল	১	১৫৪	০.০০০৫%	-
৭১.	বাংলাদেশ ইসলামী রিপাবলিকান পার্টি	১	১৩৮	০.০০০৪%	-
৭২.	বাংলাদেশ বেকার পার্টি	১	৩৯	০.০০০১%	-
৭৩.	জাতীয় শ্রমজীবি পার্টি	১	২৮	০.০০০১%	-
৭৪.	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী নুর মোঃ কাজী)	১	২৭	০.০০০১%	-
৭৫.	বাংলাদেশ জাতীয় পিপলস পার্টি	১	২৫	০.০০০১%	-
৭৬.	স্বতন্ত্র/ নির্দলীয়	৪২৪	১৪,৯৭,৩৯৬	৪.৩৯%	৩
	মোট-	২,৭৮৭	৩,৪১,০৩,৭৭৭	-	৩০০

সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশন, ১৯৯১।

সারণিতে দেখা যায়, ৭৫টি রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। এই রাজনৈতিক দল গুলোর মোট প্রার্থী ছিল ২৩৬৩ জন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিল ৪২৪ জন এই নির্বাচনে কোন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হননি। মোট ভোটারের মধ্যে ৫৫.৪৫% ভোটার এ নির্বাচনে ভোট দেন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৭৫টি দলের মধ্যে ১২টি দল সংসদে প্রতনিধিত্ব লাভ করে। এরমধ্যে বিএনপি ৩০০টি আসনের প্রত্যেকটিতে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়ে ১৪০টি আসনে বিজয়ী হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৬৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন দেয় এবং এ দলের প্রার্থীগণ ৮৮টি আসনলাভ করে। এই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসনে বিজয়ী হয়। জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৮টি আসনে বিজয়ী হয়। অন্য ৮টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে দুটি রাজনৈতিক দল ৫টি করে আসন লাভ করে। অপর ৬টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে ১ করে আসন লাভ করে। স্বতন্ত্র প্রার্থী লাভ করে ৩টি আসন। এবং এই নির্বাচনে কয়েক জন প্রার্থী একাধিক আসনে নির্বাচিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ৩.৪

পঞ্চম জাতীয় সংসদ ১৯৯১ এর অধিবেশন সমূহের খতিয়ান ঃ

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট বৈঠক দিবস
প্রথম	৫-৪-৯১	১৫-৫-৯১	৪১ দিন	২২ দিন
দ্বিতীয়	১১-৬-৯১	১৪-৮-৯১	৬৫ দিন	৪৩ দিন
তৃতীয়	১২-১০-৯১	৫-১১-৯১	২৫ দিন	১৪ দিন
চতুর্থ	৪-১-৯২	১৮-২-৯২	৪৬ দিন	২৭ দিন
পঞ্চম	১২-৪-৯২	১৯-৪-৯২	৮ দিন	০৬ দিন
ষষ্ঠ	১৮-০৬-৯২	১৩-৮-৯২	৫৭ দিন	৪১ দিন
সপ্তম	১১-১০-৯২	৬-১১-৯২	২৭ দিন	২০ দিন
অষ্টম	০৩-১-৯৩	১১-৩-৯৩	৬৮ দিন	৩২ দিন
নবম	০৯-০৫-৯৩	১৩-৫-৯৩	০৫ দিন	০৫ দিন
দশম	০৬-০৬-৯৩	১৫-৭-৯৩	৪০ দিন	৩১ দিন
একাদশ	১২-০৯-৯৩	২৭-৯-৯৩	১৬ দিন	১২ দিন
দ্বাদশ	২১-১১-৯৩	৮-১২-৯৩	১৮ দিন	১৪ দিন
ত্রয়োদশ	০৫-০২-৯৪	৭-৩-৯৪	৩১ দিন	১৯ দিন
চতুর্দশ	০৪-০৫-৯৪	১১-৫-৯৪	০৮ দিন	০৬ দিন
পঞ্চদশ	০৬-০৬-৯৪	১১-৭-৯৪	৩৬ দিন	২৫ দিন
ষষ্ঠদশ	৩০-০৮-৯৪	১৪-৯-৯৪	১৬ দিন	১০ দিন
সপ্তদশ	১২-১১-৯৪	৮-১২-৯৪	২৭ দিন	২১ দিন
অষ্টাদশ	২৩-০১-৯৫	২৩-২-৯৫	৩২ দিন	১৮ দিন
উনিশতম	২৪-০৪-৯৫	২৭-৪-৯৫	০৪ দিন	৪ দিন
বিশতম	১৫-০৬-৯৫	১১-৭-৯৫	২৭ দিন	১৭ দিন
একুশতম	০৬-০৯-৯৫	২৬-৯-৯৫	২১ দিন	১০ দিন
বাইশতম	১৫-১১-৯৫	১৮-১১-৯৫	০৪ দিন	০৩ দিন
মোট কার্য দিবস-				৪০০ দিন

সূত্র ঃ আইন শাখা- ১ থেকে প্রাপ্ত।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের মোট ২২টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এবং এই অধিবেশনের মোট কার্য দিবস ছিল ৪০০ দিন। অধিবেশন শুরু হয় ০৫-৪-১৯৯১ এবং অধিবেশন শেষ হয় ১৮-১১-৯৫ তারিখে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটিসমূহের গঠন, ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।

কমিটি গঠন ঃ

পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ৩টি সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল। কার্যপ্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে জনাব স্পীকার ১৫ সদস্যবিশিষ্ট ১টি কার্য-উপদেষ্টা কমিটি মনোনীত করেন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন স্পীকার জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস; জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৯ বিধি অনুসারে ১২ সদস্য বিশিষ্ট সংসদ কমিটি স্পীকার মনোনীত করেন। এবং কার্যপ্রণালী বিধির ২২২ বিধি অনুসারে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার প্রস্তাবক্রমে সংসদ কর্তৃক ১০ সদস্য বিশিষ্ট বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি গঠন করা হয়।[২]

পঞ্চম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনকালে ৮টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় । জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৯ বিধি অনুসারে সংসদ উপনেতা ও শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি গঠন করা হয়। এর সভাপতি ছিলেন জনাব মিঞা মোহাম্মদ মনসুর আলী।

জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধির ২৩৪ বিধি অনুসারে সংসদ উপনেতা ও শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় এর সভাপতি ছিলেন জনাব এল. কে. সিদ্দিকী।

জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে সংসদ উপনেতা ও শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মির্জা গোলাম হাফিজ, মন্ত্রী।

জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধির ২৬৪ বিধি অনুসারে ১২ সদস্য বিশিষ্ট কার্য-প্রণালী বিধির সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় সংসদ উপনেতা ও শিক্ষা মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস, স্পীকার।

২। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের (০৫-০৪-১৯৯১ হতে ১৫-০৫-১৯৯১) কার্যবাহের সারংশ।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধির ২৩৬ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় সংসদ উপনেতা ও শিক্ষা মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব আবদুর রউফ চৌধুরী।

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪০ বিধি অনুসারে সংসদ উপনেতা ও শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এর সভাপতি ছিলেন স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী।

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ নাসিম কর্তৃক আনীত "The Indemnity ordinance, 1975 (Ordinance No. L of 1975)" বাতিল বিল, ১৯৯১ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন মির্জা গোলাম হাফিজ মিঞা।

বাছাই কমিটি ঃ

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২৫ বিধি অনুসারে আইন ও বিচার মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে "সংবিধান (একাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১" সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটি গঠিত হয় এবং তার প্রস্তাবক্রমে সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১, বিরোধীদলীয় উপনেতা ও সংসদ সদস্য জনাব আবদুস সামাদ আজাদের প্রস্তাবক্রমে তার উত্থাপিত সংবিধান (সংশোধন) বিল, ১৯৯১ এবং সদস্য জনাব রাশেদ খান মেননের প্রস্তাবক্রমে তাঁর উত্থাপিত চারটি সংবিধান (সংশোধন) বিল, ১৯৯১ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য উক্ত বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২৫ বিধি অনুসারে সংসদ সদস্য জনাব সালাহ উদ্দিন ইউসুফের প্রস্তাবক্রমে তার উত্থাপিত সংবিধান (সংশোধন) বিল, ১৯৯১ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ১১ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়।[১]

১। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের (১১-০৬-৯১ হতে ১৪-০৮-৯১) কার্যবাহের সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনকালে ৩৩টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি গঠন, ১টি সংসদীয় কমিটি গঠন, ২টি বিশেষ কমিটি গঠন ও ২টি সংসদীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এই অধিবেশনকালে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৭ বিধি অনুসারে সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে যথাক্রমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ত্রান মন্ত্রালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সংস্কৃতি বিষয়াবলী মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সংস্থাপণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, মৎস ও পশুপালন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সমাজকল্যান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, এনার্জি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৫ বিধি অনুসারে ৮ সদস্য বিশিষ্ট সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সংসদ উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে সংসদ কর্তৃক সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয় ।

এই অধিবেশন কালে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুযায়ী সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা সম্পর্কে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন মির্জা গোলাম হাফিজ, মন্ত্রী।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদের কার্যপণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজের প্রস্তাবক্রমে সংসদে উত্থাপিত ৫টি বিল সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয় এবং এই অধিবেশনকালে মাননীয় স্পীকার কর্তৃক ২১৯ বিধি অনুযায়ী গঠিত কার্য-উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এর সভাপতি স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী।

এই অধিবেশনকালে সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে ১২ সদস্য বিশিষ্ট কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং ২৪০ বিধি অনুসারে গঠিত ১০ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।[১]

জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশকালে ২টি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়। কার্যপ্রণালী বিধির ২৩১ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট পিটিশন কমিটি এবং ২৫৭ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট লাইব্রেরী কমিটি স্পীকার গঠন করেন।[২]

জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনকালে ২টি মন্ত্রণালয় স্থায়ী সম্পর্কিত পুনর্গঠন করা হয়। কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত কমিটি যথাক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট ত্রান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং ১০ সদস্য বিশিষ্ট খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।[৩]

জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত কমিটি যথাক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ভারপ্রাপ্ত সংসদ -উপনেতা ও মন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) মোঃ মাজিদ-উল-হক এর প্রস্তাবক্রমে সংসদ কর্তৃক পুনর্গঠন করা হয়।[৪]
জাতীয় সংসদের দশম অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে সংসদ কর্তৃক কৃষি এবং সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে জনাব তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।

১। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের (১২-১০-৯১ হতে ০৫-১১-৯১) কার্যবাহের সারংশ ।

২। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের (০৪-০১-৯২ হতে ১৮-০২-৯২) কার্যবাহের সারংশ ।

৩। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনের (১৮-০৬-৯২ হতে ১৩-০৮-৯২) কার্যবাহের সারংশ ।

৪। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনের (০৩-০১-৯৩ হতে ১১-০৩-৯৩) কার্যবাহের সারংশ ।

Dhaka University Institutional Repository

এই অধিবেশনকালে সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৪ বিধি অনুসারে গঠিত সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি শূন্য পদে কিশোরগঞ্জ- ৪ হইতে নির্বাচিত সদস্য ডাঃ মিজানুল হককে নিয়োগ করা হয়।

এই অধিবেশনকালে সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটি সমূহের সদস্য সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপভাবে রদ বদল করা হয় ঃ

১। রাজবাড়ী- ১ হতে নির্বাচিত সদস্য কাজী কেরামত আলীকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে (একটি শূন্য পদে)।

২। ফরিদপুর-২ হতে নির্বাচিত সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, ডাঃ মিজানুল হক (কিশোরগঞ্জ-৪) এর স্থলে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে।

৩। ভোলা-৪ হতে নির্বাচিত সদস্য জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ চৌধুরীকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে (একটি শূন্য পদে)।

৪। ময়মনসিংহ-৩ হতে নির্বাচিত সদস্য রওশনারা বেগমকে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে (একটি শূন্য পদে)।

৫। রাজশাহী -১ হতে নির্বাচিত সদস্য জনাব মোঃ আমিনুল হক কে জনাব মোঃ নূরুল হুদা (চাঁদ পুর) এর স্থলে সংস্থাপন মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে এবং

৬। ঢাকা ১১ হতে নির্বাচিত সদস্য সৈয়দ মোহাম্মাদ মহসীনকে ত্রান মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে (একটি শূন্য পদে)।[৯]

জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি এবং ২৬৬ বিধি অনুসারে গঠিত কমিটিসমূহে সদস্য গণের নিয়োগের মাধ্যমে রদ বদল করা হয়েছে।

৯। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের দশম অধিবেশনের (০৬-০৬-৯৩ হতে ১৫-০৭-৯৩) কার্যবাহের সারংশ।

Dhaka University Institutional Repository

এই অধিবেশনকালে কৃষি, সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) মোঃ মাজিদ উল হক এর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটি সমূহের সদস্য সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপভাবে রদবদল করা হয়।

১। মাদারীপুর- ৩ হতে নির্বাচিত সদস্য আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেনকে জনাব মোস্তাফিজুর রহমান (চট্টগ্রাম-৩) এর স্থলে বানিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে এবং খুলনা-১ হাতে নির্বাচিত সদস্য শেখ হারুনুর রশীদকে আলহাজ্ব আখতারুজ্জামন চৌধুরী (বাবু) (চট্টগ্রাম- ১২) এর স্থলে শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে।

এই অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী বিধি ২৬৬ বিধি অনুসারে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব মোঃ আবদুস সালাম তালুকদারের প্রস্তাবক্রমে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ এর প্রস্তাবিত সংশোধনী সমূহ স্থানীয় সরকার(জেলা পরিষদ) (সংশোধন) বিল, ১৯৯৩] পর্যালোচন পূর্বক জেলা পরিষদ গঠন, কার্যক্রম ও ক্ষমতা সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। [৯]

ত্রয়োদশ অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৪ ও ২২২ বিধি অনুসারে গঠিত কমিটিসমূহ যথাক্রমে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং ১০ সদস্য বিশিষ্ট বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে পুনর্গঠন করা হয়। সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত নিম্নের স্থায়ী কমিটি সমূহের শূন্য পদ পূরণ করা হয়।

১) মানিকগঞ্জ-৪ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব শামসুল ইসলাম খানকে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে (একটি শূন্য পদে), এবং

২) রাজশাহী- ৫ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব মোঃ আজিজুর রহমানকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে (একটি শূন্য পদে)। [৯]

৯। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনের (২১-১১-৯৩ হতে ০৮-১২-৯৩) কার্যবাহের সারংশ।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদের সপ্তদশ অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে যে সমস্ত কমিটি গঠন/পুনর্গঠন ও শূন্যপদ পূরণ করা হয় তা হলো যথাক্রমে সংসদ-উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর অনুমতিক্রমে প্রধান হুইপ খন্দকার দোলোয়ার হোসেনের ১০ সদস্য বিশিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন এবং তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এনার্জি ও খনিজ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

এই অধিবেশন কালে সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর অনুমতিক্রমে প্রধান হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি শূন্য পদে সংসদ সদস্য অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম (২০৪ নারায়ণগঞ্জ-৩) কে নিয়োগ করা হয়।[১]

জাতীয় সংসদের অষ্টাদশ অধিবেশনকালে সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭, ২৩৯ ও ২৩৬ বিধি অনুসারে গঠিত কমিটি সমূহের শূন্যপদ পুরণ করা হয় ঃ

১। নাটোর-৩ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য কাজী গোলাম মোর্শেদকে মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে (একটি শূন্য পদে),
২। শেরপুর-৩ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব মাহমুদুল হককে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রাণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে (একটি শূন্য পদে),
৩। বাকেরগঞ্জ-৩ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আঃ রশিদ খানকে "সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি"-তে (একটি শূন্য পদে), এবং
৪। সিরাজগঞ্জ-৪ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব এম আকবর আলীকে অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি"-তে (একটি শূন্য পদে)।[২]

জতীয় সংসদের উনিশতম অধিবেশনকালে সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে কার্য প্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি শূন্যপদে সংসদ সদস্য জনাব শাহ জাহান মিয়া ২৪৭ ব্রাহ্মণবাড়িয়া- ৬ কে নিয়োগ করা হয়।[৩]

১। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের সপ্তদশ অধিবেশনের (১২-১১-৯৪ হতে ০৮-১২-৮৪) কার্যবাহের সারংশ।
২। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের অষ্টাদশ অধিবেশনের (২৩-০১-৯৫ হতে ২৩-০২-৯৫) কার্যবাহের সারংশ।
৩। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের উনিশতম অধিবেশনের (২৪-০৪-৯৫ হতে ২৭-০৪-৯৫) কার্যবাহের সারংশ।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ তম	১৫ জুন থেকে ১১ জুলাই, ১৯৯৫	১৭	৬২.৪৬	১২৪.০৫	০৯ "	-	০৮
একুশতম	৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫	১০	২৯.৫১	১০৯.৪	০৫ "	-	০৮
বাইশতম	১৫ নভেম্বর থেকে ১৮ নভেম্বর, ১৯৯৫	৩	৫.২৭	১৩১.৬৬	০২ "	-	০১
২২টি	**মোট**	**৪০০**	**১৮৩৬.০০**	**১৮০.১৫**	**২০৩**	**৮১**	**১৭৩**

সূত্র ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে বাইশতম অধিবেশনের (১৯৯১-১৯৯৫) কার্যবাহের সারাংশ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সারণিঃ ৩.৬

পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটিসমূহের খতিয়ান

Nature of Committees	Fifth Parliament	Number of Committees
Standing Committees :		
Standing Committees on Ministries (Scms)	35,,	35
Financial committees	3,,	3
Investigative Committees	2,,	2
Scrutinising committees	1,,	1
House Committees	3,,	3
Service Committees	,,	2
Adhoc Committees		-
Committees on Bills (Select & Special)	,,	5
Special Committees	,,	2
TOTAL		53

Source : Summary of the fifth parliament. Sessions 1-XXII (April 1991 November 1995).

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা ও কার্যকারিতা

পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটিসমূহের গঠন, ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা গেলঃ

১। কার্য-উপদেষ্টা কমিটি

জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী-বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে স্পীকার কর্তৃক কার্যউপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়। জনাব স্পীকার আবদুর রহমান বিশ্বাস এ কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৫ জন সদস্য নিয়ে উক্ত কমিটি গঠিত হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কার্যউপদেষ্টা কমিটিতে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার ছাড়া অন্য ১৩ জন সদস্যদের মধ্যে সরকার দলীয় ৭ জন এবং বিরোধী দলীয় ৬ জন ছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনকালে এই কমিটি পুনর্গঠিত হয়। স্পীকার আব্দুর রহমান বিশ্বাস রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় এই কমিটির সভাপতি হন স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী। এই কমিটির ৪৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। [১]

২। সংসদ কমিটি

জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন কালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৯ বিধি অনুসারে সংসদ কমিটি গঠিত হয়। মন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। কমিটির ১২ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জন ছিলেন সরকার দলীয় এবং ৫জন ছিলেন বিরোধী দলীয়। এই কমিটির ১০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কমিটি কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপন করেনি।

৩। বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি

জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী-বিধির ২২২ বিধি অনুসারে ১০ জন সদস্য বিশিষ্ট বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি গঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন জনাব আবদুর রব চৌধুরী। এই কমিটিতে ৬ জন ছিলেন সরকার দলীয় এবং ৪ জন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য। উক্ত কমিটি ২৩টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ১০টি রিপোর্ট সংসদে পেশ করে।

৪। সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি

জাতীয় সংসদের কার্য প্রাণালী-বিধির ২৩৯ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি গঠিত হয়। যার সভাপতি ছিলেন মিঞা মোহাম্মদ মনসুর আলী। এই কমিটিতে ৬জন ছিলেন সরকার দলীয় সদস্য এবং ৪জন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য। এ কমিটির ৪৮টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু সংসদে মাত্র ২টি প্রতিবেদন পেশ করে। [২]

১। সি এ সি সমীক্ষা- ৩।

২। সি এ সি সমীক্ষা- ৩।

Dhaka University Institutional Repository

৫। সরকারী হিসাব কমিটি

জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী-বিধির ২৩৪ বিধি অনুসারে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট সরকারী হিসাব কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন এল কে সিদ্দিকী। কমিটিতে সরকার দলীয় সদস্য ছিলেন ৮জন এবং বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন ৭ জন। এ কমিটির ১২৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং সংসদে প্রতিবেদন পেশ করে মাত্র ৪টি।[১]

৬। কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৪ বিধি অনুযায়ী ১২ সদস্য বিশিষ্ট কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে ৭জন ছিলেন সরকার দলীয় এবং ৫জন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য। এই কমিটির ১৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং সংসদে একটি প্রতিবেদন পেশ করে। কমিটির সভাপতি ছিলেন স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী।

৭। অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি

জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী-বিধির ২৩৬ বিধি অনুসারে ১০জন সদস্য সমন্বয়ে অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব আবদুর রউফ চৌধুরী। এ কমিটিতে ৬ জন ছিলেন সরকার দলীয় সদস্য এবং ৪ জন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য। এ কমিটির ২৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু জাতীয় সংসদে কোন প্রতিবেদন পেশ করেনি।[২]

৮। বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

১. জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪০ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন শেখ রাজ্জাক আলী। পঞ্চম জাতীয় সংসদে অন্যান্যদের মধ্যে সংসদ উপনেতা, বিরোধী দলের উপনেতা ও জাতীয় সংসদের চীপ হুইপ এই কমিটির সদস্য ছিলেন। এই কমিটিতে ৬জন ছিলেন সরকার দলীয় ও ৪ জন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য। এই কমিটিতে তেইশটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সংসদে রিপোর্ট পেশ করে মাত্র ৮ টি।

১। সি এ সি সমীক্ষা- ৩।

২। সি এ সি সমীক্ষা- ৩।

Dhaka University Institutional Repository

৯। সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৫ বিধি অনুসারে আট সদস্য বিশিষ্ট সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতিত্ব ছিলেন খন্দকার দোলোয়ার হোসেন। এই কমিটির ১৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু সংসদে প্রতিবেদন পেশ করে মাত্র ১টি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণিঃ ৩.৭

৫ম জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২ অধিবেশন পর্যন্ত প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়ের	মোট প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়িত	আংশিক বাস্তবায়িত	বাস্ত-বায়নাধীন	বাস্তবায়ন হয়নি	বৈঠকের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	২	-	-	২	-		
২.	অর্থ মন্ত্রণালয়	২	১	-	১	-		
৩.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩	২	-	-	১		
৪.	কৃষি মন্ত্রণালয়	৩	২	-	১	-		
৫.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	২৪	১৬	৫	৩	-		
৬.	তথ্য মন্ত্রণালয়	৭	-	৩	১	২		
৭.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	২	২	-	-	-		
৮.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২	২	-	-	-		
৯.	নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়	৮	৪	-	৪	-		
১০.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	১	১	-	-	-		
১১.	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৪	৩	-	১	-		
১২.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১৮	৭	৭	-	৪		
১৩.	বস্ত্র মন্ত্রণালয়	৭	৫	-	-	২		
১৪.	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	১১	৬	১	৪	-		
১৫.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	২৪	১৬	১	৪	-		
১৬.	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	১১৪	৫৬	৩৩	২২	৩		
১৭.	শিল্প মন্ত্রণালয়	৯	২	২	৩	২		
১৮.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৯	৯	-	-	-		
১৯.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৫৭	৩১	১	১৭	৮		
২০.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪	২	-	১	১		
২১.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৭২	৩৪	৮	২৪	৬		
২২.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪১	৩০	-	১১	-		
২৩.	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৭	২৬	৬	৪	-		
২৪.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২	-	-	২	-		
২৫.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২	২	-	-	-		
২৬.	পাট মন্ত্রণালয়	১	-	-	-	১		
২৭.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২	১	১	-	-		
		৪৬৮	২৬৩	৬১৬	১০৫	৩৪		

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নলিখিত মন্ত্রণালয়গুলোর কোন প্রতিশ্রুতি নেই

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়
১।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
৫।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৬।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৭।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৮।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সুত্র ঃ প্রতিশ্রুতি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি প্রতিবেদন।

৫ম জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশন পর্যন্ত সর্বমোট প্রতিশ্রুতি সংখ্যা ৪৬৮ এর মধ্যে বাস্ত বায়িত ৪৬৩।

১০। পিটিশন কমিটি

জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশন কালে কার্যপ্রণালী-বিধির ২৩১ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট পিটিশন কমিটি গঠিত হয়। স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী ছিলেন এর সভাপতি। এই কমিটিতে ৬জন ছিলেন সরকারী দলীয় সদস্য এবং ৪ জন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য। এই কমিটির ২৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সংসদে মাত্র দুইটি প্রতিবেদন পেশ করে।

১১। লাইব্রেরী কমিটি

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৫৭ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট লাইব্রেরী কমিটি গঠন করা হয়। এর সভাপতি ছিলেন ডেপুটি স্পীকার জনাব হুমায়ুন খান পন্নী। এই কমিটিতে ৫ জন ছিলেন সরকার দলীয় সদস্য এবং ৫ বিরোধী দলীয় সদস্য।

১২। বিশেষ কমিটি

পঞ্চম জাতীয় সংসদে ৫টি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছিল। জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনকালে একটি বিশেষ কমিটি, তৃতীয় অধিবেশনকালে দুইটি বিশেষ কমিটি, দশম অধিবেশনকালে ১টি বিশেষ কমিটি এবং দ্বাদশ অধিবেশনকালে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে সভাপতি সহ ১৫জন সদস্য নিয়ে এ কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটিতে ৮জন সদস্য সরকার দলীয় এবং ৭ জন বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন। জনাব স্পীকার ছিলেন এ কমিটির

Dhaka University Institutional Repository

সভাপতি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন বৈঠকে গঠিত কমিটিসমূহের ভূমিকার মূল্যায়নে আলোচনা করা হয়েছে।

১৩। বাছাই কমিটি

পঞ্চম জাতীয় সংসদে কার্যপ্রণালী বিধির ২২৫ বিধি অনুসারে দুইটি বাছাই কমিটি গঠিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন বৈঠকে গঠিত কমিটিসমূহের ভূমিকার মূল্যায়নে আলোচনা করা হয়েছে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৭ বিধি অনুযায়ী 'যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' গঠিত হয়। ১০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব সাদেক হোসেন। এ কমিটির মোট ২২টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এবং সংসদে একটি মাত্র প্রতিবেদন পেশ করে। এই কমিটির সরকার দলীয় সদস্য ছিল ৫ জন এবং বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন ৫ জন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। দেশের যুবক/যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সহ শিশু-কিশোর ও যুবক/যুবতীদের খেলাধুলার মান উন্নয়ন ও তাদের নৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখছে।

যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত একটি কমিটির ১ম থেকে ২০তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদনের ফিরিস্তি সারণিতে দেখানো হলো ঃ

সারণিঃ ৩.৮

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১ম হতে ২০তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্ত বায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	বৈঠক নং তারিখ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	২	৩	৪
১।	১ম বৈঠক ৯-১২-৯১	মন্ত্রণালয় সার্বিক কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।	সকলের সার্বিক সহযোগিতায় মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমেকে অধিকতর গতিশীল করার সার্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।
২।	২য় বৈঠক ৩১-৩-৯২	ক) খেলাধুলার মান উন্নয়ন ও ক্রীড়া সামগ্রী সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণ। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।	ক) ১৯৯৩-৯৪ এবং ৯৪-৯৫ অর্থ বছরে সর্বমোট প্রায় ৬ (ছয়) কোটি টাকার ক্রীড়া সামগ্রী আমদানী/স্থানীয়ভাবে ক্রয় করা হয় এবং স্থানীয় সংসদ সদস্যদের

Dhaka University Institutional Repository

			মাধ্যমে সমহারে উক্ত ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন ক্রীড়া ক্লাব, ক্রীড়া ফেডারেশন, বিভাগীয় জেলা ও থানা সংস্থাসমূহের অনুদান হিসাবে সকল সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।
		খ) ফেনী, বগুড়া, যশোর, ও ময়মনসিংহ জেলার ৪টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগসহ যুব কার্যক্রমকে আরও ব্যাপকতর করার প্রয়াস ব্যক্ত করা হয়। যুব উন্নয়ন অধীদপ্তর।	খ) ফেনী, বগুড়া, ময়মনসিংহ জেলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্তে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত ৩ (তিন) টি কেন্দ্রের অফিস, ছাত্রাবাস, গ্যারেজ, সীমানা দেওয়াল, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কাজ প্রায় সমাপ্তির দিকে। যশোর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধিগ্রহণকৃত জমির ব্যাপারে কোর্ট কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা থাকায় উক্ত জমিতে কোন নির্মাণ কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।
৩।	৩য় বৈঠক ৩০-৪-৯২	খ) দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্রীড়াবিদদের উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ওপর গুরুত্বারোপের সুপারিশ গ্রহণ। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।	খ) ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণের জন্য উন্মুক্ত মাঠ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি খেলায় বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক গ্রুপে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। খেলাধূলার জন্য ১৬৫ বছর মেয়াদী ৫২.০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।
৪।	৪র্থ বৈঠক ৩১-৫-৯২	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা। বিকেএসপি।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঐ সময় জাতীয় ফুটবল দল, বক্সিং দল, কাবাডি দল, টেবিল টেনিস দল, ভলিবল দল, সাঁতার এবং স্যুটিং দল সাফ গেমসে অংশগ্রহণের প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।
৫।	৫ম বৈঠক ১৭-৭-৯২	ক) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে থারডেপ প্রকল্পে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে আলোচনা করে ন্যায় নীতির ভিত্তিতে থানা নির্বাচনের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে। খ) ক্রীড়া ফেডারেশনের যে সকল এডহক কমিটি আছে তাতে স্থায়ী কমিটির সদস্যগণকে অন্তর্ভূক্ত করার বিষয় পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।	ক) ভবিষ্যতে আরও থানা পুনঃঅন্তর্ভূক্তির সময় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে আলোচনা করে ন্যায় নীতির ভিত্তিতে প্রকল্পের জন্য থানা নির্বাচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। খ) বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।
৬।	৬ষ্ঠ বৈঠক ২৫-১১-৯২	খ) সাফ গেমসের প্রস্তুতি সংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আগামী ৩-১২-৯৩ তারিখে স্থায়ী কমিটির সদস্য	খ) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

		ও অলিম্পিক কমিটির সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।	
৭।	৭ম বৈঠক ২০-৩-৯৩	ক) আসন্ন সাফ গেমসে স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যগণ যাতে পুরস্কার বিতরন করতে পারেন তার ব্যবস্থা গ্রহণ। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।	ক) স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মাধ্যমে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
৮।	৮ম বৈঠক ২০-৩-৯৩	বিকেএসপি কে আদর্শ ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিকেএসপি।	বিকেএসপিকে আধুনিকীকরণের নিমিত্তে 'স্পোর্টস সাইন্স ফ্যাকাল্টী' সংযোজন এবং দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের নিমিত্তে বিদেশী কোচ আনয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ে ৭-৮-৯৪ তারিখে টিএপিপি দাখিল করা হয়েছে।
৯।	৯ম বৈঠক ২৮-৪-৯৩	ক) বিকেএসপি একটি ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধায় শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রীড়া বিষয়টিই প্রধান্য পাবে এবং ক্রীড়ার মান উন্নীত করার লক্ষ্যে বিদেশ হতে উন্নতমানের প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিকেএসপি। খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে যুব ও ক্রীড়া সম্পর্কিত আলোচনা সভায় স্থায়ী কমিটির সদস্যগণকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ক) বিকেএসপিকে আধুনিকীকরণের জন্য 'স্পোর্টস সাইন্স ফ্যাকাল্টী' সংযোজন এবং দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের নিমিত্তে বিদেশী কোচ আনয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের ৭-৮-৯৪ তারিখে টিএপিপি দাখিল করা হয়েছে। খ) সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
১০।	১০ম বৈঠক ১২-৬-৯৩	ক) জেলা ক্রীড়া অফিসারগণ কর্তৃক স্ব-স্ব জেলার মাননীয় সংসদ সদস্য ও স্থানীয় পরিষদ চেয়ারম্যানদের সাথে পরামর্শ ক্রমে কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর। খ) সাফ গেমসের পদক বিতরণ স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক পদক বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। গ) ১০০টি থানার সংযুক্তির মাধ্যমে থানাভেপ প্রকল্প সম্প্রসারণের সময় মাননীয় সংসদ সদস্য/ সদস্যগণের প্রস্তাবিত থানাসমূহ অন্তর্ভূক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ক) উল্লেখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তাগণ তাহাদের স্ব-স্ব জেলার মাননীয় সংসদ সদস্য ও স্থানীয় পরিষদ চেয়ারম্যান মহোদয়গণের পরার্মশক্রমে তাদের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচী প্রণয়ন করতঃ তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। খ) স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মাধ্যমে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গ) বর্তমানে থানাভেপ প্রকল্পের কার্যক্রম ৩২ টি থানায় সম্প্রসারিত হয়েছে। ভবিষ্যতে যদি আরও থানা সম্প্রসারণ করা হয় তখন মাননীয় সদস্য/ সদস্যগণের প্রস্তাবিত থানাসমূহ অন্ত

		যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।	ভূক্তির বিষয় বিবেচনা করা হবে।
১১।	১১তম বৈঠক ২৯-৭-৯৩	গ) দেশের বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় অধিকতর সহায়তাদানের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়াস চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।	গ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আওতাধীন যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্য অধিকতর সহায়তার জন্য বর্তমানে ৩০টির স্থলে ৬৩টি জেলা কার্যালয়, ৫০টি স্থলে ২৩০ থানা কার্যালয় এবং ১১০ টির স্থলে ১৪৯টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমান পিপিতে ৯২.৩০৮ জন যুবকের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্র ধার্য্য হয়েছে এবং উক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবকের আত্মকর্ম প্রকল্প গ্রহনের জন্য লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে ৬০.৮২৫ জনকে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৫০ কোটি টাকার যুব ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ইতোমধ্যে ৯৪-৯৫ সনের সংশোধিত এডিপিতে ১০৮৩.৫৪ লক্ষ টাকার বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে এবং তা বিতরণের দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ২৫০টি থানার প্রতিটিতে ১টি করে যুব সংগঠনকে ২টি করে সেলাই মেশিন ও ১০ হাজার টাকার ঋণ, প্রতিটি থানার ১টি যুব সংগঠনকে ২০০০.০০ টাকার অনুদান, প্রতিটি থানার ১জন করে সফল যুবককে ১০০০ টাকা করিয়া যুব পুরস্কার দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
১২।	১২তম বৈঠক ২৮-১০-৯৩	৬ষ্ঠ সাফ গেমস অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয় এবং অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের পূর্ণসহযোগিতা আহবান করা হয়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।	৬ষ্ঠ সাফ গেমস অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
১৩।	১৩তম বৈঠক ১১-১২-৯৩	২০শে ডিসেম্বর ৯৩ তারিখে ১নং জাতীয় ষ্টেডিয়াম ৬ষ্ঠ সাফ গেমস-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠানকল্পে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
১৪।	১৪তম বৈঠক ১২-১২-৯৩	ক) ৬ষ্ঠ সাফ গেমস অনুষ্ঠানের অর্থ ব্যয়ের হিসাব এতদসংক্রান্ত কমিটির নিকট হতে পাওয়ার পর তা যে কোন সিএফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত	সিএ ফার্ম কর্তৃক চূড়ান্তভাবে হিসাবনিরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা গ্রণণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

		গৃহীত হয়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।	
১৫।	১৫তম বৈঠক ২৩-৪-৯৪	৬ষ্ঠ সাফ গেমসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিভ্রাট সম্পর্কে এবং আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত কিছু অনিয়ম সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব এর নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির দ্বারা তদন্ত করানো হয়েছে। জনমনে সৃষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরসনকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আয়ব্যায়ের হিসাব সঠিকভাবে প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
১৬।		ক) দেশের স্কুল কলেজসমূহের ছাত্র/ছাত্রীদেরকে সক্রিয়ভাবে ক্রীড়ায় অংশগ্রহণে সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি যৌথসভা আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর। (খ) দেশের ২টি বিভাগীয় শহরে ২টি শারীরিক শিক্ষা কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	উল্লেখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২২-২-৯৫ তারিখ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সঙ্গে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শিক্ষা সচিব মহোদয়ের অন্যত্র ব্যস্ততার দরুণ উক্ত সভা অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয় হতে এ বিষয়ে সভা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। খ) বর্তমানে ঢাকা এবং রাজশাহী বিভাগে ২টি শারীরিক শিক্ষা কলেজ চালু আছে। অপর দু'টি যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগে আরও ২টি শারীরিক শিক্ষা কলেজের ১ম পর্যায়ের কাজ আরম্ভ হয়েছে। এ বছরের গোড়ার দিকে এ দু'টি শারীরিক শিক্ষা কলেজের ১ম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
১৭।	১৭তম বৈঠক ২৭-৭-৯৪	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নকল্পে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৮।	১৮তম বৈঠক ২৩-৮-৯৪	(ক) বিকেএসপির ব্যবহারের অযোগ্য অকেজো গাড়ি গুলো সরকারী বিধি মোতাবেক অকেজো ঘোষণা করে তার পরিবর্তে নতুন গাড়ী ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। (খ) ক্রীড়া সামগ্রীর ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা নিরসনকল্পে ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় সংক্রান্ত কমিটিতে মাননীয় সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর।	ক) একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করাহয়েছে এবং আগামী অর্থ বছরে পুরাতন কারের পরিবর্তে একটি নতুন কার ক্রয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। খ) উল্লেখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্রীড়া পরিদপ্তরের ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় সংক্রান্ত কমিটিতে ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরের জন্য ৩ জন মাননীয় সংসদ সদস্যকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
১৯।	১৯তম বৈঠক ৩০-৩-৯৫	(১) ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, মাঠ নির্মাণ, সুইমিংপুল নির্মাণ ও উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হয়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।	১৯৯০-৯১ হতে ১৯৯৪-৯৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ীত ও বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের তালিকা সংযুক্ত।
২০।	২০তম বৈঠক ৩১-৫-৯৫	বিকেএসপিতে 'স্পোর্টস সাইন্স ফ্যাকাল্টি' চালুকল্পে প্রকল্প প্রণয়ন। বিকেএসপি।	জরুরী ভিত্তিতে খসড়া প্রস্তাব/ পরিকল্পনা প্রস্তুতকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ

পঞ্চম জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৭ বিধি অনুযায়ী ১০ সদস্য বিশিষ্ট সংসদের 'বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' গঠিত হয়। মেজর (অবঃ) আব্দুল মান্নান এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। এই কমিটির ৪৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং সংসদে একটি মাত্র প্রতিবেদন পেশ করেন। এই কমিটিতে ৬ জন ছিলেন সরকার দলীয় সদস্য আর ৪ জন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য।[৬]

৬। সি এ সি সমীক্ষা- ৩।

Dhaka University Institutional Repository

বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ সারণিতে দেখান হলোঃ

সারণিঃ ৩.৯

বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রমিক নং	বৈঠক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের পরিস্থিতি/গৃহীত পদক্ষেপ ও ব্যবস্থাদি।
১।	২য় বৈঠক ৯-১২-৯১	(ক) জেলার ডি সি বা তার প্রতিনিধি, পুলিশ প্রতিনিধি, চেম্বার প্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে এন্টারপ্রাইজ বোর্ড পুনর্গঠন করা উচিত। (খ) শ্রম মন্ত্রী, পাট মন্ত্রী ও অর্থ মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে সভাপতি কমিটির পরবর্তী বৈঠকের তারিখ নির্ধারণ করবেন।	চেয়ারম্যান/পরিচালক, বিটিএমসি সংশ্লিষ্ট জেলার ডিসি/ তাঁর প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিটিএমসি মিলসমূহের জ্যেষ্ঠতম মিল প্রধান সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধি, স্থানীয় চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি ও মিলের প্রধান নির্বাহী সমন্বয়ে মিলসমূহের এন্টাপ্রাইজ বোর্ড গঠন করা হয়েছে য বর্তমানে চালু রয়েছে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে।
২।	৪র্থ বৈঠক ৯-২-৯২	(ক) অর্থ মন্ত্রী মহোদয়ের সুবিধামত সময়ে কামটির বক্তব্য শ্রবণের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান হবে এবং তাঁতীদের বকেয়া ঋণ মওকুফ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। (খ) উপ-কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া পর্যন্ত তাঁতীদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের বন্ধ রাখার এবং দায়েরকৃত মামলা-সমূহের কার্যক্রম স্থগিত রাখার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান হবে।	এ বিষয়ে একটি সার-সংক্ষেপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমীপে পেশ করা হলে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামত নিয়ে মন্ত্রীসভায় পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তদনুযায়ী অর্থ বিভাগের মতামত চাওয়া হয়েছে এবং সার-সংক্ষেপে প্রস্তুত করা হচ্ছে। ঐ
৩।	৬ষ্ঠ বৈঠক ২-৫-৯২	(ক) মন্ত্রণালয়/বিটিএমসি ভারত পাকিস্তান এর সাথে তুলনা করে কাঁচা তুলা, রং, ডাইং, রাসায়নিক সামগ্রী, সুতা ও যন্ত্রাংশের ওপর ট্যাক্স/ট্যারিফ/ভ্যাট ইত্যাদি কমানোর পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি প্রদানপূর্বক প্রস্তাব কমিটির পরবর্তী বৈঠকে বিবেচনার জন্য পেশ করবেন।	বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত সব ধরনের কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের ওপর আরোপিত উচ্চ হার আমদানী শুল্ক, ভ্যাট ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে তুলে দিয়ে বিকল্প রাজস্ব আয়ের জন্য বস্ত্র পণ্যের ৩% মূল্য সংযোজন কর আরোপের একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের ১৬ দফা কর্মসূচীতি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ প্রস্তাব বাস্তাবায়ন হলে বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের দাম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেমে আসবে, চোরাচালান বন্ধ হবে এবং দেশের বস্ত্রশিল্পের উন্নয়ন প্রক্রিয়া গতিশীল হবে।
৪।	৭ম বৈঠক ১০-৫-৯২	(ক) বিটিএমসি'র দর পর্যালোচনা কমিটি নামে একটি কমিটি থাকবে। উক্ত কমিটি বিটিএমসির কাপড়ের নির্ধারিত বিক্রয় মূল্যে সীমান্ত এলাকায় উক্ত কাপড়োর দাম কত	(২৮-৭-৯২ তারিখের সূত্র ৩৫৩/৫/২০৫) কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পরবর্তী বৈঠকে পেশ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

		তার একটি তুলনামূলক চিত্র সম্বলিত প্রতিবেদন স্থায়ী কমিটির বৈঠকের শুরুতে পেশ করবে।	
		(খ) বস্ত্র মন্ত্রণলয়ের পক্ষ হতে বস্ত্র ও বস্ত্র উপকরণের ওপর আমদানী শুল্ক ও মূল্য সংযোজনকর পুনর্বিন্যাসের যে সুপারিশ কমিটির বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়েছে তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।	বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত সব ধরনের কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের ওপর আরোপিত উচ্চহার আমদানী শুল্ক, ভ্যাট ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে তুলে দিয়ে বিকল্প রাজস্ব আয়ের জন্য বস্ত্র পণ্যের উপরে ৩% মূল্য সংযোজন কর আরোপের একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের ১৬ দফা কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ প্রস্তাব বাস্তবায়ন কল্পে বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের দাম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেমে আসবে, চোরাচালান বন্ধ হবে এবং দেশের বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন প্রক্রিয়া গতিশীল হবে।
৫।	৯ম বৈঠক ৫-৯-৯২	(ক) বিটিএমসি'র মিল ওয়াইজ লাভলোকসানের কারণসহ প্রতিবেদন আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।	জাতীয় সংসদের বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৯-৯-৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০ম বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের মাসিক লাভ/ লোকসানের কারণসহ প্রতিবেদন জাতীয় সংসদ সচিবালয়, কমিটি শাখা-৫ ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে (বিটিএমসি'র ২৮-৯-৯২ তারিখের সূত্র নং- ৩৮৩/১১/৪১০)।
৬।	১০ম বৈঠক ২৯-৯-৯২	(ক) বিটিএমসি'র লোকসান প্রকৃত উৎপাদন ও বিক্রয়ের বিবরণ দিতে হবে। (খ) জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর '৯২ এর লাভ লোকসানের পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে।	জাতীয় সংসদের বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৪-১০-৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১১তম বৈঠকে উত্থাপনের জন্য (ক) বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন মিল সমূহের লাভলোকসানের, উৎপাদন ও বিক্রয়ের এবং (জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর '৯২) লাভ লোকসানের বিবরণ সম্বলিত প্রতিবেদন জাতীয় সংসদ সচিবালয় ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (বিটিএমসি ২০-১০-৯২ তারিখের সূত্র নং- ৩৮৩/১১/৪৫০)।
৭।	১১তম বৈঠক ২৪-১০-৯২	(ক) বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষে বিটিএমসি'র মালামালের গুণাগুণ প্রচার করতে হবে।	টেলিভিশন ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিটিএমসির মালামালের গুণাগুণ প্রচার করা হয়েছে।
		(খ) বেসিক সেন্টারের মাধ্যমে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের তদারকিতে সরাসরি তাঁতীদের মধ্যে সূতা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাতাবোর চাহিদা অনযায়ী বিটিএমসি'র মিল কর্তৃক নির্দ্ধারিত বেসিক সেন্টারে সূতা নিয়ে যাওয়া হয়। অতপর নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে বাতাবো/ গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকর্তাগণের তদারকিতে তাঁতীদের মধ্যে সূতা বিতরণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

		(গ) বিটিএমসি'র অলাভজনক মিলগুলোর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের তালিকা করে তাদেরকে প্রয়োজনে বয়ন বিভাগে বদলীর ব্যবস্থা করে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের অনুমতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রিত মিলসমূহে যে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শ্রমিক স্বেচ্ছায় চাকুরী ছাড়তে ইচ্ছুক, তাদের নিকট হতে ইচ্ছাপত্র আহবান করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিটিএমসির অলাভজনক মিলগুলো হতে প্রাপ্ত ইচ্ছাপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে প্রয়োজন মোতাবেক তাদের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহনের অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্বেচ্ছায় অবসর সংক্রান্ত বিটিএমসি'র প্রস্তাবের বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত পাওয়া গেছে এবং একটি সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করা হয়েছে।
		(ঘ) বিটিএমসি'র মিলসমূহের অলাভজনক বয়ন বিভাগসমূহ পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে দিতে হবে।	বিটিএমসি'র মিলসমূহে বয়ন বিভাগ সপ্তাহে ৭দিনের স্থলে ৬দিন চালু রাখা এবং ১ শিফট বন্ধ করার জন্য ১৩-৪-৯৩ তারিখে ১০২/২০১ নং টেলিগ্রামের মাধ্যমে জানান হয়।
		(ঙ) অলাভজনক মিলগুলোর ম্যানেজমেন্ট-এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	যে সব মিল লাভ, উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয় ঐ সকল মিলের প্রধান নির্বাহীগণের বিরুদ্ধে বিটিএমসি'র পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে মিল প্রধানগণের কর্মকান্ড মূল্যায়ণপূর্বক কতিপয় মিল প্রধানের চাকুরীর অবসান ঘটানো হয়েছে।
৮।	১৩তম বৈঠক ১৯-১২-৯২	(ক) উইভিং-এ কোয়ালিটি কন্ট্রোলের ব্যবস্থা হিসাবে নির্দিষ্ট মিলগুলোর লুম গুলো চলবে এবং যদি কোয়ালিটির উন্নতি হয় তবে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বাকী মিলগুলো চলবে কিনা?	গুণগতমানসম্পন্ন কাপড় উৎপাদনের ব্যবস্থা হিসাবে উইভিং মিলসমূহের বন্ধ অবস্থায় যে সকল তাঁতে গুণগতমানসম্পন্ন কাপড় উৎপাদন করা সম্ভব নয় সেই সকল তাঁত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে কাপড় উৎপাদনকারী মিলগুলোর মধ্যে ঢাকা কটন মিল, শারমিন টেক্সটাইল মিলস, খুলনা টেক্সটাইল মিলস ও বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস-এ লে-অফ ঘোষণা করা হয়েছে।
৯।	১৪তম বৈঠক ৭-২-৯৩	(ক) বর্তমান সার্টিফিকেট মামলার শিকার তাঁতীদের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। এক বছরের মধ্যে ঋণ আদায় করার ব্যবস্থা কমিটির আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।	বাতাবো কর্তৃক সার্টিফিকেট মামলার শিকার ও ঋণ গ্রহীতা তাঁতীদের তালিকা প্রেরণের জন্য ব্যাংকসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের অনুরোধ করা হয়েছে।
		(খ) গ্রামীন চেক/মাদ্রাজ চেক তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	শাহাজাদপুর, উল্লাপাড়া বেসিক সেন্টারের আওতাধীন এলাকায় তাঁতীদের সংগঠিত করে গ্রামীন ব্যাংক তাদের মাধ্যমে গ্রামীণ চেক

Dhaka University Institutional Repository

			তৈরীর কাজ হাতে নিয়েছে। গ্রামীন চেকে সার্ট তৈরী করে রপ্তানীর উদ্দেশ্যে গ্রামীন ব্যাংককে সরকার ১৫% নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
১০।	১৬তম বৈঠক ২০-৪-৯৩	৬টি জেলা ইনস্টিটিউট ও ২৭টি ভ্রাম্যমান শিক্ষা স্কুলের অবক্ষয় রোধকল্পে "রূপরেখা" প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রতিবেদন আকারে তা পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।	গত ২৭-৭-৯৩ তারিখে বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় ৬টি জেলা টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটে ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন এবং ২৭টি বয়ন স্কুলের মান উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প সারপত্র এক মাসের মধ্যে প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট পেশ করার জন্য ডঃ মকবুল আহমেদ খান, প্রকল্প সমন্বয়কারী টিএসএমইউ ড. আপতাবউদ্দিন হোসেন চৌধুরী, অধ্যক্ষ, টিআইভিসি এবং বস্ত্র দপ্তরের দুইজন প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
১১।	১৭তম বৈঠক ২২-৫-৯৩	পুরাতন উইভিং, ডাইং ও ফিনিসিং মেশিন বিক্রেতাদের (জাপান, তাইওয়ান কোরিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী এবং ইতালী) কে উল্লেখিত মেশিন সরবরাহ সম্পর্কে পত্রিকার মাধ্যমে ঘোষণা করে অবহিত করতে হবে।	ইতোমধ্যে ১৫, ১৬ ও ১৭ জুলাই'৯৩ তারিখে দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকায় বস্ত্র দপ্তর কর্তৃক বিজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে। ২০টি প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর বস্ত্র দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করেছে।
১২।	১৮তম বৈঠক ২৬-৬-৯৩	নরম্যালী বিটিএমসি'র নিজস্ব আর্থিক সংগতি অনুযায়ী স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণকারী শ্রমিক বিদায় দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।	বিটিএমসি'র আর্থিক সংস্থান না থাকার কারণে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ ইচ্ছুক শ্রমিকদের সরকারের বিঘোষিত নীতির আলোকে বিদায় দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানদানের লক্ষ্যে বস্ত্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের মতামত পাওয়া গেছে এবং সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করা হয়েছে।
১৩।	২১তম বৈঠক ২৮-৯-৯৩	বিটিএমসি, রেশম বোর্ড ও তাঁত বোর্ড এর তৈয়ারী কাপড়ের গুণাগণ ও ডিজাইন প্রভৃতি প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনগণকে দেখানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক গ্রহীত ব্যবস্থা ঃ ক) দেশে তৈরি বস্ত্র ব্যবহার বৃদ্ধিকরার উদ্দেশ্যে দেশের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত বস্ত্র প্রদর্শনী ও বস্ত্র মেলায় অংশ গ্রহণ। খ) 'তাঁত বস্ত্র ব্যবহার' শ্লোগান সম্বলিত ষ্টিকার গাড়ী ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যবহার। গ) জাতীয় তাঁত সম্মেলন উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ২০টি স্টলে তাঁতের তৈরি বিভিন্ন কাপড়ের প্রদর্শনী অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ঃ ঘ) বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক

Dhaka University Institutional Repository

			উৎপাদিত কাপড় বিক্রয়ের জন্য সময় সময় টেলিভিশন এবং পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাঃ রেশম বোর্ড ঢাকা এবং খুলনাস্থ বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রসমূহে তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন ডিজাইনের কাপড়ের নমুনা প্রদর্শনের ব্যবস্থা রেখেছে।
১৪।	২২তম বৈঠক ১৯-১০-৯৩	তাঁতীদের ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রী পরিষদে উপস্থাপন করিতে হবে। এবং উপ-কমিটির ঋণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় পেশ করতে হবে। চিত্তরঞ্জন কটন মিল সম্পর্কিত একটি পত্রের উল্লেখিত বক্তব্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আগামী বৈঠকে একটি প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। বস্ত্র শিল্পের পোষাক বস্ত্র পরিদপ্তরে রাখতে হবে এবং বস্ত্র পরিদপ্তর পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে।	ইউতাম্ভ ক্রেডিট স্কীমের আওতায় ১৯৮৩ ও ১৯৮৪ সালে প্রদত্ত ঋণের ওপর হতে ১০০% দন্ড সুদ সর্বোচ্চ ৫০% সাধারণ সুদ মওকুফ ও সমূদয় দায় কিস্তিতে পরিশোধে সম্মতি পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। স্থায়ী কমিটির ১৮-১২-৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৫তম ও ২৬-২-৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৮তম বৈঠকে চিত্তরঞ্জন কটন মিলের অকেজো যন্ত্রপাতি ও লোহা বিক্রয়ের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়। এ বিষয়ে মন্ত্রী পরিষদের জন্য একটি সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করা হয়েছে। সার-সংক্ষেপটি মন্ত্রী পরিষদে প্রেরণের পূর্বে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অবগতির জন্য তথায় প্রেরণ করা হয়েছে।
১৫।	২৪তম বৈঠক ১৬-১-৯৩	স্থায়ী কমিটির বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সাব-কমিটিসমূহের বৈঠকে কমিটিতে অনুমোদনের পর প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করতে হবে।	সাব-কমিটিসমূহের সুপারিশমালা চূড়ান্ত করণের/ বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পরে স্থায়ী কমিটিতে অনুমোদিত হলে তা স্থায়ী কমিটির সকল সভায় সিদ্ধান্তের / বাস্তবানের অগ্রগতি উপস্থাপিত হবে।
১৬।	২৫তম বৈঠক ১৮-১২-৯৩	বিটিএমসি-কে আর্থিক সংকটের নিমিত্তে তাদের উদ্বৃত্ত অব্যবহৃত সম্পদ বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বার বার টেন্ডার করা সত্ত্বেও আশানুরূপ অফার না পাওয়ার জন্য বিক্রয় সম্ভব হয়নি। বিক্রয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত হয়েছে।
১৭।	৩১তম বৈঠক ১৭-৫-৯৪	১। রেশম বোর্ডকে নিম্নোক্ত তথ্যাদি দুই এক দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ক) এক বছরে কত টাকা খরচ করে ডিম দেয়া হয়েছে। (ক) গত বছর কত টাকা খরচ করে ডিম দেয়া হয়েছে। (গ) গত বছর প্রতি হাজার ডিমে কত টাকা খরচ হয়েছে।	রেশম বোর্ড প্রদত্ত তথ্য নিম্নরূপঃ (ক) ৫২.৫৫ লক্ষ টাকা খরচ করে ৩১.৪৭৮ লক্ষ ডিম দেয়া হয়েছে। (খ) ৩৫.৭৩৭ লক্ষ টাকা খরচ করে ৩০.৯৩৩ লক্ষ ডিম দেয়া হয়েছে। (গ) প্রতি হাজার ডিমের জন্য উৎপাদন খরচ হয়েছে ১১৫৫.৩০ টাকা। (ঘ) এ বছর (১৯৯৩-৯৪) প্রতি হাজার ডিমের জন্য উৎপাদন খরচ হয়েছে ১৬৬৯.৩৮ টাকা। তুঁত চারা উৎপাদন বিতরণ ও রোপনের

Dhaka University Institutional Repository

		২। গ্রামে-গঞ্জে তুঁত চারা লাগানো, ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি, ডাইং, ফিনিসিং এবং ডিজাইনের মান উন্নয়ন প্রভৃতির রূপরেখা চিহ্নিত করে সংক্ষিপ্ত পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন কমিটির পরবর্তী বৈঠকে পেশ করতে হবে।	ব্যাপারে রেশম বোর্ড ইতোমধ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। নীতিমালা অনুযায়ী রেশম বোর্ড এন জি ও এবং চাষীদের মাধ্যমে তুঁত চারা উৎপাদন করে আগ্রহী চাষীদের মধ্যে বিতরণ করেছে। এ সম্পর্কে রেশম বোর্ড প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এতদসঙ্গে সংযোজিত হ'ল।
১৮।	৩২তম বৈঠক ১৫-৬-৯৪	১। লক্ষ্মীনারায়ণ ও চিত্তরঞ্জন কটন মিলের যন্ত্রাংশ ও কাটপিস বিক্রয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বানের প্রাক্কালে ডিসি অফিসে টেন্ডার বক্স স্থাপন এবং টেন্ডার আহবানের তারিখে ও টেন্ডার বাক্স খোলার তারিখে চিঠির মাধ্যমে মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সিরাজুল ইসলামকে জানানোর জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।	সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উভয় মিলের প্রধান নির্বাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং মাননীয় সংসদ সদস্যকে সিদ্ধান্তে উল্লেখিত বিষয়ে উভয় মিল কর্তৃক টেন্ডার আহবানের প্রাক্কালে অবহিত করা হয়েছে।
		২। ২৭টি ভ্রাম্যমান বয়ন স্কুল পুনর্গঠন প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে মন্ত্রণালয় শীঘ্রই বৈঠক করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	'২৭টি বয়ন রি-অর্গানাইজেশন' শীর্ষক প্রকল্পটি ২৫৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৩-১১-৯৪ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।
		৩। বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন মিল মালিক অকেজো এমব্রয়ডারী মেশিন ক্রয় করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করেছে। এ বিষয়ে সার্ভে করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়।	এমব্রয়ডারী বস্ত্র কারখানগুলো বস্ত্র পরিদপ্তর কর্তৃক জরীপ করা হয়েছে। উক্ত জরীপের ওপর ভিত্তি করে নতুন এমব্রয়ডারী শিল্প স্থাপনে শিল্প উদ্যোক্তাদের নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে বস্ত্র দপ্তর কর্তৃক দৈনিক ইত্তেফাকে ১৮-১০-৯৪ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
১৯।	৩৩তম বৈঠক ২০-৭-৯৪	ভুয়াঁ তাঁতীদের চিহ্নিত করে একটি তালিকা প্রস্তুত করে কমিটিতে আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে। রেশম মিলের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের সঠিক বিবরণী প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	৩০টি বেসিক ভুয়াঁ তাঁতী চিহ্নিত করে তাঁতী সমিতি হতে বাদ দিতে এবং ভবিষতে যাতে কোন ভুয়াঁ তাঁতী সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে তজ্জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাজশাহী রেশম কারখানা ও ঠাকুরগাঁ রেশম কারখানা অধিক উৎপাদনশীল ও লাভজনক করার লক্ষ্যে ১০-১২-৯৪ তারিখে বি এম আর ই প্রকল্প প্রস্তাব ও পিসিপি পেশ করা হয়েছে।
২০।	৩৪তম বৈঠক ২৩-৮-৯৪	নীলকমল ইউনিট মেশিনারীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানেব (চাইনিজ প্রতিনিধিদের) সাথে আলাপ-আলোচনা করতে হবে যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সঠিক মেশিনপত্র প্রাপ্তি নিশ্চিত হতে পারে।	২৯-৯-৯৪ তারিখে সিএমসি-এর মিশন প্রধানের সাথে বিটিএমসি'র চেয়ারম্যান ও পরিচালকদের আলোচনা হয় এবং এতদসম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়ে অগ্রগতি স্থায়ী কমিটির ৩-১২-৯৪ তারিখে ৩৬তম সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।
২১।	৩৫তম বৈঠক ২৪-৯-৯৪	লেটেষ্ট এমব্রয়ডারী কম্পিউটারাইজড মেশিনের প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে যথাশীঘ্র বিনিয়োগ বোর্ডে পত্র দিতে হবে।	বাস্তবায়িত।

Dhaka University Institutional Repository

		সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিষয়টি সম্পর্কে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হবে, যেন জনসাধারণ ইভেস্টরদের কথায় সার্ভে না করে কোন শিল্প স্থাপন না করেন।	
২২।	৩৬তম বৈঠক ০৩-১২-৯৪	তাঁতী সমিতিকে দু'টি মিলের সম্পূর্ণ সূতা এবং অন্যান্য মিলের উৎপাদিত সুতার ১০% সুতা বিতরণ সম্পর্কে মন্ত্রণাল থেকে পত্র জারি করা হয়।	বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের ১৭-১২-৯৪ তারিখের স্মারকের মাধ্যমে চিত্তি টেক্সটাইল মিল ও কুড়িগ্রাম টেক্সটাইল মিলের সম্পূর্ণ সুতা এবং অন্যান্য মিলের ১০% ১৯৯৪-৯৫ অর্থ-বছরের তাঁতী সমিতি/তাঁত কারখানার জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।
		স্বেচ্ছাবসর স্কীমে লোক কমানোর জন্য বিটিএমসি'র স্বেচ্ছাবসর স্কীমের এবং মূলধনের নিমিত্ত অর্থ মন্ত্রণায়ের এবং বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সাথে লিয়াজোঁ বজায় রাখতে হবে।	লিঁয়াজো বজায় রাখা হচ্ছে এবং ৫ দফায় প্রাপ্ত ৬০কোটি টাকা দ্বারা ৫৬৬৯ জন শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাকে স্বেচ্ছাবসর প্রদান করা হয়েছে।
		বাংলাদেশ রেশম বোর্ড-এর প্রস্তাবিত কারখানা বিএমআরই প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং নার্সারী প্রকল্পটি আরও বড় আকারে করতে হবে।	বোর্ডের আওতাধীন রাজশাহী রেশম কারখানা ও ঠাকুরগাঁ রেশম কারখানার জন্য যথাক্রমে ৬০০.০০ লক্ষ ও ১৬৯.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়সম্বলিত দু'টি পৃথক পৃথক বিএমআরই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
২৩।	৩৭তম বৈঠক ১২-২-৯৫	তাঁতী সমিতি গঠন কালে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যদের মতামত না নেয়ার এবং সম্পৃক্ত না করার অভিযোগ সম্বন্ধে তাঁত বোর্ডে একটি প্রতিবেদন আগামী বৈঠকে পেশ করবে।	বাংলাদেশের তাঁত বোর্ডের ১৯৭৭ সাল সংশোধিত অধ্যাদেশ ৮ মোতাবেক বোর্ডকে তাঁতী সমিতি গঠন নিবন্ধন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সকল প্রকার ক্ষমতা অর্পন করা আছে এবং ১৯৯১ সালের তাঁতী সমিতি বিধিমালাতে তাঁতী সমিতি গঠন কালে মাননীয় সংসদ সদস্যদেব মতামত নেয়া বা সম্পৃক্ত করার বিধান নেই।
২৪।	৩৮তম বৈঠক ২২-৩-৯৫	বিটিএমসি'র সুতা তাঁতী সমিতির তাঁত কারখানাগুলোর মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বন্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন করার জন্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সহিদুল্লাহ খান, আহবায়ক এবং জনাব শাজাহান সিরাজ ও জনাব আব্দুল আলী মৃধাকে সদস্য করে একটি উপ-কমিটি গঠন করে এক মাসের মধ্যে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে স্থায়ী কমিটির আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করবে। বাতাবো ও বিটিএমসির চেয়ারম্যান উপ-কমিটির কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।	উপ-কমিটির বৈঠক ২৩-৪-৯৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সুপারিশ স্থায়ী কমিটির ৪০তম সভায় উপস্থাপিত।
২৫।	৩৯তম বৈঠক ২৫-৪-৯৫	বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৭নং উপ-কমিটি কর্তৃক প্রণীত সুতা	৪০তম সভায় উপস্থাপিত ও মূল কমিটি কর্তৃক সুপাশিসমূহ গৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

		বিতরণের খসড়া নীতিমালা সম্বলিত প্রতিবেদন আগামী বৈঠক পেশ করতে হবে।	
		সাব-কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত গাইড লাইনের ভিত্তিতে তাঁত বোর্ডের ফ্যাক্টরী সার্ভে টীম সংশ্লিষ্ট এলাকায় মাননীয় সংসদ সদস্যদের অবগতি সাপেক্ষে সার্ভে করার পর উক্ত সার্ভে প্রতিবেদন সাব-কমিটির নিকট পেশ করতে হবে এবং সাব-কমিটি প্রতিবেদনটি পরীক্ষা-নীক্ষা করে মূল কমিটিতে পেশ করবে।	বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক তাঁত কারখানা সার্ভে করার জন্য ইতোমধ্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সার্ভে প্রতিবেদন পাওয়ার পর অবগতির জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যের নিকট প্রেরণ করা হবে এবং পরবর্তীতে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য সাব-কমিটির নিকট পেশ করা হবে।
		ঢাকা চেক এবং অন্যান্য সুতী শাড়ী দেশের বাইরে প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসে এবং বিভিন্ন ক্রয় কেন্দ্রে নমুনা স্বরূপ প্রেরণ করা হবে।	চেক কাপড়ের ব্যহারকারী ১৬টি দেশে ঢাকা চেকের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধির লক্ষে চেক কাপড়ের বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকা বিদেশে বাংলাদেশ দুতাবাসে এবং দেশের অভ্যান্তরে ১৩টি বিদেশী দুতাবাসে প্রেরণ করা হয়েছে।
২৬।	৪২তম বৈঠক ২৪-৬-৯৫	তাঁত অধ্যূষিত এলাকায় এবং বন্যা কবলিত এলাকায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে সুতার এজেন্সি প্রদানের সম্ভাব্যতা বোর্ড সভায় বাবশিক পরীক্ষা করে দেখবে।	তাঁত অধ্যূষিত ও বন্যা কবলিত এলাকায় সকল পার্টি লটারীর মাধ্যমে এজেন্সির জন্য মনোনীত হতে পারেননি তাদের মধ্যে হতে কয়েকটি পার্টিকে লটারীর মাধ্যমে নির্ধারিত যে সকল পার্টি এজেন্সি চুক্তি সম্পাদন করেননি তাদের শূন্য পদের বিপরীতে এজেন্সি দেয়া হয়েছে।
		বেনারসী পল্লীতে যথাশীঘ্র মাটি ভরাটের কাজ শুর করার জন্য গৃহসংস্থান অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হবে।	১২-৯-৯৫ তারিখে গৃহসংস্থান অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।
		একটি বেনারসী শাড়ীর প্রদর্শনী করার সম্ভব্যতা বাতাবো যাচাই করে দেখবে।	১ ডিসেম্বর ৯৫ হতে ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৫ পর্যন্ত শিল্পকলা একাডেমী আর্ট গালারীতে জাতীয় বেনারসী বস্ত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।
২৭।	৪৩তম বৈঠক ২৪-৮-৯৫	গুটি শুকানো, উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে এবং এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন কমিটিকে দিতে হবে।	কমিটি গঠিত হয়েছে এবং কমিটি কাজ শুরু করেছে।
২৮।	৪৪তম বৈঠক ২৪-৯-৯৫	বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশনকে কার্যকরী ক্যাপিটেল দেয়ার জন্য সংসদীয় কমিটির অনুরোধ অর্থ মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে।	বিষয়টি বর্তমানে অর্থ বিভাগে বিবেচনাধীন আছে।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট সংসদ সচিবালয় কর্তৃক ০৬-১১-৯১ তারিখে জারিকৃত নং- ৩ (১)/৯১ কমিটি-২/৩১ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে 'মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' (বর্তমান মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি) গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন মিসেস সারওয়ারী রহমান। এই কমিটিতে ৬ জন ছিলেন সরকার সদীয় সদস্য এবং ৪ জন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য। এই কমিটির ৩৬ টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু প্রতিবেদন পেশ করে মাত্র ১টি।[১]

১। সি এ সি সমীক্ষা- ৩।

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কিত একটি ফিরিস্থি সারণিতে দেখানো হলো ঃ

সারণিঃ ৪.১

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদনের বিপরীতে ১ম হতে ২৮তম বৈঠক পর্যন্ত বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তবলী ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি

ক্রমিক নং	গৃহীত সিদ্ধান্তবলী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	২	৩
প্রথম বৈঠক	(ক) বিভিন্ন পর্যায়ে চাকুরীতে মহিলাদের জন্য ১০% কোটা (ক) রক্ষা করা হচ্ছে কিনা এবং না হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্ত বায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।	(ক) চাকুরীতে মহিলাদের ১০% কোটা রক্ষার বিষয় মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখা হয়েছে। দেখা গিয়েছে কোন কোন মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনেকটা পিছিয়ে আছে। এমতাবস্থায় লক্ষ্যমাত্রায় পৌছাতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে। মন্ত্রণালয়ের অসুবিধাসমূহ দূর করার জন্য পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।
	(খ) মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়ার লক্ষ্যে (খ) সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।	(খ) মহিলা বিষয়ক সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুবিধার্থে ইতোমধ্যে ২৮টি জেলা এবং ৩৯টি থানায় মহিলা সংস্থার কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমান সংস্থার সকল জেলা এবং ১৪৫টি থানার কমিটি গঠন করা হয়েছে।
দ্বিতীয় বৈঠক	(ক) মন্ত্রণলয়ের রেভিনিউ বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য (ক) সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে এবং তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে।	(ক) ১৯৯২-৯৩ সালে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেট বৃদ্ধির জন্য অত্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সভানেত্রী উভয়েই ব্যক্তিগতভাবে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর সাঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এ বিষয় পত্র লেখা হয়েছে। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী কর্তৃক আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে।
	(খ) মহিলাদের কোটা অনুযায়ী চাকুরী প্রদানের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/ বিভাগে সার্কুলার পাঠাতে হবে, যাতে করে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়, এবং	(খ) সরকারী চাকুরীতে ১০% গেজেটেড ও ১৬% ননগেজেটেড পদে মহিলাদের নিয়োগ সংক্রান্ত কোটা প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবরে প্রয়োজনীয় সার্কুলার জারি করার জন্য অত্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে পত্র লিখেছেন।
	(গ) কমিটির পুরবর্তী বৈঠক এ মাসের শেষের দিকে অথবা পরবর্তী মাসের প্রথম	

Dhaka University Institutional Repository

	সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ও আলোচ্য সূচী হবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যাবলী পর্যালোচনা।	
তৃতীয় বৈঠক	(ক) অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত গ্রামীণ মহিলাদের কৃষিভিত্তিক কর্মসূচী প্রকল্প পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। (খ) আগামী বৈঠক ১১-৪-৯২ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় আহবান করতে হবে।	(ক) গাজীপুরে অবস্থিত জীরানীতে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কৃষিভিত্তিক প্রকল্প এবং সাভার থানা কমপ্লেক্সে অবস্থিত দুঃস্থ মহিলা কর্মসংস্থান প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে।
চতুর্থ বৈঠক	(ক) পূর্ববর্তী বৈঠকের কার্যবিবরণীতে যথেষ্ট ভুলভ্রান্তি থাকায় সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। (খ) নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে মুলতবি প্রস্তাব নিয়ে আগামী বৈঠকে আলোচনা করতে হবে।	(ক) পূববর্তী বৈঠকের (তৃতয়ি বৈঠক) সংশোধিত কার্যবিবরণী এবং ৪র্থ বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুমোদিত হয়। (খ) নারী নির্যাতন বিষয়ক মুলতবি প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তিনটি নারী নির্যাতনের ঘটনায় আসামীগণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। মোকদ্দমাসমূহ বিচারাধীন আছে। নারী নির্যাতন হ্রাসের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বিভিন্ন এন জি ও এবং প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় জেলা/ থানা পর্যায় সভা/ সেমিনারের আয়োজন করবে, যাতে মহিলারা নিজেদের আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।
পঞ্চম বৈঠক	(ক) ৩য় ও ৪র্থ বৈঠকের কার্যবিবরণী সংশোধন করতে হবে। (খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বিভিন্ন এনজিও এবং প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় জেলা ও থানা পর্যায়ে সভা/সেমিনারের আয়োজন করবে যাতে মহিলারা নিজেদের আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। (গ) এরপর ২৮-৫-৯২ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১:০০ ঘটিকায় পরবর্তী বৈঠক আহবান করার প্রস্তাব রাখা হয়।	(ক) ৩য় ও ৪র্থ বৈঠকের কার্যবিবরণী সংশোধন করা হয়েছে। (খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত মহিলা উন্নয়নের সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল তথ্যাদি সমৃদ্ধিকরণ প্রকল্প এবং জেলা/থানা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের আইনগত প্রশিক্ষণ প্রদান প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ৪,৫৪৬ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। (গ) ২৮-৫-৯২ তারিখে কমিটির পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ষষ্ঠ বৈঠক	সভানেত্রী পরবর্তী বৈঠকে আলোচ্যসূচি 'মহিলা অধিদপ্তর' নির্ধারণ করেন।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা হয়। অধিদপ্তরের আওতায় ১৩টি প্রকল্প বস্তবায়নাধিন আছে। বাজেট বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সপ্তম বৈঠক	(ক) পূর্ববর্তী বৈঠকের কার্যবিবরণী সংশোধন করতে হবে। (খ) নারী নির্যাতন সম্পর্কিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার খসড়া সুপারিশমালা বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(ক) পূর্ববর্তী বৈঠকের কার্যবিবরণী সংশোধন করা হয়েছে। (খ) নারী নির্যাতন সম্পর্কে অনুষ্ঠিত আন্তঃ মন্ত্রণালয় বৈঠকের সুপারিশমালা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
অষ্টম বৈঠক	(ক) আগামী ১০ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) কর্মজীবি মহিলাদের জন্য বিদায়ত্ব প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত দিবাযত্ন কেন্দ্রসমূহের বিরাজমান অবস্থা অনতিবিলম্বে দর করে সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে। (গ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে অবশিষ্ট 'চাকুরী বিনিয়োগ কেন্দ্রটি' সুবিধা যাতে অধিক সংখ্যক মহিলা পেতে পারে সে জন্য যথেষ্ট প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে। (ঘ) উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত চাকুরী 'বিনিয়োগ কার্যক্রমকে' সরকারের রাজস্ব কার্যক্রম হিসাবে পরিচালনা করা যায় কিনা মন্ত্রণালয় তা পরীক্ষা করে দেখবে।	(ক) বিষয়টি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের এক্তিয়ার ভুক্ত। (খ) প্রকল্প দিবাযত্ন কেন্দ্রসমূহে বাচ্চাদের নিরাপত্তা বিধানে সার্বক্ষনিকভাবে দারোয়ানকে গেটে নিয়োজিত রাখা হয়েছে এবং গেটলক এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। (গ) এ বিষয়ে ইতোপূর্বে টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পত্র জারির মাধ্যমে প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। (ঘ) চাকুরী বিনিয়োগ কার্যক্রমটি মহিলাদের অর্থকরী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও আইনগত সহায়তা প্রকল্পের একটি অংশ মাত্র। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুন/ '৯৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ১৯৯৩-৯৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতার্ভুক্ত যার পুরো অর্থই জিওবির।
নবম বৈঠক	(ক) গ্রামীণ মহিলাদের জন্য স্বনির্ভর প্রকল্প সম্পর্কে নোরাড কর্তৃক সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় অন্য দাতা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের পদক্ষেপ নিতে হবে। (খ) গ্রামীন মহিলাদের উন্নয়ন কর্মসূচি প্রসঙ্গে ভবিষ্যতে বৈঠকের আলোচ্যসূচীভুক্ত করতে হবে। (গ) নারী নির্যাতন রোধকল্পে প্রধানমন্ত্রীর নিকট খসড়া সুপারিশমালা প্রেরণের পূর্বে	(ক) যথাসময়ে অডিট প্রতিবেদন সরবরাহ না করা এবং বেজ লাইন সার্ভে না হওয়া 'নোরাড' প্রকল্প অর্থায়নে না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্য দাতা সংস্থা সংগ্রহের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে অনুরোধ জানান হয়েছে। (খ) স্থায়ী কমিটির ১৮ ও ১৯ তম বৈঠকে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী সম্পর্কিত প্রকল্প সমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। (গ) স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্যা বেগম হাফেজা আসমা খাতুনের নিকট হতে প্রাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

	সদস্যগনের যে কোন যুক্তিসংগত সুপাশি থাকলে তা সম্পৃক্ত করতে হবে।	যুক্তিসংগত সুপারিশ 'খসড়া সুপারিশ' মালায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
দশম বৈঠক	(ক) নবম বৈঠকের কার্যবিবরণী সংশোধন করতে হবে। (খ) জাতীয় মহিলা সংস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আগামী বৈঠকে আলোচ্যসূচীভূক্ত করতে হবে।	(ক) নবম বৈঠকেব কার্যবিবরণী সংশোধন করা হয়েছে। (খ) ১১তম বৈঠকে জাতীয় মহিলা সংস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
একাদশ বৈঠক	(ক) মহিলা অধিদপ্তরের জেলা অফিসমূহে মাসিক বৈঠকে সংসদ সদস্যগণকে বিশেষ অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। (খ) জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালনা পরিবদ গঠন তরান্বিত করতে হবে। জেলা কমিটিতে ২ জন সংসদ সদস্যের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে কোজ খবর নিতে হবে এবং নির্বাচনী গেজেটসমূহ সকল স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থ করতে হবে। (গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুদান থেকে কিছু কিছু টাকা বরাদ্দ দিয়ে কাজ পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে। (ঘ) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলে কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে। (ঙ) মাননীয় সংসদ সদস্য/ সদস্যাদের নারী নির্যাতন সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সুপারিশমালার কপি কমিটির সদস্য/সদস্যাদেরকে সরবরাহ করতে হবে। (চ) মন্ত্রাণালয়াধীন প্রকল্পসমূহের প্রকল্প আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি এখন হতে সভায় কার্যপত্রে সংযোজন করতে হবে। (ছ) সভার অন্ততঃ একদিন পূর্বে সভার কার্যপত্র সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	(ক) এ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। (খ) জাতীয় মহিলা সংস্থা পরিচালনা পরিষদ গঠন পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪০টি জেলা কমিটিতে ২জন করে সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। সকল জেলা ও থানায় জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ প্রেরণ করা হয়েছে। (গ) দুঃস্থ মহিলাদের পূর্ণবাসন ও কল্যাণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিশেষ তহবিল হতে ২.৭৪ কোটি টাকা দিয়েছেন এবং উক্ত অর্থ যথারীতি দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। (ঘ) এ বিষয়ে ইতোপূর্বে টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পত্র জারির মাধ্যমে প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। (ঙ) বিগত ৩-১০-৯৩ তারিখে 'মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' বৈঠক কমিটির সদস্যবৃন্দকে একটি করে সুপারিশমালার কপি সরবরাহ করা হয়েছে। (চ) স্থায়ী কমিটি ১৮ ও ১৯তম বৈঠকে মন্ত্রণালয়াধীন প্রকল্পসমূহের ১৯৯২-৯৩ অর্থ-বছরের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হবে। (ছ) সভার বেশ কিছু দিন পূর্বেই অত্র মন্ত্রণালয়ের কার্যপত্র বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবলায়ে প্রেরণ করা হবে।

	(জ) গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সহায়ক কর্মসূচী জেলা ও থানা পর্যায়ে সম্প্রসারণের বিষয়টি মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে দেখবেন। (ঝ) জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্ধারিত আইনের কপি সদস্যগণের নিকট সরবরাহ করতে হবে।	(জ) বর্তমানে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম জেলা ও থানা পর্যায়ে পারিচালিত হচ্ছে। (ঝ) জাতীয় মহিলা সংস্থায় নির্ধারিত আইনের কপি সদস্যগণের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে।
দ্বাদশ বৈঠক	(ক) গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান প্রকল্পে রাজশাহী বিভাগকে অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক-এর কার্যালয়ে কো-অরডিনেশন কমিটির মিটিংয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে উপস্থিত থাকায় বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(ক) ১ম পর্যায়ে কৃষি ব্যাংক ছাড়া অন্য কোন ব্যাংক পরীক্ষামূলক ঋণ কর্মসূচী পরিচালনায় আগ্রহী হয়নি এবং শুধু মাত্র কৃষি ব্যাংকের সাথে এডিবি ঋণ কর্মসূচী পরিচালনায় জন্য আলাদাভাবে ঋণ চুক্তিপত্র করেছে। কৃষি ব্যাংকের কোন শাখা রাজশাহী বিভাগে না থাকায় এবং কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কৃষি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে না থাকায় রাজশাহী বিভাগ বাদ দেওয়া হয়েছে। রাজশাহী বিভাগ বর্তমানে এ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হলে ১/২টি থানা অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। তবে এতে বিভিন্ন পর্যায়ে অনুমোদন করার জন্য প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যবহৃত হবে এবং সাফল্য নিম্নমুখী হয়ে পড়বে। তাই আপাতত রাজশাহী বিভাগকে এ প্রকল্পের অর্ন্তভূক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। (খ) জেলা প্রশাসকদেরকে পত্র দেয়া হয়েছে।
ত্রয়োদশ বৈঠক	(ক) দ্বাদশ বৈঠকের কার্যবিবরণী সংশোধন করতে হবে। (খ) ৩টি ইউনিট সিলেকশন করা হয়েছে। শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হবে এবং বাকী ১টি রোজার মাসের পরপরই সিলেকশন করা হবে।	(ক) বিষয়টি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের। (খ) সকল ইউনিট সিলেকশন করা হয়েছে এবং বর্তমানে সর্বমোট ২০টি ইউনিটে কাজ চলছে।
চর্তুদশ বৈঠক	(ক) একাডেমী জোরদারকরণ প্রকল্পে এন জি ও লীডারশীপ ট্রেনিং কিভাবে দেয়া হচ্ছে তা সরেজমিনে দেখতে হবে।	(ক) এন জি ও দের সাধারণত লীডারশীফ এবং ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের জন্য চাহিদা নিরূপণের ভিত্তিতে (নীড এ্যাসেসমেন্ট)

Dhaka University Institutional Repository

	(খ) মুক্তাগাছা মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।	কারিকুলাম তৈরী করে সেই ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া (খ) গত ২৪-৪-৯৩ তারিখে স্থায়ী কমিটির সম্মানীত সদস্যগণ মুক্তাগাছা মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন।
পঞ্চদশ বৈঠক	(ক) এন জি ও কর্মকর্তাদের কি কি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা আগামী বৈঠকে অবহিত করতে হবে। (খ) আগামী ৩য় অথবা ৪র্থ সপ্তাহে পরবর্তী বৈঠকে আহবান করতে হবে।	(ক) বৈঠকে অবহিত করা হয়েছে। (খ) ২৯-৫-৯৩ তারিখে কমিটির পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ষষ্ঠদশ বৈঠক	(ক) মহিলা অধিদপ্তরের কার্যক্রম পাবলিসিটির প্রয়োজনে ডি ডি করতে হবে। (খ) অধিদপ্তরের দেশীয় কনসালটেন্ট নিয়োগের পদক্ষেপ নিতে হবে। (গ) উচ্চ শিক্ষিত মহিলাদের 'ল্যাটারাল এন্ট্রির' মাধ্যমে প্রজেক্ট ও উচ্চ পর্যায়ে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টির জন্য রেজুলেশন ফর্মে ক্যাবিনেটে উপস্থাপন করতে হবে। (ঘ) স্থানীয় সংসদ সদস্যাগণের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রধানমন্ত্রীর দেয় ফাণ্ড বিতরণ করার জন্য আরও একটি সার্কুলার জারী করতে হবে।	(ক) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রমে পাবলিসিটি করার জন্য ডি ডি প্রস্তুত করা হয়েছে। (খ) অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পে, প্রকল্প দলিলের শর্তানুযায়ী দেশীয় কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হয়। (গ) উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। (ঘ) সার্কুলার জারি করা হয়েছে।
সপ্তদশ বৈঠক	(ক) বিগত ২৯-৫-৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সংশোধন করতে হবে। (খ) উচ্চ শিক্ষিত মহিলাদের ল্যাটারাল এন্ট্রির বিষয় অগ্রগতি আগামী বৈঠকে অবহিত করতে হবে। (গ) পাবনা জেলাস্থিত হরিদেবপুরে দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। (ঘ) মহিলা অধিদপ্তর পরিচালিত ময়মনসিংহ জেলাধীন মাসকান্দায় গভপালন	(ক) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্তৃক ১৬তম বৈঠকের কার্যবিবিরণী সংশোধন করা হয়েছে। (খ) কমিটির ১৮তম বৈঠকে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। (গ) প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল হতে দুঃস্থ মহিলাদের ঋণ প্রদান কর্মসূচীতে হরিদেবপুরকে অন্তর্ভূক্ত করতে জেলা প্রশাসক, পাবনাকে পত্র দেয়া হয়েছে। (ঘ) এলাকাটির নাম 'ছত্রাপুর' 'মাসকান্দা' নয়। প্রকল্পটি এখনো অনুমোদিত হয়নি এবং

Dhaka University Institutional Repository

	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাস্তবায়ন তরান্বিত করতে হবে।	প্রকল্পের অর্থায়নের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি।
	(ঙ) কর্মজীবী মহিলাগণের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্রসমূহ মাঝে মাঝে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক আকস্মিক পরিদর্শন করতে হবে।	(ঙ) পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক দ্বারা কেন্দ্রগুরো পরিদর্শন করা হয়েছে।
	(চ) অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জেলা পর্যায়ে প্রমোশন দিয়ে বদলীর বিষয়টি প্রথমে সভাপতি মহোদয়কে অবহিত করতে হবে। এবং ভবিষ্যতে বৈঠকে আলোচনা করতে হবে।	(চ) অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালকদের প্রমোশন আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। মন্ত্রণালয় হতে বিষয়টি পরীক্ষা করা হচ্ছে।
	(ছ) এ স্থায়ী কমিটি কর্তৃক এ যাবৎ গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে একটি খসড়া প্রতিবেদন যতশীঘ্র সম্ভব সংসদ সচিবালয় হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	(ছ) বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।
	(জ) প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে প্রতিবছর কতজন মহিলা উপকৃত হচ্ছে এবং প্রকল্পের টার্গেট ইত্যাদি প্রতিবেদন আকারে আগামীতে কমিটিকে অবহিত করতে হবে।	(জ) কমিটির ১৮তম বৈঠকে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।
আঠারতম বৈঠক	(ক) কর্মকর্তাদের পদোন্নতির বিষয়ে বিধিসম্মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মন্ত্রণালয় গ্রহণ করবে।	(ক) বর্ণিত বিষয়ে অত্র মন্ত্রণালয়ের পজিশন পেপার তৈরী করা হয়েছে।
	(খ) এ ডি পি'র বরাদ্দ এবং ব্যয়ের পূর্ণ বিবিরণ আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করা জন্য মন্ত্রণালয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	(খ) কমিটির ১৯তম বৈঠকে ১৯৯২-৯৩ সালের এ ডি পি বরাদ্দ অবমুক্ত ও ব্যয়ের তথ্যাদি পেশ করা হয়েছে।
	(গ) নতুন জেলাসমূহের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিলের টাকা প্রেরণ করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে জেলায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকতাকে অবহিত করণ ও মনিটরি এবং মন্ত্রণালয় থেকে বিষয়টি প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।	(গ) নতুন জেলাসমূহে দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে বিতরণের জন্য ১.৪০ লক্ষ টাকা করে প্রেরণ করা হয়েছে।
	(ঘ) জেলা পর্যায়ে সংসদ সদস্যগণের	(ঘ) বর্ণিত বিষয়ে ইতোমধ্যে জেলা

Dhaka University Institutional Repository

	সম্পৃক্ততায় ভিসি কর্তৃক দুঃস্থ মহিলাদের তালিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। (ঙ) ডব্লিউ এফ পি এর ডি জি ডি প্রোগ্রাম জাতীয় মহিলা সংস্থাকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	প্রশাসকগণকে অনুরোধ জানান হয়েছে। (ঙ) জাতীয় মহিলা সংস্থার স্ট্যাটাস পরিবর্তনের ভিজিডি প্রকল্পের নতুন পর্যায়ের নীতিমালা অনুযায়ী জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে ভিজিডি প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং ডব্লিউ এফপির সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে যার প্রেক্ষিতে জাতীয় মহিলা সংস্থাকে ভিন্নভাবে খাদ্যসামগ্রী পাওয়ার জন্য আবেদন করতে বলা হয়েছে।
উনিশতম বৈঠক	(ক) কমিটির সদস্য বেগম নুরজাহান ইয়াসমিন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ শাখার পত্রের উল্লেখ করে বলেন যে, উল্লেখিত পত্রের কার্ড ইস্যু করার জন্য দরখাস্ত আহবান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পরিচালককে সঠিক তথ্য দিতে অনুরোধ করে। অধিদপ্তরের পরিচালক জানান, যে, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের দুটো প্রোগ্রাম বর্তমানে চালু আছে এর মধ্যে একটি প্রোগ্রামের অধীন সারা বাংলাদেশে ২০০টি কেন্দ্র নেয়া হবে। এ প্রোগ্রামের গম ও অর্থ ঋণ দুটোরই ব্যবস্থা থাকবে। আর ওমেন ট্রেনিং সেন্টার-এ ৪৪১ টি কেন্দ্র নেয়া হবে। উল্লেখিত পত্রে-এর যে কোন একটি প্রোগ্রামের আওতার্ভুক্ত হতে পারে। তিনি বিষয়টি পরীক্ষা করবেন বলে জানান।	(ক) জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা কেন্দ্রসমূহ যেমন (ময়মনসিংহ কেন্দ্র) ভিন্নভাবে (রেজিষ্ট্রেশন ক্রাইটেরিয়া বিশেষ বিবেচনায় শিথিল পূর্বক) জাতীয় মহিলা সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যলয়ের মাধ্যমে দরখাস্ত প্রাপ্তির সাপেক্ষে যাচাইপূর্বক নিয়মানুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কার্ড ইস্যুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
বিশতম বৈঠক	(ক) কর্মকর্তাদের পদোন্নতির বিষয়ে বিধিসম্মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে। (খ) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিটির পক্ষে একটি উপ-কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। (গ) ১৯৯৩-৯৪ সালে 'গ্রামীন মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি' প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি কমিটিকে অবহিত করার সুপারিশ।	(ক) পদোন্নতি সংক্রান্ত বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশের প্রেক্ষিতে কতিপয় তথ্যাদি অধিদপ্তর হতে পাওয়া গিয়েছে। তার ভিত্তিতে পদোন্নতির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। (গ) ৫টি থানার মধ্যে ৩টি থানায় ৭টি এন জি ও নির্বাচন করা হয়েছে। অন্য ২টি থানায় পুনঃ পরিদর্শনের মধ্যমে নির্বাচন চূড়ান্ত করা হবে। ২০-১০-৯৩ তারিখ পর্যন্ত গোসাইরহাটে ১৩৪ জনকে ৪,৮৯৫০০ টাকা ঋণ প্রদান এবং ১৪-

Dhaka University Institutional Repository

		১০-৯৩ তারিখ পর্যন্ত লোহাগড়ায় ৪০ জনকে ৯৭,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
একুশতম বৈঠক	(ক) ২০তম বৈঠকে কার্যবিবরণীর ৮ (ক) অনুচ্ছেদের শেষ দুই লাইন বাদ দিয়ে উক্ত কার্যবিবরণীটি সংশোধন করতে হবে। (খ) ভি জি ডি কার্ডের মহিলাদের প্রশিক্ষণ চলকালীন সময়ে কমিটি কর্তৃক পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। (গ) অর্গানোগ্রাম তৈরী ত্বরান্বিত করতে হবে।	(ক) কার্যবিবরণীটি সংশোধন করা হয়েছে। (খ) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। (গ) অর্গানোগ্রাম তৈরী করা হয়েছে এবং তা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
২২তম বৈঠক	(ক) কমিটির আগমী সভায় নারী নির্যাতনের বিষয়টি আলোচ্যসূচীভুক্ত করতে হবে। (খ) জেলা পর্যায়ে নারী নির্যাতনের সেলকে আরও সক্রিয় করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবে।	(ক) কমিটির ২৩তম সভায় নারী নির্যাতনের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। (খ) জেলা পর্যায়ে নারী নির্যাতনের সেলকে আরও সক্রিয় করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
২৩তম বৈঠক	(ক) দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত জেলা প্রশাসনকে প্রদত্ত চিঠির কপি মাননীয় সদস্যদেরকে প্রদান করতে হবে।	(ক) মাননীয় সদস্যদের নিকট সংশ্লিষ্ট চিঠির কপি সরবরাহ করা হয়েছে।
২৪তম বৈঠক	(ক) হোষ্টেল পরিচালনার জন্য অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে সাব হেড-এর ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (খ) নাটোর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নারী পুনর্বাসন অফিসে কর্মরত কর্মচারী নিয়তি রাণী পালের পেশকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিস্তারিত তথ্য আগামী বৈঠকে কমিটিকে অবহিত করতে হবে। (গ) হোস্টেলের লোকসানের কারণসমূহ উদঘাটন করবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(ক) হোষ্টেল পরিচালনা জন্য অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে সাব হেড সম্পর্কে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) নিয়তি রানী পালের বকেয়া বেতন প্রদানের জন্য গত ১২-৩-৯৪ইং তারিখে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে মঞ্জুরী দেয়া হয়েছে। (গ) হোস্টেলগুলোর লোকসানের কারণ উদঘাটন করবার জন্য ৩ জন উপ-পরিচালক সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
২৫তম বৈঠক	(ক) ময়মনসিংহ শিশু একাডেমীর কয়েকজন পিয়ন ক'মাস যাবৎ বেতন পাচ্ছে না সংক্রান্ত অভিযোগটি তদন্তকরে	(ক) ময়মনসিংহ শিশু একাডেমীর কয়েকজন পিয়ন কয়েক মাস যাবৎ বেতন পাচ্ছে না বলে যে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল সে সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

	কমিটিকে অবহিত করতে হবে।	তদন্ত করা হয়েছে। তদন্তে দেখা যায় কর্মচারীদেরকে যথারীতি বেতন প্রদান করা হচ্ছে।
	(খ) বিভিন্ন জেলার পরিত্যাক্ত বাড়ীতে জাতীয় মহিলা সংস্থার যেসব অফিস আছে সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে করা যায়, সে ব্যাপারে পি ডব্লিউ ডি এবং পূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	(খ) বিভিন্ন জেলার পরিত্যক্ত বাড়ীতে অবস্থিত জাতীয় মহিলা সংস্থার কার্যালয়গুলোর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
২৬তম বৈঠক	(ক) শিশু নীতি প্রণয়নে বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে আগামীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।	(ক) শিশু নীতি প্রণয়নে বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। শিশু নীতিতে শিশুর বয়স ১৬ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে।
২৭তম বৈঠক	(ক) কমিটির পরবর্তী সভায় ভিজিডি কার্ডের ব্যাপারে আলোচনা করা হবে।	(ক) কমিটির পরবর্তী সভায় ভি জি ডি সম্পর্কে বিস্তারিত আলাচনা করা হয়েছে।
২৮তম বৈঠক	(ক) ডিজিডি কার্ড বিতরনের যে সমস্ত ক্রাইটেরিয়া আছে সেগুলো দেশের সমস্ত অফিসে জানিয়ে দেয়ার জন্য মন্ত্রণালয়কে বলা হয় এবং প্রয়োজনবোধে ক্রাইটেরিয়া কিছুটা শিথিল করার জন্যও মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়।	(ক) ইতোমধ্যে এ বিষয়ে সব জেলা ও থানা অফিসকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ক্রাইটেরিয়া শিথিল করার ব্যাপারে ডব্লিউ এফ সি'র সাথে বৈঠকের মাধ্যমে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।
	(খ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণ যাতে জেলা কার্যালয়ে নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকেন, তার যাবতিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়।	(খ) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সকল জেলা অফিসারকে পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। জেলা অফিসগুলো অধিক পরিমানে পরিদর্শনের ব্যাপারে ডব্লিউ এফ সি'র সাথে বৈঠকের মাধ্যমে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।
	(গ) মহিলা কর্মকর্তাকে মটর সাইকেল চালানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়।	(গ) মটর সাইকেল চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। নভেম্বর মাসের শেষে প্রশিক্ষণ শুরু হবে।

401290

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ

জাতীয় সংসদ তৃতীয় অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৭ অনুযায়ী ১০ সদস্য বিশিষ্ট ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মোহাম্মদ কেরামত আলী। এই কমিটির মোট ৩৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং সংসদে ১টি মাত্র প্রতিবেদন পেশ করে। এছাড়া এই কমিটির ৫টি উপ-কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং এগুলো ১৪টি বৈঠকে মিলিত হয়।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ঃ

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৬ ও ২৪৭ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির ৬জন সদস্য ছিলেন সরকারী দলীয় এবং ৪ জন বিরোধী দলীয় সদস্য। এই কমিটির ৪২ টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সংসদে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন।[১]

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৭ বিধি অনুযায়ী ১০ সদস্য বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রীণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির ৬জন সদস্য ছিলেন সরকারী দলীয় এবং ৪ জন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য। এই কমিটিতে একজন মন্ত্রী ও একজন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। এ কমিটি মোট ৩৪টি বৈঠক পরিচালনা করেন এবং সংসদে ১টি প্রতিবেদন পেশ করে।

কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৭ বিধি অনুযায়ী ১০ সদস্য বিশিষ্ট কৃষি মন্তণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় । এ কমিটিতে সভাপিত ছিলেন এম. মজিদ-উল-হক। কমিটিতে ৬জন সদস্য ছিলন সরকার দলীয় এবং ৪জন ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য। এই কমিটির ২৯টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং সংসদে ১টি মাত্র প্রতিবেদন পেশ করে।

---

১ । সি এ সি সমীক্ষা- ৩।

Dhaka University Institutional Repository

এনার্জি ও খনিজ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৭ বিধি অনুযায়ী ১০ সদস্য বিশিষ্ট বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। এই কমিটির ৫জন সদস্য ছিলেন সরকার দলীয় এবং ৫জন সদস্য ছিলেন বিরোধী দলীয়। এই কমিটিতে ৩৯টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সংসদে প্রতিবেদন পেশ করে মাত্র ১টি।[১]

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পার্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৭ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। সভাপতিসহ সদস্য সংখ্যা ছিল ১০জন । সভাপতি ছিলেন প্রতিমন্ত্রী জনাব হারুন-আল-রশীদ। এই কমিটিতে ৫জন সদস্য ছিলেন সরকারী দলীয় এবং ৫জন সদস্য ছিলেন বিরোধী দলীয়। এই কমিটির ৩৯ টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু সংসদে প্রতিবেদন পেশ করে মাত্র ১টি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৭ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। সভাপতিসহ সদস্য সংখ্যা ছিল ১০জন । সভাপতি ছিলেন জনাব এ.এস.এম মোস্তাফিজুর রহমান। এই কমিটিতে ৬জন সদস্য ছিলেন সরকারী দলীয় এবং ৪জন সদস্য ছিলেন বিরোধী দলীয়। এই কমিটির ২৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু সংসদে প্রতিবেদন পেশ করে মাত্র ১টি।

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৭ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মোঃ মজিবুর রহমান। এই কমিটিতে ৬জন সদস্য ছিলেন সরকারী দলীয় এবং ৪জন সদস্য ছিলেন বিরোধী দলীয়। এই কমিটির ২৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু সংসদে প্রতিবেদন পেশ করে মাত্র ১টি।

১। সি এ সি সমীক্ষা- ৩।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৭ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার। এই কমিটিতে ৫জন সদস্য ছিলেন সরকারী দলীয় এবং ৫জন সদস্য ছিলেন বিরোধী দলীয়। এই কমিটির ৪৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু সংসদে প্রতিবেদন পেশ করে মাত্র ১টি।[৯]

আইন, বিচার ও সংসদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৭ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট আইন, বিচার ও সংসদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন মির্জা গোলাম হাফিজ। এই কমিটিতে ৬জন সদস্য ছিলেন সরকারী দলীয় এবং ৪জন সদস্য ছিলেন বিরোধী দলীয়। এই কমিটির ৪৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু সংসদে প্রতিবেদন পেশ করে মাত্র ১টি।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন বৈঠকে গঠিত কমিটিসমূহের ভূমিকার মূল্যায়ন ঃ

সংসদীয় সরকার প্রবর্তনের উদেশ্যই ছিল দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশে বিগত দুই দশকে সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই উভয় ধরনের সরকার ব্যবস্থাই এদেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সরকারের দায়িত্বশীলতা সুনিশ্চিত হয়নি কখনই। তবে এটা বলা যায়, সংসদীয় সরকার প্রবর্তিত হয়েছিল জনগণের ইচ্ছায় কিন্তু তা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় শাসক বর্গের ইচ্ছায় তথা ব্যক্তির ইচ্ছায়। কিন্তু পরবর্তীতে তা বাতিল হয় এবং দেশে পুনরায় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু হয় জনগনের ইচ্ছায়, জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে। অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি জনগণের দুর্নিবার আকর্ষনের কারণে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটিগুলোর ১৪৬৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই কমিটিগুলো মাত্র ৪১টি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করেন।[১] পঞ্চম জাতীয় সংসদে ৪৬টি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছিল। ইহা ব্যতিত কার্যপ্রণালী বিধির ২২৫ অনুসারে দুইটি বাছাই কমিটি এবং ২৬৬ বিধি অনুসারে পাঁচটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। একটি বাছাই কমিটি ছিল সংবিধানের একাদশ সংশোধনী এবং দ্বাদশ সংশোধনী সম্পর্কিত দুইটি বিল এবং তৎকালীন বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ ও সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন উথাপিত যথাক্রমে ১টি ও ৪টি সংবিধানিক বিল সম্পর্কিত এবং অন্যটি ছিল সংসদ সদস্য সালাহ উদ্দিন ইউসুফ কর্তৃক উথাপিত (বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংক্রান্ত) সংবিধান সংশোধন বিল সম্পর্কিত। কমিটি সংসদে দুটি রিপোর্ট পেশ করে।

৯। সি এ সি সমীক্ষা- ৩।

Dhaka University Institutional Repository

২৬৬ বিধি অনুসারে গঠিত বিশেষ কমিটিগুলো ছিল ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিল; শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস; প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক ইত্যাদি সম্পর্কিত ৫টি বিল; কৃষিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ যাচাই; এবং স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) সংশোধন বিল সম্পর্কিত। এগুলোর মধ্যে ৫টি বিল সম্পর্কিত এবং কৃষি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যাচাই এর জন্য গঠিত বিশেষ কমিটি সংসদে রিপোর্ট পেশ করে। পঞ্চম জাতীয় সংসদের তথ্য চিত্র প্রদান করা গেল।

Dhaka University Institutional Repository

সারণিঃ ৪.২

পঞ্চম জাতীয় সংসদ তথ্য চিত্র
সংসদীয় কমিটি বৈঠক ও রিপোর্ট উপস্থাপন
(বিধি ১৮৭-২৬৫)

ক্রমিক	কমিটির নাম	কমিটি গঠনের তারিখ	অনুষ্ঠিত বৈঠকের সংখ্যা	সংসদে রিপোর্ট পেশ
১।	কার্য উপদেষ্টা কমিটি	৭-৪-১৯৯১	৪৬	
২।	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৫-৭-১৯৯১	২৩	৮ টি
৩।	কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৮-৭-১৯৯১	১৫	১ টি
৪।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	৩৬	
৫।	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-৮-১৯৯১	২৮	
৬।	এনার্জি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	৩৯	১ টি
৭।	সংসদ কমিটি	০৭-০৪-১৯৯১	২০	
৮।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১০-১৯৯১	৩৪	
৯।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১০-১৯৯১	২৬	
১০।	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	২৯	১ টি
১১।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	২৫	১ টি
১২।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-১০-১৯৯১	২৬	
১৩।	বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	৪২	১ টি
১৪।	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-১০-১৯৯১	২৬	
১৫।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	২৬	
১৬।	আইন, বিচার ও সংসদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৮-৭-১৯৯১	৪৬	১ টি
১৭।	বেসামরিক সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি	২৪-৪-১৯৯১	২৩	১০ টি
১৮।	অনুমতি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি	০৮-৭-১৯৯১	২৭	
১৯।	লাইব্রেরী কমিটি	০৪-০১-১৯৯১	০৫	
২০।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১০-১৯৯১	২৭	
২১।	ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	৩৬	১ টি
২২।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১০-১৯৯১	৩৯	
২৩।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-১০-১৯৯১	২৫	
২৪।	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	০৮-৭-১৯৯১	৪৮	২ টি
২৫।	পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	২৯	
২৬।	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১০-১৯৯১	৩১	
২৭।	বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-৮-১৯৯১	৪৬	১ টি

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	কমিটির নাম	কমিটি গঠনের তারিখ	অনুষ্ঠিত বৈঠকের সংখ্যা	সংসদে রিপোর্ট পেশ
২৮।	মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	৩৬	১ টি
২৯।	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-১০-১৯৯১	৩৮	
৩০।	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১০-১৯৯১	২৭	
৩১।	সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	১৪	১ টি
৩২।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	২২	১ টি
৩৩।	সংস্কৃতি বিষয়াবলী মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১০-১৯৯১	৪২	
৩৪।	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	৩২	
৩৫।	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-১০-১৯৯১	৩০	
৩৬।	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১০-১৯৯১	২৪	
৩৭।	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	১৫	
৩৮।	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	৩৪	১ টি
৩৯।	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-১০-১৯৯১	২৩	১ টি
৪০।	গৃহায়ন ও পূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-১০-১৯৯১	৩৪	
৪১।	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৮-৭-১৯৯১	১২৫	৪ টি
৪২।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১০-১৯৯১	৪৭	১ টি
৪৩।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-১০-১৯৯১	৩৯	১ টি
৪৪।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	৩৩	
৪৫।	পিটিশন কমিটি	০৪-১-১৯৯২	২৭	২ টি
৪৬।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১১-১৯৯৪	০৯	
মোট	৪৬ টি কমিটি		১৪৬৫	৪১ টি

সূত্র ঃ সিএসি সংসদীয় সমীক্ষা- ৩।

সারণিতে দেখা যায়, পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১১টি সংসদীয় কমিটির মধ্যে ৭ কমিটি ২৮টি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করেন। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৩৫ টি কমিটি মাত্র ১৩টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করেন। এছাড়া ৫টি বিশেষ কমিটির মধ্যে ১টি কমিটি ২টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করেন। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির মধ্যে ২২টি কমিটি কোন প্রতিবেদন সংসদে পেশ করতে সক্ষম হয়নি। এবং সংসদীয় ১১টি কমিটির মধ্যে ৪টি কমিটি কোন প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম সংসদের ২২টি অধিবেশনের সর্বমোট ১৭২টি বিল পাস হয়।[১] এরমধ্যে বেসরকারী বিল ১টি। যদিও পঞ্চম পার্লামেন্ট গঠিত বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, বিশেষ কমিটি ও বাছাই কমিটি, বিগত বিভিন্ন সরকার আমলে গঠিত কমিটিসমূহের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর ছিল। তথাপি এদের কার্যকারিতা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রীর দূর্নীতি তদন্ত সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির কথা উল্লেখ করা যায় ঃ

আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ তোফায়েল আহমেদ আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে ১৩ই জুলাই ১৯৯৩ সালে জাতীয় সংসদের দশম অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী-বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে সংসদ উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী প্রস্তাবক্রমে সংসদ কর্তৃক কৃষি এবং সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। জাতীয় সংসদের স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলীকে এই কমিটির সভাপতি করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে গতিশীল এবং সংসদের সরকারী কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এই কমিটির গঠনকে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। টার্মস অব রেফারেন্স বা তদন্তের শর্তাবলী নির্ধারণ নিয়ে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হলেও পরবর্তী পর্যায়ে সরকারী দলের আগ্রহ ও বিরোধী দলের সমঝোতামূলক মনোভাবের কারণে এই অভূতপূর্ব ঘটনাটি ঘটে। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য সংসদীয় কমিটি গঠনের ইতিহাস অভূতপূর্ব। সরকারী ও বিরোধীদলের চ্যালেঞ্জ ও পাল্টা চ্যালেঞ্জর প্রেক্ষিতে ২৭ জুন স্পীকার সংসদীয় কমিটি গঠন প্রসঙ্গে বলেন, "সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সংসদের নিকট সরকারের জবাবদিহিতা এবং মন্ত্রণালয়ের পরিচ্ছন্নতা প্রমাণে সহায়ক হবে।" ঐ দিনই সংসদীয় কমিটি গঠন প্রস্তাবের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে বলে স্পীকার জানান। এ নিয়ে সংসদের সরকারী ও বিরোধী দলের মধ্যে বিতর্ক, প্রস্তাব, পাল্টা প্রস্তাব ও ওয়াকআউটের ঘটনা ঘটে। এ ক্ষেত্রে স্পীকারের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দেয়। অবশেষে সংসদে সরকারী ও বিরোধী দল বিশেষ কমিটি পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংসদ উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী কার্যপ্রণালী-বিধির ২৬৬ বিধিতে কমিটি গঠনের প্রস্তাবটি উত্থাপন করলে বিরোধী দল তা সমর্থন করে।

কমিটি গঠনের প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর বিরোধী দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা আবদুস সামাদ আজাদ বলেন, সংসদীয় বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শক্তির বিজয় হয়েছে। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ কমিটি গঠনের জন্য বিএনপি'র সংসদীয় দলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'এই ঘটনা এই পার্লামেন্টের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।' তিনি বলেন- এই কমিটি নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারলে গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা ও এই সংসদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। বিরোধী

১। বিস্তারিত দেখুন পঞ্চম জাতীয় সংসদে গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি প্রদত্ত বিলের বিবরণী, পরিশিষ্ট 'গ', সংসদ সংক্রান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দলের কয়েকজন সদস্য সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে মন্ত্রীকে আপাততভাবে পদত্যাগ করানোর দাবী তোলেন। দেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন এই ঘটনায় সংসদের কার্যকারিতার প্রশ্নে জনমনেও ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পর্যবেক্ষক মহল এই ঘটনাকে সরকারের দিক থেকে স্বচ্ছতা প্রমাণ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের 'ক্লীন' ইমেজ গড়ার সুযোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।[১]

পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরকারী হিসাব কমিটির মত একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গঠিত হয়েছিল ৭ মাস ২ দিন পর।[২] অথচ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতা প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারী হিসাব কমিটির ভূমিকা গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অভাবের জন্য বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে ফলপ্রসূ ও কার্যকর হচ্ছে না। পঞ্চম জাতীয় সংসদে চতুর্থ সরকারী হিসাব কমিটির ১৩৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহা চারটি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করে। এই কমিটি বকেয়া অডিট ও হিসাব সংক্রান্ত পরীক্ষায় বেশি সময় অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়েছে। গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতায় তৃতীয় সংসদ ও ষষ্ঠ সংসদে সরকারী হিসাব কমিটি গঠিত হয়নি। যেহেতু তৃতীয় সংসদের মেয়াদ ছিল মাত্র ১৮ মাস আর ষষ্ঠ সংসদের মেয়াদ ছিল মাত্র ১২ দিন।

কার্যপ্রণালী-বিধিতে কমিটি গঠনের কোন সময় সীমার উল্লেখ না থাকলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কমিটির অস্তিত্ব না থাকলে বা কমিটি বিলম্বে গঠিত হলে এই কমিটির তথা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও গুরুতের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়। যদিও বিলম্বে কমিটি গঠন কার্যপ্রণালী-বিধির পরিপন্থী নয়। তথাপি ইহা গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের মূলনীতিমালার সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মন্ত্রণালয় বিষয়ক কমিটি গুলোর সভাপতি মন্ত্রী হওয়ায় কমিটিগুলো মনোযোগের সাথে সঠিক সময় কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী-বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব মোঃ আবদুস সালাম তালুকদারের প্রস্তাবক্রমে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন ১৯৮৮ এবং প্রস্তাবিত সংশোধনী সমূহ স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৩ পর্যালোচনা পূর্বক জেলা পরিষদ গঠন, কার্যক্রম ও ক্ষমতা সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে কমিটির সরকারী ও বিরোধী দলের ঐকমত্যের অভাবে এই কমিটি জেলা পরিষদের কাঠামো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়।

১। বিচিত্রা, ২৩ জুলাই ১৯৯৩, পৃঃ ৩০-৩১।

২। মাহমুদুল হক ভূঁইয়া, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সরকারী হিসাব কমিটির ভূমিকা ১টি পর্যালোচনা। পৃঃ ১২০।

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ নাসিম কর্তৃক আনীত "The Indemnity ordinance, 1975 (Ordinance No. L of 1975)" বাতিল বিল, ১৯৯১ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন মির্জা গোলাম হাফিজ মিঞা। এই কমিটি 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' সরকারী দলের সহযোগিতার অভাবে প্রতিবেদন সংসদে পেশ করতে সক্ষম হয় নি।

উপসংহার ঃ

কমিটি ব্যবস্থাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংসদে সরকারী ও বিরোধী দলের মধ্যে পরিমিত সহিষ্ণুতা ও ঐক্যমত থাকা প্রয়োজন এর অভাব হলে কমিটি ব্যবস্থায় তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সংসদে বিরোধী দলের সদস্যরা মোট ৫৮ বার ওয়াকআউট করেন সব বিরোধী রাজনৈতিক দল সম্মিলিতভাবে ১৬ বার, আওয়ামী লীগ এককভাবে ১৫ বার, জাতীয় পার্টি ৯ বার এবং জামাতে ইসলাম বাংলাদেশ ৬ বার ওয়াকআউট করে।

সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য রাজনৈতিক দল গুলোকে নিজ গঠনতন্ত্রে গণতন্ত্রকে চর্চা করতে হবে। সংসদীয় কমিটি প্রধান ও সদস্যবৃন্দকে যোগ্য হতে হবে। জাতীয় সংসদকে তথা কমিটি ব্যবস্থাকে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪ ঃ খ সংসদীয় কমিটির গঠন ও কার্যক্রম (১৯৯৬- ২০০১)

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচন ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পুনঃপ্রবর্তিত সংসদীয় সরকারের আমলে এটা ছিল দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন এর আগে কোন বছরে দুটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। স্বল্পস্থায়ী ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য ১৯৯৬ সালে ২৬ মার্চ সংবিধানের (ত্রয়োদশ সংশোধন) বিল, সংসদে গৃহীত হয়। এবং তা আইনে পরিণত হওয়ার পর ঐ সংসদ ভেঙ্গে যায়। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর পরই সদ্য সংশোধিত সংবিধানের বিধান অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং এই তত্ত্ববধায়ক সরকারের অধীনে সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১২ জুন ১৯৯৬ সালে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে প্রায় ২১ বছর পর সরকার গঠন করে। ১৯৯১ সালে নির্বাচনের ন্যায় ১৯৯৬ সালের নির্বাচন সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হয়েছিল বলে দেশে-বিদেশে প্রসংশিত হয়েছিল। প্রধান বিরোধী দল এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে ভোট কার চুপির অভিযোগ আনে। কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া দেশের ও জনগণের স্বার্থে নির্বাচনের এই রায়কে মেনে নিয়েছে বলে ঘোষণা দেয়। তত্ত্ববধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠ, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার হাত বদল সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে একটি মাইল ফলক ছিল। এই নির্বাচনে একটি উল্লেখ্য ঘটনা ছিল ১৯ জন মন্ত্রীর ২০টি আসনে পরাজয়।

Dhaka University Institutional Repository

2.03. Graphical Representation of Votes Obtained by the Parties in General Election, June12,1996

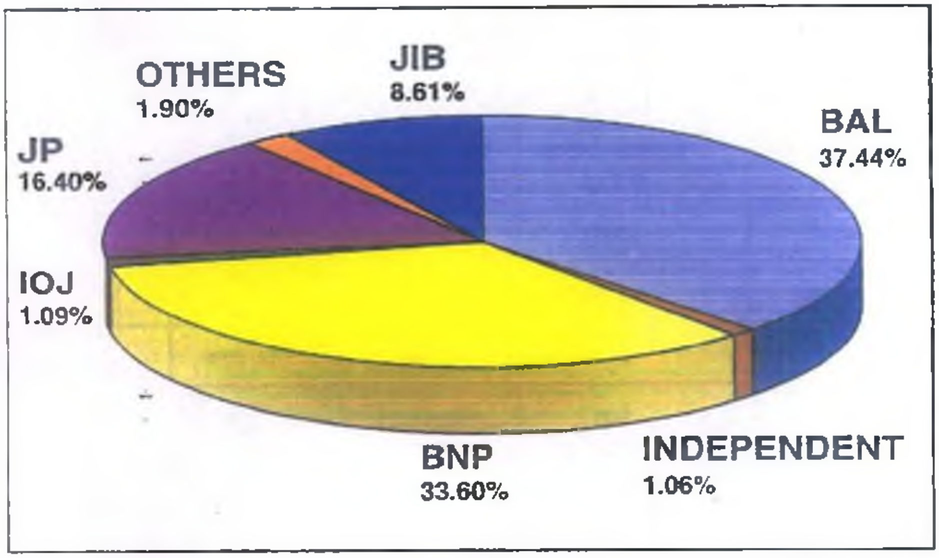

2.04. Comparative Graphical Representation of Votes and Seats Obtained by the Parties in General Election, June 12, 1996.

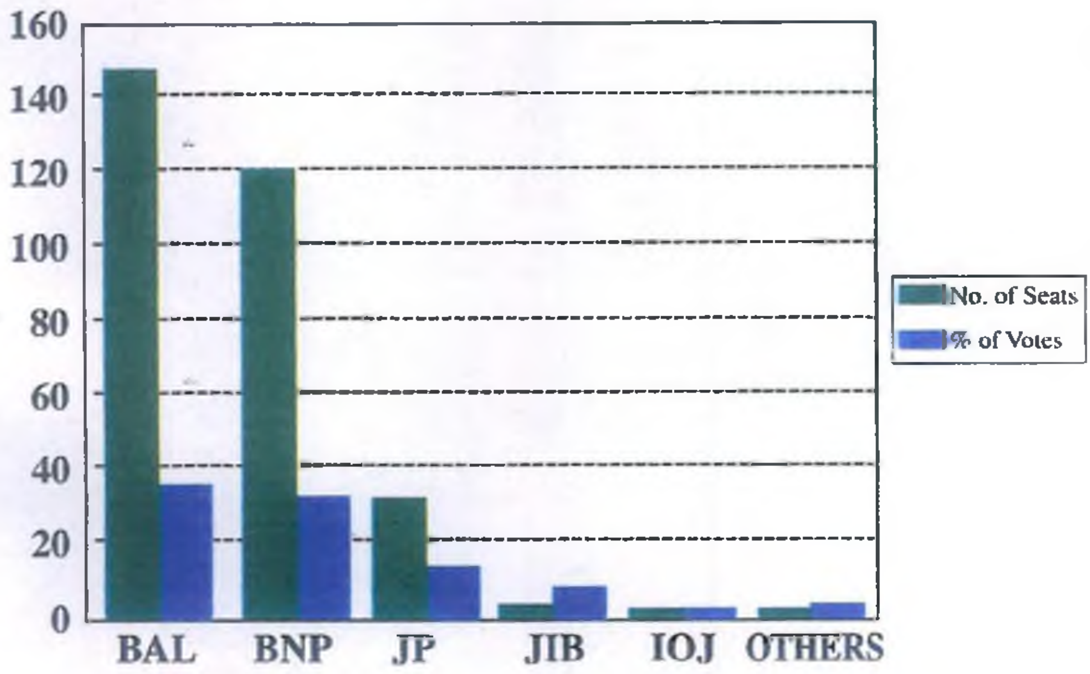

Abbreviate Words :

BAL	: Bangladesh Awami League
BNP	: Bangladesh Nationalist Party
JP	: Jatiya Party
IOJ	: Islami Oikya Jote
JIB	: Jamat-E-Islami Bangladesh
OTHERS	: Other Parties

Dhaka University Institutional Repository

2.01- Spatial Distribution of Parliamentary Seats on the Result of Generral Election : June 12,1996

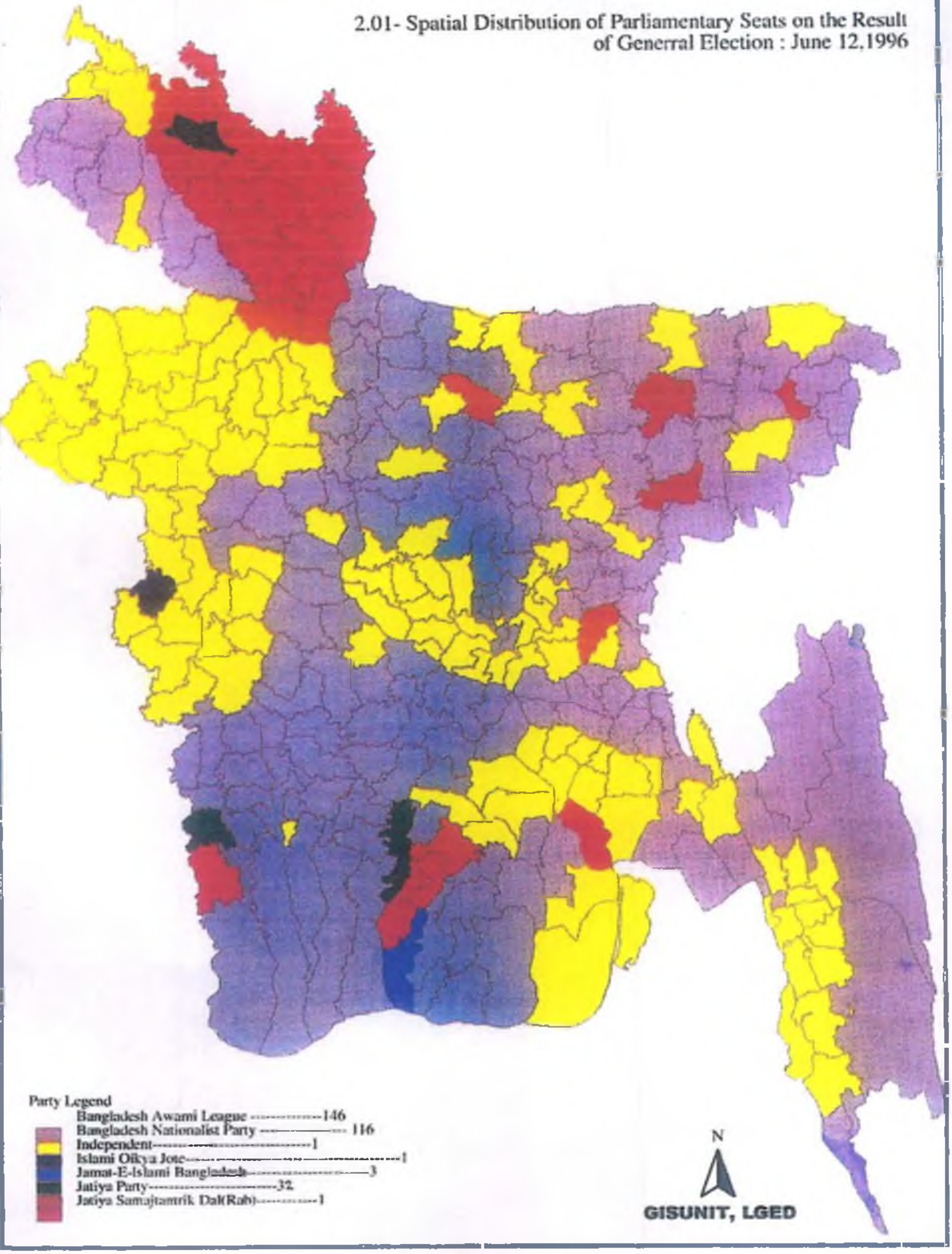

Dhaka University Institutional Repository

Votes cast and seats won by the parties in the General Election : June 12, 1996.

Name of the party	No. of Candidate setup	Votes Obtained	% Votes Obtained	Seats Obtained	% Seats Obtained
Bangladesh Awami League	300	15882792	37.44%	146	48.67
Bangladesh Nationalist Party	300	14255986	33.60%	116	38.67
Jatiya Party	293	6954981	16.40%	32	10.67
Jamat-E-Islami Bangladesh	300	3653013	8.61%	3	1.00
Islami Oikya Jote	166	461003	1.09%	1	0.33
Jatiya Samaj Tantrik Dal (RAB)	67	97916	0.23%	1	0.33
Independent	284	450132	1.06%	1	0.33
Other Parties*	864	666476	1.67%	0	.00

Total : 42418274 300

Total Cancelled Votes : 462302

Total Enrollment : 42880576

% Valid Votes Cast : 74.15

% Cancelled Voter : 0.81

% Total Enrollment : 74.96

*Datail in Annex -1

Dhaka University Institutional Repository

সারণিঃ ৪.৪

Votes cast and seats won by the parties in the General Election : 12,1996 (Detail)

Party	Nominated Candidates	Total Votes	Percent
Bangladesh Awami League	300	15882792	37.4433%
Bangladesh Bastuhara Parishad	1	105	0.0002%
Bangladesh Bekar Samaj	3	548	0.0013%
Bangladesh Gono Azadi League	3	1683	0.0040%
Bangladesh Hindu League	2	570	0.0013%
Bangladesh Islami Biplobi Parishad	1	29	0.0001%
Bangladesh Islami Front	23	23696	0.0559%
Bangladesh Islami Party	1	132	0.0003%
Bangladesh Janata Party	11	3364	0.0079%
Bangladesh Jatiya Agragati Party	1	131	0.0003%
Bangladesh Jatiya League (Sobhan)	2	418	0.0010%
Bangladesh Jatiyabadi Awami League (Most)	3	11190	0.0264%
Bangladesh Khelafat Andolon	46	18397	0.0434%
Bangladesh Krisak Sramik Janata Party	1	294	0.0007%
Bangladesh Krisak Sramik Mukti Party	2	189	0.0004%
Bangladesh Krishak Raj Islami Party (F.Hq)	1	33	0.0001%
Bangladesh Manabodhikar Dal	1	20	0.0000%
Bangladesh Mehanati Front	1	173	0.0004%
Bangladesh Muslim League (Jamir Ali)	21	4580	0.0108%
Bangladesh National Awami Parti (Nap Vasa)	23	5948	0.0140%
Bangladesh National Awami Party (Nap)	13	3620	0.0085%
Bangladesh National Congress	2	99	0.0002%
Bangladesh National Party	300	14255986	33.6081%
Bangladesh League	1	213	0.0005%
Bangladesh Poples Party	2	558	0.0013%
Bangladesh Samajtantreik Dal (Mahbub)	6	6791	0.0160%
Bangladesh Samajtantrik Samsasd (Darshan)	1	209	0.0005%
Bangladesh Samaybadi Dal (Marx-Lenin)	4	1148	0.0027%
Bangladesh Sarbahara Party	1	248	0.0006%
Bangladesh Tafil Jati Fedaration (S.K. Man)	2	537	0.0013%
Bangladesh Tafsili Federason (Sudir)	1	150	0.0004%
Bangladesh Tanjimul Muslimoin	1	81	0.0002%
Bangladesh Vasani Adarsha Bastabayan Pari	1	107	0.0003%
Bangladesh Workers Party	34	56404	0.1330%
Bangladesh Communist Party	36	48549	0.1145%
Bangladesh Samajtantrik Dal (Khalekuzza)	31	10234	0.0241%
Bhasani Front	1	45	0.0001%
Communist Kendra	2	888	0.0021%
Democratic Republican Party	11	3605	0.0085%
Desh Prem Party	1	532	0.0013%
Freedom Party	54	38974	0.0919%
Gonatantry Party	3	4114	0.0097%

Dhaka University Institutional Repository

সারণিঃ ৪.৫

Votes cast and seats won by the parties in the General Election : 12,1996 (Detail)

Party	Nominated Candidates	Total Votes	Percent
Gono Forum	104	54250	0.1279%
Gono Oikkya Front (Guff)	1	186	0.0004%
Gontantrik Sarbahara Party	5	502	0.0012%
Hak Kathar Mancha	1	1340	0.0032%
Independent	284	449618	0.0600%
Islami Al Zihad Dal	1	288	0.0007%
Islami Oikya Jote	166	461517	0.0880%
Islami Shasantantra Andolon	20	11159	0.0263%
Islamic Dal Bangladesh (Saifur)	1	221	0.0005%
Jaker Party	241	167597	0.3951%
Jamat-E-Islami Bangladesh	300	3653013	8.6119%
Jamiate Ulumaye Islam Bangladesh	8	45585	0.1075%
Jana Dal	5	395	0.0009%
Jatiya Biplobi Front	1	631	0.0015%
Jatiya Daridra Party	2	244	0.0006%
Jatiya Daridra Party (Nurul Islam)	11	2986	0.0070%
Jatiya Janata Party (Sheikh Asad)	19	2395	0.0056%
Jatiya Party	293	6954981	16.3962%
Jatiya Samajtantrik Dal (Inu)	30	50944	0.1201%
Jatiya Samjtantrik Dal (Mahiuddin)	1	393	0.0009%
Jatiya Samajtantrik Dal (Rab)	67	97916	0.2308%
Jatiya Seba Dal	1	365	0.0009%
National Awami Party (NAP Bhashani) (Mus)	2	138	0.0003%
National Damocratic Party	6	353	0.0008%
National Patriotic Party	1	31	0.0001%
Oikya Prockria	1	112	0.0003%
People's Muslim League	1	140	0.0003%
Prgatishil Gonotantrik Shakti	1	134	0.0003%
Progotisil Jatiata Badi Dal (Nurul A Moula)	8	1515	0.0036%
Quran Sunna Bastabaan Party	1	82	0.0002%
Quran Dorshion Sangshta Bangladesh	1	137	0.0003%
Saat Dalya Jote (Mipur)	2	602	0.0014%
Sammilita Sangram Parished	9	40803	0.0962%
Samridhya Bangladesh Andolon	10	27083	0.0638%
Samridhya Bangladesh Babosai Samproday	1	48	0.0001%
Social Democratic Party	7	1938	0.0046%
Sramajibi Oikya Foram	1	229	0.0005%
Sramik Krishak Samajbadi Dal	3	964	0.00023%
Taherikay Olama-E-Bangladesh	1	29	0.0001%
United People's Party	1	26	0.0001%
TOTAL :	**2574**	**42418278**	

Sources : Election Comittee.

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ৮১ টি রাজনৈতিক দল/জোট অংশগ্রহণ কের। দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্ত ২, ২৭০ জন এবং নির্দলীয় ২৮৪ জন অর্থাৎ মোট ২,৫৭০ জন প্রার্থী এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচনে ৭৪.৯৬% ভোটার ভোটদান করেন। নির্বাচনে মাত্র ছয়টি রাজনৈতিক দল বা জোট সংসদে প্রতিনিধিত্ব লাভ করে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রত্যেকটি আসনে প্রার্থী আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেয় এবং ঐ দলের মনোনীয় ১৪৬ জন প্রার্থী জয়লাভ করেন।[১] এই দল নির্বাচনে ৩৭.৪৪% ভোট পায়। অন্যান্য বারের ন্যায় এ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতীক ছিল নৌকা। বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল প্রতিটি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন করে ১১৬টি আসনে জয়ী হয় ১৯৬।[২] এ নির্বাচনে দলটি ৩৩.৬০% ভোটলাভ করে। এ নির্বাচনেও ধানের শীর্ষ এই দলের নির্বাচনী প্রতীক ছিল। জাতীয় পার্টি ২৯৩টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ৩২টি আসনে জয়ী হয়। দলটি ১০/৬৭% ভোট লাভ করে। এ নির্বাচনেও দলটির প্রতীক ছিল লাঙ্গল।

এ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অপর তিনটি দল পাঁচটি আসন লাভ করে। জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ নির্বাচনে ৩ টি আসন লাভ করে। শতকরা হিসেবে প্রাপ্ত ভোটের ৮.৬১% ভোট লাভ করে। ইসলামী ঐক্য জোট ১ টি আসন লাভ করে। শতকরা হিসেবে প্রাপ্ত ভোটের ১.০৯% ভোট লাভ করে। জাসদ(রব) ১ টি আসন লাভ করে। শতকরা হিসেবে প্রাপ্ত ভোটের ০.২৩% ভোট লাভ করে।

অন্য দলগুলোর ৪৫৫ জন প্রার্থী সবাই মিলে ১.৬৭% ভোট লাভ করেন কিন্তু তাঁদের কেউ কোনো আসনে জয়ী হতে পারেন নি। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২৮৫ জন নির্দলীয় প্রার্থী ১.০৬% ভোটলাভ করেন। তাঁদের একজন একটি আসনে জয়ী হন এবং তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগদানের ঘোষণা দেন সপ্তম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে কয়েকজন প্রার্থী একাধিক আসনে নির্বাচিত হন।[৩] ১৯৭ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি [৪] আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৭ জন প্রার্থী এবং জাতীয় পার্টির ৩ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

১। Bangladesh Election Commission : Statiscal Report, 7th Jatiyo Sangsad Election 1996.

২। Bangladesh Election Commission : Statiscal Report, 7th Jatiyo Sangsad Election 1996.

৩। এই সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ৩টি আসনে, বি.এন.পি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ৫টি আসনে এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রত্যেকটি আসনে জয়লাভ করেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনাব তোফায়েল আহমদ দুটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উভয় আসনে জয়লাভ করেন বলে বেসরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু হাই কোর্ট বিভাগের আদেশবলে একটি আসনের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত থাকে। সপ্তম জাতীয় সংসদের স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত ঐ আসনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি। বিএনপি-র জনাব সাইফুর রহমান ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুটি আসনে ও জনাব আলি আহমদ দুটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উভয় আসনে জয়লাভ করেন। জাতীয় পার্টির জনাব আনোয়ার হোসেন দুটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উভয় আসনে জয়লাভ করেন।

৪। বাংলাদেশের সপ্তম পার্লামেন্টে নারীদের সম্পর্কে দেখুন পরিশিষ্ট 'ক' নির্বাচন সংক্রান্ত পৃঃ ১-৫। এবং পরিশিষ্ট 'গ' সংসদ সংক্রান্ত পৃঃ ২৭-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

: সারণিঃ ৪.৬

সপ্তম জাতীয় সংসদের অধিবেশন সংক্রান্ত তথ্যাবলী

অধিবেশন	আহবানের তারিখ	প্রথম বৈঠক	শেষ বৈঠক	গেজেটের তারিখ	মোট কার্যদিবস
প্রথম	২৯-৬-৯৬	১৪-৭-৯৬	০২-৯-৯৬	০২-৯-৯৬	৩৩ দিন
দ্বিতীয়	১৪-১০-৯৬	১-১১-৯৬	২০-১১-৯৬	২০-১১-৯৬	০৯ দিন
তৃতীয়	২৯-১২-৯৬	১৫-১-৯৭	১৩-৩-৯৭	১৫-৩-৯৭	৩১ দিন
চতুর্থ	০৫-৪-৯৭	১০-৫-৯৭	১৫-৫-৯৭	১৭-৫-৯৭	০৬ দিন
পঞ্চম	২৫-৫-৯৭	১০-৬-৯৭	১০-৭-৯৭	১০-৭-৯৭	২২ দিন
ষষ্ঠ	১৪-৮-৯৭	৩০-৮-৯৭	০৪-৯-৯৭	০৪-৯-৯৭	০৬ দিন
সপ্তম	০৭-১০-৯৭	২-১১-৯৭	১৬-১১-৯৭	১৭-১১-৯৭	০৭ দিন
অষ্টম	৩০-১২-৯৭	১৪-১-৯৮	১৩-৫-৯৮	১৩-৫-৯৮	৫৪ দিন
নবম	২৪-০৫-৯৮	১০-০৬-৯৮	০৯-৭-৯৮	০৯-৭-৯৮	২০ দিন
দশম	২০-০৮-৯৮	৭-০৯-৯৮	০৮-৯-৯৮	০৮-৯-৯৮	০২ দিন
একাদশ	১৫-১০-৯৮	৫-১১-৯৮	২৬-১১-৯৮	২৬-১১-৯৮	১৫ দিন
দ্বাদশ	০৭-০১-৯৯	২৫-০১-৯৯	০৭-৪-৯৯	০৭-৪-৯৯	২৫ দিন
ত্রয়োদশ	০৯-০৫-৯৯	০৬-০৬-৯৯	০৮-৭-৯৯	০৮-৭-৯৯	২৬ দিন
চতুর্দশ	০৫-০৮-৯৯	২৯-০৮-৯৯	০৯-৯-৯৯	০৯-৯-৯৯	০৬ দিন
পঞ্চদশ	১৪-১০-৯৯	০১-১১-৯৯	০৯-১১-৯৯	০৯-১১-৯৯	০৭ দিন
ষষ্ঠদশ	১৩-১২-০০	১-০১-২০০০	৩০-০১-০০	৩০-০১-০০	১৬ দিন
সপ্তদশ	০৮-০৩-০০	২৮-০৩-০০	০৬-৪-০০	০৬-৪-০০	০৮ দিন
অষ্টাদশ	১৮-০৫-০০	০৫-০৬-০০	০৯-৭-০০	০৯-৭-০০	২৫ দিন
উনিশতম	১৭-১০-০০	০৬-০৯-০০	১৪-৯-০০	১৪-৯-০০	০৭ দিন
বিশতম	২৪-১০-০০	০৯-১১-০০	২৩-১১-০০	২৩-১১-০০	০৯ দিন
একুশতম	১৯-১২-০১	১১-০১-০১	৩১-০১-০১	৩১-০১-০১	১৪ দিন
বাইশতম	০১-০৩-০১	২৯-০৩-০১	১২-০৪-০১	১২-০৪-০১	০৯ দিন
তেইশতম	০৭-০৫-০১	০৬-০৬-০১	১৩-০৭-০১	১৩-০৭-০১	২৫ দিন
				মোট	৩৮৩ দিন

Dhaka University Institutional Repository

I. সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার সাংবিধানিক ভিত্তি

জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থা একটি দৃঢ় সাংবিধানিক ভিত্তি উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভিত্তিটি সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদের বিধানগুলো দ্বারা রচিত। ৭৬ অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করা হলো ঃ

৭৬(১) সংসদ সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য নিয়ে সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করবেন।

(ক) সরকারী হিসাব কমিটি

(খ) বিশেষ অধিকার কমিটি এবং

(গ) সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।

২। সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লেখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করবেন। এবং একইভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে।

(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করতে পারিবেন।

(খ) আইনের বলবৎকরনে পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহনের প্রস্তাব করতে পারবেন।

(গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলে সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সেই বিয়য়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে পারবেন এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারবেন।

(ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যেকোন দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

৩। সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীনে নিযুক্ত কমিটিসমূহকে

(ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীন করে তাদের স্বাক্ষ্য গ্রহনের;

(খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

I. সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার সাংবিধানিক ভিত্তি

জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থা একটি দৃঢ় সাংবিধানিক ভিত্তি উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভিত্তিটি সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদের বিধানগুলো দ্বারা রচিত। ৭৬ অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করা হলো ঃ

৭৬(১) সংসদ সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য নিয়ে সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করবেন।

(ক) সরকারী হিসাব কমিটি

(খ) বিশেষ অধিকার কমিটি এবং

(গ) সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।

২। সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লেখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করবেন। এবং একইভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে।

(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করতে পারিবেন।

(খ) আইনের বলবৎকরনে পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহনের প্রস্তাব করতে পারবেন।

(গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলে সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সেই বিয়য়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে পারবেন এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারবেন।

(ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যেকোন দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

৩। সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীনে নিযুক্ত কমিটিসমূহকে

(ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীন করে তাদের স্বাক্ষ্য গ্রহনের;

(খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর কোন দেশের সংবিধানে সংসদীয় কমিটি সম্পর্কিত কোনো বিধান সাধারণত দেখা যায় না। এদিক থেকে বিবেচনা করেলে সংসদীয় কমিটি সম্পর্কিত ওপরে উদ্ধৃত বাংলাদেশের সংবিধানের বিধানগুলোকে অনন্যসাধারন বিধান হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদের বিধান জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোকে সাংবিধানিক মর্যদায় ভূষিত করেছে বলা হলে অত্যুক্তি করা হবে না। কোনো সংসদীয় কমিটির সাংবিধানিক মর্যদালাভের দৃষ্টান্ত বিরল।

সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদের বিধানগুলো শুধুমাত্র 'স্থায়ী কমিটি' সম্পর্কিত। তবে এ বিধানগুলো স্থায়ী কমিটি ব্যতীত সংসদ কর্তৃক অন্য কোনো কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধা-নিষেধ আরোপ করে নি। কার্যপ্রণালী-বিধিতে এমন কয়েকটি কমিটি সম্পর্কে বিধান রয়েছে যে-সব কমিটি 'স্থায়ী কমিটি' হিসাবে আখ্যায়িত হতে পারে না কিংবা কার্যপ্রণালী-বিধিতেও এসব কমিটিকে স্থায়ীকমিটি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ 'বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি' এবং 'বিশেষ কমিটি'র গঠন সম্পর্কিত বিধানের উল্লেখ করা যায়।

সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় যে আইনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা' এখন পর্যন্ত প্রণীত হয়নি। ঐ আইন প্রণীত হওয়ার পর স্থায়ী কমিটি ও অন্যান্য কমিটির ক্ষমতার ক্ষেত্রে কিছুটা তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ অনুরূপ কোনো আইনে যে-সব ক্ষমতা দেয়া হতে পারে তা শুধুমাত্র ঐ অনুচ্ছেদের (১) এবং (২) দফার অধীন গঠিত স্থায়ী কমিটিগুলো ভোগ করতে পারবে। অনুরূপ আইনে 'বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি' কিংবা বিশেষ কমিটি'র ক্ষমতা সম্পর্কে বিশেষ বিধান করা না হলে কিংবা ঐ কমিটিগুলোকে অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করে স্বতন্ত্র কোনো আইন প্রণয়ন করা না হলে এ দু'টি কমিটি বা স্থায়ী কমিটি নয় এমন যে কোনো কমিটি সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফার (ক) এবং

(খ) উপদফার বর্ণিত ক্ষমতা ভোগ করতে পারবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদে মনোনীত কমিটি সম্পর্কে কোন বিধান না থাকায় বক্তব্য একইভাবে কার্যপ্রণালী বিধিতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে স্পীকার কর্তৃক মনোনীত চারটি কমিটি ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। কমিটি চারটি হলো ঃ

১) কার্য-উপদেষ্টা কমিটি;

২) পিটিশন কমিটি;

৩) সংসদ কমিটি;

৪) লাইব্রেরী কমিটি;

Dhaka University Institutional Repository

II. সংসদীয় কমিটির শ্রেণীবিন্যাস

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংসদীয় কমিটিগুলোকে প্রধানতঃ স্থায়ী কমিটি এবং বাছাই কমিটি এই দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটিগুলোকেও মূলত দুটি ভাবে ভাগ করা যায়। যেমন-

১। স্থায়ী কমিটি।

২। অস্থায়ী কমিটি।

আবার অস্থায়ী কমিটিগুলোকে তিনটি উপ-ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১। বাছাই কমিটি

২। বিশেষ কমিটি এবং

৩। অন্যান্য কমিটি।

III. স্থায়ী কমিটি ঃ

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রায় সব সংসদীয় কমিটি সংসদ গঠিত হওয়ার পর থেকে সংসদ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।[১] সংসদ প্রয়োজনবোধে এসব কমিটি পুনর্গঠন করতে পারেন। কার্যপ্রণালী বিধির এ বিধানটি তিন ধরণের কমিটি অর্থাৎ 'বাছাই কমিটি', 'বিশেষ কমিটি' এবং 'কার্যপ্রণালী-বিধির ১৮৭ বিধিতে উল্লেখিত ২ বিধির (১) (গ) উপ-বিধিতে প্রদত্ত সংসদের ক্ষমতাবলে গঠিত কমিটি' ব্যতীত জাতীয় সংসদের অপর সব কমিটিকে স্থায়ী কমিটিতে পরিণত করেছে। স্পীকারের মনোনীত কমিটিগুলো স্পীকার দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত বা নতুন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।[২] এ পর্যন্ত নির্বাচিত কোনো সংসদেই স্পীকার তাঁর মনোনীত কোনো কমিটিতে মেয়াদ নির্দ্দিষ্ট করে দেননি। যার জন্যে স্পীকারের মনোয়নক্রমে গঠিত এসব কমিটি সংসদ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

১। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৮৯(১) বিধি এবং তার শর্ত অংশ।

২। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৮৯(২) বিধি।

সংসদীয় সরকার-ব্যবস্থার পার্লামেন্টসমূহের মধ্যে মনন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন সম্পর্কিত বিধান সর্বপ্রথম বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে সন্নিবেশিত হয় ১৯৭৪ সালে।[১] এ সময় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে এমন কোনে পার্লামেন্টে অনুরূপ কোনো কমিটি ছিল বলে জানা যায় না। ঐ সময়ে কার্যপ্রণালী-বিধিতে ১১টি স্থায়ী কমিটি গঠনের বিধান ছিল এবং কোনো কোনো কমিটির আওতা একাধিক মন্ত্রণালয় নিয়ে গঠিত ছিল।[২] ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্সে "Departmental Select Committee" নামে অনুরূপ স্থায়ী কমিটিগুলো ১৯৭৯ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩] ভারতীয় পার্লামেন্টের "Departmentally Related Standing Committee" গুলো ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ বিষয়ে জি. সি. মালহোত্রা বলছেন-

"The 29th of March 1993 was a red-letter day in the history of the evolution and strengthening of the parliamentary system in India. On that day, both Houses of Parliament adopted the report of the Rules Committee of the respective Houses recommending the setting up of 17 new departmentally related Standing Committees of Parliament." [8]

কাজেই দেখা যাচ্ছে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা অনুসরণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের আইনসভায়ই সর্বপ্রথম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছিল।

স্থায়ী কমিটিসমূহের শ্রেণীবিভাগ

সংবিধানে ৭৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্থায়ী কমিটিগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১। সংবিধানে নির্দ্দিষ্ট স্থায়ী কমিটি;

২। কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দ্দিষ্ট স্থায়ী কমিটি; এবং

৩। অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি।

১। ২২ জুলাই ১৯৭৪ থেকে জাতীয় সংসদের বিদ্যমান কার্যপ্রণালী-বিধি, গৃহীত হয়। এর আগে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধি চালু ছিল।

২। ১৯৭৪ সালে প্রবর্তিত কার্যপ্রণালী-বিধি দেখুন।

৩। J.A.G. Griffith et. el. Parliament Functions. Practice and Procedures, Sweet & Maxwell Ltd. 1990 P. 418

8। The Parliamentarian. Journal of the parliments of the Commonwealth. London. Issue No LXIV No. 3, P. 169.

সংবিধানের মাত্র দুটি স্থায়ী কমিটির নাম নির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ (১) সরকারী হিসাব কমিটি এবং (২) বিশেষ-অধিকার কমিটি।[১] এ দু'টি কমিটির দায়িত্ব বা অনুরূপ দায়িত্ব পালনের পদ্ধতি সম্পর্কে সংবিধানে কোনো বিধান নেই। এসব বিষয় জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত রীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ দু'টো স্থায়ী কমিটির বাইরে কার্যপ্রণালী বিধিতে প্রত্যেক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত একটি করে স্থায়ী কমিটি এবং নিম্নোক্ত নয়টি স্থায়ী কমিটি রয়েছে ঃ

১। বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি,

২। অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি,

৩। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি,

৪। সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি

৫। কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,

৬। কার্য উপদেষ্টা কমিটি,

৭। পিটিশন কমিটি,

৮। সংসদ কমিটি, এবং

৯। লাইব্রেরী কমিটি।

সংবিধানের নির্দিষ্ট দুটি স্থায়ী কমিটি এবং কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট উপরোল্লিখিত নয়টি স্থায়ী কমিটিগুলোর "অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটির" গঠন সম্পর্কে সংবিধানের ৭৬(২) অনুচ্ছেদের বিধান করা হয়েছে।

IV. বাছাই কমিটি ঃ

বাছাই কমিটি সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য ঃ বাছাই কমিটি, গঠন এবং বাছাই কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য আইন-প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সংসদের উথ্যাপিত কোনো বিল বিবেচনার ক্ষেত্রে বিলের ভারপ্রাপ্ত সদস্য বিলটি অবিলম্বে বিবেচনা কিংবা বিলটি স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ, কিংবা বিলটি কোনো বাছাই কমিটিতে প্রেরণ কিংবা বিলটি সম্পর্কে জনমত যাচাইয়ের জন্য তা প্রচারের প্রস্তাব করতে পারেন। ভারপ্রাপ্ত-সদস্যের প্রস্তাবের পর সংশোধনী হিসেবে যে কোনো সদস্য বিকল্প প্রস্তাব উথাপন করতে পারেন।

---

১ । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ঃ অনুচ্ছেদ ৭৬(১)।

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়ে কার্যপ্রণালী বিধিতে বিস্তারিত বিধান আছে।[১] এসব বিধান থেকে দেখা যায় যে, ভারপ্রাপ্ত সদস্যের কিংবা অন্য কোনো সদস্যের প্রস্তাবে কোনো বিল বাছাই কমিটিতে প্রেরিত হতে পারে। বিরল ক্ষেত্রে একাধিক বিল একই বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করা যেতে পারে। সপ্তম জাতীয় সংসদের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক সরকারী বিল সংসদের উত্থাপনের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বিলটি অবিলম্বে বিবেচনার প্রস্তাব করেছেন এবং বিরোধীদলের সদস্যগণ বিলটি বাছাই কমিটিতে বা, সীমিত ক্ষেত্রে, স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব করেছেন। এ প্রেক্ষাপটে একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, সরকারী বিলের ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত-মন্ত্রী কেবল বিলটি অভিলম্বে বিবেচনার কিংবা কোনো স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব করতে পারেন এবং অনুরূপ কোনো প্রস্তাবের বিকল্প প্রস্তাব হিসাবে বিরোধীদলীয় কোনো সদস্য বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের জন্য বা জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রচারের প্রস্তাব করতে পারেন। কার্যপ্রণালী বিধি কিংবা বাছাই কমিটি গঠনের পূর্ব দৃষ্টান্ত থেকে এ বক্তব্যের কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে এখন পর্যন্ত মাত্র অল্প কয়েকটি বাছাই কমিটি গঠিত হয়েছে।

বাছাই কমিটির গঠন ঃ সংসদের গৃহীত একটি প্রস্তাব দ্বারা বাছাই কমিটি গঠিত হয়। কার্যপ্রণালী বিধিতে বাছাই কমিটির সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। জাতীয় সংসদের কার্য-উপদেষ্টা কমিটি এবং সরকারী হিসাব কমিটি সর্বোচ্চ সংখ্যা ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। সম্ভবতঃ এ কারণে জাতীয় সংসদের কোনো বাছাই কমিটি বা বিশেষ কমিটি বা অন্য কোনো কমিটি একটি মাত্র ব্যতিক্রম ধর্মী ক্ষেত্র ব্যতীত,[২] ১৫ জনের অধিক সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠন করা হয়নি। বাছাই কমিটি গঠনের জন্য আনীত প্রস্তাবে সংশ্লিষ্ট বিলের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের নাম না থাকলেও তিনি বাছাই কমিটির সদস্য হন।

কমিটির বৈঠক ঃ বাছাই কমিটির বৈঠক আহবান ক্ষেত্রে এ সম্পর্কিত কার্যপ্রণালী বিধির সাধারণ বিধি প্রযোজ্য।[৩] অর্থাৎ কমিটির সভাপতি বৈঠকের দিন ও সময় নির্ধারণ করেন। তবে অনুরূপ দিন ও সময় নির্ধারনের সময় বাছাই কমিটির সভাপতি উপস্থিত না থাকলে সচিব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে বৈঠকের দিন ও ক্ষণ নির্ধানণ করবেন।

১। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৭৭ ও ৭৮ বিধি।
২। জাতীয় সংসদে বির্তক ঃ সরকারী প্রতিবেদন, ২৫ জানুয়ারী ১৯৯০।
৩। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯৭ বিধি।

Dhaka University Institutional Repository

বাছাই কমিটির কার্যপদ্ধতি ঃ বাছাই কমিটির সদস্য নন এমন কোনো মন্ত্রী এই কমিটির সভাপতির অনুমতিক্রমে কমিটির বৈঠকে বক্তব্য রাখতে পারেন। কোনো বাছাই কমিটির সদস্য একদিনের নোটিশে বিলের যে কোনো বিধানের সংশোধনী প্রস্তাব করতে পারেন। তবে কোনো নোটিশ ছাড়াও সভাপতি কমিটির সদস্যগণকে সংশোধনী প্রস্তাব করার অনুমতি দিতে পারেন। কোনো বাছাই কমিটি বিশেষজ্ঞদের এবং এই কমিটির বিবেচনাধীন বিলটির দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন এমন ব্যাক্তিবর্গের বা তাঁদের প্রতিনিধিদের শুনানী নিতে পারেন।[১]

বাছাই কমিটির রিপোর্ট ঃ বাছাই কমিটি গঠনের প্রস্তাবে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট পেশ করতে হয়। যে-সব ক্ষেত্রে সংসদ বাছাই কমিটি কর্তৃক রিপোর্ট পেশের সময়সীমা নির্ধারণ করেনি, সে-সব ক্ষেত্রে যে তারিখে কমিটির নিকট বিষয়টি প্রেরণ করা হয়েছিল সে তারিখ থেকে ৩ মাসের মধ্যে সংসদের রিপোর্ট পেশ করতে হয়।[২] কোনো প্রস্তাব সাপেক্ষে সংসদ কমিটির রিপোর্ট প্রদানের সময় বাড়িয়ে দিতে পারেন। বাছাই কমিটিতে প্রেরিত বিল বা বিলসমূহ সম্পর্কে সংসদের চুড়ান্ত রিপোর্ট পেশ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি অকার্যকর বা Functus officio হয়ে পড়ে।

বাছাই কমিটির কোনো সদস্য বিলটির সাথে জড়িত কোনো বিষয় সম্পর্কে মতানৈক্যমূলক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতে পারেন। অনুরূপ মন্তব্যে সংযত ও মার্জিত ভাষা ব্যবহার করতে হয় এবং তাতে কমিটির কোনো

আলোচনার উল্লেখ বা বাছাই কমিটির প্রতি কোনো কটাক্ষ করা যায় না।[৩] বাছাই কমিটির সভাপতি বা তাঁর অনুপস্থিতিতে কমিটির অন্য যে কোনো সদস্য কোন বিল সম্পর্কে বাছাই কমিটির রিপোর্ট মতানৈক্যমূলক মন্তব্য, যদি থাকে, সংসদে, পেশ করতে পারেন। বাছাই কমিটির প্রত্যেকটি রিপোর্ট মুদ্রণ করা হয় এবং এর একটি প্রতিলিপি প্রত্যেক সদস্যের ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করতে হয়। বাছাই কমিটির রিপোর্ট এবং বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের আকারে বিলটি বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করতে হয়।[৪] অন্য কোনো কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে অনুরূপ বিধান নেই।

১। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২২৭ বিধি।
২। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২২৮(১) বিধির প্রথম শর্ত বিধি।
৩। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২২৮ বিধির (৪) ও (৫) উপ-বিধি।
৪। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৩০ বিধি।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদের গঠিত কয়েকটি বাছাই কমিটি ঃ বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাস সুচিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই পর পর দুটি সরকারী বিল [১] ভারপ্রাপ্ত-মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে গঠিত ১৫ সদস্য বিশিষ্ট দুটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।[২] প্রথম জাতীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে আরো একটি বিল ৭-সদস্য বিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। এ তিনটি বিলের ক্ষেত্রেই ভারপ্রাপ্ত-মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সভাপতি ছিলেন। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদেরও একাধিক বিল বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। একটি বেসরকারী সদস্যের বিল এগুলোর অন্যতম ছিল।[৩] পঞ্চম জাতীয় সংসদের গঠিত একটি বাছাই কমিটিতে সংসবিধান সংশোধন সংক্রান্ত দুটি সরকারী বিল এবং বেশ কয়েকটি বেসরকারী বিল প্রেরণ করা হয়। সংবিধান (একাদশ) সংশোধন বিল, ১৯৯১ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে[৪] রিপোর্টদানের জন্য ভারপ্রাপ্ত-মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে তাঁর সভাপতিত্বে গঠিত ১৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি বাছাইকমিটিতে প্রেরণ করা হয়।[৫] ঐ দিনের বৈঠকে তাঁর প্রস্তাবক্রমে আরো একটি বিল সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১ একই তারিখের মধ্যে রিপোর্ট দেয়ার জন্য ঐ একই বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া একজন বেসরকারী সদস্য (জনাব আবদুস সামাদ আজাদ, বিরোধীদলের উপনেতা) এর প্রস্তাবক্রমে তাঁরও একটি সংবিধান (সংশোধন) বিল এবং অন্য একজন বেসরকারী সদস্য (জনাব রাশেদ খান মেনন) এর প্রস্তাবক্রমে তাঁর ৪টি সংবিধান (সংশোধন) বিলও ঐ বাছাই কমিটিতে একই তারিখের মধ্যে রিপোর্টদানের জন্য প্রেরণ করা হয়। পরে বাছাই কমিটির পক্ষে ঐ কমিটিরে সভাপতির প্রস্তাবক্রমে ঐ ৭টি বিল সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রদানের সময়সীমা সংসদ বাড়িয়ে দেয় এবং কমিটির সভাপতি ২৮ জুলাই ১৯৯১ তারিখে বাছাই কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন। উক্ত রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে-

ক) সরকার কর্তৃক উত্থাপিত সংবিধান (একাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১ এবং জনাব আবদুস সামাদ আজাদ কর্তৃক উত্থাপিত বেসরকারী বিলটির ২৩তম দফা মুলতঃ একই প্রকৃতির হওয়ায় ঐক্যমতের ভিত্তিতে সরকারী বিলটি কমিটিতে গৃহীত হয়।

খ) সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১ এবং জনাব আবদুস সামাদ আজদের বিলটি একত্র করে সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১ চুড়ান্ত করা হয়।

১। (i) Bangladesh Local Government (Union Parishad and Paurashava) (Amendment) Bill 1973.
(ii) The Bangladesh Rice Research Institute Bill 1973.

২। জাতীয় সংসদে বির্তক ঃ সবকারী প্রতিবেদন, ৬ এবং ৯ জুন ১৯৭৩।

৩। যৌতুক বিরোধী বিল, ১৯৭৯।

৪। ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখটি ছিল ১৪ জুলাই ১৯৯১।

৫। জাতীয় সংসদে বির্তক ঃ সরকারী প্রতিবেদন, ৯ জুলাই ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

গ) জনাব রাশেদ খান মেননের বিলসমূহের মধ্য থেকে কয়েকটি বিধান সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১-এ সংযোজন করা হয়।

ঘ) কমিটি ৭টি বিলের পরিবর্তে সংশোধিত আকারে সংবিধান (একাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১ এবং সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১ সংসদে পাস করার সুপারিশ করে।

কমিটির একজন সদস্য (জনাব মওদুদ আহমদ) উভয় বিলে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং তাঁর ঐ দুটি ভিন্নমত কমিটির রিপোর্টের সাথে সন্নিবেশ করা হয়।

V. বিশেষ কমিটি (বিধি ২৬৬)

বিশেষ কমিটির গঠন ঃ বিশেষ কমিটি সম্পর্কিত কার্যপ্রণালী বিধির সংক্ষিপ্ত বিধানটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ

"২৬৬। সংসদ কোনো প্রস্তাব দ্বারা একটি এমন বিশেষ কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবেন, যাহার গঠন ও কাজ এই প্রস্তাবে যেরূপ নির্ধারিত থাকিবে সেই রূপ হইবে।"

এ বিধানে 'একটি এমন বিশেষ কমিটি' কথাগুলো অন্তর্ভূক্ত থাকায় একই সাথে একাধিক বিশেষ কমিটি গঠিত হতে বা কার্যরত থাকতে পারে কিনা, সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। Generral Clauses Act-এ বিধান আছে যে, কোনো আইনে কোনো প্রসঙ্গে বহুবচন ব্যবহৃত হয়ে থাকলে ঐ প্রসঙ্গে একবচন অর্ন্তর্ভূক্ত রয়েছে এবং একবহুর ব্যবহৃত হয়ে থাকলে বহুবচন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ আইনটির উপযুক্ত বিধানের আলোকে কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধির ব্যাখ্যা করা হলে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই স্বাভাবিক যে, সংসদের গঠিত একটি বিশেষ কমিটির উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেও অপর কোনো বিশেষ দায়িত্বপালনের জন্য আরো এক বা একাধিক বিশেষ কমিটি গঠন করা যায়। তবে সংসদ আদৌ কোনো বিশেষ কমিটি গঠন না করতে পারে কিংবা বিশেষ কমিটি গঠন সংক্রান্ত স্বীয় ক্ষমতা একটি মাত্র বিশেষ কমিটি গঠনের মধ্যে সীমিত রাখতে পারেন। সপ্তম জাতীয় সংসেদের স্থায়ী কমটিগুলো গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। এর পর চট্টগ্রাম জেলা কারাগারে একটি মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কিত বিষয়ে তদন্ত করার লক্ষ্যে গঠিত সংসদীয় কমিটিকে[১] বিশেষ কমিটি নামে আখ্যায়িত না করে অন্য নামে আখ্যায়িত করা হয়।

১ । জাতীয় সংসদে বিতর্ক ঃ সরকারী প্রতিবেদন, ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ কমিটির সদস্য-সংখ্যা কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দ্দিষ্ট করা নেই। বিশেষ কমিটি গঠন সংক্রান্ত সংসদের গৃহীত প্রস্তাব দ্বারাই কমিটির সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদের গঠিত চারটি বিশেষ কমিটির প্রত্যেকটি এবং সপ্তম জাতীয় সংসদে গঠিত একমাত্র বিশেষ কমিটি ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটিকে আরো ছ'জন সদস্য কো-অপ্ট করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল কিন্তু কমিটি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেনি। চতুর্থ জাতীয় সংসদের গঠিত বিশেষ কমিটিগুলোর মধ্যে একটি কমিটিতে ২৩ জন সদস্য ছিলেন।[১] এ ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টান্তটি ব্যতীত এখন পর্যন্ত গঠিত কোনো সংসদীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৫ অতিক্রম করেনি। পুর্বোক্ত ২৩ সদস্য বিশিষ্ট্য কমিটির কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা যায় না।

বিশেষ কমিটি দায়িত্ব ঃ বিশেষ কমিটির দায়িত্ব সংসদের গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা নির্ধারিত হয়। সপ্তম জাতীয় সংসদে উথাপিত সব সরকারী বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্ব পালন করে। পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত চারটি বিশেষ কমিটির মধ্যে দুটি কমিটিকে সংসদে উথাপিত ছ'টি সরকারী বিল পরীক্ষা নিরীক্ষার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ কমিটিতে ৫টি বিল প্রেরণ করা হয়।[২] এবং অপর বিশেষ কমিটিতে একটি বিল প্রেরণ করা হয়।[৩] অপর দু'টি বিশেষ কমিটির মধ্যে একটি কমিটিতে একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিরোধী দলীয় একজন সদস্য কর্তৃক উথাপিত অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য গঠিত হয়েছিল।[৪] পঞ্চম জাতীয় সংসদের গঠিত চতুর্থ বিশেষ কমিটির উপর শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমন পর্যালোচনা করে রিপোর্টদানের দায়িত্ব দেয়া হয়।[৫] এছাড়া চতুর্থ জাতীয় সংসদের বন্যা সমস্যা সমাধান,[৬] শ্রম আইনসমূহের পর্যালোচনা।[৭] জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন ও অব্যাহত রাখা।[৮] প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।

১। জাতীয় সংসদের বিতর্ক ঃ সরকারী প্রতিবেদন ২৫ জানুয়ারী ১৯৯০।
২। জাতীয় সংসদের বিতর্ক ঃ সরকারী প্রতিবেদন ২৩ অক্টোবর ১৯৯১।
৩। জাতীয় সংসদের বিতর্ক ঃ সরকারী প্রতিবেদন ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৩।
৪। জাতীয় সংসদের বিতর্ক ঃ সরকারী প্রতিবেদন ১৩ জুলাই ১৯৯৩।
৫। জাতীয় সংসদের বিতর্ক ঃ সরকারী প্রতিবেদন ১৫ অক্টোবর ১৯৯১।
৬। জাতীয় সংসদের বিতর্ক ঃ সরকারী প্রতিবেদন ১৯ অক্টোবর ১৯৮৮।
৭। জাতীয় সংসদের বিতর্ক ঃ সরকারী প্রতিবেদন ৩১ জানুয়ারী ১৯৯০।
৮। জাতীয় সংসদের বিতর্ক ঃ সরকারী প্রতিবেদন ২৫ জানুয়ারী ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ কমিটির রিপোর্ট ঃ

সপ্তম জাতীয় সংসদের গঠিত একমাত্র বিশেষ কমিটিকে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কিত দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[১] সংসদ নেতা সংসদের বৈঠকে এই মর্মে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন যে, সংসদে উত্থাপিত সব সরকারী বিল সংসদের বিবেচনার আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হবে।[২] কিন্তু তখন পর্যন্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি পদে মন্ত্রী নন এমন কোনো সংসদ সদস্যকে নিয়োগ করার লক্ষ্যে কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধিত হতে পারেনি। সংশোধিত কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে সংসদে উত্থাপিত সব সরকারী বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ঐ বৈঠকে সংসদ নেতার প্রস্তাবক্রমে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয় এবং ঐ দিনের বৈঠকে তিনটি বিল ও পরে আরো কয়েক দফায় বেশ কিছু সংখ্যক বিল ঐ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। বিশেষ কমিটিতে প্রেরিত প্রত্যেকটি বিল সম্পর্কে রিপোর্টদানের সময়সীমা সংসদ দ্বারা নির্ধারিত হতো। এই বিশেষ কমিটি গঠিত হওয়ার দিন থেকে কমিটির সর্বশেষ রিপোর্ট উপস্থাপন পর্যন্ত দেড় বছরের কিছু বেশী সময়ে ৪৫টি বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মোট ২৫টি রিপোর্ট সংসদের পেশ করে। অন্য কোনো সংসদীয় কমিটি এত অধিক সংখ্যক রিপোর্ট উপস্থাপনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি। এই কমিটিতে The Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 1997 প্রেরনের পর এবং কমিটি কর্তৃক বিলটি সম্পর্কে সংসদে রিপোর্ট প্রদানের আগে সংসদে কর্তৃক কয়েকটি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এসব কমিটির মধ্যে এই বিলটির সাথে সংশ্লিষ্ট আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, পুর্বোক্ত বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখন আর বিশেষ কমিটির আওতাভূক্ত নয়। এ বিষয়ে কমিটির বিশতম রিপোর্টে বলা হয়-

"এই বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখন আর বিশেষ কমিটির আওতাভূক্ত নয়। এই কমিটি আরও মনে করে যে, যে সকল মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এখনও গঠিত হয়নি, সে সকল মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিলসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কমিটির এক্তিয়ার পূর্বের ন্যায় এখনও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু যে সকল মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছে, সে সকল মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিলসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কমিটির আর কোন এক্তিয়ার নেই।"

পঞ্চম জাতীয় সংসদের গঠিত একটি বিশেষ কমিটিতে রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্যদের পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত ৫টি বিল একই সাথে প্রেরিত হয় এবং ঐ বিলগুলো সম্পর্কে একটি রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোতে প্রতিটি বিল সম্পর্কে স্বতন্ত্র রিপোর্ট উপস্থাপনের রীতির কথা বলা হয়েছে কিন্তু বিশেষ কমিটির ক্ষেত্রে এই রীতি প্রযোজ্য নয়।

১। জাতীয় সংসদের বিতর্ক ঃ সরকারী প্রতিবেদন, ২৩ জুলাই, ১৯৯৬।

২। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুলাই তারিখের বৈঠকে সংসদ -নেতা এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতীত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত বিশেষ কমিটিগুলো কর্তৃক সংসদে প্রদত্ত রিপোর্টের সংখ্যা খুবই সীমিত। পঞ্চম জাতীয় সংসদের একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিরোধীদলীয় একজন সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগসমূহ যাচাইয়ের জন্য গঠিত বিশেষ কমিটি একটি প্রাথমিক এবং একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এ কমিটির টার্মস অব রেফারেন্স নির্ধারণের দায়িত্ব ঐ কমিটির উপর ন্যস্ত ছিল। এ বিশেষ কমিটির প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয় যে, কমিটি ১২টি বৈঠকে মিলিত হয়ে টার্মস অব রেফারেন্স প্রণয়ন করতে পারেনি এবং টার্মস অব রেফারেন্স সম্পর্কে বিশেষ কমিটিতে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। চূড়ান্ত রিপোর্টে বলা হয় যে, বিশেষ কমিটি ১৫টি বৈঠকে মিলিত হয়েও টার্মস অব রেফারেন্স চূড়ান্ত করতে সক্ষম হন নি, তবে এই রিপোর্টের সাথে বিশেষ কমিটির পনেরটি বৈঠকের প্রত্যেকটিতে অনুষ্ঠিত আলোচনার হুবহু কার্যবাহ রিপোর্টের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

VI. অন্যান্য কমিটি

চট্টগ্রাম জেলা কারাগারে একটি মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত করার লক্ষ্যে ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ তারিখে কার্যপ্রণালী বিধির ১৮৭ বিধিতে উল্লিখিত ২ বিধির (১) (গ) উপবিধিতে প্রদত্ত সংসদের ক্ষমতাবলে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিটি সংসদে রিপোর্ট পেশ করে। উল্লেখ্য যে, এ বিধির ক্ষমতাবলে এ পর্যন্ত অন্য কোনো কমিটি গঠিত হয়নি।

VII. সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ঃ

কিভাবে সংসদীয় কমিটি গঠিত হবে ঃ

গঠনগত দিকে দিয়ে ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিটি ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কমন্স সভার বিভিন্ন কমিটি, নির্বাচন কমিটি (Committee of Selection) দ্বারা মনোনীত হয় কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিটি গঠনের কাজ করে জনপ্রতিনিধি সভা ও সিনেট বিভিন্ন দলের সংস্থা (Party caucuses)।[১] এই সংস্থাগুলো প্রথমে একটি উচ্চতর কমিটি (Committee on Committees) মনোনয়ন করে এবং ঐ কমিটি বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য মনোনীত করে থাকেন। বাংলাদেশের সংবিধানে আইন সংক্রান্ত কাজের জন্য সংসদীয় কমিটিসমূহ গঠনের বিধান রয়েছে। সংবিধানের ৭৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারী হিসাব কমিটি, বিশেষ অধিকার কমিটি এবং সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।[২] বাংলাদেশের সংবিধানের কমিটি গঠন সম্পর্কিত বিধান গুলোকে অন্যান্য সাধারন বিধান বলা যায়। যেহেতু পৃথিবীর কোন দেশের কোন সংসদীয় কমিটির সাংবিধানিক মর্যদা লাভের দৃষ্টান্ত বিরল।

১। অরুন কুমার সেন, সুশীল কুমার সেন, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, শাসন ব্যবস্থা, দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়র্কস, ১৯৮৮, পৃঃ ৭১

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, (১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত)।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যপ্রনালী বিধি অনুযায়ী অধিকাংশ সংসদীয় কমিটি সংসদে গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা এবং অল্প কয়েকটি কমিটি স্পীকারের মনোনয়নে গঠিত হয়। সংসদীয় কমিটির গঠন, ক্ষমতা ও দায়িত্ব কিংবা কমিটি সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসরনীয় পদ্ধতি সংবিধান, কার্যপ্রনালী বিধি, সংসদীয় রীতি রেওয়াজ ও স্পীকারের রুলিং দ্বারা নির্ধারিত হয়। সংসদে গৃহীত কোন প্রস্তাবের অনুসারে কিংবা সংসদে প্রস্তাবিত ঐকমত্যের ভিত্তিতে স্পীকার যদি কোন কমিটি গঠন করেন তাহলে ঐ কমিটি সংসদের ক্ষমতা বলে গঠিত কমিটি বলে বিবেচিত হবে। সংসদ বা সংসদের পক্ষে কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী, স্পীকার ব্যতীত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ সংসদীয় কমিটি গঠন করতে পারেন না। শুধুমাত্র কিংবা আংশিকভাবে সংসদ সদস্য নিয়ে সরকার যদি কোন কমিটি গঠন করে তাহলে ঐ কমিটিকে সংসদীয় কমিটি বলে অভিহিত করা যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে সরকার কর্তৃক গঠিত নয়-সদস্য বিশিষ্ট কমিটির আহবায়ক ও সদস্যগণের প্রত্যেকেই সংসদ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ঐ কমিটি সংসদীয় কমিটি হিসেবে পরিগণিত হতে পারেনি, কেননা ঐ কমিটি সংসদ কর্তৃক বা সংসদের ক্ষমতা বলে গঠিত ছিলনা। তবে ঐ কমিটি একটি সংসদীয় কমিটি ছিল কিনা তা নিয়ে ঐ সময়ে একটি ক্ষনস্থায়ী বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। এরূপ বিভ্রান্তি আমাদের দেশেই প্রথম হয়েছে তা নয়। বৃটিশ হাউজ অফ কমন্সে সৃষ্ট অনুরূপ একটি বিভ্রান্তি নিরসনে স্পীকারকে একটি রুলিং দিতে হয়েছিল।[১] স্পীকার Clifton Brown যে রুলিংটি দিয়েছিলেন তা Eric Taylor তার The House of Commons at work শীর্ষক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। রুলিংটির একটি অংশ নিচে দেয়া গেল, "The title parliamentary committee' has a technical meaning and can be properly used only by a body appointed by one or both of the houses of parliament. Its use by bodies not so appointed is, as the hon. Member says, apt to mislead the public by suggesting that the body has an authority and power which it does not in fact possess. It ought not to be impossible to find some other term to designate bodies, entirely or partly composed of members of parliament but not appointed by parliament, which would sufficiently indicate connection with parliament without giving rise to misconception"[২]

সংসদ-নেতার প্রস্তাবক্রমে কিংবা তাঁর পক্ষে অন্য কোনো সংসদীয় নেতার প্রস্তাবক্রমে সংসদীয় কমিটিগুলো গঠিত হয়। সংসদ নেতা নিজে কিংবা তাঁর পক্ষে কোনো সংসদীয় নেতা কমিটি গঠন সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন বলে প্রস্তাবটির কোনো বিরোধিতা করা হয় না।

১। খন্দকার আবদুল হক মিয়া, সংসদীয় রীতি ও পদ্ধতি, জুন ২০০১, পৃঃ ৩৭৪

২। Eric Taylor : The Hous of Commons at Work, Penguin Books Ltd., 1961, P. 167

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে, সংসদীয় কমিটি গঠন/পুনর্গঠন সম্পর্কিত সব প্রস্তাব সংসদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কোনো কমিটির গঠন সম্পর্কে কোনো দল, গ্রুপ বা ব্যাক্তির কোনো আপত্তি বা ভিন্নমত থাকলে সাধারণত সংসদের চীফ হুইপ এবং বিরোধীদলীয় চীফ হুইপ অনানুষ্ঠানিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে তা নিস্পত্তি করেন এবং প্রয়োজন হলে পরে কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, সপ্তম জাতীয় সংসদে সংসদ-নেতার প্রস্তাবক্রমে গঠিত একটি বিশেষ কমিটি সম্পর্কে প্রধান বিরোধী দলের ভিন্নমত থাকা সত্বেও ঐ কমিটি গঠন সম্পর্কিত প্রস্তাবটি ভোটে দেয়া হলে বিরোধীদল নীরব সম্মতি জ্ঞাপন করে।

কারা সংসদীয় কমিটির সদস্য হবেন ঃ এমন কোন ব্যক্তি সংসদীয় কমিটিতে সদস্য হতে পারেন না যিনি সংসদ সদস্য নয় এবং এক্ষেত্রে সাংবিধানিক বাধা নিষেধ রয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সদস্য নিয়ে সংসদীয় কমিটিগুলো গঠিত হবে। এই বিধানের জন্য সংসদ সদস্য নয় এমন কোন মন্ত্রী ও সংসদীয় কমিটির সদস্য হতে পারেন না এবং কার্যপ্রণালী বিধিতে প্রদত্ত 'কমিটি' শব্দটির সংজ্ঞায় সাব-কমিটি ও অন্তর্ভূক্ত থাকায় সংসদ সদস্য নয় এমন কোন ব্যক্তি কোন সংসদীয় সাব-কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।[১]

সংসদীয় কমিটিতে সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে দু'টি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, কোনো সদস্যের ব্যক্তিগত, আর্থিক বা প্রত্যক্ষ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচিত হতে পারে এমন কোন কমিটিতে ঐ সদস্য নিযুক্ত হতে পারেন না। দ্বিতীয়ত কোন কমিটিতে কাজ করতে অনিচ্ছুক কোন সদস্যকে ঐ কমিটিতে নিয়োগ করা যায় না।[২] প্রস্তাবককে অবশ্যই জেনে নিতে হয় যে, তিনি যে সদস্যদের নাম প্রস্তাব করবেন সে সদস্য সংশ্লিষ্ট কমিটিতে দায়িত্ব পালনে সম্মত রয়েছেন।[৩] এ দুটি বিধানের ফলে কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সংসদের চীফ হুইপকে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হয়। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সাথে তাঁর পরিচিতি প্রত্যেক কমিটিতে সরকারী দলের সদস্য নির্বাচনে সহায়ক হয়। একই সাথে তিনি বিরোধীদলের চীফ হুইপের সাথে যোগাযোগ করে প্রত্যেক কমিটিতে বিরোধীদলীয় সদস্যদের নাম সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁকে অন্যান্য সংসদীয় দল বা গ্রুপের হুইপের সাথেও যোগাযোগ করতে হয়। এভাবে একটি ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে প্রত্যেক কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হয়।

১। খন্দকার আব্দুল হক মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৫
২। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৮৮(২) বিধি।
৩। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৮৮(২) বিধি।

সংসদীয় কমিটির সভাপতি ঃ কোনো কমিটির গঠন সম্পর্কিত প্রতিটি প্রস্তাবে ঐ কমিটির সভাপতি হিসেবে একজন সদস্যের নাম অন্তর্ভূক্ত করা হয়। মনোনীত কমিটির ক্ষেত্রে স্পীকার একজন সদস্যকে সভাপতিরূপে মনোনীত করেন। কমিটি গঠনের সময় সংসদ কিংবা কোনো কমিটি মনোনয়নের সময় স্পীকার সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি মনোনয়ন না করে থাকলে কমিটির সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি নির্বাচন করেন।[১] কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী কার্য উপদেষ্টা কমিটি, কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং লাইব্রেরী কমিটির সভাপতি পদাধিকার বলে নিযুক্ত হন। কমিটির বৈঠকের দিন, সময় প্রভৃতি নির্ধারণের দায়িত্ব কমিটির সভাপতির উপর ন্যস্ত থাকায় এরূপ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোনো কমিটির সভাপতি মনোনীত না হয়ে থাকলে ঐ কমিটির প্রথম বৈঠক কিভাবে আহবান করা হবে। যে সব কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন সে সব কমিটির সভাপতির পদ শূন্য হলে কমিটির পরবর্তী বৈঠক আহবানের ক্ষেত্রে একই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। সভাপতির অনুপস্থিতিতে কমিটির বৈঠক আহবানের ক্ষেত্রে কার্যপ্রণালী বিধিতে সংসদ সচিবকে যে ক্ষমতা দেয়া রয়েছে পুর্বোল্লিখিত পরিস্থিতিতে ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি বৈঠক ডাকতে পারেন।[২] কিংবা স্পীকারকে প্রদত্ত অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগ করে কমিটির বৈঠক আহবান করা যেতে পারে।[৩]

সভাপতি যদি আর কমিটির সদস্য না থাকেন, কিংবা যদি তিনি কমিটির কোনো বৈঠকে অনুপস্থিতি থাকলে কিংবা অন্য কোনো কারণে তাঁর দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তাহলে কমিটি অপর কোনো সদস্যকে সংশ্লিষ্ট বৈঠকের সভাপতি নির্বাচন করেন।[৪] তবে কোনো কারণে কমিটির সভাপতি পদ শূন্য হলে সংসদের উত্থাপিত প্রস্তাবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কমিটিতে অন্য একজন সদস্যকে সভাপতি নিয়োগ করা হয়।

সংসদীয় কমিটি থেকে পদত্যাগ, অনুপস্থিতি প্রভৃতি ঃ স্পীকারকে সম্বোধন করে স্বহস্তে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে কোনো সদস্য কমিটির আসন থেকে পদত্যাগ করতে পারেন। কোনো কমিটি থেকে পদত্যাগ করা হলে, তা স্বাভাবিকভাবে কার্যকর হয়; অনুরূপ পদত্যাগ স্পীকার কর্তৃক গ্রহণের উপর নির্ভরশীল নয়। কোনো সদস্যের পদত্যাগ কোন তারিখ থেকে কার্যকর হবে, সে বিষয়ে কার্যপ্রণালী বিধিতি উল্লেখ নেই।

১। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯১(১) বিধি।
২। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯৭ বিধির শর্ত বিধি।
৩। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ৩১৬ বিধি।
৪। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯১(২) বিধি।

কোনো কমিটি থেকে কোনো সদস্যের পদত্যাগ কার্যকর হওয়া সম্পর্কে ভারতীয় লোকসভায় প্রযোজ্য রীতিটি কাউল ও শাকধার তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ঐ রীতি অনুযায়ী পদত্যাগপত্রে সদস্য কোনো নির্দ্দিষ্ট তারিখ থেকে পদত্যাগের কথা উল্লেখ করে থাকলে তাঁর পদত্যাগ ঐ তারিখ থেকে কিংবা কোনো তারিখ উল্লেখ না করে থাকলে পদত্যাগপত্রটি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে কিংবা পত্রটি তারিখবিহীন হলে পদত্যাগপত্রটি লোকসভার সচিবালয়ে প্রাপ্তির তারিখ থেকে কার্যকর হয়।[১] সংশ্লিষ্ট কমিটি অনুমতি না নিয়ে কোন সদস্য যদি পর পর দুই বা ততধিক বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে তাঁকে ঐ কমিটি থেকে পদচ্যুত করার জন্য সংসদে প্রস্তাব আনা যেতে পারে।[২]

সংসদীয় কমিটির বৈঠক, কোরাম, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ঃ কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত দিন ও ক্ষণে কমিটির বৈঠক আহবান করে সংসদ সচিবালয় থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে কমিটির বৈঠকের স্থান এবং আলোচ্যসূচীর উল্লেখ থাকে। বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ করা হয় এবং ঐ বৈঠকে কোনো কর্মকর্তার উপস্থিতি প্রয়োজনীয় মনে করা হলে ঐ কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণকে বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য ঐ বিজ্ঞপ্তিতে বা স্বতন্ত্রভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। সংসদীয় কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য আহুত কোনো সরকারী কর্মকর্তা বা আধা-সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কোনো কর্মকর্তা কমিটির সভাপতির পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত সংশ্লিষ্ট বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে সংশ্লিষ্ট কমিটি বা তার সভাপতি অনুরূপ অনুপস্থিতিতে কমিটির বিশেষ অধিকার ক্ষুন্ন হয় বলে সংসদের প্রশ্ন তুলতে পারেন।

প্রত্যেক সংসদীয় কমিটির মোট সদস্য-সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের যতদূর কাছাকাছি হয় এমন সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিকে কার্যপ্রণালী-বিধিতে ঐ বৈঠকের কোরাম বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৩] জাতীয় সংসদের অধিকাংশ কমিটি ১০ সদস্য বিশিষ্ট। এরূপ কমিটির সদস্য-সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের সবচেয়ে কাছাকাছি সংখ্যা ৩ হওয়ায় তিনজন সদস্যের উপস্থিতিকে বৈঠকের কোরাম বলে গণ্য করা হয়। তবে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কোনো কোনো কমিটির সভাপতি ৪ জন সদস্যের উপস্থিতিকে কমিটির বৈঠকের কোরামবলে গণ্য করেছেন। কোনো কমিটির বৈঠকে কোরাম না হলে বা বৈঠক চলাকালে কোরাম অব্যাহত না থাকলে পুনরায় কোরাম না হওয়া পর্যন্ত সভাপতি বৈঠক স্থগিত করেন কিংবা পরবর্তি কোন দিন পর্যন্ত বৈঠক মুলতবী করেন।[৪]

১। Kaul and Shakdher : Practice and Procedure of Parliament, 4th ed. P 666
২। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯৩ বিধি।
৩। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯২(১) বিধি।
৪। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯২(২) বিধি।

Dhaka University Institutional Repository

কোরামের অভাবে কোনো কমিটির উপর্যুপরি দু'টি বৈঠক অনুরূপভাবে মূলতবী করা হলে বিষয়টি সংসদের গোচরে আনার দায়িত্ব কমিটির সভাপতি উপর ন্যস্ত রয়েছে।[১] । কোনো কমিটি বৈঠকের সাক্ষ্যগ্রহণ পর্বে কোরাম সম্পর্কে ভারতীয় লোকসভার রীতিটি কাউল ও শাকধার নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করেছেন-

"A convention has been established whereby a quorum of one-third of the total number of members of the committee is not insisted upon at the sittings of the committee when witnesses are examined, since no decisions are taten at such meetings."[২]

উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম-সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে সভাপতি বা সভাপতি হিসাব দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি একটি দ্বিতীয় নির্ণায়ক ভোট দিয়ে কমিটির সিদ্ধান্তে অচলাবস্থা নিরসন করতে পারেন। [৩]

সংসদীয় কমিটি বৈঠকের স্থান ঃ সংসদীয় কমিটি বা সাব-কমিটির বৈঠক সংসদের সীমার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।[৪] কোনো কোনো কারণে কমিটির বৈঠক সংসদের সীমার বাইরে অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে বিষয়টি একটি প্রস্তাবের আকারে স্পীকারের কাছে পেশ করা হয়। এ বিষয়ে জাতীয় সংসদের বিধি-বিধানের সাথে ভারতীয় লোকসভায় অনুসৃত রীতির খুবই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কাউল ও শাকধার বলেছেন-

"A sitting of a parliamentary committee or a subcommittee, whether formal or informal, is invariably held within the precincts of the Parliament House. If for any reason, It becomes necessary to hold a sitting of a committee or a subcommittee outside the Parliament House, the matter is referred to the Speaker whose decision is final. The present practice is that sittings of parliamentary committees outside the Parliament House are not allowed."[৫]

১। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯২(৩) বিধি।
২। Kaul and Shakdher : Practice and Procedure of Parliament, 4th ed. P 672
৩। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯৫ বিধি।
৪। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২০০ বিধি।
৫। Kaul and Shakdher : Practice and Procedure of Parliament, 4th ed. P 670

Dhaka University Institutional Repository

কোনো সংসদীয় কমিটি কোনো স্থাপনা পরিদর্শনে বা অন্য কোনো কারণে সংসদ-ভবনের বাইরে অবস্থানরত থাকা কালে অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় মিলিত হতে পারেন। কিন্তু ঐরূপ আলোচনায় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। কেবল যথাযথভাবে আহুত বৈঠকেই সংসদীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। সংসদের অধিবেশনকালে সাধারণত অনুরূপ কোনো পরিদর্শনের জন্য সংসদ-ভবনের বাইরে কোথায়ও যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয় না।

সংসদীয় কমিটি বৈঠকের কার্যক্রম ঃ সংসদীয় কমিটির বৈঠক একান্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।[১] কমিটির কাজ শুরু হওয়ার পর কমিটির সদস্য এবং সংসদ সচিবালয়ের অফিসারবৃন্দ ব্যতীত অন্য সকলকে সভাস্থল ত্যাগ করতে হয়।[২]

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি এবং প্রাসঙ্গিক রীতি-রেওয়াজ পর্যালোচনা করে সংসদীয় কমিটি-বৈঠকের কার্যক্রমকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১) শুনানী গ্রহণ;
২) সাক্ষ্য গ্রহণ; এবং
৩) কমিটিতে বিবেচ্য কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে কমিটিতে আলোচনা অনুষ্ঠান।

প্রায় সব কমিটি-বৈঠকের কার্যক্রম এখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। শুনানী ও সাক্ষ্য গ্রহণের দৃষ্টান্ত খুবই সীমিত। সংসদীয় কমিটিতে বিবেচনাধীন কোনো বিষয় সম্পর্কে শুনানী গ্রহণ বা Public hearing অনুষ্ঠান বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী সংসদগুলোর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিণত হয়েছে। বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটিতে বিবেচনাধীন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বা ঐ বিষয়ে প্রস্তাবিত কোনো ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন এমন কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের কোনো প্রতিনিধির শুনানী গ্রহণের জন্য জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে বিধান রয়েছে।[৩] এ বিধানটি শুধুমাত্র বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা দায়িত্ব-প্রাপ্ত অন্য কোনো কমিটি কর্তৃক তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় দেখা যায় না।

১। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯৯ বিধি।
২। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২০১ বিধি।
৩। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২২৭ বিধি।

Dhaka University Institutional Repository

VIII. কমিটি ব্যবস্থার আকৃতিগত দিক

সংবিধান ও কার্যপ্রণালী-বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আমাদের সংসদয় কমিটি-ব্যবস্থায় বর্তমানে ৪৬টি কমিটি রয়েছে। প্রত্যেকটি কমিটি এক বা একাধিক সাব-কমিটি গঠনের ক্ষমতাসম্পন্ন। এত অধিক সংখ্যক কমিটি নিয়ে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার অস্তিত্ব অন্য কোন সংসদীয় আইন সভায় রয়েছে বলে জানা যায় না। ভারতীয় লোকসভায় কমিটির সংখ্যা ৩৩, তন্মধ্যে ১৮টিই হচ্ছে যুগ্ম-কমিটির; লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্য নিয়ে গঠিত। ব্রিটিশ হাউজ অব কমন্সে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সংখ্যা ১৪।

আমাদের কমিটি ব্যবস্থা ৪৬টি সংসদীয় কমিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এখন পর্যন্ত ৪৭টি সাব কমিটি গঠিত হয়েছে বলে জানা যায়। অল্প কয়েকটি সাব-কমিটি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে। সাব-কমিটিগুলো প্রায় মূল কমিটির সমমর্যাদাসম্পন্ন। ফলে জাতীয় সংসদের কমিটি-ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে ৯৩টি কমিটি/সাব-কমিটি নিয়ে গঠিত। ১৯৭৪ সালে যখন কার্যপ্রণালী বিধি রচিত ও প্রবর্তিত হয় তখন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সংখ্যা ছিল মাত্র ১১।

IX. সংসদীয় কমিটির মেয়াদ ঃ

বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি এবং কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত বিশেষ কমিটি ব্যতীত জাতীয় সংসদের অপর সব কমিটির মেয়াদ কমিটি গঠনের দিন থেকে সংসদ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।[১] তবে সংসদ যে কোনো সময় আংশিক বা সার্বিকভাবে কমিটি পুনর্গঠন করতে পারেন।[২] মন্ত্রী পদে নিয়োগ বা উপ-নির্বাচন প্রভৃতি কারণে সারাধনত ঃ কোনো কমিটি আংশিক ভাগে পুনর্গঠন করা হয়। কোনো বিশেষ কারণে সংসদ কোনো কমিটি সার্বিক পুনর্গঠন করতে পারেন।

স্পীকারের মনোনয়নে গঠিত চারটি সংসদীয় কমিটি স্পীকার দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদ বা নুতন কমিটি মনোনীত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।[৩] অনুরূপ মনোনীত কমিটির সভাপতিও স্পীকার মনোনয়ন করেন।[৪]

১। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৮৯(১) বিধি।
২। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৮৯(১) বিধির শর্ত বিধি।
৩। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৮৯(২) বিধি।
৪। সপ্তম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত স্পীকারের মনোনীত কমিটিসমূহ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি দ্রষ্টব্য।

এখন পর্যন্ত কোনো সংসদে স্পীকার তাঁর মনোনীত কোনো কমিটির মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেননি বা তাঁর মনোনীত কোনো কমিটির পরিবর্তে নুতন কমিটি মনোনীত করন নি। কমিটি মনোনয়নের ক্ষেত্রে স্পীকার সাধারণত ঃ সরকার ও বিরোধীদলের সাথে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করেন।

জাতীয় সংসদে কমিটির মেয়াদ দীর্ঘ হওয়ায় কমিটি স্বীয় দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট সময় পেয়ে থাকে। কমিটির সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট কমিটি সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য লাভ করতে পারেন এবং সরকারী নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

X. সংসদীয় কমিটির দায়িত্ব ও দক্ষতা ঃ

কিছুদিন আগেও ব্রিটিশ হাউজ অব কমন্সের কোনো কোনো কমিটির কাজকে Watchdog function বলে অভিহিত করা হতো। যেহেতু এই সব কমিটিতে উচ্চবাচ্য খুব বেশী হতো। সংসদের নিকট সরকারের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটিগুলোর একটি দায়িত্ব হিসেবে 'Oversight function' কথাটি বেশ ব্যবহৃত হচ্ছে। 'Oversight function' কথাটির একটি সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ বের করার পূর্বে পর্যন্ত 'খবরদারী' বা তদারকি শব্দগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

সংসদীয় কমিটির কোনো নির্বাহী ক্ষমতা ভোগ করে না। যেহেতু আমাদের সংবিধান প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁর কর্তৃত্বে প্রযুক্ত হওয়ায় বিধান করেছে। কাজেই এই কথা বলা যায় সংসদীয় কমিটি কোন নির্বাহী ক্ষমতা ভোগ করে না। তবে এ কথা, বৃটেনসহ সব সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সংসদীয় কমিটি নির্বাহী ক্ষমতা ভোগ না করলেও নির্বাহের বিভাগের আওতাধীন কোনো বিষয়ে সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে নিবৃত্ত করার জন্য কোন বিধান করা হয় নি। বরং সংবিধান ও কার্যপ্রণালী বিধি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি উপর অনুরূপ দায়িত্ব দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে কার্যপ্রণালী বিধিতে বলা হয়েছে-

'২৪৮। .. স্থায়ী কমিটির কাজ হইবে সংসদ কর্তৃক উক্ত কমিটিতে প্রেরিত যে কোন বিল বা বিষয় পরীক্ষা করা, উক্ত কমিটির আওতাধীন মন্ত্রণালয়ের কার্যবলী পর্যালোচনা করা, মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা এবং কমিটি যথোপযুক্ত মনে করলে উক্ত কমিটির আওতাধীন যে কোন বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করা ও সুপারিশ প্রদান করা।' এই বিধানটির একটি সাংবিধানিক সমর্থনও রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদের ২ দফার বিধানগুলো দেখা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদের মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলো আইনের বলবৎকরণ এবং মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করতে পারে এবং কমিটির আওতাধীন অন্য কোন বিষয় পরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ প্রদান করতে পারে। এদিক থেকে বলা যায়, ভারতের লোকসভার DRSC-র তুলনায় জাতীয় সংসদের ঐ কমিটিগুলো অনেক বেশী দায়িত্ব ও ক্ষমতা ভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলো সর্বাধিক ক্ষমতা ভোগ করে থাকে।

জাতীয় সংসদের কমিটিগুলোর রেকর্ড, কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডেকে পাঠবার ক্ষমতা কার্যপ্রণালী বিধির ২০৩ বিধিতে প্রদান করা হয়েছে। তবে কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য কিংবা কোন ব্যক্তির কাছে চাওয়া দলিল কমিটির কাজে প্রয়োজনীয় কিনা এরকম প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ রয়েছে। এধরণের প্রশ্ন উত্থাপিত হলে বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা মাননীয় স্পীকারের নিকট অর্পিত হয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে এ কারণে সরকারের কোনো দলিল কমিটির নিকট পেশ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন। কমিটি আহুত সাক্ষীকে শপথ দান করতে পারেন এবং কমিটিতে প্রদত্ত কোন সাক্ষ্য বা তার সারাংশ সংসদে পেশ করতে পারেন। কমিটির কোনো সদস্য বা অন্য ব্যক্তি সংসদে পেশ না হওয়া পর্যন্ত কমিটিতে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রকাশ করতে পারেন না।

XI. সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট

সংসদীয় কমিটি কর্তৃক সংসদে রিপোর্ট পেশ করা সম্পর্কে কার্যপ্রণালী-বিধিতে বিধান করা হয়েছে । যে সব ক্ষেত্রে কমিটি কর্তৃক রিপোর্ট পেশের সময়-সীমা সংসদ নির্দ্ধারণ করেননি সে সব ক্ষেত্রে কমিটির নিকট বিষয়টি প্রেরণের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। কমিটির রিপোর্ট প্রাথমিক বা চূড়ান্ত হতে পারে। কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি কমিটির রিপোর্টে স্বাক্ষর করেন। সভাপতি অনুপস্থিত থাকলে কমিটির পক্ষ থেকে অন্য কোনো সদস্য রিপোর্ট স্বাক্ষরের জন্য নির্বাচিত হতে পারেন।

সংসদীয় কমিটিগুলোতে রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়; কিন্তু অধিকাংশ রিপোর্টই সংসদে বিবেচিত হয় না। কার্যপ্রণালী বিধিতে বিশেষ অধিকার কমিটি এবং কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটির রিপোর্টটি কিভাবে বিবেচিত হবে সে বিষয়ের আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত কার্যপ্রণালী বিধির বিধানসমূহে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

যেসব সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট সংসদে বিবেচিত হয় না সেগুলোর মধ্যে সরকারী হিসাব কমিটি, সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি, অনুমিত হিবাস সম্পর্কিত কমিটিগুলো অন্তর্ভূক্ত। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত কার্য-উপদেষ্টা কমিটি, সংসদ কমিটি ও লাইব্রেরী কমিটির সংসদে রিপোর্ট পেশ করার প্রয়োজনীয়তা কার্যপ্রণালী বিধিতে দেখা যায় না।

সংসদীয় কমিটির যে সব রিপোর্ট সংসদে উত্থাপিত হয় অথচ সংসদে বিবেচিত হয় না, সে সব রিপোর্টি সম্পর্কে একটি অলিখিত রেওয়াজ রয়েছে। এই রেওয়াজটি হচ্ছে যে, কোন কমিটির রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হওয়া অর্থ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টটি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলো। সরকারী হিসাব কমিটির রিপোর্ট এই অলিখিত বিধির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সরকারী হিসাব নিরীক্ষার ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তিগুলোর মধ্যে কর্মকর্তা পর্যায়ে অমীমাংসিত আপত্তিগুলো কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের রিপোর্টের মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপিত হয়। সরকারী হিসাব কমিটি ঐ সব আপত্তির উপর চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদান করে এবং সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংসদে রিপোর্ট পেশ করে। সরকারী হিসাব কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। যদি কোন কারণে কোনো মন্ত্রণালয় রিপোর্ট বাস্তবায়নে অপারগ হয় তাহলে ঐ অপারগতার বিষয় সরকারী হিসাব কমিটির নিকট ব্যাখ্যা প্রদান করতে হয়।

XII. সংসদীয় কমিটিতে ঐক্যমত্য

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর কার্যক্রমে একটি আনন্দদায়ক বিষয় লক্ষ্য করা যায়। সরকারী কর্মকান্ডের খবরদারি (Oversee) করার ক্ষেত্রে স্থায়ী কমিটিগুলোর বৈঠকের সকল সুপারিশ প্রধানতঃ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না হলেও ঐ সব ক্ষেত্রে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে দেখা যায়। সংসদীয় কমিটিগুলোর কার্যবিবরণী এ বক্তব্যের পক্ষে প্রমান বহন করে।

এক্ষেত্রে বলা যায় যে, বিল বিবেচনার ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটিতে মতানৈক্যের ঘটনা বিরল নয়। এজন্য উপরের বক্তব্যটি শুধু মাত্র (Oversee) বা খবরদারি সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে সীমিত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির গঠন ঃ

বাংলাদেশ সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে জনাব স্পীকার কার্যপ্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুযায়ী ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্য উপদেষ্টা কমিটি, ২৪০ বিধি অনুযায়ী ১০ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; ২৪৯ বিধি অনুযায়ী ১২ সদস্য বিশিষ্ট সংসদ কমিটি; কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৪ বিধি অনযায়ী ১২ সদস্য কার্যপ্রণলী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠণ করেন।

প্রধান হুইপের প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২২২ বিধি অনুযায়ী ১০ সদস্য বিশিষ্ট বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে সংসদে উত্থাপিত বিলসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কার্যপ্রণালী, বিধির ২৬৬ বিধি অনুযায়ী ১৫ সদস্য বিশিষ্ট রিপোর্ট প্রদানের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। [১]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনকালে মাননীয় স্পীকার কার্যপ্রণালী বিধির ১৩১ বিধি অনুযায়ী ১০ সদস্য বিশিষ্ট পিটিশন কমিটি গঠন করেন। এবং কার্যপ্রণালী বিধির ২৫৭ বিধি অনুযায়ী ১০ সদস্য বিশিষ্ট লাইব্রেরী কমিটি মনোনীত করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে প্রধান হুইপের প্রস্তাবক্রমে যথাক্রমে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১০ সদস্য বিশিষ্ট অনুমতি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি, ১০ সদস্য বিশিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং ৮ সদস্য বিশিষ্ট সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়।[২]

সপ্তম জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনকালে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৮৭ বিধির (২) উপবিধির (১) এর (গ) বিধি অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদনেতার অনুমতিক্রমে তার পক্ষে প্রধান হুইপের প্রস্তাবক্রমে সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়। [৩]

প্রধান হুইপ জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৯ বিধি অনুযায়ী গঠিত সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি'র ২টি শূন্য পদে টাঙ্গাইল-২ হইতে নির্বাচিত সদস্য খন্দকার আসাদুজ্জামান ও জামালপুর-১ হতে নির্বাচিত সদস্য জনাব আবুল কালাম আজাদকে নিয়োগ করা হয়।

১। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম (১৪ জুলাই ১৯৯৬ হতে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

২। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সপ্তম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় (১ নভেম্বর ১৯৯৬ হতে ২০ নভেম্বর ১৯৯৬) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

৩। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন পরিশিষ্ট 'ঘ' কমিটি সংক্রান্ত ঃ স্বাধীনতা উত্তর কালে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (১৮)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান হুইপ জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ১৮৭ বিধির (২) উপ-বিধির (১) এর (গ) বিধি অনুযায়ী গঠিত ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির পুনর্গঠন করা হয়। [১]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশন কালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তার পক্ষে প্রধান হুইপ এর প্রস্তাব অনুযায়ী যথাক্রমে ৭ সদস্য বিশিষ্ট মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ৬ সদস্য বিশিষ্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ৭ সদস্য বিশিষ্ট কৃষি মন্ত্রণাল সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, এবং ৭ সদস্য বিশিষ্ট পার্ট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ৭ সদস্য বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ৭ সদস্য বিশিষ্ট্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ৬ সদস্য বিশিষ্ট পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ৭ সদস্য বিশিষ্ট আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ৭ সদস্য বিশিষ্ট নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ৭ সদস্য বিশিষ্ট খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ৭ সদস্য বিশিষ্ট অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ৭ সদস্য বিশিষ্ট তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ৬ সদস্য বিশিষ্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। [২]

সপ্তম জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশন কালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৮ বিধি অনুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে প্রধান হুইপ জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এর প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট নিম্নের কমিটিগুলো পুনর্গঠন করা হয় যেমন- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,

---

১। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সপ্তম জাতীয় সংসদের তৃতীয় (১৫ জানুয়ারী ১৯৯৭ হতে ১৩ মার্চ ১৯৯৭) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

২। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সপ্তম জাতীয় সংসদের সপ্তম (২ নভেম্বর ১৯৯৭ হতে ১৬ নভেম্বর ১৯৯৭) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে প্রধান হুইপ জনাব আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এর প্রস্তাব কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৮ বিধি অনুযায়ী ১০ সদস্য বিশিষ্ট নিম্নের কমিটি সমূহ গঠন করা হয় ঃ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, গৃহয়ান ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।[১]

সপ্তম জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশন কালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৩১ ও ২৫৭ বিধি অনুসারে গঠিত ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি যথাক্রমে পিটিশন কমিটি ও লাইব্রেরী কমিটি মাননীয় স্পীকার কর্তৃক পুনর্গঠন করা হয়।

কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত কমিটিসমূহ যথাক্রমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পুনর্গঠন করা হয়।[২]

সপ্তম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশন কালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৮ বিধি অনুসারে গঠিত কমিটিসমূহ যথাঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, গৃহয়ান ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,

---

১। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সপ্তম জাতীয় সংসদের অষ্টম (১৪ জানুয়ারী ১৯৯৮ হতে ১৩ মে ১৯৯৮) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

২। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সপ্তম জাতীয় সংসদের নবম (১০ জুন ১৯৯৮ হতে ৯ জুলাই ১৯৯৮) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় কমিটির ভূমিকা ও কার্যকারিতা ঃ

সপ্তম জাতীয় সংসদের গঠিত কমিটি সমূহের গঠন, ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা গেলঃ

১। কার্য-উপদেষ্টা কমিটি ঃ

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে স্পীকার ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্য-উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন। স্পীকার এর সভাপতি ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা এই কমিটির সদস্য ছিলেন। সপ্তম পার্লামেন্টে কার্য-উপদেষ্টা কমিটির ৩৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু এই কমিটি কোন প্রতিবেদন সংসদে পেশ করেনি।

সপ্তম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ এ কমিটি সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। অন্যান্য দল বা গ্রুপের প্রত্যেকটি থেকে যতদূর সম্ভব একজন সদস্য মনোনয়ন করা হয়। সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্য-উপদেষ্টা কমিটি উপর্যুক্ত ১৩ জনের মধ্যে সরকারী দলের ৭ জন, প্রধান বিরোধীদলের ৪ জন এবং অপর দু'টি দল/গ্রুপের প্রত্যেকটির ১ জন সদস্য মনোনীত হন। কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে অলোচনার জন্য নির্ধারিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা ঐ বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞ সংসদ-সদস্যকে বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয়।

এ কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত থাকায় সংসদ-সদস্যবৃন্ধ কার্য-উপদেষ্টা কমিটিতে নিজ-নিজ দলীয় সদস্যগণের মাধ্যমে কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। তবে কমিটির বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ কমিটির বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সংসদ-সদস্য ব্যতীত অন্য কারো কাছে প্রকাশ করেনা। প্রয়োজন অনুসারে স্পীকার কার্য-উপদেষ্টা কমিটির কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংসদকে অবিহিত করেন। বিল ও অন্যান্য কাজ সম্পর্কে কার্য-উপদেষ্টা কমিটি যে সময়সূচী তৈরী করেন তা বুলেটিনে প্রকাশের বিধান রয়েছে। সপ্তম জাতীয় সংসদের চতুর্থ বছর থেকে এই বিধানটি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।[১]

১। সপ্তম জাতীয় সংসদের উনিশতম অধিবেশনের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক সম্পর্কিত তথ্য প্রথমবারের মত বুলেটিনে প্রকাশ করা হয়। সাপ্তাহিক বুলেটিন ৭/২০০০ (২১-২৭), পৃষ্ঠা ৪-৫ দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

২। বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪০ বিধি অনুযায়ী স্পীকার জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ১০ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি মনোনীত করেন। স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এ কমিটির সভাপতি ছিলেন। এই কমিটির মাত্র ১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই কমিটি কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপন করতে সক্ষম হয়নি।

বিশেষ অধিকার কমিটি অনধিক দশ জন সদস্য নিয়ে গঠিত[১] সংসদে উত্থাপিত একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে বিশেষ অধিকার কমিটি নিয়োজিত হয়। স্পীকারের সভাপতিত্বে এই কমিটি গঠিত হওয়ার এবং প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলের নেতাকে এই কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করার রীতি প্রবর্তিত রয়েছে।[২] পঞ্চম জাতীয় সংসদে অন্যান্যদের মধ্যে সংসদ সদস্য ছিলেন। সপ্তম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটিতেও এই তিনজনকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে; তা ছাড়া বিরোধীদলের চীফ হুইপকেও সদস্য হিসেবে এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যতদূর সম্ভব প্রত্যেক সংসদীয় দল বা গ্রুপ থেকে কমপক্ষে একজন সদস্য এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৩। সংসদ কমিটি ঃ

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৯ বিধি অনুযায়ী স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ১২ সদস্য বিশিষ্ট সংসদ কমিটি মনোনীত করেন। স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এ কমিটির সভাপতি ছিলেন। কমিটির ৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু এই কমিটি কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপন করতে সক্ষম হয়নি।

সভাপতিসহ অনধিক ১২-সদস্য বিশিষ্ট সংসদ কমিটি স্পীকারের মনোনয়নে গঠিত হয়।[৩] পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদে সভাপতিসহ ৭ জন সরকারদলীয় সদস্য এবং ৫জন বিরোধীদলীয় সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। পঞ্চম সংসদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সপ্তম সংসদে সংসদের চীফ হুইপ সংসদ কমিটির সভাপতি মনোনীত হন।

১। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪০ বিধি।

২। জাতীয় সংসদের সচিবালয় বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৩(১)/৯৯১-কমিটি-২ /৬ তারিখ ১৬ জুলাই ১৯৯১ এবং বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১(২) /৯৬ কমিটি-২/০ তারিখ ২৬ জুলাই ১৯৯৬ দ্রষ্টব্য।

৩। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৯ বিধি।

Dhaka University Institutional Repository

৪। কার্যপ্রণালী বিধি সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি ঃ

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৬৪ বিধি অনুযায়ী স্পীকার জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ১২ সদস্য বিশিষ্ট কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি মনোনীত করেন। স্পীকার জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। কমিটির ১৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই কমিটি ১টি মাত্র প্রতিবেদন সংসদে উথাপন করেন।

সভাপতিসহ ১২-সদস্যবিশিষ্ট কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সংসদ দ্বারা নিযুক্ত হন। স্পীকার পদাধিকারবলে এই কমিটির সভাপতি। পঞ্চম জাতীয় সংসদের স্পীকার ব্যতীত অপর ১১জন সদস্যের মধ্যে সরকারীদলের ৬ জন, প্রধান বিরোধীদলের ২ জন এবং অন্য তিনটি দল/গ্রুপের প্রত্যেকটি থেকে ১জন করে সদস্য নিয়ে এই কিমিটি গঠিত ছিল। সপ্তম জাতীয় সংসদের পূর্বোক্ত ১১ জন সদস্যের নিয়ে এই কমিটি গঠিত ছিল। সপ্তম জাতীয় সংসদে পূর্বোক্ত ১১জন সদস্যের মধ্যে সরকারী দলের ৬জন, প্রধান বিরোধীলদলের ৩ জন এবং অন্য দু'টি দল/গ্রুপের প্রত্যেকটি থেকে ১জন করে সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। এই উভয় সংসদে ডেপুটি স্পীকার, সংসদ উপনেতা এবং আইন মন্ত্রী এই কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।[১] সপ্তম জাতীয় সংসদের এই কমিটিতে প্রধান বিরোধীদলের সদস্যদের মধ্যে বিরোধীদলের উপনেতা ও বিরোধীদলের চীফ হুইপ সদস্য ছিলেন অন্যদিকে পঞ্চম জতীয় সংসদের কার্যপ্রাণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সংসদের প্রধান হুইপ সদস্য ছিলেন।

৫। বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি ঃ

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২২২ বিধি অনুযায়ী প্রধান হুইপের প্রস্তাবক্রমে সংসদ কর্তৃক ১০ সদস্য বিশিষ্ট বেসরকারী সদস্যদের বিল ও বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী কমিটির ৪৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এই কমিটি ৮টি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করে।

বেসরকারী সদস্যদের বিল ও বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি দশজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়। সংসদে গৃহীত প্রস্তাবের মাধ্যমে এই কমিটি নিযুক্ত হয়। পঞ্চম এবং সপ্তম জাতীয় সংসদে সভাপতিসহ সরকারী দলের ছ'জন সদস্য, প্রধান বিরোধীদলের দু'জন সদস্য এবং অন্য দু'টি গ্রুপের প্রত্যেকটির একজন করে সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়।

---

১ । জাতীয় সংসদের সচিবালয় বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১(২)/৯৬-কমিটি-২ /০১ তারিখ ২৬ জুলাই ১৯৯৬ এবং সংসদ-বিতর্ক ঃ ৮ জুলাই ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

৬। বিশেষ কমিটি ঃ

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন কালে কার্যপ্রণালী-বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে প্রাধানমন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে সংসদে উথাপিত বিলসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন এডভোকেট মোঃ রহমত আলী। কমিটির ৩৬ টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এই কমিটি ২৫টি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করেন।

সপ্তম জাতীয় সংসদে গঠিত একমাত্র বিশেষ কমিটিকে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কিত দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[১] সংসদ-নেতা সংসদের বৈঠকে এই মর্মে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন যে, সংসদের উত্থাপিত সব সরকারী বিল সংসদের বিবেচনার আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হবে।[২] কিন্তু তখন পর্যন্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি পদে মন্ত্রী নন এমন কোনো সংসদ-সদস্যকে নিয়োগ করার লক্ষ্যে কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধিত হতে পারেনি। সংশোধিত কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে সংসদে উথাপিত সব সরকারী বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ঐ বৈঠকে সংসদ-নেতার প্রস্তাবক্রমে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয় এবং ঐ দিনের বৈঠকে তিনটি বিল ও পরে আরো কয়েক দফায় বেশ কিছু সংখ্যক বিল ঐ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। বিশেষ কমিটিতে প্রেরিত প্রত্যেকটি বিল সম্পর্কে রিপোর্টদানের সময়সীমা সংসদ দ্বারা নির্ধারিত হতো। এই বিশেষ কমিটি গঠিত হওয়ার দিন থেকে কমিটির সর্বশেষ। রিপোর্ট উপস্থাপন পর্যন্ত দেড় বছরের কিছু বেশী সময়ে ৪৫টি বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মোট ২৫টি রিপোর্ট সংসদে পেশ করে । অন্য কোনো সংসদীয় কমিটি এত অধিক সংখ্যক রিপোর্ট উপস্থাপনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি । এই কমিটিতে The Code of Civil Procedure (Amndment) Bill, 1997 প্রেরণের পর এবং কমিটি কর্তৃক বিলটি সম্পর্কে সংসদে রিপোর্ট প্রদানের আগে সংসদ কর্তৃক কয়েকটি মন্ত্রণলায় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এসব কমিটির মধ্যে এই বিলটির সাথে সংশ্লিষ্ট আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, পূর্বোক্ত বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখন আর বিশেষ কমিটির আওতাভূক্ত নয়। এ বিষয়ে কমিটির বিংশতম রিপোর্ট বলা হয়-

---

১। জাতীয় সংসদের বিতর্ক ঃ সরকারী প্রতিবেদন, ২৩ জুলাই, ১৯৯৬।
২। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুলাই তারিখের বৈঠকে সংসদ-নেতা এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

"এই বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখন আর বিশেষ কমিটির আওতাভুক্ত নয়। এই কমিটির আরও মনে করে যে, যে সকল মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এখনও গঠিত হয়নি, সে সকল মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিলসমূহ পরীক্ষ-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কমিটির এক্তিয়ার পূর্বের ন্যায় এখনও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু যে সকল মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিলসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কমিটির আর কোন এক্তিয়ার নেই।"

৭। পিটিশন কমিটি ঃ

সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৩১ বিধি অনুযায়ী স্পীকার জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ১০ সদস্য বিশিষ্ট পিটিশন কমিটি গঠন করে। স্পীকার এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। কমিটির ১০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এই কমিটি সংসদের মাত্র ১টি প্রতিবেদন পেশ করেন।

পঞ্চম এবং সপ্তম জাতীয় সংসদে এই কমিটিতে ৪জন বিরোধীদলীয় সদস্য অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। সপ্তম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সংসদের উত্থাপিত কোনো বিল বা সংসদের অনিস্পন্ন কোনে বিষয় সম্পর্কে কোনো পিটিশন পেশ করা হয়েছে বলে জানা যায় নি। সপ্তম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত কোনো জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় সম্পর্কেই সংসদের পিটিশন পেশ করার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। সংসদের একটি অভ্যন্তরীন কমিটি হিসাবে আইন-প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ সরকারের জবাবদিহিতার অপর একটি সংসদীয় ফোরামে পরিণত হয়েছে। কার্যপ্রণালী-বিধি দ্বারা এ কমিটির উপর অর্পিত মূল দায়িত্বটির প্রতি লক্ষ্যে রেখে এ কমিটিকে সংসদের একটি অভ্যন্তরীন কমিটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮। লাইব্রেরী কমিটি ঃ

সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৫৭ বিধি অনুযায়ী ১০ সদস্য বিশিষ্ট লাইব্রেরী কমিটি মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মনোনীত করেন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মোঃ আঃ হামিদ, এ্যাডভোকেট, ডেপুটি স্পীকার। কমিটির ৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু এই কমিটি সংসদের কোন প্রতিবেদন পেশ করেনি।

ডেপুটি স্পীকার পদাধিকারবলে দশ-সদস্য বিশিষ্ট লাইব্রেরী কমিটির সভাপতি। কমিটির অন্যান্য নয়জন সদস্য স্পীকার কর্তৃক মনোনীত।[১] এ নয়জন সদস্যের মধ্যে পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদে সরকারী দল ও বিরোধী দল থেকে যথাক্রমে ৫ জন এবং ৪ জন সদস্য মনোনীত হন। বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্যে পঞ্চম ও সপ্তম সংসদে প্রধান বিরোধীদল যথাক্রমে ২ এবং ৩ জন সদস্য সদস্য ছিলেন।

১। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৫৭ বিধি।

Dhaka University Institutional Repository

৯। সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ

সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৩৪ বিধি অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তার পক্ষে প্রধান হুইপের প্রস্তাবক্রমে ১৫জন সদস্য বিশিষ্ট সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব এস এম আকরাম। কমিটির ১০৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু এই কমিটি মাত্র ৫টি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করেন।

সপ্তম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত দুটি (তৃতীয় ও ষষ্ঠ) সংসদে কোনো সংসদীয় কমিটি গঠিত হয় নি প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম জাতীয় সংসদে এ কমিটির সভাপতি সরকারী দল থেকে নিয়োজিত হন। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে গঠিত সরকারী হিসাব কমিটির সভাপতি প্রতিমন্ত্রী পদে নিয়োজিত হওয়ার পর একজন বিরোধীদলীয় সদস্যকে একজন সদস্য এই কমিটির সভাপতি ছিলেন।

১০। অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৩৬ বিধি অনুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তার পক্ষে প্রধান হুইপের প্রস্তাবক্রমে ১০জন সদস্য বিশিষ্ট অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব ডঃ মিজানুল হক। কমিটির ২৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু এই কমিটি কোন প্রতিবেদন সংসদে পেশ করতে সক্ষম হননি।

সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম আড়াই বছরে তিনটি রিপোর্ট উপস্থাপিত হয়েছে। সপ্তম জাতীয় সংসদে সরকারীদলীয় একজন সংসদ-সদস্যের সভাপতিত্বে ৬ জন সরকারদলীয় এবং ৪ জন বিরোধীদলীয় সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়।[১]

১১। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি ঃ

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৩৯ বিধি অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তার পক্ষে প্রধান হুইপের প্রস্তাবক্রমে ১০জন সদস্য বিশিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম হুইপ। কমিটির ২৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু এই কমিটি কোন প্রতিবেদন সংসদে পেশ করতে সক্ষম হয় নি।

১। জাতীয় সংসদ সচিবালয় বিজ্ঞপ্তি নম্বরে ৩(১)/১১ কমিটি-২/৪ তারিখ ১০ জুলাই ১৯৯১।

সভাপতিসহ অনুধিক দশজন সদস্য নিয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি গঠিত এবং এই কমিটি সংসদ দ্বারা নিযুক্ত। কোনো মন্ত্রীকে এই কমিটির সদস্য নিয়োগ করা যায় না। এই কমিটিতে নিযুক্ত হওয়ার পর কোনো সদস্য মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হলে অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ থেকে তিনি আর ঐ কমিটির সদস্য থাকনে না।[১] পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের এই কমিটিতে ৬জন সরকারদলীয় এবং ৪ জন বিরোধীদলীয় সদস্য ছিলেন। উভয় ক্ষেত্রে সরকারদলীয় একজন সদস্য কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন।[২]

১২। সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ

সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৫ বিধি অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তার পক্ষে প্রধান হুইপের প্রস্তাবক্রমে ৮জন সদস্য বিশিষ্ট সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন শেখ ফজলুল করিম সেলিম। কমিটির ৪৯টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু সংসদে ১টি মাত্র প্রতিবেদন পেশ করেন।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত এই কমিটির একটি রিপোর্ট বলা হয় যে, ঐ সংসদে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলোর সাথে জড়িত "৩১টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ১টি ব্যতিত সব কয়টি মন্ত্রণালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব, প্রধান প্রকৌশলী ও উপ-সচিবগণ উক্ত বৈঠকগুলিতে উপস্থিত হইয়া কমিটির সম্মুখে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের বর্তমান অগ্রগতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এসব (সাব-কমিটির) মাননীয় আহবায়ক ও সদস্যগণের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন।"

১। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৩৯ বিধি।

২। জাতীয় সংসদ সচিবালয় বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১(২)/৯৬-কমিটি-২ /৬৩ তারিখ ১৮ মার্চ ১৯৯৯ এবং বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৩(১)/৯১-কমিটি-২/৩ তারিখ ১০ জুলাই ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

সারণিঃ ৪.৮

৭ম জাতীয় সংসদের ১ম হইতে ২২ তম অধিবেশনসমূহে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ঃ

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়ের নাম	মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	মোট প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়িত	আংশিক বাস্তবায়িত	বাস্তবায়নধীন	বাস্তবায়ন হয় নাই	বৈঠকের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	১	-	০১	-	-	১	-	?	
২।	অর্থ মন্ত্রণালয়	৮	-	০৮	৩	-	৫	-	১	
৩।	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৪	-	২৪	৭	২	১৪	১	৩	
৪।	কৃষি মন্ত্রণালয়	২	-	০২	-	-	২	-	-	
৫।	খাদ্য মন্ত্রণালয়	১৩	-	১৩	৩	৪	৬	-	১	
৬।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	১৭৪	-	১৭৪	৫৩	১৫	৮৬	২০	২	
৭।	তথ্য মন্ত্রণালয়	২৮	-	২৮	১৩	২	৯	৪	-	
৮।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	১	-	০১	১	-	-	-	-	
৯।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫	-	০৫	৪	-	১	-	-	
১০।	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	৪	-	০৪	-	৪	-	-	১	
১১।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	১৯	-	১৯	১৪	৩	২	-	২	
১২।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৪১	৬	৪৭	১১	৩০	০	-	০১	
১৩।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৩৩	-	৩৩	১০	১২	৬	৫	২?	
১৪।	বস্ত্র মন্ত্রণালয়	১০	-	১০	৩	১	৬	-	১	
১৫।	বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	৯৮	-	৯৮	৫৭	২৫	১৫	১	৩	
১৬।	বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১৫	-	১৫	৪	-	৬	৫	৩	
১৭।	ভূমি মন্ত্রণালয়	১	-	০১	-	-	১	-	-	
১৮।	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	২	-	০২	-	২	-	-	-	
১৯।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৯	-	০৯	৪	-	১	৪	-	
২০।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	১৪২	৫ (বাস্তঃ-১)	১৪৭	২৩ + ১	৫৭	৪১	২৫	৩	
২১।	শিল্প মন্ত্রণালয়	২৯	-	৩০	৬	২	১৪	৫	২	
২২।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৭	-	২৭	১০	৮	৭	২	৪	
২৩।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৩	-	৩৩	২৪	১	৮	-	৪	
২৪।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৭৩	০১	১৭৪	২৯	৫	৮২	৫১	২	
২৫।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫	-	০৫	১	-	৪	-	-	
২৬।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১১৫	-	১১৫	৪৪	১০	৫১	১০	২	
২৭।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫৪	-	৫৪	২৩	৪	২৭	-	৩	
২৮।	স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৪২	৮ (বাস্ত ৪)	১৫০	৫৪ + ৪	২৬	৫২	১০	৩	
২৯।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৬	-	৬	১	৩	১	১	-	
৩০।	পাট মন্ত্রণালয়	১	-	১	-	-	১	-	-	
৩১।	যমুনা সেতু বিভাগ	৯	২ (বাস্তঃ-১)	১১	৭ + ১	-	২	-	-	
	সর্বমোট ঃ-	১২২৪	২৩	১২৪৭	৪১৭	২১৫	৪৫৬	১৪৬	৪৪	

নিম্নলিখিত মন্ত্রণালয়গুলোর কোন প্রতিশ্রুতি নেই ঃ

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়
১।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
৫।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৬।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৭।	মহিলা ও শিশু বিষয় মন্ত্রণালয়
৮।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সূত্র ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, কমিটি শাখা-২ থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়

সপ্তম জাতীয় সংসদের ১২-৫-১৯৯৮ইং তারিখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটি গঠিত হওয়ার পর ২৯-৬-৯৮ তারিখ থেকে ২-৭-২০০১ইং তারিখ পর্যন্ত এই কমিটি মোট ২০টি বৈঠকে মিলিত হয়। ১৩ তম বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। বাকী ১৯টি বৈঠকে মোট ৮৫টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত ৫০টি, বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত ১৫টি, প্রক্রিয়াধীন সিদ্ধান্ত ১১টি এবং অবাস্তবায়তি সিদ্ধান্ত ৯টি।

সারণিঃ ৪.৯

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত সমূহ ঃ

বৈঠক নং তারিখ	আলোচনান্তে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪
কমিটির ১ম বৈঠক তারিখঃ ২৯-৬-৯৮	১। এ পর্যায়ে মাননীয় সভাপতি গবেষণার কাজে বর্তমান বাজেট থেকে বরাদ্দের জন্য মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর নিকট প্রস্তাব করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পরবর্তী বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের কোন কোন বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন তা কমিটিতে অবহিত করার জন্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত	
কমিটির ২য় বৈঠক তারিখঃ ১৭-৮-৯৮	(ক) কমিটির প্রত্যেক বৈঠকে সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রীকে উপস্থিত থাকার জন্য পত্র মারফত আমন্ত্রণ জানাতে হবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(খ) কমিটি বৈঠকে আলোচনায় অংশগ্রহনকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ সংস্থার প্রধানদের উপস্থিতি সম্পর্কে কার্যবিবরণীতে উল্লেখ থাকতে হবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(গ) বৈঠকের কার্যবিবরণীর খসড়া কপি পরবর্তী বৈঠকের অন্ততঃ ৫/৭ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছাতে হবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(ঘ) রূপপুর প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ এম, এ, ওয়াজেদ মিয়ার সভাপতিত্বে একটি	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪
	"সমন্বিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি" গঠন করে প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করতে হবে;		
	(ঙ) কমিটির পরবর্তী বৈঠকে কম্পিউটার কাউন্সিলের উপর আলোচনা করা হবে এবং এ ব্যাপারে বি.সি.সি-এর কার্যনির্বাহী পরিচালক কর্তৃক একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরী করে তা কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
কমিটির ৩য় বৈঠক তারিখঃ ২৪-৯-৯৮	(ক) কম্পিউটার কাউন্সিলকে আরো শক্তিশালী করণের জন্য যে সকল সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন সে ব্যাপারে কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক একটি সুপারিশমালা আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(খ) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও প্রসার সম্পর্কিত কার্যক্রমে কমিটির মাননীয় সদস্যগণকে আরো সম্পৃক্ত করতে হবে;	সম্পৃক্ত করা হয়েছে (বাস্তবায়িত)।	
	(গ) কম্পিউটার কাউন্সিলকে স্বায়ত্বশাসিত করার পক্ষে একটি প্রস্তাব প্রণয়ন করে কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে;	কম্পিউটার কাউন্সিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা (বাস্তবায়িত)।	
	(ঘ) কমিটির বৈঠকসমূহ মাসের ১৫-২০ তারিখের মধ্যে আহবান করতে হবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(চ) কমিটির পরবর্তী সভা আগামী ১৫ই অক্টোবর/৯৮ তারিখ নির্ধারিত হয় এবং উক্ত বৈঠকের আলোচ্য সূচীতে কম্পিউটার কাউন্সিলের কার্যক্রমকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪
কমিটির ৪র্থ বৈঠক তারিখঃ ১৫-১০-৯৮	(ক) জেলা পর্যায়ে বিসিসির কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উল্লেখ পূর্বক একটি প্রতিবেদন আগামী বৈঠকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপস্থাপন করতে হবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(গ) মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক মাইক্রোওয়েভ সংযোগ সম্পর্কে টিএন্ডটির সাথে আলোচনা করে তার ফলাফল আগামী বৈঠকে কমিটিকে জানাতে হবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
কমিটির ৫ম বৈঠক তারিখঃ ৩০-১১-৯৮	(ক) জেলা পর্যায়ে স্টান্ডার্ড কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত যে প্রকল্প কমিটিতে গ্রহন করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিসিসিকে নির্দেশ দেওয়া হল;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(খ) সকল প্রকার দ্বৈততা পরিহার করে "জেলা পর্যায়ে স্টান্ডার্ড কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন" সম্পর্কিত প্রকল্পের অর্থ সবাত্মক ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হল।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠক তারিখঃ ২২-১২-৯৮	(ক) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের সমস্যাগুলো এবং এর সমাধানের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব কমিটিতে পেশ করতে হবে।	সিদ্ধান্ত অনুসারে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব পরবর্তী সভায় পেশ করা হয়েছে (বাস্তবায়িত)।	
কমিটির ৭ম বৈঠক তারিখ ঃ ১-৩-৯৯	(ক) প্রতিবেশী দেশসমূহ বিশেষ করে মালয়েশিয়া, ভারত ও সিঙ্গাপুরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে যেসব বিষয় আছে সে সম্পর্কিত একটি সুস্পষ্ট রিপোর্ট উপস্থাপন করতঃ পরবর্তী	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪
	সময়ে এ ব্যাপারে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ সরকারের কাছে পাঠাতে হবে; (খ) "গ্যাস চালিত গাড়ীর প্রকল্পের" সমস্যা ও এর সমাধানের উদ্দেশ্যে অত্র স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির স্বাক্ষরিত একটি চিঠি জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি বরাবরে পাঠাতে হবে; গ) বিসিএসআইআর কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবসমূহ ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশসমূহের উপর আগামী বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে; (ঘ) দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সাভারের পারমাণবিক কেন্দ্রে বিস্ফোরণ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।	 সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত। সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত। সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
কমিটির ৮ম বৈঠক তারিখ ঃ ৬-৪-৯৯	(ক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে একটা বিশেষ বরাদ্দের জন্য অনুরোধ জানিয়ে মাননীয় সভাপতির স্বাক্ষররিত একটি চিঠি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বরাবরে প্রেরণ করতে হবে; (খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব উপস্থাপনের মাধ্যমে একটি পেপার তৈরী করে বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানোর ব্যাপারে অনুরোধ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বিগত ১৪-৫-২০০০ তারিকে পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাভারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ফলপ্রসূ আলোচনা হয় (বাস্তবায়িত)।	
কমিটির ৯ম বৈঠক তারিখঃ ২৩-৫-৯৯	(ক) মাননীয় সভাপতি স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে পরমাণু শক্তি গবেষণা কার্যক্রমের জন্য আগামী অর্থ বছরে ২০ কোটি টাকা এবং	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪
	ফেলোশীপের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করতে হবে;		
	(খ) দেশের স্কুলসমূহে কম্পিউটার বিতরণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ন্যূনতম ১৫শত কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে কমিটির পক্ষ থেকে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর নিকট পত্র প্রেরণ করতে হবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(গ) নভোথিয়েটার প্রকল্প সম্পর্কে কমিটির আগামী বৈঠকে আলোচনা করতে হবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(ঘ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত খসড়া পেপারটি পুনর্বিন্যাস করে সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট আকারে প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিটি প্রকল্পের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম দিয়ে প্রকল্পভিত্তিক অর্থের চাহিদা উল্লেখ করতে হবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(ঙ) World Science Conference-এ উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশ কান্ট্রি পেপার'টি পুনর্বিন্যাস ও মানসম্পন্ন করতে হবে। সম্ভাব্য প্রতিটি বিষয়ে যতটা সম্ভব বাংলাদেশকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
কমিটির ১১তমবৈঠক তারিখঃ ২১-৯-৯৯	(ক) নভোথিয়েটার স্থাপন সম্পর্কে পরবর্তী বৈঠকে একটি কার্যপত্র উপস্থাপন করতে হবে।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(খ) পরবর্তী বৈঠকে পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা (ক্রমশঃ);	সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১৩তম বৈঠকের আলোচ্য অংশের ক্রমিক নং ৮	

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪
		ও ৯ এ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। ১০নং এ পরমাণু শক্তি কমিশন যে সকলক্ষেত্রে অবদান রেখেছে সে সম্পর্কে কমিশনের সদস্য (জীব-বিজ্ঞান) প্রফেসর ডঃ নঈম চৌধুরী কমিটিকে অবহিত করেছেন (বাস্তবায়িত)।	
	(গ) অপটিক্যাল ও ডিজিটাল পদ্ধতির নভঃথিয়েটার-এর সুবিধা-অসুবিধাগুলো লিপিবদ্ধ করে একটি প্রতিবেদন পরবর্তী বৈঠকে দাখিল করতে হবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(ঘ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে সচিব ওয়ার্ল্ড সাইন্স কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করবেন।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পদক প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালাসহ অন্যান্য কাগজাদি পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
কমিটির ১২তম বৈঠক তারিখঃ ২৭-১০-৯৯	(ক) মূল্যাবান কম্পিউটার না দিয়ে শুধুমাত্র এসেনসিয়াল আইটেম দিয়ে কম দামে কম্পিউটার ক্রয় করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা কের দেখবেন;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(খ) এই কমিটির রেফারেন্স দিয়ে কম্পিউটার ক্রয়ের অর্থের জন্য অত্র মন্ত্রণালয় চিঠি লিখবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪
	(গ) কম্পিউটার কাউন্সিল ভবিষ্যতে ব্রান্ড কম্পিউটার ক্রয় না করে কোলন কম্পিউটার ক্রয় করবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
কমিটির১৪তম বৈঠক তারিখঃ ২২-৩-০০	(ক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় যে সকল বিষয় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করবে, মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক জরুরী ভিত্তিতে তা বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(খ) মাননীয় মন্ত্রীর প্রস্তাবমত বিএসটিআই, স্পার্সো এবং অবলুপ্ত শিক্ষা উপকরণ বোর্ডকে পুনরুজ্জীবিত করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত করার বিষয়টি নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা করা হবে;	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে (বাস্তবায়িত)।	
	(ঘ) বিসিএসআইআর-এর একজন প্রতিনিধিকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের পরিচালনা পরিষদে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	বিসিএসআইআর-এর ১জন সদস্যকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের পরিচালন পরিষদে মনোনীত করা হয়েছে (বাস্তবায়িত)।	
	(ঙ) নভোথিয়েটারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় সম্পর্কিত সার-সংক্ষেপ কমিটির পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(চ) প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। তবে সরকারী ছুটি বা অন্যঅন্য বিশেষ কারণে মাননীয় সভাপতি মাননীয় সদস্যদের সাথে আলোচনাক্রমে তারিখ নির্ধারণ করবেন।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	

১	২	৩	৪
কমিটির ১৫তম বৈঠক তারিখ ঃ ৯-৫-০০	(৩) কার্যপত্রের আলোচ্যসূচী ৪(১) নং এবং ৪(৩) অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(৫) সমুদ্র গবেষণা জাহাজ ক্রয়ের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে সংশোধিত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(৭) কমিটি ব্যাঙ্গডকের ১কোটি টাকার বাজেটকে রাজস্ব খাতে নেয়ার প্রস্তাব সরকারের নিকট পেশ করার পরামর্শ প্রদান করে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(৮) কার্যপত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উত্থাপনযোগ্য বিষয় সম্বলিত সূচীতে যে সমস্ত প্রস্তাবের শেষে "করা হবে" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার স্থলে "করা প্রয়োজন" শব্দ ব্যবহারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
কমিটির ১৬তম বৈঠক	(ক) ১৫তম বৈঠকের কার্যবিবরণীতে এনার্জি সেল এর পরিবর্তে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র শব্দগুলি সন্নিবেশ সাপেক্ষে উহা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(জ) সংসদ সচিবালয় প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি জারি করবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
	(ঝ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান নভোথিয়েটারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও সুন্দর জায়গা বরাদ্দ দেয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কমিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করা হবে;	উল্লেখিত অভিনন্দন বার্তার খসড়া প্রকল্পের পক্ষ থেকে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয় হতে তা সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে (বাস্তবায়িত)	

১	২	৩	৪
কমিটির ১৭তম বৈঠক	(ক) কার্যবিবরণীর ৭নং অনুচ্ছেদে প্রস্তাবিত সংশোধনী সাপেক্ষে বিগত বৈঠকের কার্যবিবরণী কমিটিতে অনুমোদন করা হয়;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
কমিটির ১৮তম বৈঠক	(১) ২৯-৩-২০০১ইং তারিখের পর অধিবেশন চলাকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অত্র কমিটির সাক্ষাৎ করার ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী উদ্যোগ নিবেন;	মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ বিষয়ে সদয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন (বাস্তবায়িত)।	
	(৩) আগামী ০২-০৪-২০০১ তারিখে কমিটি কর্তৃক নভোথিয়েটার নির্মাণস্থল পরিদর্শন করা হবে;	গত ৪-৪-২০০১ তারিখে কমিটির মাননীয় সভাপতি, মাননীয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী, মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ও মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী নভোথিয়েটার নির্মাণ স্থান পরিদর্শন করেন এবং মূল্যবান পরামর্শ প্রধান করেন। তবে কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ অন্যকাজে ব্যস্ত থাকার জন্য পরিদর্শনে আসতে পারেন নাই (বাস্তবায়িত)।	

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তসমূহ ঃ

বৈঠক নং ও তারিখ	আলোচনান্তে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	অগ্রগতি	মন্তব্য
কমিটির ৩য় বৈঠক তারিখঃ ২৪-৯-৯৮	(ঙ) মাধ্যমিক পর্যায়ে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক একটি প্রস্তাব কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে;	মাধ্যমিক পর্যায়ে ইতিপূর্বে প্রায় ৫০০টি কম্পিউটার বিতরণ করা হয়েছে। এ বছর (২০০১ সালে) আরও ৭০০টি কম্পিউটার বিতরণের প্রকল্প নেয়া হয়েছে (বাস্তবায়নাধীন)।	
কমিটির ৪র্থ বৈঠক তারিখঃ ১৫-১০-৯৮	(খ) প্রতিবেদনের উপর কমিটির একটি সুপারিশসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করতে হবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪
	(ঘ) পরবর্তী বৈঠকে জেলা পর্যায়ে বিসিসির স্ট্যান্ডার্ড কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স চালু সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।	বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হবে (বাস্তবায়নাধীন)।	
কমিটির ১০তম বৈঠক তারিখঃ ২৯-৮-৯৯	(ক) প্রত্যেক এলাকার জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কম্পিউটার বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে; (খ) ৫৫ হাজার কম্পিউটার এর প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে বিভিন্ন ফেইজ-এ তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রথম ফেইজ-এ ৫০০০ কম্পিউটার-এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যবস্থা করতে হবে।	বিসিসি'র প্রকল্পের মাধ্যমে দেয়া কম্পিউটার জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়ে থাকে (বাস্তবায়নাধীন) ২০০০-২০০১ অর্থ বৎসরে ৭০০ কম্পিউটার প্রদানের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে (বাস্তবায়নাধীন)।	
কমিটির ১২তম বৈঠক তারিখঃ ২৭-১০-৯৯	(ঘ) আদা এবং হলুদের জন্য সৈয়দপুরে পরীক্ষামূলকভাবে একটি প্রসেসিং সেন্টার করা হবে এবং যশোহরে যেহেতু বেগুন, ডাল হয় তাই সেখানে বেগুনের জন্য একটি সাব-সেন্টার করা হবে; (ঙ) ২৬নং অনুচ্ছেদে মাননীয় মন্ত্রীর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে কমিটিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্বে উল্লিখিত বৈজ্ঞানিকদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি এ ব্যাপারে একটি রিপোর্ট এই স্থায়ী কমিটির নিকট পেশ করবে তার ভিত্তিতে এই কমিটি মতামত প্রদান করবে; (চ) পদক প্রদানের জন্য যে বিষয়গুলো চিহ্নিত করা আছে সেখানে 'কৃষি', 'মহাকাশ গবেষণা' এবং 'বিবিধ' সংযুক্ত করা হবে। এছাড়া সিলেকশন কমিটিতে সদস্য কো-অপ্ট করা ব্যবস্থা রাখতে হবে।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নাধীন । সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নাধীন। সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নাধীন ।	

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪
কমিটির ১৪তম বৈঠক তারিখঃ ২২-৩-০০	(গ) কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ মন্ত্রণালয় গুরুত্বসহকারে বাস্ত বায়ন করবে ও যথাযখ ব্যবস্থা নিবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নাধীন ।	
কমিটির ১৫তম বৈঠক তারিখঃ ৯-৫-০০	(৪) বরাদ্দকৃত জমিতে গড়ে ওঠা বস্ত্রি উচ্ছেদের ব্যাপারে ১৫-৫-২০০০ তারিখের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীব সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চেয়ে মন্ত্রলালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রস্তাব পাঠাবেন; (৬) প্রথম পর্যায়ে দেশের সকল বিভাগে এবং পরবর্তী পর্যায়ে জেলা পর্যায়ে বিসিসির কম্পিউটার কেন্দ্র স্থাপন করে কম্পিউটার বিষয়ক সমম্বয় ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের হাতে রাখার প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে পেশ করতে হবে;	পত্র দেয়া হয়েছে (বাস্তবায়নাধীন)। রাজশাহী বিভাগে ইতিমধ্যেই বিসিসি'র ট্রেনিং সেন্টারের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বিগত ৭-১২-২০০০ইং তারিখ অর্নুষ্ঠিত প্রি একনেক সভায় বাকী ৫টি বিভাগে বিসিসি'র কেন্দ্র স্থাপনের একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব পেশ করা হবে (বাস্ত বায়নাধীন)।	
কমিটির ১৬তম বৈঠক	(ঙ) সাইবার সেন্টারের আয় দিয়ে সাইবার সেন্টারকে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে; (ঝ) ১২তম বৈঠকের (ঘ) নং সিদ্ধান্ত আগামী এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে;	সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত বলে গণ্য করা যায় (বাস্ত বায়নাধীন)। আগামী অর্থ বছরের (২০০১-২০০২) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে নতুন প্রকল্প হিসাবে অন্তর্ভূক্তির জন্য বিসিএসআইআর ভেজিটেবল গবেষণাগার স্থাপন, বগুড়া/সৈয়দপুর শীর্ষক একটি প্রকল্পের পিসিপি ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে (বাস্তবায়নাধীন)।	
কমিটির ১৭তম বৈঠক	(ঘ) বিসিসি অতি শীঘ্র আইটি পলিসিসহ আইটি সম্পর্কে কনক্রীট প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের পেশ করবে;	তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে (বাস্তবায়নাধীন)।	

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪
কমিটির ২০তম বৈঠক তারিখঃ ২-৭-০১	(খ) বৈঠকে উপস্থাপিত খসড়া রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয় এবং উহা মুদ্রণ করে সংসদের চলতি অধিবেশনে উপস্থাপন করতে হবে।	চূড়ান্ত রিপোর্ট মুদ্রণ করে সংসদের উপস্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।	

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রক্রিয়াধীন সিদ্ধান্তসমূহঃ

বৈঠক নং ও তারিখ	আলোচনান্তে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	অগ্রগতি	মন্তব্য
কমিটির ১৫তম বৈঠক তারিখঃ ০৯-৫-০০	(১) সকল সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ও মাননীয় সংসদ সদস্যগণকে মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করতে হবে; (২) রূপপুর নিউক্লিয়ার এনার্জি সেল স্থাপন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে;	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত। সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত।	
কমিটির ১৬তম বৈঠক	(গ) প্রকল্পের বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল পদের লোককে ধরে রাখার জন্য তাদের রাজস্ব খাতে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত এটা সম্ভব না হয় ততদিন পর্যন্ত প্রকল্পের সার্ভিস চালু রাখার ব্যবস্থা করতে হবে;	নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলোর টেকনিক্যাল/বৈজ্ঞানিক জনবল রাজস্ব খাতে আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। **প্রকল্পগুলো হচ্ছে ঃ** (১) কাঁচ ও সিরামিক গবেষণা ও পরীক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন (BCSIR) (২) পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ স্থাপন (BAEC) (৩) পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র কুমিল্লা, ফরিদপুর, বগুড়া ও স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা (BAEC) (প্রক্রিয়াধীন)।	

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪
	(চ) ব্যাঙ্গভক মফস্বলের পাঠাগারকে সাধ্যমত বই দিবে;	মফঃস্বল পাঠাগারসমূহের তালিকা প্রণয়ন এবং কোন পাঠাগারে কি ধরণের বইয়ের প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ কাজের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে (প্রক্রিয়াধীন)।	
	(ছ) আইটি ভিলেজের জন্য নির্ধারিত জায়গায় গড়ে উঠা বস্তি উচ্ছেদের ব্যাপারে সভাপতির অফিসে সমন্বয় বৈঠকে করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। সমন্বয় বৈঠকে কমিটির সকল মাননীয় সদস্যসহ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকবেন;	সমন্বয় সভা এখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে (প্রক্রিয়াধীন)।	
	(ঞ) ১লা ফেব্রুয়ারী ২০০১ তারিখ থেকে সকল সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ও মাননীয় সংসদ সদস্যগণকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে;	এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে (প্রক্রিয়াধীন)	
কমিটির ১৭তম বৈঠ	(খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ও সদস্যগণের স্বাক্ষাতের ব্যবস্থা ১৫-১-২০০১ এর পরিবর্তে ১৫-২-২০০১ তারিখের মধ্যে করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি আলোচনা করা হবেঃ- (১) বি.এস.টি.আই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যস্ত করণ; (২) আইটি বিষয়ক আলোচনা;	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে (প্রক্রিয়াধীন)।	

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪
	(৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রকল্পের জনবলকে রাজস্ব খাতে নেয়া সম্পর্কিত আলোচনা; (৪) সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা; (৫) অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা। (গ) আগামী ১-২-২০০১ তারিখের মধ্যে সকল সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ও মাননীয় সদস্যগণকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে;	 এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে (প্রক্রিয়াধীন)।	
কমিটির ১৮তম বৈঠক	(৬) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন আইন, ১৯৭৩ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫/১৯৭৩) এর আর্টিকেল ৪(৪)এ উল্লেখিত ফাইনান্সিয়াল এডভাইজার-এর পদটি বিলুপ্ত করে তদস্থলে মেম্বার (প্রশাসন)-এর নূতন পদ সৃষ্টি করা হবে।	এ বিষয় সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভেটিং-এর জন্য নথি প্রক্রিয়াধীন আছে (প্রক্রিয়াধীন)।	
কমিটির ১৯তম বৈঠক	(ক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বিগত বৈঠকসমূহের কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন সংসদের আগামী বাজেট অধিবেশনে উপস্থাপনের নিমিত্ত উহার খসড়া কমিটির পরিবর্তী বৈঠকে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করতে হবে; (খ) কমিটির মাননীয় সদস্যগণের সুপারিশের ভিত্তিতে তাঁর নির্বাচনী এলাকায় দুইটি বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলে দুইটি এবং মাননীয় সংসদ সদস্যগনের সুপারিশ ভিত্তিতে তাঁর নির্বাচনী এলাকার একটি বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলে একটি করে কম্পিউটার সরবরাহ করতে হবে;	সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াধীন। সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াধীন।	

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তসমূহঃ

বৈঠক নং ও তারিখ	আলোচনান্তে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ	অগ্রগতি	মন্তব্য
কমিটির ১৬তম বৈঠক	(খ) সংসদ সচিবালয় ২০০১ সনের জানুয়ারী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংসদীয় কমিটির সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকেও অনুরূপ প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠাতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি আলোচনা করা হবেঃ- (১) বি এস টি আই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যস্তকরণ; (২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রকল্পের জনবলকে রাজস্ব খাতে নেয়া অথবা প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো; (৩) সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয়নি (সিদ্ধান্ত টি অবাস্তবায়িত)।	
	(ঘ) প্রকল্পসমূহ চালু/রাজস্ব খাতে নেয়ার ব্যাপারে কমিটির মতামত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে পেশ করার লক্ষ্যে আগামী জানুয়ারী মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তৈরী কার্যপত্রের প্রকল্পসমূহের নাম অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয়নি (অবাস্ত বায়িত)।	
কমিটির ১৭তম বৈঠক	(ঙ) কমিটি আগামী ৮-২-২০০১ হতে ১১-২-২০০১ তারিখ পর্যন্ত চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টেকনাফ ও সেন্টমার্টিন-এ বিসিএসআইআর এর অধীন বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করবে;	অনিবার্য কারণবশতঃ প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়নি (অবাস্ত বায়িত)।	

Dhaka University Institutional Repository

	(চ) কমিটির পরবর্তী নিয়মিত বৈঠক চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে আগামী ৯-২-২০০১ তারিখ সকাল ১০:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে; (ছ) কমিটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নবোথিয়েটার এর নির্মাণ অগ্রগতি দেখার জন্য আগামী ১৭-১-২০০১ তারিখ দুপুর ১২:০০ টায় উহা পরিদর্শন করবে।	অনিবার্য কারণবশতঃ সভা করা হয়নি। (অবাস্তবায়িত)। উক্ত তারিখে ও ১৮তম সভার পূর্বে উহা পরিদর্শন করা কমিটি কর্তৃক সম্ভব হয়নি (অবাস্ত বায়িত)।	
কমিটির ১৮তম বৈঠক	(২) চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার-এ অবস্থিত বিসিএসআইআর এবং পরমাণু শক্তি কমিশন এর অধীন বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে আগামী ১৯-৪-২০০১ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার অত্র কমিটির সদস্যগণ চট্টগ্রাম যাত্রা করবেন এবং ঐদিন রাত ৮:০০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে কমিটির পরবর্তী বৈঠকে যোগদান করবেন; (৪) বিসিসি আগামী ১০-৪-২০০১ তারিখের মধ্যে অত্র কমিটির সদস্যদের ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করবে; (৫) স্পারসোকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারে পুনঃন্যস্ত করার বিষয়ে সুপারিশ গ্রহণ করা হয়;	অনিবার্য কারণবশতঃ সভাটি স্থগিত করা হয়েছে (অবাস্ত বায়িত)। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যদের ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের জন্য ইন্টারনেট প্রদানের ফর্ম পূরণ করার জন্য সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কোন পূরণকৃত ফর্ম বিসিসি না পাওয়ায় ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান সম্ভব হয়নি (অবাস্ত বায়ীত)। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের ৯-৪-২০০১ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্পারসো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকবে (অবাস্তবায়িত)।	
কমিটির ১৯তম বৈঠক	(গ) বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ায় চট্টগ্রাম কমিটির বৈঠক এবং সফর পরবর্তীতে বিবেচনা করা হবে।	সিদ্ধান্তটি অবাস্তবায়িত।	

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১২-০৫-৯৮ইং তারিখে গঠিত হওয়ার পর ১৫-০৬-১৯৯৮ তারিখ থেকে ৩০-০৫-২০০১ তারিখ পর্যন্ত মোট ২৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে ৮৮টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৮৮টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৪০টি বাস্তবায়িত হয়েছে। এ পর্যন্ত এ কমিটি এ মন্ত্রণালয়াধীন ১১টি প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৬টি বৈঠকে মিলিত হয়েছে। মূল কমিটি কর্তৃক কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ প্রদানের জন্য ৮টি সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

সারণিঃ ৫.১

৭ম জাতীয় সংসদের শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক অনুষ্ঠিত বৈঠকের (১-২৫তম) সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

বৈঠক নং ও তারিখ	সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি প্রতিবেদন	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১ম বৈঠক ১৫-৬-৯৮	ক) আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে পরবর্তী বৈঠকের তারিখ সময় ও আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করা হবে।	ক) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৈঠকের পরবর্তী তারিখ, সময় ও আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
২য় বৈঠক ২৩-৭-৯৮	ক) বৈঠকের যাবতীয় কাগজপত্র/ তথ্যাদি নোটিশের সাথে বৈঠকের ৩/৪ দিন পূর্বে কমিটির মাননীয় সদস্যদের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। খ) কমিটির মাননীয় সদস্যবৃন্দ কর্তৃক শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩য় বৈঠকের শুধুমাত্র কমিটির গাইড লাইন্স নিয়ে আলোচনা করা হবে।	ক) সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। খ) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাইড লাইন্স নিয়ে আলোচনা হয়েছে।	বাস্তবায়িত বাস্তবায়িত
৩য় বৈঠক ২৭-৮-৯৮	ক) কমিটির পরবর্তী বৈঠকগুলোতে এক একটি কর্পোরেশন নিয়ে আলোচনা করতে হবে। খ) পরবর্তী বৈঠকে বিসিআইসি সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।	ক) তদানুযায়ী পরবর্তী বৈঠকগুলোতে আলোচনা হয়েছে। খ) তদানুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।	বাস্তবায়িত বাস্তবায়িত
৪র্থ বৈঠক ২৮-৯-৯৮	ক) কমিটির মাননীয় সদস্যগণ আগামী মাসে ঘোড়াশাল সারকারখানা ও জিয়া সারকারখানা পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত কমিটিতে গৃহীত হয়।	ক) অনিবার্য কারণবশতঃ পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি।	

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪
৫ম বৈঠক ২৭-১০-৯৮	ক) সাব-কমিটির রিপোর্ট স্থায়ী কমিটির পরবর্তী বৈঠকে পেশ করতে হবে। (১নং)	ক) বিসিআইসি'র উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামালের উপর অদূরীভূত শুল্ক ও কর বৈষম্য ও নতুনভাবে সৃষ্ট শুল্ক ও কর বৈষম্য দূরীকরণার্থে সাব-কমিটির রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ২৩-৫-৯৯ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পত্র লেখা হয়। ১৯৯৯-২০০০ সালের বাজেটে স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালার প্রায় ৬০% বাস্তবায়িত হয়েছে বলে বিসিআইসি অবহিত করেছে। অবশিষ্ট সুপারিশসহ নতুন ভাবে সৃষ্ট জাতীয় কর বৈষম্যসমূহ নিষ্পত্তিকল্পে ৪-৯-২০০০ তারিখে রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা ২০০০-২০০১ সালের বাজেটে বিবেচনার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পত্র লেখা হয়।	বাস্তবায়িত ৮০%
	খ) ২নং সাব-কমিটির রিপোর্ট পর্যায়ক্রমে স্থায়ী কমিটিতে পেশ করতে হবে।	খ) বিসিআইসি ও বিএসইসি এবং এর অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অতিরিক্ত জনবল ও অব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তদন্ত করে এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে পারে তার সুপারিশ প্রণয়নের বিষয়টি সাব-কমিটির বিবেচনাধীন রয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন
৬ষ্ঠ বৈঠক ১৫-১১-৯৮	১। ফস্টার হুইলার সংক্রান্ত নিম্নে বর্ণিত সকল কাগজপত্র পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে। ক. ফস্টার হুইলারকে রেসপনসিভ না করার পরও কি কারণে তাকে ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগ করা হয়। খ. ফস্টার হুইলারের সাথে জিয়া ফার্টিলাইজার কোং লিঃ এ সকল চুক্তি এবং সে চুক্তিগুলোর আওতা বহির্ভূত অনিয়ম সংক্রান্ত।	১। স্থায়ী কমিটির পরবর্তী সভায় (৭ম) মন্ত্রণালয় ও বিসিআইসি/ জিয়া সারকারখানা হতে প্রাপ্ত চাহিত তথ্যাদি হতে প্রাপ্ত চাহিত তথ্যাদি কমিটির পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত

১	২	৩	৪
	গ. কস্টার হুইলারের অনিয়ম সংক্রান্ত তদন্ত করার জন্য যে সকল কমিটি গঠন করে তদন্ত করা হয়েছিল সে রিপোর্টগুলো। ঘ. আইসিসি কোর্টে মামলা ও তার মীমাংসা সংক্রান্ত কার্যক্রম করা হয়েছিল সেই কমিটির তদন্ত রিপোর্ট। ঙ. শিল্প মন্ত্রণালয়ের তখনকার যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটির তদন্ত রিপোর্ট। চ. আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির রিপোর্ট। ছ. তখনকার সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং স্থায়ী কমিটির উপ-কমিটি রিপোর্ট এবং জ. তখনকার মাননীয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত সার-সংক্ষেপ।		
	২। ক) অনতিবিলম্বে ভূয়াপুরতারাকান্দি সড়কটি কর্তৃক বিসিআইসি থেকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করতে হবে।	২। ক) ভূয়াপুর-তারাকান্দি সড়কটি যোগেযাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক ও জনপথ বিভাগের নিকট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ন্যস্ত করা হয়েছে। এই সড়কটির মেরামত কাজ সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে।	বাস্তবায়িত
	খ) যমুনা সার কারখানার উৎপাদিত সার উত্তর অঞ্চলে প্রেরণের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বন্যায় ভেঙ্গে যাওয়া ভূয়াপুর-তারাকান্দি সড়কটি অনতিবিলম্বে মেরামত করতে হবে।	খ) যমুনা সার কারখানার উৎপাদিত সার উত্তরাঞ্চলে প্রেরনের জন্য বন্যায় ভেঙ্গে যাওয়া ভূয়াপুর তারাকান্দি সড়কটি মেরামত করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪
৭ম বৈঠক ২১-১২-৯৮	জিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ সম্পর্কে প্রাপ্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তৎকালীন মন্ত্রণালয়ের রিপোর্টের উপর সাব-কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছে এ দুইটি রিপোর্টের ভিত্তিতে এই স্থায়ী কমিটি আলোচনান্তে তার উপর একটি প্রতিবেদন মাননীয় স্পীকারের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	যেহেতু ইতোপূর্বে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ রয়েছে সেহেতু উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে মাননীয় স্পীকার সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে পারেন মর্মে মাননীয় স্পীকারকে অবহিত করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
৮ম বৈঠক ১৪-০২-৯৯	ক) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিরাজগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ক) সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সেতুর ২ কিঃ মিঃ পশ্চিমে সিরাজগঞ্জ জেলার সদর থানার সয়দাবাদ ইউনিয়নের সয়দাবাদ এলাকায় ৪০০.০০ একর আয়তনে, সরকারী অর্থায়নে ১৯৭০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর (জুলাই '৯৯- জুন ২০০৪)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ৩০-১১-৯৯ তারিখে 'শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ' এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ইতোমধ্যে গত ২৩-১-২০০১ তারিখে প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। পর্যাপ্ত অর্থ পাওয়া গেলে জমির উন্নয়ন কাজ হাতে নেয়া হবে।	বাস্তবায়নাধীন
	খ) সাভারের কাজে তেঁতুল ঝরা ইউনিয়নে বরাদ্দকৃত ১৯ একর জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে আরো প্রায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহন করে "গার্মেন্টস পল্লী" করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	খ) ঢাকা জেলার সাভার থানায় তেঁতুল ঝড়া ইউনিয়নের হরিনধরা মৌজার হরিনধরা এলাকায় ২০০.০০ একর আয়তনে সম্পূর্ণ বিজিএমইএ'র অর্থায়নে ৫৯৫৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের 'পোষাক পল্লী' সাভার, ঢাকা, শীর্ষক প্রকল্প সারপত্র (পিসিপি) গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রকল্প বিষয়ে বিগত ২০-১২-৯৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে 'প্রাক-একনেক' সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে ২৭-৪-২০০০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন থেকে চিঠির মাধ্যমে	বাস্তবায়নাধীন

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪
		জানানো হয় যে, যেহেতু প্রকল্পটি বিজিএমইএ'র অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে সেহেতু এটিকে এডিপি'তে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন নেই। বিসিক ও বিজিএমইএ'র মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমেই এটি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এর আলোকে বিসিকের তত্ত্বাবধানে এবং বিজিএমইএ'র অর্থায়নে সাভারে একটি পোষাক পল্লী স্থাপনের বিষয়ে মতবিনিময় এর লক্ষ্য চেয়ারম্যান, বিসিকি এর সভাপতিত্বে বিসিক প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড কক্ষে গত ২-১১-২০০০ তারিখে একটি মতবিনিয়ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "প্রস্তাবিত পোষাক পল্লী প্রকল্পটি বাস্তাবয়নে বিজিএমইএ সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব যথাশীঘ্র বিসিককে লিখিত আকারে জানাবে। বিজিএমইএ'র প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রকল্প বাস্তবায়নে বিসিক পরবর্তী কার্যকম গ্রহণ করবে।" এরই প্রেক্ষিতে বিষয়টি বর্তমানে বিজিএমইএ'র পর্যায়ে প্রাক্রিয়াধীন রয়েছে।	
	গ) নারায়ণগঞ্জের হোসিয়ারী পল্লী সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে আরো জমি অধিগ্রহণ করে হোসিয়ারী শিল্পের জন্য অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে;	গ) নারায়ণগঞ্জ পঞ্চবটিতে বিদ্যমান হোসিয়ারি শিল্প নগরী সংলগ্ন এলাকায় বাংলাদেশ হোসিয়ারি সমিতি এবং সরকারের যৌথ অর্থায়নে ৩১.২৯ একর আয়তনে ৪৮৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জ হোসিয়ারী শিল্পনগরী (সম্প্রসারণ) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত ১০-১০-২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। গত ৭-১-২০০১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভায় সুপারিশক্রমে এবং ৮-২-২০০১ তারিখে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্প দলিল (পি.পি) চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়। জমি অদিগ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	বাস্তাবায়নধীন

Dhaka University Institutional Repository

	ঘ) বিসিক কর্তৃক ঢাকার নিকটবর্তী স্থানে বিসিক এস্টেট গড়ে তুলতে হবে;	ঘ) ঢাকা জেলার ধামরাই থানার জয়পুরা ও ডাউটি এলাকায় সরকারী অর্থায়নে ৫০.০০ একর আয়তনে ২৪৭০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'ধামরাই শিল্প নগরী' ঢাকা, শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ৫ বছর (২০০০-২০০৫)। প্রকল্পের পুনর্গঠিত পিসিপি বিগত ২০-৯-২০০০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পুনরায় পাক-একনেক সভার জন্য প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রকিয়াধীন।	বাস্তাবায়ধীন
	ঙ) যে সমস্ত জেলাগুলিতে বিসিক এস্টেট এর অবকাঠামো গঠন করা হয়েছে সে সমস্ত জেলায় ক্ষুদ্র শিল্প গঠন করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা যাতে সহজভাবে ব্যাংকিং ঋণ পেতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ঙ) এ বিষয়ে গত ১৪-২-২০০০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রওস) মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধিগণও উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের ঋণের সুদের হার কমানোর বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হবে। পরবর্তীতে গত ১৬-৫-২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত শিল্প মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ঋণের সুদের হার ১০% এ নির্ধারণের লক্ষ্যে বাজেটে এ বাবদ ভর্তুকীর ব্যবস্থা রাখার অনুরোধ জানিয়ে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী গত ২২-৫-২০০০ তারিখে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী-কে একটি ডি.ও পত্র লিখেছেন। এদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক যথা-সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক গত ৮-৬-২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের স্ব-স্ব পরিচালক পর্ষদের সভায় ১৪টি অগ্রাধিকারমূলক শিল্পের জন্য ব্যাংক ঋণের সুদের হার ১০% এ নির্ধারণ করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ যে ১৪টি শিল্পের জন্য সুদের হার ১০% নির্ধারণ করেছে, সেগুলোর অধিকাংশই প্রযুক্তিঘন উচ্চ বিনিয়োগ ব্যয় সম্বলিত বৃহদায়তন শিল্পের আওতায় পড়ে। ফলে	বাস্তবায়নাধীন

		সুদের হার হ্রাসের এ সুবিধা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে না। উল্লেখ্য, বৃহৎ শিল্পের জন্য যদি সুদের হার ১০% হতে পারে (কতিপয় নির্বাচিত ক্ষেত্রের জন্য হলেও) তাহলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে সুদের হার অন্ততঃ ১০% করার জন্য ১৩-০৭-২০০০ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি অনুরোধ পত্র দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ২৪-৪-২০০১ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগযোগ রাখা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বেসিক ব্যাংক ইতোমধ্যে সুদের হার কমিয়ে ১২% নির্ধারণ করেছে।	
৯ম বৈঠক ২২-০৪-৯৯	ক) কাফকো সম্পর্কে সার্বিক তদন্তের জন্য মাননীয় সভাপতি দেওয়ান ফরিদ গাজীকে আহবায়ক করে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ইতোমধ্যে অর্থমন্ত্রীকে আহবায়ক করে কাফকোর সমস্যাদি নিরসনকল্পে একটি মন্ত্রীসভা কমিটি গঠিত হয়েছে এবং উক্ত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নকল্পে আলোচ্য বিষয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ কমিটির কার্যক্রমও অনুরূপ এবং বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে তদন্তের জন্য একজন বিশেষজ্ঞের মতামত প্রয়োজন বিধায় এ সাব-কমিটির কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়।	
১০ম বৈঠক ১৮-০৫-৯৯	ক) সাব-কমিটির রিপোর্ট স্থায়ী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং এ সংক্রান্ত সুপারিশমালা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে;	ক) বিসিআইসি'র উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামালের উপর অদূরীভূত শুল্ক ও কর বৈষম্য ও নতুনভাবে সৃষ্ট শুল্ক ও কর বৈষম্য দূরীকরণার্থে সাব কমিটির রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ২৩-৫-৯৯ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পত্র লেখা হয়। ১৯৯৯-২০০০ সালের বাজেটে স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালার প্রায় ৬০% বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট সুপারিশসহ নতুনভাবে সৃষ্ট কর বৈষম্যসমূহ নিষ্পত্তিরকল্পে ৪-৯-২০০০ তারিখে রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এবিষয়ে স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা ২০০১-২০০২ সালের বাজেটে প্রায় ৮০% বাস্তবায়িত হয়েছে বলে বিসিআইসি জানিয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪
	খ) বাংলাদেশের রুগ্ন শিল্প ও শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী বৈঠকে করতে হবে।	খ) পরবর্তী সভায় বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।	বাস্তবায়িত
১১তম বৈঠক ২৮-০৭-৯৯	(ক) রুগ্ন শিল্পের ব্যাপারে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে আগামী বৈঠকে তার উপর একটি রিপোর্ট প্রদান করতে হবে।	ক) ১২তম সভায় প্রতিবেদনসহ আলোচনা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
	(খ) যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাংকের টাকা ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।	খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।	বাস্তবায়িত
১২তম বৈঠক ২৮-০৯-৯৯	(ক) মাননীয় সদস্য জনাব হাফিজ আহমদ মজুমদারকে আহবায়ক, মাননীয় সদস্য জনাব এ ,কে, এম, মোশারফ হোসেন এবং জনাব এ,কে, এম, রহমত উল্লাহ-কে সদস্য করে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সাব-কমিটি শিল্পকে সহায়তা দানের জন্য প্রচলিত ব্যাংকিং আইনকে সংশোধন, অধিকতর কার্যকর করা এবং কেএনএম-কে তারাবল করার জন্য সুপারিশ প্রদান করবে	(ক) সাব-কমিটির প্রতিবেদন এখনও পাওয়া যায়নি।	বাস্তবায়নাধীন
	(খ) রপ্তানী মূল্যে ফার্নিশ অয়েল কেএনএম-কে সরবরাহ করার জন্য পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে অনুরোধ জানাতে হবে।	খ) শিল্প মন্ত্রণালয় ৫-৪-২০০০ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কেএনএমকে রপ্তানী মূল্যে ফার্নেস অয়েল সরবরাহ করার কোন অবকাশ নাই বলে শিল্প মন্ত্রণালকে ১২-৬-২০০০ তারিখে তাদের প্রেরিত পত্রে জানিয়েছে।	বাস্তবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪
১৩তম বৈঠক ২৩-১২-৯৯	(ক) বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে ব্যাংকের বিদ্যমান সুদের হার কমানোর একটি প্রস্তাব প্রণয়ন করবে ;	(ক) ৮তম বৈঠকের অগ্রগতি কলামের (ঙ)এর অনুরূপ ।	বাস্তবায়নাধীন
	(খ) বিসিকের মুল্যায়ন সত্ত্বেও ব্যাংক কেন ঋন প্রদানে অনিচ্ছুক সে বিষয়ে বিসিক কর্তৃক একটি প্রতিবেদন তৈরী পুর্বক বৈঠক পেশ করতে হবে ।	(খ) বিসিকের প্রতিবেদন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১৪তম সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিসিক এর মাধ্যমে না গিয়ে সরাসরি ব্যাংক ক্লায়েন্টভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করা। বর্তমানে ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম মূলত ব্যাংক ক্লায়েন্ট সম্পর্কের ভিক্তিতেই পরিচালিত হচ্ছে ।	বাস্তবায়িত
	(গ) লুধিয়ানার অনুরুপ মডেলে একটি সাইকেল শিল্প এস্টেট গড়ে তোলার সম্ভাবনা সর্ম্পকে একটি বাস্তব সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী করার জন্য বিসিককে দায়িত্ব দেয়া হয় ।	(গ) প্রস্তাবিত সফরকারী দলের মন ব্যয় নির্বাহের জন্য বিসিকের বাজেটে কোন অর্থে সংস্থান না থাকায় এ জন্য থোক বরাদ্দ প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জ্ঞাপনের লক্ষ্যে বিসিক প্রস্তাবিত বরাদ্দের বিভাজন চেয়ে ২০-০৮-২০০০ তারিখে পত্র দেয়া হয় । ৯-০৪-২০০১ তারিখে তাগিদ দেয়া হয়। অদ্যাবধি উত্তর পাওয়া যায়নি । বিসিক এই সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করছে ।	বাস্তবায়নাধীন
	(ঘ) প্রস্তাবিত গার্মেন্টস পল্লী সাভারে না করে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পার্শ্বে কোন স্থানে স্থাপন করার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।	ঘ) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পার্শ্বে আরেটি গার্মেন্টস পল্লী স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক সম্ভব্যতার ভিত্তিতে ৪টি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে আলীপুর, বাউসিয়া, ভবেরচর ও হোগলাকান্দি। বিগত ৭-১২-২০০০ তারিখে বিজিএমইএকে তাদের মতামত জানানোর জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। বিজিএমইএ'র মতামত পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।	বাস্তবায়নাধীন

১৪তম বৈঠক ১৭-০২-০০	ক) ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমানোর বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক করে তার আলোকে কমিটিতে কাগজপত্র পেশ করতে হবে;	ক) ৮তম বৈঠকের অগ্রগতি কলামের (ঙ) এর অনুরূপ।	বাস্তবায়াধীন
	খ) ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিসিক এর মাধ্যমে না গিয়ে সরাসরি ব্যাংক ক্লায়েন্টের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করা;	খ) বর্তমান ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম মুলতঃ ব্যাংক ক্লায়েন্ট সম্পর্কের ভিত্তিতেই পরিচালতি হচ্ছে বিসিকের শিল্প নগরীতে অবস্থিত শিল্পের ক্ষেত্রেরও একই পদ্ধতি ব্যাংক সমূহে অনুসরণ করা হয়ে থাকে তবে বিসিকি শিল্প নগরীর উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে বিসিকের মতামত গ্রহণ করা হলে উদ্যোক্তা ও ব্যাংক উভয়ই উপকৃত হবে।	বাস্তবায়িত
	গ) লুধিয়ানার সাইকেল শিল্প দেখার জন্য এক্সপার্ট টীমের সঙ্গে একজন উদ্যোক্তা এবং কমিটির মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ গোলাম হোসেন ভারত সফর করবেন।	গ) ১৩তম বৈঠকের অগ্রগতি কলামের (গ) এর অনুরূপ।	বাস্তবায়নাধীন
	ঘ) সাভারে অগ্রসরমান গার্মেন্টস পল্লী প্রকল্পটি বাধাগ্রস্ত না করে, তার পাশাপাশি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহা সড়কের পাশে অনুরূপ একটি গার্মেন্ট পল্লী স্থাপনের পদক্ষেপ নেওয়া;	ঘ) বিসিকের আওতায় সাভারে গার্মেন্টস পল্লী স্থাপন সংক্রান্ত পিসিপির উপর গত ২০-১২-৯৯ তারিখে প্রাক-একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২৭-৪-২০০০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন থেকে চিঠির মাধ্যমে জানানো হয় যে, যেহেতু প্রকল্পটি বিজিএমইএ-র অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে সেহেতু এটিকে এডিপিতে অর্ন্তভূক্তির প্রয়োজন নেই বিসিক ও বিজিএমইএ-র মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমেই এটি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এর আলোকে বিসিকের তত্ত্বাবধানে এবং বিজিএমইএ-র অর্থায়নে সাভারে একটি পোষাক পল্লী স্থাপনের বিষয়ে মত বিনিময় এর লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, বিসিক এর সভাপতিত্বে বিসিক প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড কক্ষে গত ২-১১-২০০০ তারিখ একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত	বাস্তবায়নাধীন

		হয় যে, "প্রস্তাবিত পোষাক পল্লী প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বিটিএমইএ সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব যথাশীঘ্র বিসিককে লিখিত আকারে জানাবে। বিজিএমইএ-র প্রস্তাব প্রাপ্তির পর প্রকল্প বাস্তবায়নে বিসিক পরবর্তি কার্যক্রম গ্রহণ করবে।" এরই প্রেক্ষিতে বিবরটি বর্তমানে বিজিএমইএ'র পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অন্যদিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে অন্য একটি গার্মেন্টস পল্লী স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে ৪টি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- আলীপুর, বাউসিয়া, ভবেচর ও হোগলাকান্দি। বিগত ৭-১২-২০০০ তারিখে বিজিএমইএ-কে পত্র দেয়া হয়েছে। মতামত পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।	
	ঙ) বিসিক এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক দ্বৈতভাবে ট্যাক্স আদায় কার্যক্রম বন্ধ করার পদক্ষেপ নেওয়া:	ঙ) বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বিসিক কর্তৃক শিল্প নগরী থেকে এ ধরণের কোন দ্বৈত কর আদায় করা হয় না। সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ ইউনিয়ন কাউন্সিল শিল্প নগরীতে অবস্থিত শিল্প ইউনিট থেকে সরাসরি শুধু হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করে থাকে। অন্য দিকে বিসিক তাদের কাছ থেকে আদায় করে থাকে অন্যান্য সার্ভিস চার্জ যার মধ্যে রয়েছে পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ পয়ঃনিস্কাশন ইত্যাদি সংক্রান্ত বিলসমূহ।	বাস্তবায়িত
	চ) শিল্প খাতের বিদ্যুৎ রেট সাধারণ রেটের চেয়ে আলাদা করার পদক্ষেপ নেওয়া;	চ) এ ব্যাপারে একটি প্রস্তাব বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগে বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। সর্বশেষ গত ২৪-৪-২০০১ তারিখে তাগিদ পত্র প্রদান করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন
	ছ) বিএসটিআই এর সরকারী অনুদান ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরের তুলনায় কোনভাবেই যেন কমে না যায় তার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে বিশেষভাবে	ছ) সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় হইতে ৯-১-২০০১ তারিখে অর্থ মন্ত্রনালয় বরাবরে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে বিএসটিআই'র বাজেট বরাদ্দে সরকারী অনুদান হিসাবে	বাস্তবায়নাধীন

	অনুরোধ জানানো;	১.৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার অনুরোধ জানাইয়া ডিও পত্র লেখা হয় এবং উক্ত বিষয়ে গত ৭-২-২০০১ তারিখ পর্যন্ত শিল্প মন্ত্রণালয় হতে তিনটি তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়।	
	জ) জনসাধারণ যাতে পেট্রোল পাম্প থেকে সঠিক পরিমাণে পেট্রোল সংগ্রহ করতে পারে তার জন বিএসটিআই এর সক্রিয় ভূমিকা পালন করা ;	জ) উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পেট্রোল পাম্পসমূহে জ্বালানী তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত ভেরিফিকেশন, স্কোয়াড অভিযান ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা জোরদার করাসহ সার্বিক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান কার্যলয় ও বিভাগীয় অফিসসমুহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী যথাযথ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, চলতি মাসে (ফেব্রুয়ারী '০১) ৮টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হইয়াছে এবং ৯৩টি মামলা দায়েরসহ ১,২৯,৫৩০.০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
	ঝ) শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বিগত ১৮-৫-৯৯ তারিখে সভায় গৃহীত সুপারিশ সমূহের বাস্তবায়ন;	ঝ) ১৮-৫-৯৯ তারিখে বৈঠক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত সাব-কমিটির রিপোর্ট এবং এ সংক্রান্ত সুপারিশমালা শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৩-৫-৯৯ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছিল ১৯৯৯-২০০০ সালের বাজেটে স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালার প্রায় ৬০% বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট সুপারিশসহ নতুন ভাবে সৃষ্ট কর বৈষম্যসমূহ নিস্পত্তিকল্পে ১৬-৮-২০০০ তারিখে বিসিআইসি কর্তৃক শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাবসমূহ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪-৯-২০০০ তারিখে রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে ১-১১-২০০০ এবং ৩-১২-২০০০ তারিখে স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা আসন্ন ২০০০-২০০১ সালের বাজেটে বিবেচনার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পুনরায় পত্র দেয়া হয়েছে। গত ২৭-২-	বাস্তবায়িত

		২০০১ তারিখে বিসিআইসি হতেও ২০০০-২০০১ সালের বাজেটে বিসিআইসি কারখানাসমূহের উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামালের উপর অদূরীভূত শুল্ক ও কর বৈষম্য এবং নতুনভাবে সৃষ্ট শুল্ক ও কর বৈষম্য দুরীকরণার্থে পুনরায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যায়ে যোগাযোগও করা হয়েছে।	
	ঞ) প্রধান কাঁচামাল বাঁশ ও কাঠের উপর আরোপিত রয়্যালটি যুক্তিসঙ্গতভাবে হ্রাসপূর্বক পুনঃনির্ধারণ।	ঞ) সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলের প্রধান কাঁচামাল ও কাঠের উপর আরোপিত রয়্যালটি যুক্তিসংগতভাবে হ্রাসপূর্বক পুনঃনির্ধারণ এবং মিলের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিতকরণের বিষয়ে স্থায়ী কমিটির ১৮-৫-৯৯ তারিখের সুপারিশ পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১৮-৩-২০০১ এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।	বাস্তবায়নাধীন
	ট) মন্ডের গুণগত মান উন্নয়নকল্পে বর্তমান ড্রাইং পদ্ধতি পরিবর্তন করা।	ট) সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলে একটি পেপার মেশিন স্থাপনের লক্ষ্যে ৮৪.৯৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পিপি ২৩-১২-৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে বিধায় বর্তমানে পেপার মেশিন স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে ড্রাইং পদ্ধতি পরিবর্তন করতে প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং পেপার মেশিন স্থাপন করা হলে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে ড্রাইং পদ্ধিতি পরবির্তনে প্রয়োজন হবে না মর্মে কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। কারণ সরাসরি পেপার মেশিনে ব্যবহার করা হলে এসপিপিএম এ উৎপাদিত বর্তমান মানের পাল্প ব্যবহারে কোন অসুবিধা নেই তাই আপাততঃ ড্রাইং পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না।	অবাস্তবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

১৫তম বৈঠক ২৫-০৪-০০	ক) ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সুদের হার কমানোর বিষয়টি আগামী অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়নের পূর্বেই চূড়ান্ত করতে হবে;	ক) শিল্প মন্ত্রী মহোদয় এ বিষয়ে গত ২২-৫-২০০০ তারিখে অর্থ মন্ত্রী মহোদয়কে একটি ডিও পত্র লিখেছেন।	বাস্তবায়িত
	খ) আগামী অর্থ বছরের শুরুতেই একজন মাননীয় সংসদ সদস্যসহ পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট ১টি টিম কর্তৃক ভারতের লুধিয়ানার সাইকেল শিল্প পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে;	খ) ১৩তম বৈঠকের অগ্রগতি কলামের (গ) এর অনুরূপ।	বাস্তবায়নাধীন
	গ) বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থার অধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের (প্রধান কার্যলয়সহ) বর্তমান জনবল সম্পর্কে ১টি প্রতিবেদন কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।	গ) বিএসইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সেট-আপ প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। কর্পোরেশনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে জনবল সুষমকরণের লক্ষ্যে একটি বাস্তবভিত্তিক সেট আপ প্রণয়নের কাজ চলছে। এ সংক্রান্ত জন প্রশাসন সংস্কার কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে সম্প্রতি ১-৩-২০০১ তারিখে কমিশনের সহিত বিএসইসি'র একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন
	ঘ) চিটাগাং স্টীল মিলসহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান অলাভজনক হওয়ার কারণ এবং তার সমাধানে কর্তৃপক্ষের সুপারিশ কমিটিতে পেশ করতে হবে;	ঘ) বিএসইসি'র আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্যাদি চিহ্নিত করে কিভাবে লাভজনক করা যায় তার সুপারিশসমূহ ১৯তম সভায় এতদবিষয়ে গঠিত ৬নং সাব-কমিটির ১১-১০-২০০০ তারিখের ১ম বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
	ঙ) কমিটির আগামী বৈঠকে মন্ত্রণালয় এবং তাঁর অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম/ ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।	ঙ) ১৬তম সভায় আলোচনা করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪
১৬তম বৈঠক ১৬-০৫-০০	ক) ক্ষুদ্র শিল্প বিকাশের জন্য সুদের হার কমিয়ে শতকরা ১০ ভাগ নির্ধারণ করতে হবে;	ক) ৮তম বৈঠকের অগ্রগতি কলামের (ঙ) এর অনুরূপ।	বাস্তবায়নাধীন
	খ) কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্যও ব্যাংক ঋণের সুদের হার শতকরা ১০ ভাগ নির্ধরণ করতে হবে;	খ) ৮তম বৈঠকের অগ্রগতি কলামের (ঙ) এর অনুরূপ।	বাস্তবায়নাধীন
	গ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম, লোকবল, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম, শিল্পনীতি ও আনুষাঙ্গিক বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট প্রস্ত াবসহ একটি রিপোর্ট পেশের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়;	গ) সাব-কমিটির বিবেচনাধীন রয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন
	ঘ) কমিটির আগামী বৈঠকে ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন এবং এনজিও সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।	ঘ) কমিটির ২৪-৯-২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৯তম সভায় বিএসইসি'র উপর আলোচনা হয়েছে এবং এনপিও'র উপর কোন আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই। তবে ১৭তম বৈঠকে ১৯৮৯ সালকে ভিত্তি বছর বিবেচনা করিয়া পাবলিক সেক্টরে ১৯৯০-৯১ সালে হইতে ১৯৯৯-২০০০ সালে পর্যন্ত উৎপাদনশীলতা হ্রাস-বৃদ্ধির উপর একটি সমীক্ষা পরিচালনার বিষয়ে বৈঠকে আলোকপাত করা হয়। আলোচ্য সমীক্ষার বিষয়ে এনপিও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমে ইতিমধ্যেই শুরু করিয়াছে।	বাস্তবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

১৭তম বৈঠক ২৭-০৭-০০	ক) কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাণ নাশের হত্যা প্রচেষ্টার জন্য ঘৃণা ও নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে;	ক) সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব গৃহীত হয়।	বাস্তবায়িত
	খ) সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের উৎপাদিত পণ্য খরিদ করতে হবে অর্থাৎ সরকারের ১৯৮৬ সনের ক্রয় নীতিমালা অনুযায়ী খরিদ করতে হবে যা সরকারের সকল সংস্থার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য;	খ) সরকারী মালিকাধীন সকল সংস্থা কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে যে সকল পণ্য প্রয়োজন হয় তা সকল সংস্থা ও ইহার আওতাধীন ইউনিটসমূহ ১৯৮৬ সালের ক্রয় নীতি অনুসরণ করে ক্রয় করা শুরু করেছে।	বাস্তবায়িত
	গ) সরকারকে দেশের উৎপাদিত সার আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে অথবা বিসিআইসিকে প্রয়োজনীয় ভর্তুকী দিতে হবে;	গ) দেশে উৎপাদিত সারের বাজার মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে থাকে, যা উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় কম বিসিআইসিকে এ ক্ষেত্রে ভর্তুকী দেয়ার জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে। আমদানীকৃত ইউরিয়া সারের ক্ষেত্রে সরকারের নিকট হতে বর্তমানে ভর্তুকী দেয়া হচ্ছে।	বাস্তবায়িত
	ঘ) কেএনএম এবং অন্যান্য পেপার মিল সম্পর্কে কমিটির পরবর্তী বৈঠকে আলোচন হবে;	ঘ) স্থায়ী কমিটির ১৮তম সভায় বিসিআইসি'র পেপার মিল সমূহের সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
	ঙ) সুবিধামত সময়ে কমিটি এসপিপিএম, কেপিএম, এবং কেএনএম পরিদর্শন করবে।	ঙ) স্থায়ী কমিটির মাননীয় সাংসদগণ এসব মিলস পরিদর্শনে আসলে সংস্থা সাংসদগণকে স্বাগত জানাবে।	বাস্তবায়নাধীন
১৮তম বৈঠক ২৭-০৮-০০	১) গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধিজনিত ১৬৫ কোটি টাকা সরকার বিসিআইসিকে প্রধান করবে অথবা চলতি বছর থেকে বিসিআই'র সার-কারখানাগুলো গ্যাসের মূল্য বৃদ্দির আওতা বহির্ভূত থাকবে; ২) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস সম্পর্কে বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক উথাপিত	১) আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে ১৬৫.২৫ কোটি টাকা পুনঃভর্তরণের প্রস্তাব সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রী সভা কমিটির নিকট প্রেরণের উদ্দেশ্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। ২), ৩), ৪), ৫) ও ৬) এর বিষয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির গত ২৭-	বাস্তবায়নাধীন

Dhaka University Institutional Repository

	সুপারিশসমূহ কমিটি কর্তৃক হগৃহীত হয়: ৩) নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস সম্পর্কে বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক উত্থাপিত সুপারিশসমূহ কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়; ৪) সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস সম্পর্কে বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক উত্থাপিত সুপারিশসমূহ কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়; ৫) কর্ণফুলী পেপার মিলস সম্পর্কে বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক উত্থাপিত সুপারিশসমূহ কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়; ৬। শিল্প মন্ত্রনালয় প্রত্যেকটি পেপার মিলস সম্পর্কে স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়রে সঙ্গে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক করবে এবং সুপারিশগুরো বাস্ত বায়নের জন্য যথাসাধ্য চাপ সৃষ্টি করবে।	১২-২০০০ ইং তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণায় বৈঠক হয়। উহাতে নিউজপ্রিন্ট মিলের ১৫.০০ কোটি টাকায় ভর্তুকী বৃদ্ধি, এডিবি ঋণের ইকুইটিতে বা গ্রান্ট ইন এইডে রূপান্তর, সোনালী ব্যাংকের সিসি (হাইপো ও প্লেজ) হিসাবে প্রদেয় সুদের হার ১০% এ হ্রাস ও ব্লক ঋণ সুদবিহীন করার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় উহার মধ্যে গ্রান্ড ইনএইড, সিসি ঋণের সুদ হ্রাস, সুদবিহীন ব্লক ঋণ অনুমোদনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে গত ৩১-১-২০০১ ইং তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ভর্তুকী বৃদ্ধির জন্য গত ১৬-৪-২০০১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। গোল্ডেন হ্যান্ড সেকের আওতায় ৫টি কারখানা থেকে ১০১টি আবেদন পাওয়া যায় যা আশাব্যঞ্জক নহে। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এনবিপিএম এর ব্যাপারে কোন আলোচনা হয়নি। পরবর্তীতে আরো একটি সভা আহবান করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর সাথে গত ১৮-৩-২০০১ তারিখে সিলেট পাল্প এমন্ড পেপার মিলে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত বাঁশ ও কাঠের রয়্যালটি হ্রাসের বিষয়ে যে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয় উহাতে বাঁশ ও কাঠের উপর রয়্যালটি যুক্তিসংগত পর্যায়ে হ্রাস করতে অপারগতা প্রকাশ করার বিষয়টি মন্ত্রীপরিষদ সভায় প্রেরণের ব্যাপারে সভার সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। সভায় মন্ত্রীপরিষদ সভার জন্য একটি সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন পূর্বক প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এ বিষয়ে বিসিআইসি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব শীঘ্রই শিল্প মন্ত্রণালয় প্রেরণ করবে।	বাস্তবায়নাধীন
	৭) পেপার মিলগুলো সম্পর্কে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকের আলোচনার ভিত্তিতে শিল্প মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর	৭) আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা সমাপ্ত হলে পেপার মিলগুলি সম্পর্কে একটি সার-সংক্ষেপ প্রণয়নপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হবে।	বাস্তবায়নাধীন

	নিকট উথাপনের জন্য একটি সার-সংক্ষেপ তৈরী কর তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠাবে।		
১৯তম বৈঠক ২৪-০৯-০০	ক) ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে লোকসানী প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুত লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার বিষয়ে বিএসএফআইসি এবং বিএসইসি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে।	ক) বিএসএফআইসি ঃ কর্পোরেশনের সদর দপ্তর ও এর অধীনস্থ মিলসমূহে প্রকৃত কাজ ও উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এ ধরণের সকল প্রকার অধিকাল ভাতা, ইনসেনটিভ ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রদান বন্ধ করা হয়েছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে বছরে প্রায় ১৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস পাবে। ক.খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের টিএ/ডিএ, ষ্টেশনারী, স্কুল পরিচলানা ও কল্যাণ খরচসহ এ ধরণের অন্যান্য সকল খাতে ব্যয় হ্রাসের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ক.গ) ইনভেন্টরী হ্রাসের মাধ্যমে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা হচেছ। ক.ঘ) যানবাহন, কারখানা এবং অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত খাতে কঠোর নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে ব্যয় হ্রাস করা হচ্ছে। ক.ঙ) উৎপাদন সংক্রান্ত কাঁচামালের অর্থাৎ ইক্ষু ক্রয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে শিকড়, আখ, ডগা, পাতা প্রভৃতি পরিহারের মাধ্যমে আবর্জনামুক্ত আখ ক্রয় করে চিনি উৎপাদনের হার বৃদ্দির মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা হচ্ছে। বিএসইসি ঃ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন বৃদ্দির মাধ্যমে বিএসইসি এর লোকসানী প্রতিষ্ঠান সমূহের লোকসান হ্রাস করে লাভজনক করার পদক্ষেপ নেয়ার ফলে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছর ৬ (ছয়) টি লোকসানী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট লোকসান ২৩.৬১ কোটি টাকার স্থলে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ৫ (পাঁচ) টি লোকসানী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট	বাস্তবায়নাধীন

Dhaka University Institutional Repository

		লোকসান ৭.১৮ কোটি টাকায় এসেছে। চলতি অর্থ বছরেও এ ধারা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টায় নেয়া হয়েছে।	
	খ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় জিওবি'র অর্থায়নে সরকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য যাতে ক্রয় করে সে বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা জারীর বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবে।	খ. সরকারী প্রতিষ্ঠান হতে পণ্য ক্রয়ের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশাবলী শিল্প মন্ত্রণালয় অত্র কর্পোরেশনকে অবহিত করে এবং সে অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।	বাস্তবায়িত
	গ) পর্যায়ক্রমে চিনিকলগুলোর বিএমআরই করা এবং উৎপাদন লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	গ. বর্তমানে চালু ১৫টি চিনিকলের মধ্যে ৮টি চিনিকলের বিএমআরইকরনের কর্মসূচী সরকারের পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯৭-৯৮-২০০১/২০০২) অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। চিনিকলগুলো হচ্ছে কেরু এন্ড কোং সুগার মিলস লিঃ জিল বাংলা সুগার মিলস লিঃ, ফরিদপুর সুগার মিলস লিঃ, নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস লিঃ, নাটোর সুগার মিলস লিঃ, কুষ্টিয়া সুগার মিলস লিঃ, পঞ্চগড় সুগার মিলস লিঃ ও মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস লিঃ। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস এর বিএমআরই করণের জন্যও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিএমআরই প্রকল্প সমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের, লক্ষ্যে প্রকল্প সাহায্য সংস্থাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় অর্থনৈতিক সম্পর্কে বিভাগকে অনুরোধ জানিয়েছে। ইতোমধ্যে বিএমআরই অব কেরু এন্ড কোং সুগার মিলস প্রকল্পের জন্য চীন হতে সরবরাহকারীর ঋণ প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিএসএফআইসি'র মতামত শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত

		সুপবিধাজনক শর্তে প্রকল্প সাহায্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে অন্যান্য বিএনআরই প্রকল্পসমূহও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	
	ঘ) চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন স্থায়ী কমিটি কর্তৃক চিনিকলগুলো পর্যাযক্রমে পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	ঘ) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন স্থায়ী কমিটি কর্তৃক চিনিকলগুলো পর্যায়ক্রমে পরিদর্শনের পদক্ষেপকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং এ ধরণের পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	বাস্তবায়নাধীন
	ঙ) বিএসইসি আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্যাদি চিহ্নিত করে কিভাবে উহাকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা যায় সে সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি সাব-কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিটির সদস্যরা হলের ঃ দেওয়ান ফরিদ গাজী - আহবায়ক, জনাব মোঃ গোলাম হোসেন - সদস্য, জনাব এ.কে.এম মোশাররফ হোসেন- সদস্য।	ঙ) বিএসইসি গঠিত সাব-কমিটির মাননীয় সদস্যগণ রিপোর্ট প্রণয়নের লক্ষ্যে সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য ১৭-১০-২০০০ তারিখে চট্টগ্রামস্থ বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠান চিটাগাং ষ্টিল মিলস লিঃ জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিঃ এবং চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ পরির্দশন করেন। চিটাগাং ষ্টিল মিলস লিঃ সরকারী নিজস্ব অর্থায়নে বা যৌথ উদ্যোগে অনতিবিলম্বে চালু এবং জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিঃ ও চিটাগাং ড্রাইডক লিঃ এর তৈরী পণ্য অগ্রাধিকার ভিত্তিকে অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান যাতে ক্রয় করে এ বিষয়ে নির্দেশনার উদ্দেশ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগের জন্য সুপারিশ প্রধান করেন। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
	চ) যৌথ উদ্যোগে অথবা নিজস্ব অর্থায়নে অনতিবিলম্বে চিটাগাং ষ্টিল মিল চালু করণের বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	চ) বিএসইসি ঃ চিটাগাং ষ্টিল মিলস লিঃ এর পুনর্বাসন প্রকল্প যৌথ উদ্যোগে বাস্ত বায়নের নিমিত্তে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে যৌথ উদ্যোক্তা/ বিনিয়োগ কারীর নিকট হতে প্রস্তাব আহবানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন
২০তম বৈঠক ২৪-১০-০০	ক) কমিটির পরবর্তী বৈঠকে বিসিক কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে বেসিক ব্যাংকের কার্যক্রমের উপর আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত	ক) ২১তম সভায় আলোচনা করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

	গ্রহণ করা হবে।		
	খ) পেটেন্ট ও ডিজাইন অফিস এবং ট্রেড মার্ক রেজিষ্ট্রির আইনসমূহের আধুনিকায়নের জন্য সংশোধিত খসড়া বিল পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় স্থায়ী কমিটিতে উপস্থাপন করবে।	খ) বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।	বাস্তবায়নাধীন
	গ) দেশের একমাত্র বৃহৎ ষ্টীল মিলস লিঃ হিসেবে চিটাগাং ষ্টীল মিলস চালু করার ব্যাপারে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	গ) চিটাগাং ষ্টীল মিলস লিঃ এর পুনর্বাসন প্রকল্প যৌথ উদ্যোগে বাস্ত বায়নের নিমিত্তে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যৌথ উদ্যোক্তা/ বিনিয়োগকারীর নিকট হতে প্রস্তাব আহবানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন
	ঘ) ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থার বর্তমান চেয়ারম্যানকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদানের বিষয়ে মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	ঘ) জনাব সুলতান আহমেদ শিকদার গত ৫-১১-২০০০ তারিখ হতে অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে যান। বর্তমানে বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান হিসাবে জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান (অতিরিক্ত সচিব) কর্মরত আছেন।	বাস্তবায়িত
২১তম বৈঠক ১৪-১২-০০	ক) কমিটি বিএসটিআই এর অনিয়ম ও দুর্ণীতি তদন্তের জন্য মাননীয় সভাপতিকে আহবায়ক ও মাননীয় সদস্য মিসেস শাহানাজ সরদার এবং জনাব মোঃ গোলাম হোসেনকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব-কমিটি গঠন করে। উক্ত সাব-কমিটি বিএসটিআই এর সার্বিক কার্যক্রম তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবে।	ক) বিএসটিআই এর অনিয়ম ও দূর্নীতি তদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন সাব-কমিটির নিকট মন্ত্রণালয় কর্তৃক পেশ করা হইয়াছে। সাব-কমিটি উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য ও নীতিমালা পর্যালোচনা পূর্বক সাব-কমিটি একটি পুর্নাঙ্গ প্রতিবেদন মূল কমিটির বৈঠকে পেশ করলে মূল কমিটি কর্তৃক তা গৃহীত হয়।	বাস্তবায়িত
	খ) বিটাক এর অনুমোদিত জনবল বৃদ্ধি করতে হবে। বিটাক এর জন্য সরকারী অনুদান বাড়াতে হবে। বিটাক এর কর্মদক্ষতা বাড়ানের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সংগতি রেখে কম্পিউটার প্রযুক্তি সম্পৃক্ত	খ) বর্তমাতন জনবল কাজের ভিত্তিতে বিন্যাস করার লক্ষ্যে প্রশাসনিকভাবে পরীক্ষার কাজ শুরু করা হয়েছে। সরকারী অনুদান বাড়ানোর বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিটাকের ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের জন্য সর্বমোট ৫২৭.০১ লক্ষ টাকা	বাস্তবায়নাধীন

	করে বিএমআরই করতে হবে। বিটাক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত যন্ত্রপাতির গুণগত মান প্রচারণার মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করার জন্য ব্রোসিয়ায় ছাপাতে হবে।	প্রাক্কলিত ব্যয়ে বিটাক আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন (১ম পর্যায়ে) শীর্ষক প্রকল্প সারপত্রটি পুনর্গঠন করে বিগত ৫-১২-২০০০ তারিখে শিল্প মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। বিটাক বার্তা প্রকাশনা অব্যাহত আছে। দিনপঞ্জী (ডায়েরী) প্রকাশ করা হয়েছে।	
	গ) বয়লার এ্যাক্ট ও বয়লার রুলস সংশোধন ও আধুনিকীকরণের খসড়া প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্থায়ী কমিটিতে পেশ করতে হবে। প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যলয়ের জনবল বৃদ্ধি করতে হবে।	গ) বয়লার এ্যাক্ট ও বয়লার রুলস সংশোধন ও আধুনিকীকরনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।	বাস্তবায়নাধীন
	ঘ) বেসিক ব্যাংক এর ওয়াকিং ক্যাপিটালের লোনের সুদের হার ১২% এ কমিয়ে আনার বিষয়ে জানুযারী মাসের মধ্যে আলোচনা করে একটি প্রতিবেন স্থায়ী কমিটির সভায় পেশ করতে হবে।	ঘ) "In line with the recommendation of the 21st meeting of Parliamentary Standing Committee on Ministry of Industries, the Board of Directors of BASIC in its 124th meeting held on March 4,2001 reduced the interest rate on working capital loan to 12.00% per annum from 15.00% per annum for industrial units with fixed cost not exceeding Tk. 30.00 lac and working capital loan not exceeding Tk. 30.00 lac effective from april 01,2001".	বাস্তবায়িত
	ঙ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি ও লোকবল পর্যালোচনার করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত সাব-কমিটিকে মন্ত্রনালয় দ্রুত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করে সার্বিক সহযোগিতা করবে।	ঙ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
২২তম বৈঠক ২৪-০১-০১	১। কমিটিতে প্রেরিত বিলের প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ বিলটি রিড্রাফট করতে হবে; ২। স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে মহান সংসদে বিলটি পাস করার জন্য	জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।	বাস্তবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

	কমিটি সর্বসম্মত সুপারিশ করে।		
২৩তম বৈঠক ২২-০২-০১	ক) কমিটির পরবর্তী সভায় ইতিপুর্বে অনুষ্ঠিত ২২টি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপর মন্ত্রণালয় একটি প্রতিবেদন দাখিল করবে:	ক) মন্ত্রণালয় প্রতিবেদন দাখিল করেছে।	বাস্তবায়িত
	খ) বিআইএম এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য কমিটির নিম্নলিখিত সদস্যদ্বয়ের সমন্বয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়ঃ (১) জনাব মোঃ গোলাম হোসেন-আহবায়ক। (২) মিসেস শাহনাজ সরদার সদস্য। সাব-কমিটির কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ন-সচিব জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান। উক্ত সাব-কমিটি আগামী এক মাসের মধ্যে বিআইএম এর সার্বিক ব্যবস্থা কি অবস্থায় আছে, এর সমস্যা কি এবং কিভাবে এর উন্নতি করা যায় সে সম্পর্কে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট মুল কমিটিতে পেশ করবে।	খ) সাব-কমিটির একটি সভা এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন
	(গ) পিডিবি, ডেসা ও আরইবিকে নিজস্ব অর্থায়নে ইনসুলেটর ক্রয় করার সময় বিআইএসএফ এর উৎপাদিত ইনসুলেটর ক্রয় করতে হবে।	(গ) কমিটির সিদ্ধান্ত পিডিপি, ডেসা ও আরইবিকে অবহিত করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন
	(ঘ) টেবিলওয়ারের ন্যায় বিআইএসএফ এর স্যানিটারী ওয়ারের উপর হতে ৫% সম্পূরক কর মওকুফের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে।	(ঘ) ট্যাফিক কমিশনের সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে ট্যাফিক কমিশনের চেয়ারম্যানগণ শুনানীর আয়োজন করেন। উক্ত শুনানীতে ৫% সম্পূরক কর থেকে বিআইএসএফকে অব্যাহতি দেয়ার অনুরোধ করা হয়।	বাস্তবায়নাধীন

Dhaka University Institutional Repository

	(ঙ) বিআইএসএফ এর স্যানিটারী ওয়ারের মডেল পরিবর্তন করে আকর্ষনীয় করতে হব। একই সাথে প্রতিযোগীতামূলক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী যুগোপগী ডিজাইন ও আকারে ইহা উৎপাদন ও বাজারজাত করতে হবে।	(ঙ) চলতি অর্থ বৎসরে বিআইএস এফ উল্লেখিত আইটেমগুলো মডেল পরিবর্তর করতঃ আকংনীয় ডিজাইনে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বাজারজাত করেছেঃ (১) উড়িষ্যা প্যান (৩১৬ এম), (২) ওরিয়েন্টাল প্যান (৩১৮ এম), (৩) কম্বি ক্লোসেট (৪১৮/১১৮), (৪) পাদানী (৩০৫ এম)।	বাস্তবায়নাধীন
২৪তম বৈঠক ২৯-০৪-০১	(ক) মাননীয় সদস্য জনাব গোলাম হোসেনের ডিলারশীপ বাতিল করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান গ্রহণ করবে।	(ক) বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।	বাস্তাবায়নধীন
	(খ) সংসদের আগামী অধিবেশনে শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি প্রতিবেন উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রতিবেদনের খসড়া কমিটির বিবেচনার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় আগামী বৈঠকে পেশ করবে।	(খ) পেশ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
	গ) কমিটির সদস্যবৃন্দ সিলেট সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, ছাতক পেপার মিল ও ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানার বর্তমান অবস্থা দেখার জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন।	গ) পরিদর্শন বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি।	বাস্তবায়িত
২৫তম বৈঠক ৩০-০৫-০১	ক) খসড়া রিপোর্টটি চূড়ান্ত করনের লক্ষ্যে একটি বৈঠক আহবান করতে হবে।	ক) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহবান করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন
	খ) স্থায়ী কমিটির বিগত পাঁচ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন আসন্ন জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করতে হবে।	খ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত হবে।	বাস্তবায়নাধীন
	গ) স্থায়ী কমিটি আগামী ৮ ও ৯ই জুন/২০০১ সিলেটের পাল্প ও পেপার মিল, ছাতক সিমেন্ট কারখানা এবং ফেঞ্চুগঞ্জ সারকারখানা পরিদর্শন করবে।	অনিবার্যকারণ বশতঃ কর্মসূচী স্থগিত রয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন

Dhaka University Institutional Repository

১২ মে, ১৯৯৮ তারিখে বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ৩১-৫-১৯৯৮ তারিখ হতে ১০-৭-২০০১ তারিখ পর্যন্ত ২৪টি বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠকে আলোচনার আলোকে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমাধানের উপায় উদ্ভাবন এবং বাস্তবতার নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর কমিটি এ পর্যন্ত মোট ৩টি সাব-কমিটি গঠন করে। ২ টি সাব-কমিটি তাদের উপর দায়িত্ব সম্পর্কে মূল কমিটিতে রিপোর্ট পেশ করেছে। অবশিষ্ট ১টি সাব-কমিটির কার্যক্রম এখনো সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি।

সারণিঃ ৫.২

বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১ম হতে ২৪তম বৈঠক পর্যন্ত গৃহীত সুপারিশ সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত প্রতিবেদন।

ক্রমিক নং	বৈঠকের নম্বর এবং বৈঠকের তারিখ	বৈঠকের আলোচ্যসূচী	বৈঠকের গৃহীত সিদ্ধান্ত /সুপারিশ	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতির প্রতিবেদন	মন্তব্য
১।	১ম বৈঠক ৩১ মে, ৯৮	১। মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি সম্পর্কে সচিব মহোদয় কর্তৃক বিবরণ প্রদান; ২। অধিদপ্তর/ দপ্তরের কার্যাবলী সম্পর্কে পর্যালোচনা।	১। Allocation of Business সম্পর্কে আলোচনা; ২। বস্ত্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা।	২য় বৈঠকের আলোচ্যসূচীভূক্ত করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
২।	২য় বৈঠক ১৭ জুন, ৯৮	১। Allocation of Business সম্পর্কে আলোচনা; ২। বস্ত্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা।	৩। বস্ত্র মন্ত্রণালয়কে বর্ধিত কলেবরে সাজানোর প্রস্তাব করা হয়; ৪। তুলা উন্নয়ন বোর্ডকে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করায় প্রস্তাব করা হয়;	সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত মাননীয় সাংসদগণের সমন্বয়ে ১নং সাব-কমিটি গঠন করা হয়।ঃ ক) আলাহাজ্ব সৈয়দ মাসুদ রেজা- আহবায়ক খ) জনাব মোঃ ফজলুল আজিম- সদস্য গ) হাজী মোঃ মোজাম্মেল হক- সদস্য ঘ) জনাব আলী রেজা রাজু- সদস্য ১নং সাব-কমিটির সুপারিশমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ চলছে।	প্রক্রিয়াধীন

Dhaka University Institutional Repository

			৫। Allocation of Business সম্পর্কে পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১নং সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সাব-কমিটি মূল কমিটিতে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। প্রতিবেদনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের কাজ চলছে।	
৩।	৩য় বৈঠক ৩০ জুলাই, ৯৮	১। বস্ত্রনীতি সম্পর্কে পুনরালোচনা; ২। রেশম বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা।	৬। বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির Allocation of Business সম্পর্কিত সাব-কমিটি নিম্ন-লিখিতভাবে পূর্ণগঠিত করা হয়। ১। জনাব মোঃ ফজলুল আজিম-আহবায়ক ২। হাজী মোঃ মোজাম্মেল হক-সদস্য ৩। জনাব আলী রেজা রাজু-সদস্য ৪। বেগম মন্নুজান সুফিয়ান- সদস্য সাব-কমিটির কার্যপরিধি ঃ ক) বর্তমান চাহিদার আলোকে বস্ত্র মন্ত্রণালয়কে পরিপূর্ণভাবে পুর্নগঠিত করার লক্ষ্যে Allocation of Business এ উল্লিখিত বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ সুপারিশ প্রদান; খ) পুর্নগঠিত সাব-কমিটি Allocation of Business সম্পর্কে প্রতিবেদন	বিষয়টি নিয়ে ১-৯-৯৮ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ৪র্থ বৈঠকে, ২৭-৯-৯৮ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ৫ম বৈঠকে এবং ৩১-১২-৯৮ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বৈঠকেও আলোচনা হয়েছে। ১নং সাব-কমিটির মোট ৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সাব-কমিটির অনুমোদিত রিপোর্ট ২০-৭-২০০০ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশসমূহ বস্ত্র বস্ত্রণালয় থেকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।	প্রক্রিয়াধীন

Dhaka University Institutional Repository

			আকারে তাদের সুপারিশ প্রণয়ন করবে; গ) সাব-কমিটি আগামী ১ মাসের মধ্যে অর্থাৎ ৩০ জুলাই, ৯৮ থেকে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে তাদের সুপারিশ স্থায়ী কমিটির নিকট প্রেরণ করবে; ঘ) বস্ত্র মন্ত্রণালয় সাব-কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।		
৪।	৩য় মূলতবী বৈঠক ৩ আগষ্ট, ৯৮		৭। বস্ত্রনীতি ১৯৯৫ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোথায় কি ধরণের প্রতিবন্ধকতা ও অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি হয়েছে, কেন আশানুরুপ বিনিয়োগ হচ্ছে না, সেগুলো চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন আগামী ২০ দিনের মধ্যে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির কাছে প্রেরণ করবে।	বস্ত্রনীতি ১৯৯৫ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন ৪র্থ ও ৫ম বৈঠকের কার্যপত্র হিসাবে কমিটির মাননীয় সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১নং সাব-কমিটির বিবেচ্য বিষয়ে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ১নং সাব-কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে শুল্ক, কর কাঠামোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে অনুরোধ করা হয়েছিল এবং গত বাজেটে এর আংশিক প্রতিফলন হয়েছে। সাব-কমিটির সুপারিশমালা ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের বাজেটে প্রতিফলনের জন্য পুনরায় অনুরোধ করায় ১৫% শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
			৮। বস্ত্র মন্ত্রণালয় সিল্ক ফাউন্ডেশন সম্পর্কিত সমূদয় তথ্য, দ্বিতীয়তঃ রেশম বোর্ডের কার্যপত্রের	অধ্যাপিকা জিনাতুন নেসা তালুকদারকে আহবায়ক করে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন এবং বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ সম্বলিত প্রতিবেদন	বাস্তবায়িত

			৬নং সুপারিশে উল্লিখিত ২৮-১২-৯৭ তারিখে অধ্যাপিকা জিন্নাতুন নেসা তালুকদারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন এবং এ সম্পর্কে মন্ত্রণালয় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, সে সম্পর্কিত তথ্য স্থায়ী কমিটির আগামী বৈঠকের পূর্বে সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করবে।	গত ২৯-৯-৯৮ তারিখে স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে।	
			৯। অবিলম্বে কাঁচা রেশমের আমদানী নীতি নিয়ন্ত্রিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতঃ প্রকৃত চাহিদা নিরূপণ করে শুধু মাত্র ঘাটতি কাঁচা রেশমের আমদানীর অনুমোদন দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য একটি সুপারিশ করেছে।	কাঁচা রেশমের উপর আমদানী শুল্ক ৭.৫% থেকে ১৫% বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে ভ্যাট বাদ দেয়ায় বস্ত্র মন্ত্রণালয় দেশীয় কাঁচা রেশম উৎপাদনকারীদের স্বার্থে ভ্যাট পুনঃ আরোপের প্রস্তাব করেছে। ২০০০-২০০১ সালের ভ্যাট শুল্ক ১৫% করার জন্য সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে ১৫% কর আরোপ করা হয়েছে এবং ভ্যাট প্রত্যাহার করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
			১০। অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্প হতে নির্ধারিত বছর-ওয়ারী চাহিদা অনুযায়ী অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি কমিটি সুপারিশ করেছে।	বর্তমানে বোর্ডের উন্নয়ন বাজেটে পিপি বরাদ্দ অনুযায়ী অর্থ প্রাপ্তিতে কোনরূপ অসুবিধা হচ্ছে না।	বাস্তবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

			১১। উন্নয়ন খাতে দীর্ঘদিন কর্মরত অবশিষ্ট ২৯৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাজস্ব খাতে অন্ত র্ভুক্তকরণের জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিটি সুপারিশ করছে।	রেশম বোর্ডের উন্নয়ন খাতে বিভিন্ন পদে নিয়োজিত ৩৮৭ জন জনবল রাজস্ব খাতে অন্ত র্ভূক্ত করার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে বিগত ১৫-২-৯৭ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছিল। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় উক্ত জনবলের মধ্যে বিভিন্ন পদে মাত্র ৭৩ জন জনবলকে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্তির নিমিত্তে বিগত ৬-১০-৯৭ তারিখে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে উক্ত ৭৩ জন জনবলের মধ্যে ৬৮ জন ইতিমধ্যেই গত ২০-৮-২০০০ইং তারিখে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট (৩৮৭-৬৮)=৩১৯টি পদের মধ্যে শূন্য ১৭টি পদ ব্যাতিরেকে ৩০২জন জনবলকে রাজস্ব খাতে অন্ত র্ভুক্তিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় অসম্মতি জানিয়েছে। অবশিষ্ট উক্ত ৩০২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বর্তমানে বোর্ডের বাস্ত বায়নাধীন রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ রেশম বীজগুটি উৎপাদন কেন্দ্রস্থাপন এবং জাতীয় রেশম গবেষণা উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক সমন্বিত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০০১ সালে সমাপ্ত হয়েছে। বিধি মোতাবেক উল্লেখিত জনবলকে রাজস্ব খাতে অন্ত র্ভুক্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।	আংশিক বাস্তবায়িত
			১২। রেশম কারখানা দু'টিকে বিশেষ শিল্প	কারখানা দু'টির বিপরীতে প্রাপ্ত ২.০০ কোটি টাকার	বাস্তবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

			হিসাবে ঘোষণা করতঃ বাংলাদেশের শিল্পের লালন পালন ও এতিহ্য টিকিয়েরাখার স্বার্থে বাৎসরিক ঘাটতি অর্থ সরকারী অনুদান হিসাবে বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ৯-১১-৯৬ তারিখে মাননীয় প্রধনমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের আলোকে রেশম কারখানা দুটিকে দক্ষ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরসহ সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করার লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ৭৮ক খাত হতে দীর্ঘমেয়াদী স্বল্প সুদের প্রয়োজনীয় আবর্তক তহবিল প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিটি সুপারিশ করছে।	চলতি মুলধন দিয়ে উৎপাদন কাজ শুরু করা হয়েছে। ১ (এক) শিফট ভিত্তিতে রাজশাহী রেশম কারখানা ৯০% ভাগ এবং ঠাকুরগাঁও রেশম কারখানা ৭০% ক্ষমতায় উৎপাদনে চালু রয়েছে।	
৫।	৪র্থ বৈঠক ০১ সেপ্টেম্বর, ৯৮	১। বস্ত্রনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে মন্ত্রণালয় সচিব কর্তৃক বক্তব্য পেশ এবং এ সম্পর্কে আলোচনা। ২। বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন সম্পর্কে আলোচনা।	১৩। বিগত ৩০-৭-৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বস্ত্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৩য় বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ ফজলুল আজিমকে আহবায়ক করে ইতিপূর্বে পুনর্গঠিত ৪ সদস্যবিশিষ্ট সাব-কমিটির উপর অর্পিত	বিষয়টি নিয়ে ১-৯-৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪র্থ বৈঠকে, ২৭-৯-৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫ম বৈঠকে এবং ৩১-১২-৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বৈঠকেও আলোচনা হয়েছে। ১নং সাব-কমিটির মোট ৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১নং সাব-কমিটির অনুমোদিত রিপোর্ট ২০-৭-২০০০ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করা হয়েছে। রিপোর্টের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে বস্ত্র মন্ত্রণালয় থেকে যোগাযোগ এখনো অব্যাহত	প্রক্রিয়াধীন

			কার্যপরিধি ছাড়াও ঐ সাব-কমিটির ১-৯-৯৮ তারিখের বৈঠকে পেশকৃত বস্ত্রনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ এবং বস্ত্র মন্ত্রাণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যদের পালোচনা ও সুপারিশের আলোকে একটি সমন্বিত সুপারিশমালা আগামী ১ মাসের মধ্যে স্থায়ী কমিটির নিকট পেশ করবে।	রয়েছে।	
৬।	৫ম বৈঠক ২৭ সেপ্টেম্বর, ৯৮	বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন সম্পর্কে আলোচনা।	১৪। বেপজা-এর অন্তর্ভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠনগুলোর সুতা ক্রয়ে সরকার কি নীতি অনুসরণ করে থাকে সে বিষয়ে আগামী বৈঠকে একটি স্বচ্ছ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সংশিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হয়।	বেপজা সংক্রান্ত প্রতিবেদন ৫ম মূলতবী বৈঠকে দেয়া হয়েছে।	বাস্তবায়িত
			১৫। তাঁতীদের মধ্যে বিতরণযোগ্য ঋণ ৫০ কোটি টাকা থেকে ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এই	এ বিষয়ে একটি ডি.ও. পত্র মাননীয় সভাপতির স্বাক্ষরে অর্থ মন্ত্রণালয়ে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ও মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ	বাস্তবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

			কমিটির একটি সুপারিশ প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হয়।	তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্ত বায়নের জন্য নির্ধারিত মোট ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ব্যয় সম্পন্ন তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী শীর্ষক একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। (তারিখঃ ৪-১১-৯৮)। ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ব্যয় সম্পন্ন ক্ষুদ্র ঋণ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবিত ২০০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ ঋণ প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি। কিন্তু ঋণ প্রকল্পটি উন্নীতকরণের জন্য প্রকল্প সংশোধনের কাজ চলছে।	
			১৬। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত তাঁতীদের মধ্যে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান এবং ১ বছরের জন্য ঋণ আদায় স্থগিত অথবা মওকুফ করার জন্য এই কমিটির পক্ষ থেকে একটি সুপারিশ প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হয়।	১৯৯৮ এর ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হস্তচালিত তাঁত ঋণের কিস্তি আদায় স্থগিতসহ তাঁতীদেরকে আর্থিক সহায়তা ও তাঁত ঋণ প্রদানের জন্য ২৯-৯-৯৮ তারিখে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীকে আধা-সরকারী পত্র মারফত মাননীয় বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী অনুরোধ জানান। এতাড়া বন্যার ক্ষতিগ্রস্ত তাঁতী সম্প্রাদায়কে ইতিপূর্বে প্রদত্ত তাঁত ঋণ আদায় ডিসেম্বর ৯৮ পর্যন্ত (৩ মাসের জন্য) স্থগিত রাখার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে এবং অনুসরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। অপরদিকে দেশীয় তৈরী লুম প্রতি মাসিক শুল্ক জুলাই হতে সেপ্টেম্বর' ৯৮ পর্যন্ত মওকুফ এবং অক্টোবর হতে ডিসেম্বর'৯৮ পর্যন্ত সময়ে শুল্ক আদায় স্থগিত রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদের ১৪-৩-	বাস্তবায়িত

				৯৮ তারিখের সভায় অনুরূপ সিদ্ধান্ত রয়েছে। তাঁত ঋণের সুদ ও দন্ড সুদ মওকুফের সময়সীমা ৩১-১২-২০০১ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।	
			১৭। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জামদানী ও বেনারসী শাড়ী কারখানা তাঁত শিল্পকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়।	১৯৯৮ এর বন্যাত্তোর পুনর্বাসন প্রকল্প ঋণ কর্মসূচী সাধরণ বেনারসী ও জামদানী তাঁতী শীর্ষক মোট ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ সম্পন্ন একটি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য গত ২৪-১২-৯৮ তারিখে বস্ত্র মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন উক্ত প্রকল্পটি অনুমোদন করেনি। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থায়নে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তাঁতীদের মাঝে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক ১০ কোটি টাকা এবং রাজশাহী কৃষি ব্যাংক কর্তৃক ৩.২৫ কোটি টাকা প্রতিবছর বরাদ্দ রাখা হয়েছে।	প্রক্রিয়াধীন
			১৮। বিটিএমসি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গ্রহণ এবং কমিটির পক্ষ থেকে একটি সুচিন্তিত মতামত প্রদানের জন্য লিকুইডেশন সেল, টিআইডিসি এবং জাতীয় বস্ত্র নক্সা প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রসহ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কমিটিকে প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়।	এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন অর্থ্যাৎ বিটিএমসি সংক্রান্ত্র প্রতিবেদন স্থায়ী কমিটিতে পেশ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত

			১৯। সাব-কমিটির রিপোর্ট প্রদানের সময় ৩১শে অক্টোবর, ৯৮ পর্যন্ত বার্ধিত করা হয় এবং এই সময়ের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়।	১নং সাব-কমিটির অনুমোদিত রিপোর্ট ২০-৭-২০০০ তারিখে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে যোগযোগ চলছে।	প্রক্রিয়াধীন
৭।	৫ম বৈঠকের মূলতবী বৈঠক ৮-৮-১৯৯৮	১। বাংলদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন সম্পর্কে আলোচনা; ২। লিকুইডেশন সেল সম্পর্কে আলোচনা; ৩। টিআইডিসি সম্পর্কে আলোচনা।	২০। রেশম চাষ প্রকল্প ও তাঁত শিল্পের ক্ষয়ক্ষতি ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত একটি বিস্ত ারিত বিবরণ পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।	১৯৯৮ সালে বন্যায় বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের নিজস্ব অবকাঠামোসহ রেশম শিল্পের সকল শ্রেণীর পেশাজীবিগণ ক্ষতিগ্রস্ততার সম্মুখীন হয়। রেশম বোর্ডের ৯টি জেলায় ৬০টি ভবনসহ আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য ১১১.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল। জুন, ২০০০ সালে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সাফল্যজনকভাবে শেষ হয়েছে। এছাড়া রেশম শিল্পের পেশাজীবিদের মধ্যে রেশম চাষে সম্পৃক্ত জেলাসমূহে ৪২৯৮টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক অনুসরণ করে সহজ পদ্ধতিতে ঋণ দানের জন্য সরকার ৬২৪.৫২ লক্ষ টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১৯৯৮ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র রেশম চাষী রেশম সুতা ও রেশম বস্ত্র উৎপাদকারীদেনর পুনর্বাসন কর্মসূচী শীর্ষক একটি প্রকল্প রেশম বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তাবায়নের জন্য	

Dhaka University Institutional Repository

				গৃহীত হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে ১০০.০০ লক্ষ টাকা গুটি ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত রয়েছে এবং এ অর্থ রেশম বোর্ড জুন, ২০০৬ সাল পর্যন্ত ব্যবহার করবে। বাকী অর্থ উল্লিখিত দুটি ব্যাংকের মাধ্যমে ৪২৯৮ জন তুত চাষী, ১০২টি কাঠঘাই পুনর্বাসন/পুনঃস্থাপন, ৫০০টি চরকা এবং ২৫০ টি রেশম তাঁতী পরিবারকে (শিবগঞ্জ ও বায়োঘরিয়া এলাকার) পুর্নবাসনের জন্য ঋণ দেয়া হবে। প্রকল্পটি জুন ২০০০ সালে সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তব অগ্রগতি সন্তোষজনক না হওয়ায় প্রকল্পটি ২০০০-২০০১ সাল পর্যন্ত ১ (এক) বছরের জন্য স্পিল ওভার করা হয়েছে। তবে জুন, ২০০৬ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটির ঋণদান কার্যক্রম চলবে। জুন ২০০১ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৭৬% অর্জিত হয়েছে। রেশম বোর্ডের মাঠ পর্যায়ে বর্তমানে জোরদার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে যাতে ত্বরিত ঋণদান করা সম্ভব হয়। এ প্রকল্পের আরেকটি বিশেষ দিক হলো প্রকল্পের ঋণ বিতরণ করে ব্যাংকের টাকা রাখার উপর সুদ এবং চাষীদের নিকট হতে প্রাপ্ত সুদ দ্বারা একটি আবর্তক তহবিল গঠন করা হবে এবং এ তহবিল রেখে দিয়ে জুলাই, ২০০৬ সাল থেকে মাসিক কিস্তিতে প্রাক্কলিত ব্যয়ের অর্থ সরকারকে রেশম বোর্ড ফেরত দিবে। রেশম শিল্পের	

				ইতিহাসে এ ধরনের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী এটাই প্রথম।	
৮।	৬ষ্ঠ বৈঠক ৩১ ডিসেম্বর, ৯৮	১। বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন সম্পর্কে আলোচনা; ২। লিকুইডেশন সেল সম্পর্কে আলোচনা; ৩। টিআইডিসি সম্পর্কে আলোচনা; ৪। রেশম বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা; ৫। বন্যাত্তোর তাঁতীদের পুর্নবাসন সম্পর্কে আলোচনা।	২১। বস্ত্র মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত ২০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত বন্যাত্তোর তাঁতীদের ঋণদান ও পুনর্বাসন কর্মসূচী এবং ৬ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ সম্বলিত ক্ষদ্র রেশম চাষী, রেশম সুতা ও রেশম বস্ত্র উদৎপাদনকারীদের পুনর্বাসনকল্পে ঋণদান প্রকল্প শুরু না হওয়ায় স্থায়ী কমিটির উদ্বেগের কথা অবহিত করে এবং জরুরী ভিত্তিতে (২/১) দিনের মধ্যে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন ও একনেকে পত্র প্রদান করতে হবে।	তাঁতীদের মাঝে ২০০.০০ কোটি টাকা বন্যাত্তোর ঋণ দান ও পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি। রেশম শিল্পের পুনর্বাসনের জন্য ৬.৩৭ কোটি টাকার প্রকল্প ঋণ ৬.২৪ কোটি টাকায় অনুমদিত হয়। বর্তমানে ৩.০০ কোটি টাকায় প্রকল্পটি জুন ২০০১ এ সমাপ্ত করা হয়েছে। মে, ২০০১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৭৬%।	আংশিক বাস্তবায়িত
৯।	৭ম বৈঠক ১২ জানুয়ারী, ৯৯	১। কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা; ২। বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন সম্পর্কে আলোচনা; ৩। লিকুইডেশন সেল সম্পর্কে আলোচনা।	২২। বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩য় বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত জিনাতুন নেসা তালুকদারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন এবং এ সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, সে সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদনটি আগামী বৈঠকের পূর্বে মাননীয় সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জিনাতুন নেসা তালুকদারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন সম্পর্কিত তথ্য ১৬-১-৯৯ তারিখের বৈঠকে স্থায়ী কমিটিতে দেয়া হয়েছে।	বাস্তবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

			২৩। বিটিএমসি কিভাবে চলবে এবং ভবিষ্যৎ কি, বিটিএমসিকে রাখার যৌক্তিকতা রাখলে এর দায়িত্ব কর্তব্য কি হবে এবং কি করণীয় হবে এ সম্বলিত তথ্য প্রতিবেদন আগামী বৈঠকের পেশ করার জন্য বিটিএমসির চেয়াম্যানকে বলা হয়।	বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের ৯-২-৯৯ তারিখের পত্রের চাহিদা অনুযায়ী বিটিএমসির সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন বস্ত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় যথাসময়ে (১৬-২-৯৯) তারিখে তা স্থায়ী কমিটিতে উপস্থাপন করেছে।	বাস্তবায়িত
১০।	৮ম বৈঠক ১৬ফেব্রুয়ারী, ৯৯	১। বিগত ১২-১-৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম বৈঠকের ২য় সিদ্ধান্তের আলোকে প্রদত্ত কার্যপত্রের উপর আলোচনা; ২। বন্যাত্তোর তাঁতীদের পুনর্বাসনের আওতায় তাঁত ঋণ বিতরণ ও অগ্রগতির উপর আলোচনা।	২৪। পরবর্তী বৈঠকে বন্যাত্তোর তাঁতীদের পুনর্বাসনের আওতায় তাঁত ঋণ বিতরণ ও অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হবে।	৯-৩-৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৯ম বৈঠকে বন্যাত্তোর তাঁতীদের পুনর্বাসনের আওতায় ঋণ বিতরণ ও অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়।	বাস্তবায়িত
১১।	৯ম বৈঠক ৯ মার্চ, ৯৯	১। বিগত ১২-১-৯৯ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম বৈঠকের ২য় সিদ্ধান্তের আলোকে প্রদত্ত কার্যপত্রের উপর আলোচনা;	২৫। বিটিএমসির ১৪টি মিল কিভাবে চলবে তার কার্যক্রম কি হবে তার বিস্তারিত তথ্য আগামী বৈঠকে প্রতিবেদন আকারে পেশ করতে হবে।	প্রতিবেদন স্থায়ী কমিটির ১০ম বৈঠকে (১৩-৬-৯৯ইং তারিখে) পেশ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
		২। বন্যাত্তোর তাঁতীদের পুনর্বাসনের আওতায় তাঁতঋণ বিতরণ ও	২৬। তাঁতীরা যাতে স্বল্প সময়ে সহজ পদ্ধতিতে ঋণ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।	তাঁতীদের মধ্যে ঋণ প্রদানের জন্য বর্তমানে দুটি কর্মসূচী রয়েছে। প্রথমটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী এবং	বাস্তবায়িত

		অগ্রগতির উপর আলোচন।		অপরটি বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়নে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় তাঁত ঋণ প্রদান কার্যক্রম। উল্লেখ্য যে, ঋণদান পদ্ধতি সহজ করার বিষয়ে একনেক অনুমোদিত তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী প্রকল্পের আওতায় ১০% সরল সুদে, দুই মাসের গ্রেস পিরিয়ড বাদে মাসিক ভিত্তিতে ৩৬টি কিস্তিতে ঋণের অর্থ সুদাসলে পরিশোধে ব্যবস্থা আছে। অপরটি বাংলদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থাপনার আওতায় প্রদেয় ঋণের সুদ ব্যাংক কর্তৃক ১২% এ ধার্য্য করা হয়েছে। গ্রেস পিরিয়ডও দুই মাস করা হয়েছে। সর্বোপরি ঋণ পরিশোধ মাসিক কিস্তিতে ৩৬টি কিস্তিতে তিন বছরে আদায়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ঋণের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ১০.০০ টাকা হারে ১২ সাপ্তাহ ধরে সঞ্চয় জমার পরিবর্তে এককালীন ১২০.০০ টাকা সঞ্চয় হিসেবে জমা দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাঁত বোর্ড প্রধান কার্যালয় থেকে ঋণ মঞ্জুরীর অর্থ স্থানান্তরের প্রশাসনিক আদেশ জারী করার জন্য তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রদান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হত। পরবর্তিতে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় থেকে তহবিল সংরক্ষণকারি শাখায় নির্দেশনা প্রেরণ করা হত।	

				এই নিয়মে সময় বেশী ব্যয় হত। বর্তমানে তাঁতবোর্ড থেকে সরাসরি তহবিল নিয়ন্ত্রণকারী শাখায় অর্থ বরাদ্দের নির্দেশনা প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এতে ঋণ প্রদানের সময় হ্রাস করা হয়েছে।	
১২।	১০ম বৈঠক ১৫ জুন, ৯৯	১। বিটি এমসি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৪টি মিল চালু রাখার বিষয়ে আলোচনা। ২। বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গঠিত ১নং সাব-কমিটির প্রতিবেদনের উপর আলোচনা। বন্যাত্তোর তাঁতীদের পুর্নবাসনের আওতায় তাঁত ঋণ বিতরণের অগ্রগতির উপর আলোচনা। ৩। বনাত্তোর তাঁতীদের পুর্ণবাসনের আওতায় তাঁত ঋণ বিতরণের অগ্রগতির উপর আলোচনা।	২৭। বিটিএমসির বিদ্যমান ১৪টি টেক্সটাইল মিল সরেজমিনে পরিদর্শন করে অতিতের দূর্নীতি উদঘাটন করবে এবং কি পন্থা অবলম্বন করলে ভবিষ্যতে এগুলো লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে, সে ব্যাপারে সুপারিশ প্রদানের জন্য ২নং সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি যথাশীঘ্র সম্ভব যার রিপোর্ট মূল কমিটিতে উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নিম্নবর্ণিত সাংসদগণের সমন্বয়ে ২নং সাব-কমিটি গঠন করা হয়ঃ ১। জনাব শামসুর রহামন শরীফ- আহবায়ক ২। জনাব আলী রেজা রাজু- সদস্য ৩। জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন, এাডভোকেট,- সদস্য ৪। জনাব মোঃ মোজ্জাম্মেল হক- সদস্য ৫। জনাব আ.ন.ম. এহছানুল হক মিলন,-সদস্য ২ সাব-কমিটিকে প্রয়োজনী তথ্য সরবরাহের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি ওয়াকিং গ্রুপ গঠন করা হয়। ১) যুগ্ন-সচিব (নীতি), বস্ত্র মন্ত্রণালয়, আহবায়ক। ২) পরিচালক (অপারেশন), সদস্য ৩) পরিচালক (অডিট এন্ড ইন্সপেকশন), সদস্য। ৪) শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ উপ-সচিব মর্যাদার, সদস্য। ৫) বিআইএম'র একজন প্রতিনিধি, সদস্য ৬) আইসিএসএ'র একজন প্রতিনিধি, সদস্য। ৭) আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের একজন	বাস্তবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

				যোগ্য প্রতিনিধি, সদস্য। ৮) উপ-সচিব (নীতি), বস্ত্র মন্ত্রণালয়,-সদস্য। ৯) বিটিএমসি'র একজন যোগ্য প্রতিনিধি সদস্য। ওয়াকিং গ্রুপ কর্তৃক প্রয়োজরীয় তথ্য গত ২৪-১০-২০০০ইং তারিখে ২নং সাব-কমিটির আহবায়কের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ২নং সাব-কমিটির সর্বশেষ ৪র্থ বৈঠক গত ৭-৫-২০০১ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২নং সাব-কমিটির সর্বশেষ চতুর্থ বৈঠক গত ৭/৫/২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২নং সাব কমিটির রিপোর্ট মূল কমিটিতে উপস্থাপিত হয়েছে।	
			২৮। তাঁতীরা যেন সহজভাবে ঋণ পায় তার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করার জন্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করা হয়।	৯-৩-৯৯ইং তরিরখে অনুষ্ঠিত ৯ম বৈঠকের সিদ্ধান্তের বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতির অনুরূপ।	বাস্তবায়িত
১৩।	১১তম বৈঠক ১২-১০-১৯৯৯	তাঁত শিল্পে বিরাজমান সমস্যা উত্তোরণে তাঁত ঋণ প্রদান ও বিতরণের নীতিমালা সংক্রান্ত আলোচনা।	২৯। অগ্রাধিকার সেক্টর হিসাবে বস্ত্র খাতের তাঁত উপখাতে সুদের হার পুনঃবিন্যাস করে ১০% নিয়ে আসার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয় ব্যাংকি ডিভিশন একটি সার্কুলার জারী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) সুদের হার ১৫% থেকে পুনঃনির্ধারণ করে ১২% করেছে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) সুদের হার ১২% করেছে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এবং বস্ত্র মন্ত্রণালয় থেকে উভয় ব্যাংকের সুদের হার ১০% করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অনুসরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। গত ৮/৫/২০০০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক, সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়কে সুদ ভর্তুকি দিয়ে ১০% সুদ পুনঃনির্ধারণ	আংশিক বাস্তবায়িত

				করারবিষয়টি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেছেন।	
			৩০। রিফাইনেন্সিং এর আওতায় তাঁত ঋণদান প্রক্রিয়াকে একটি রেগুল্যার প্রসেস হিসাবে প্রবর্তন করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	রিফাইনেন্সিং এর আওতায় চলতি ২০০০-২০০১ অর্থ বছর হতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক ১০.০০ কোটি টাকা এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক ৩.২৫ কোটি টাকা প্রতি বছর বরাদ্দ থাকবে বলে ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে।	বাস্তবায়িত
			৩১। ১০০% রিকভারীর জন্য ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচির মডেল অনুসরণ করা জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	বস্ত্র মন্ত্রণালয় হতে উক্ত সিদ্ধান্ত সম্বলিত বৈঠকের কার্যবিবরণীর অনুলিপি কার্যার্থে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে পাঠানো হয়েছে। বস্ত্র মন্ত্রণালয়-এর অনুসরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখছে।	প্রক্রিয়াধীন
			৩২। বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ তাঁতীদেরকে রিফাইনেন্সিংয়ের আওতায় পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গত অর্থ বছরে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা এ বছর বহাল রাখা এবং এই অর্থ বছরে অর্থের পরিমাণ আরো বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	রিফাইনেন্সিং এর আওতায় চলতি ২০০০-২০০১ অর্থ বছর হতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক ১০.০০ কোটি টাকা এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক ৩.২৫ কোটি টাকা প্রতি বছর বরাদ্দ থাকবে বলে ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে।	বাস্তবায়িত
			৩৩। তাঁত শিল্পকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে চা শিল্পের ন্যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য	উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বস্ত্র মন্ত্রণালয় হতে সংশিষ্ট ব্যাংকে পত্র দেয়া হয়েছে বিষয়টির উপর বাংলাদেশ	বাস্তবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

			একটি বিশেষ ছাড় দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রতিনিধিদের আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, চা শিল্পের ন্যায় তাঁত শিল্পের ছাড় দেয় সম্ভব নয়। কারণ চা শিল্পে ঋণ দাতা সংস্থার নিকট অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছিল। তাছাড়া বর্তমানে চা শিল্পের ঋণের ক্ষেত্রে ৩% সুদ ভর্তুকি চালু নেই বলে বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে।	
			৩৪। একাউন্ট খোলার বিভিন্ন ব্যাকের যে দীর্ঘ সুত্রিতা তা নিরসন করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে।	মনিটরিং সভায় বিকেবি এবঙ রাকাব এর প্রতিনিধিদের এ ব্যাপারে প্রয়েজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করাহয়েছে তাছাড়া এ সম্পর্কিত সুর্নিষ্টি কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে তা টেলিফোনের মাধ্যমে বা পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে নিরসন করা হচ্ছে।	বাস্তবায়িত
			৩৫। তাঁতীদের উন্নয়নের জন্য ব্যাংকের ওভারহেড কষ্ট তাঁতীদের উপরে না চাপানোর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বস্ত্র মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে পত্র দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন যে, তাঁত ঋণের ক্ষেত্রে ঋণের আকার ছোট হওয়ায় ঋণের প্রশাসনিক ব্যয় অনেক বেশী। তাঁতীদের সহায়তার মানসে তাঁত ঋণের ওভারহেড কষ্ট প্রশাসনিক খরচের (৫%) বেশী ধরা হবে না বলে বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে।	বাস্তবায়িত
			৩৬। ক্ষুদ্র ঋণ	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বেশ	বাস্তবায়িত

			কর্মসূচীর ২% সার্ভিস চার্জ তাঁতীদের কাছ থেকে না কেটে কেন্দ্রীয়ভাবে তাঁত বোর্ড থেকে কাঁটার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে পরামর্শ দান করা হবে।	কিছু শাখা এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের সকল শাখা বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক তাঁতীদের মাঝে ঋণ হিসেবে বিতরণের নিমিত্তে প্রেরিত অর্থ থেকে ব্যাংকের প্রাপ্য ২% সার্ভিস চার্জ অগ্রিম কর্তৃন করে রাখছে। যার ফলে ঋণের অর্থ হ্রাস পাওয়ায় নির্দিষ্ট সংখ্যাক তাঁতীকে ঋণ প্রদান করা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্ত বায়ন, পরিবর্তিতে দুটি ব্যাংকের প্রতিনিধিদের নিয়ে মনিটরিং সভা এবং বিভিন্ন সময় পত্রের মাধ্যমে ২% সার্ভিস চার্জ তাঁতীদের প্রদেয় ঋণের অর্থ থেকে না কেটে কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড থেকে বিল পেশের মাধ্যমে আদায়ের জন্য একাধিকবার অনুরোধ করা হয়েছে। গত ৩০-৫-২০০০ইং তারিখে বস্ত্র সচিবের সভাপতিত্বে তাঁত সেক্টরের বিবিধ বিষয়াবলীর উপর অনুষ্ঠিত সভায় এবং পরবির্ততে ১৭-৮-২০০০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত মনিটরিং সভা উপস্থিত ব্যাংক প্রতিনিধিদেরকে এ ব্যাপারে এতদনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।	
			৩৭। এই সুবিধা শুধুমাত্র ক্ষুদ্র (১-১৯) তাঁতের মালিক) এবং প্রান্তিক (১-৫ তাঁতের মালিক) তাঁতীদের	এই সুবিধা প্রান্তিক তাঁতীদের ক্ষেত্রে অব্যাহত রয়েছে। ক্ষুদ্র তাঁতীদের এ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে অনুসরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।	বাস্তবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

			ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।		
			৩৮। ১৯ তাঁতের বেশী অধিকারী তাঁতীদের স্বাভাবিক ব্যাংকিং নিয়মে ঋণ গ্রহণে এই সিদ্ধান্ত বারিত করে না।	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের (বাতাঁবো) অনুরোধ সত্ত্বেও ১৯ তাঁতের বেশী অধিকারী তাঁতীদের স্বাভাবিক ব্যাংকিং নিয়মে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে না। বিষয়টি পুনরায় বাতাঁবো ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করেছে এবং এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।	বাস্তবায়িত
			৩৯। গ্রহীত সিদ্ধান্ত গুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও সরকারের নিকট প্রেরণের জন্য সংসদ সচিবালয়কে নির্দেশ দেওয়া হইল।	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
			৪০। আজকের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত গুলো আগামী ১ মাসের মধ্যে বাস্ত বায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহরে জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে পত্র প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হইল।	বস্ত্র মন্ত্রণালয় এর অনুসরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।	বাস্তবায়িত
			৪১। ঋণের পরিমাণ পর্যায়ক্রমে ৩০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও ব্যাংককে পমার্মশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।	এ বিষয়ে একটি ডি.ও. পত্র মাননীয় সভাপতির স্বাক্ষরে অর্থ মন্ত্রণালয়ে, পরকল্পনা মন্ত্রণালয়ে, পরিকল্পনা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত মোট ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ব্যয় সম্পন্ন তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ	বাস্তবায়িত

				কর্মসূচী শীর্ষক একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনমোদিত হয়েছে (তারিখ ঃ ৪-১১-৯৮)। তবে ঋণের পরিমাণ পর্যায়ক্রমে ৩০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি এ যুক্তিতে যে ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত ২০০ কোটি টাকার তাঁত ঋণ প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি।	
			৪২। সমগ্র কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নে সমন্বয় করার জন্য বস্ত্র মন্ত্রণালয় ও তাঁত বোর্ডকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্থর্শ দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।	সমগ্র কার্যক্রম দ্রুত বাস্ত বায়নে সমন্বয় করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।	বাস্তবায়িত
			৪৩। বিটিএমসির মিলগুলো কি পদ্ধতিতে কন্ট্রাক্ট দেয়া হয়েছে তার সার-সংক্ষেপ প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়কে বলা হলো	সার-সংক্ষেপের কপি স্থায়ী কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
১৪।	১২তম বৈঠক ৬ ডিসেম্বর, ৯৯	বস্ত্র দপ্তরের কার্যাবলী এবং ১নং সাব-কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্ত বায়ন সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	৪৪। তাঁত শিল্পকে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য বস্ত্র মন্ত্রণালয়কে বাংলাদেশ ব্যাংক সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃ সভা করে একটি উপায় বের করতে হবে।	গত ৩০-৫-২০০০ তারিখে বস্ত্র সচিবের সভাপতিত্বে আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় তাঁত শিল্পকে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত/ সুপারিশ গৃহীত হয়েছে, যা বাস্ত বায়নের লক্ষ্যে অনুসরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।	বাস্তবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

			৪৫। বাংলদেশ ব্যাংক ব্যাংকার্স সভায় তাঁত শিল্প ঋণের সুদের হার কমানো ও কিস্তি সহজীকরণ ইতাদি বিষয়ে আলোচনা করে পরবর্তীতে কমিটিকে অবহিত করবে।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক সুদের হার কমিয়ে ১২% করেছে। ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি সাপ্তাহিক কিস্তির স্থলে মাসিক কিস্তি প্রবর্তন করেছে। গ্রেস পিরিয়ড ২ মাস করেছে এবং ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ১ বৎসর থেকে বাড়িয়ে ৩ বৎসর করা হয়েছে।	বাস্ত াবায়িত
১৫।	১৩তম বৈঠক ১৫ ডিসেম্বর, ৯৯	বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গঠিত ১নং সাব-কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপন, অনুমোদন, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	৪৬। কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্ত বায়নের অগ্রগতি বিষয়ে বস্ত্র মন্ত্রণালয় পরবর্তী বৈঠকে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সরবরাহ করবে।	১৯-৩-২০০০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ১৪তম বৈঠকে ১ম হতে ১৩তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্ত াবায় অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
১৬।	১৪তম বৈঠক ১৯ মার্চ, ২০০০	বিগত বৈঠকগুলোর (১ম হতে ১৩তম) সিদ্ধান্তের আলোকে সুপারিশসমূহ বাস্ত বায়নের অগ্রগতি।	৪৭। রেশম আমদানীতে ইতোপূর্বে যে ভ্যাট প্রত্যাহার করা হয়েছিল, তা পুনরায় আরোপের জন্য মন্ত্রণালয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করবে।	২০০০-২০০১ সালের বাজেটে কাঁচা রেশম ও রেশম সুতার উপর ১৫% আমদানী কর পূর্বের ন্যায় আরোপিত রয়েছে। ২০০০-২০০১ সালে রেশম সুতার উপর ১৫% ভ্যাট আরেপিত রয়েছে।	বাস্তবায়িত
			৪৮। বস্ত্র মন্ত্রণালয় বিগত বৈঠকগুলোর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উপস্থাপিত প্রতিবেদনটি আরো বিস্তারিতভাবে কমিটির বৈঠকে পেশ করবে।	বৈঠকের সিদ্ধান্ত সমূহের হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

			৪৯। মন্ত্রণালয় প্রত্যেকটি কমিটির বৈঠকে সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রত্যেক মাসে একটি করে প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয় এবং কমিটির মাননীয় সদস্যদের নিকট প্রেরণ করবে।	নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে।	বাস্তবায়িত
১৭।	১৫তম বৈঠক ১৮ মে, ২০০০	১। বিগত ১৪তম বৈঠকের গৃহীত সিদ্ধান্তের ৩৩(ঘ) নং উপ-অনুচ্ছেদ ক্রমে বাকী বিষয়াদির উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন। ২। তাঁত শিল্প ও তাঁত ঋণ বিতরণ বিষয়ক আলোচনা। ৩। প্রাক্ বাজেট সংক্রান্ত আলোচনা।	৫০। ২নং সাব-কমিটি কর্তৃক স্বল্প সময়ের মধ্যে ১৩টি মিল পরিদর্শনের পর উক্ত সাব-কমিটির সাথে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের বৈঠক আহবানের জন্য মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দেয়া হয়।	২৮-৫-২০০১ইং তারিখে ২নং সাব-কমিটির ৫ম বৈঠক হয়েছে। ২নং সাব-কমিটি কর্তৃক ১৪-৫-২০০১ তারিখে, টঙ্গীস্থ কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস এবং ২৩-৫-২০০১ হতে ২৫-৫-২০০১ পর্যন্ত চট্টগ্রামস্থ আমিন টেক্সটাইল মিলস (১ ও ২), ভালিকা উলেন মিলস এবং আর আর টেক্সটাইল মিল পরিদর্শন করেছেন।	বাস্তবায়িত
১৮।	১৫তম মূলতবী বৈঠক ২৫ মে, ২০০০	১। বিগত ১৪তম বৈঠকের গৃহীত সিদ্ধান্তের ৩৩(ঘ) নং উপ-অনুচ্ছেদের বাকী বিষয়াদির উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন।	৫১। ১নং সাব-কমিটির প্রতিবেদন মূল কমিটি কর্তৃক সবসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, ১নং সাব-কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তাবয়ন অগ্রগতির বিষয় পরবর্তী সভায় আলোচনা করা হবে।	সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় থেকে স্থায়ী কমিটিতে পেশ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত।

Dhaka University Institutional Repository

		২। তাঁত শিল্প ও তাঁত ঋণ বিতরণ বিষয়ক আলোচনা। ৩। প্রাক্ বাজেট সংক্রান্ত আলোচনা।	৫২। ১নং সাব-কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কমিটির পক্ষ থেকে সংসদ সচিবালয় কর্তৃক মন্ত্রণালয়কে আনুষ্ঠানিকভাবে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	জাতীয় সংসদ সচিবালয় থেকে সাব কমটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
			৫৩। তাঁত শিল্পের জন্য ক্ষুদ্র তাঁত ঋণ প্রকল্পের অর্থের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকা থেকে ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করতে পরিকল্পনা কমিশনকে অনুরোধ করতে হবে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক বর্তমান অর্থ বছরে ৬ কোটি টাকার স্থলে কমপক্ষে ১৫ কোটি টাকা ছাড় করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করতে হবে।	তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী প্রকল্পের অর্থের পরিমাণ ২০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব পেশের নিমিত্তে পিপি সংশোধনের কাজ তাঁত বোর্ড কর্তৃক হাতে নেয়া হয়েছে। তাঁত বোর্ড থেকে সংশোধিত পিপি পাওয়ার পর তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে। কিন্তু তাঁতীদের জন্য বর্তমানে চালু ৫০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০০০-২০০১ অর্থ সালে মোট ৬.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। তবে চলতি বছরের বরাদ্দ ১৫কোটি টাকায় উন্নীত করার জন্য প্রস্তাব বস্ত্র মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক চলতি সালের (২০০০-২০০১) সংশোধিত এডিপি'তে ৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে।	আংশিক বাস্তবায়িত
			৫৪। তাঁত বোর্ডকে ডিএসএল পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দিয়ে	বিগত ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির বরাদ্দকৃত অর্থ ডিএসএল কর্তন ছাড়াই ছাড় করা	বাস্তবায়িত

			বোর্ডের ক্ষুদ্র তাঁত ঋণ প্রকল্পের ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় করবার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাতে হবে।	হয়েছে।	
			৫৫। ক্ষুদ্র তাঁত ঋণ প্রকল্পের ন্যায় বন্যা-উত্তর তাঁত ঋণ কর্মসূচীর ক্ষেত্রেও ঋণ পরিশোধের গ্রেস পিরিয়ড দুই মাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যায় নাই। তবে জানানো হয়েছে প্রস্তাব/সুপারিশটি বাস্তবায়িত হয়েছে।	বাস্তবায়িত
			৫৬। বন্যা-উত্তর তাঁত ঋণ কর্মসূচীর ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময়সীমা পরিবর্তন করে ক্ষুদ্র তাঁত ঋণ কর্মসূচীর মত মাসিক ভিত্তিতে ৩৬টি কিস্তিতে নির্ধারণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের গ্রহীত কার্যক্রম সম্পর্ক জানা যায় নাই। তবে জানানো হয়েছে প্রস্তাব/ সুপারিশটি বাস্তবায়িত হয়েছে।	বাস্তবায়িত
			৫৭। তাঁতীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বন্যা উত্তর তাঁত ঋণের পরিমাণ ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা এবং সুদের হার ১০% কমিয়ে আনার জন্য পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	তাঁতীদের পুনর্বাসনের জন্য প্রায় ২০০ (দুইশত) কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি। তৎপরিবর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থায়নে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১০ (দশ কোটি) টাকা এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৩.২৫ (তিন কোটি পঁচিশ লক্ষ) টাকা তাঁতীদের মধ্যে ঋণ হিসাবে বিতরণের ব্যবস্থা নেয়। এখন থেকে প্রতি বছর এই পরিমাণ অর্থ তাঁতীদের	প্রক্রিয়াধীন

				মধ্যে বিতরণ করা হবে বলে ব্যাংক সূত্রে মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তাঁত বোর্ড এবং বস্ত্র মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক তাঁতীদেরকে ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় পুনঃ অর্থায়নে ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার ১০% করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। গত ৮-৫-২০০০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সুদ ভর্তুকী দিয়ে ১০% সুদ পুনঃ নির্ধারণ করার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।	
			৫৮। সিল্ক ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তরিত দুটি গ্রেনেজে কি কি উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে সে সম্পর্কে সেরিকারচার বোর্ডের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কমিটির নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করবে। উক্ত প্রতিবেদন পেশ না করা পর্যন্ত অন্য কোন গ্রেনেজ সিল্ক ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তরকরণ স্থগিত রাখতে হবে।	এ সম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণকল্পে ২-৮-২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত স্থায়ী কমিটির ১৬তম বৈঠকে নিম্নোক্ত মাননীয় সদস্য ও সংসদগণের সমন্বয়ে সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছেঃ (১) বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান (মহিলা আসন-১১) আহবায়ক। (২) জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন-সদস্য (১৫৪-ময়মসিংহ-৬) সেরিকালচার বোর্ডের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন অবিলম্বের পেশ করার জন্য বলা হয়েছে।	প্রক্রিয়াধীন

Dhaka University Institutional Repository

			৫৯। আলহাজ্ব টেক্সটাইল মিলে সরকারের কোন শেয়ার আছে কিনা এবং উক্ত মিলের পরিচালনা পরিষদে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন পরিচালক আছে কিনা মন্ত্রণালয় তা কমিটিকে অবহিত করবে।	ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত ঈশ্বরদীস্থ আলহাজ্ব টেক্সটাইল মিলে সরকারের ৬৮৬টি শেয়ার (প্রতিটি শেয়ার মূল্য ১০ টাকা) আছে। উক্ত মিলে সরকারের মনোনীত কোন পরিচালক নাই কারণ মিলটির নিকট সরকারের কোন পাওনা নাই। তবে হস্তান্তরের তারিখে (১২-১২-৮২ইং) ব্যাংক ঋণ ছিল ১২৩.৩৭ লক্ষ টাকা। বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের ২৯-৬-২০০০ তারিখের পত্র কমিটিকে অবহিত করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
			৬০। যশোর নওয়াপাড়াস্থ বেঙ্গল টেক্সটাইল মিলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে উক্ত মিলের অভ্যন্তরে বিরাজমান অবস্থা দূরীকরণ, কর্মচারীদের বকেয়া বেতন পরিশোধ ইত্যাদি সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো ঃ- (১) জনাব আলী রেজা রাজু- আহবায়ক (২) বেগম মন্নুজান সুফিয়ান- সদস্য (৩) স্থানীয় সংসদ সদস্য- সদস্য উক্ত কমিটি মিলের অব্যবস্থা দুরীকরণ এবং শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া বেতন পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয়	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কমিটি-৪ এর পত্র নং-৮(১)/২০০০-কমিটি-৪ (অংশ-১) (১০৬) তারিখ ১৯-৭-২০০০ এর মাধ্যমে এতদমর্মে ৩নং সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে ঃ (১) জনাব আলী রেজা রাজু- আহবায়ক (২) বেগম মন্নুজান সুফিয়ান- সদস্য (৩) স্থানীয় সংসদ সদস্য- সদস্য সাব-কমিটির কার্যক্রম সমাপ্ত করা সম্ভবপর হয়নি।	প্রক্রিয়াধীন

Dhaka University Institutional Repository

			সুপারিশ প্রণয়ন করবে এবং মিলের সার্বিক বিষয়ে একটি প্রতিবেদন কমিটির নিকট পেশ করবে।		
১৯।	১৬তম বৈঠক ২ আগস্ট, ২০০০	(১) ১নং সাব-কমিটির উপস্থাপিত ও অনুমোদিত প্রতিবেদনের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ২। তাঁত ঋণ বিতরণ ও অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।	৬১। সিল্ক ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তরিত ৩টি গ্রেনেজে কি ধরণের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ করা হয়েছে এবং গ্রেনেজগুলির উপর তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে গ্রেনেজগুলো পরিদর্শন করে সে বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নিম্নরূপ সাব-কমিটি গঠন করা হয়ঃ বেগম মন্নুজান সুফিয়ান- আহবায়ক, মহিলা আসন-১১। জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন- সদস্য ১৫৪-ময়মনসিংহ-৬। চেয়ারম্যান সেরিকালচার বোর্ড উক্ত সাব-কমিটিকে পরিবহন সুবিধাসহ সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন।	সাব-কমিটির কার্যক্রম সমাপ্ত করা সম্ভবপর হয়নি।	প্রক্রিয়াধীন
			৬২। ইউরোপীয় আমদানী-কারকরা বাংলাদেশ থেকে কাপড় আমদানী বন্ধ করে দিয়েছে মর্মে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত খবরের বিষয়ে বস্ত্র মন্ত্রণালয় কমিটির পরবর্তী	স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন ২২-১০-২০০০ তারিখে স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত প্রতিবেদন একটি কপি ১৩-৮-২০০০ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

			বৈঠকে স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রতিবেদন পেশ করবে। ৬৩। সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলসহ বিটিএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন সূতার মিলগুলোতে সার্ভিস চার্জের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট নীতিমালা বহির্ভুত কাউন্টের সূতা উৎপাদনের বিষয়টির উপর একটি প্রতিবেদন বস্ত্র মন্ত্রণালয় কমিটির নিকট পেশ করবে।	 প্রতিবেদন ২৩-১০-২০০০ তারিখে স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে।	 বাস্তবায়িত
২০।	১৭তম বৈঠক ১ অক্টোবর, ২০০০	বস্ত্র দপ্তরের বর্তমান কার্যক্রম বিষয়ক আলোচনা।	৬৪। ১নং সাব-কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত না হওয়ায় কমিটি তা দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যাপারে তাগিদ দেন। রেশম ও তাঁত শিল্প ছাড়া বস্ত্র খাতের সামগ্রীক দায়িত্ব বস্ত্র দপ্তর অথবা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করার পরামর্শ দেন। ৬৫। ১নং সাব-কমিটির যেসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি সেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যাথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৬৬। যে ৯টি দায়িত্ব এবং অন্যান্য যেসব কাজ-কর্ম ইতিপূর্বে অন্যান্য	কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরষদ বিভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ চলছে। সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও বাংলদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ চলছে। ৯টি দায়িত্বসহ অন্যান্য যেসব কাজকর্ম অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে সে প্রসঙ্গে স্থায়ী কমিটি কর্তৃক	প্রক্রিয়াধীন প্রক্রিয়াধীন প্রক্রিয়াধীন

			মন্ত্রণালয়/সংস্থার ন্যস্ত করা হয়েছে সেগুলোসহ বস্ত্র সংক্রান্ত সামগ্রীক বিষয়াদি বস্ত্র দপ্তরের আওতায় আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	অনুমোদিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য নিম্ন বর্ণিত প্রস্তাব সম্বলিত একটি সার-সংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ক) বিভিন্ন বস্ত্র পন্য যথা-সুতা, কাপড় ও তৈরী পোষাক এবং এর সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যাদির শিল্প স্থাপনাসহ উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত পোষকের দায়িত্ব (বহিঃবাণিজ্য/রপ্তানী ব্যতীত) এবং সামগ্রকীভাবে বস্ত্র খাতের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব বস্ত্র মন্ত্রণালয়/বস্ত্র দপ্তরের উপর অর্পণ করা যেতে পারে। খ) তাঁত শিল্পের পোষাকের দায়িত্ব বস্ত্র মন্ত্রণালয়/তাঁত বোর্ডের উপর ন্যাস্ত করা যেতে পারে। গ) রেশম শিল্পের পোষকের দায়িত্ব বস্ত্র মন্ত্রণালয়/রেশম বোর্ডের উপর ন্যাস্ত করা যেতে পারে। ঘ) বস্ত্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা সরকারের অপরাপর সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নের সম্পর্কিত স্ব স্ব কার্যাবলী জাতীয় স্বার্থে পারস্পরিক আলোচনা, সুষ্ঠু সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পাদন করতে পারে। এরপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তাদের ২২-১-২০০১	

Dhaka University Institutional Repository

				তারিখের স্মারক নং-মপবি/মসশা/সাস-১৪১/২০০০-৪৭ এর মাধ্যমে বস্ত্র মন্ত্রণালয়কে এই মর্মে অবহিত করা হয় যে, বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের কার্যবিধিমালা সংশোধন সংক্রান্ত (ক) প্রস্তাবটি মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের ৫ই ডিসেম্বর/২০০০ তারিখের অনুরোধ মোতাবেক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া (খ) ও (গ) প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বিনিয়োগ বোর্ডের মতামত গ্রহণকরে মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে। তবে পোষক কর্তৃপক্ষ নির্ধাণের দায়িত্ব শিল্পনীতির ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং আমদানী নীতির ক্ষেত্র বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের। বস্ত্র মন্ত্রণালয় তাদের প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে পারে। মন্ত্রিসভায় এই সংক্রান্ত প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয় থেকেই উপস্থাপিত হওয়া সংগত। মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের উক্ত চিঠি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এলকেশন অব বিজনেস সম্পর্কে একটি প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে ২য় তাগিদপত্র	

				প্রদান করেছে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চিঠিতে উল্লেখিত 'খ' ও 'গ' এর ব্যাপারে যথাযথ যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক রেশম শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব রেশম বোর্ডের উপর ন্যাস্ত করার বিষয়ে সম্মতিসূচক মতামত প্রদানের জন্য এবং তাঁত শিল্পের জন্য তাঁত বোর্ডকে পোষক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক সংশোধনী জারী করা কাজ ত্বরান্বিত করার অনুরোধ জানিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে ৯-৪-২০০১ তারিখে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ সম্পর্কে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভেটিং এর জন্য পাঠানো হয়েছে মর্মে জানা গেছে।	
			৬৭। দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যামান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত প্রশিক্ষক নিয়োগদান এবং প্রয়োজনে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন দেশে পাঠানো বা সে সকল দেশ হতে প্রশিক্ষক আনয়ন করতে হবে।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (প্র) মহোদয়কে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে (৪-৪-২০০১) কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	প্রক্রিয়াধীন
			৬৮। বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ তৈরী করার লক্ষ্যে কোর্সসমূহকে আর শক্তিশালীকরণ করতে হবে।	এ বিষয়ে বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের সাথে আলাপ-আলোচনা করার কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। গত ২৭-৩-২০০১ তারিখে কারিগরী শিক্ষা বোর্ডকে একটি	প্রক্রিয়াধীন

Dhaka University Institutional Repository

				বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে সিলেবাস ও কর্মসূচী প্রণয়ন করার জন্য বস্ত্র দপ্তর কর্তৃক পত্র দেয়া হয়েছে।	
			৬৯। বয়ন, ডিজাইন ইত্যাদি বিষয়ের উপর উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বস্ত্রশিল্পের খাতভিত্তিক বিশেষ করে তাঁত শিল্পের এবং রেশম শিল্পের বয়ন ও ডিজাইন বিষয়ের উপর বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠিকে প্রশিক্ষণপ্রদানের সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া সামগ্রীকভাবে বস্ত্রশিল্পের উপরইবিশেষ করে প্রশিক্ষণ, গবেষণা, মান নিয়ন্ত্রণ ও ডিজাইনের উপর আধুনিক এবং উন্নতমানের প্রযুক্তি সম্পন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত জাতীয় পর্যায়ের আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত বিদ্যমান টিআইডিসিকে আধুনিকায়নের জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।	প্রক্রিয়াধীন
২১।	১৮তম বৈঠক ২৬-১০-২০০০	বস্ত্র দপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও টেক্সটাইল ভকেশনাল ইনস্টিটিউট এর শিক্ষাক্রমের মান এবং বর্তমান শিক্ষামানের উপযোগিতা সংক্রান্ত আলোচনা।	৭০। উন্নত প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে মান সম্পন্ন বস্ত্র উৎপাদন করে এ সেক্টরের মান উন্নয়নকল্পে দেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে।	উন্নত প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে মানসম্পন্ন বস্ত্র উৎপাদন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্তরের বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ সৃষ্টির জন্য বস্ত্র দপ্তরের অধীন ডিপ্লোমা মানের ৬টি ও এস এস সি সমমানের ৩০টিসহ মোট ৩৬টি টেক্সটাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু আছে। ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর ১৫৬০ জন ছাত্র/ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা আরও বাড়ানো এবং প্রশিক্ষণের গুণগত মান উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।	প্রক্রিয়াধীন

Dhaka University Institutional Repository

			৭১। বৈঠকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বস্ত্র শিল্প প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত একটি সার্ভে রিপোর্ট উপস্থাপন করতে হবে।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রস্তাবিত জরিপ কাজের পদ্ধতি, সুপারিশ ও এতদসম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য টার্মস অব রেপারেন্স নির্ধারণের লক্ষ্যে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ন-সচিব (প্রঃ) মহোদয়কে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৪-৪-২০০১ তারিখে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করে বস্ত্র দপ্তরে দাখিল করেছে। রিপোর্টটি মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।	প্রক্রিয়াধীন
			৭২। জাতীয় ও আন্ত র্জাতিক শিক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে দেশের টেক্সটাইল শিল্পের শিক্ষার গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধন করতে হবে।	প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে ইতোমধ্যে ২৬৮৯.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে একটা প্রকল্প (জাতীয় বস্ত্র নক্সা প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র) সাভারে প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার অনুমোদন দিয়েছেন। তা বাস্তবায়িত হলে টেক্সটাইল বিষয়ে আধুনিক ও আন্ত র্জাতিক মানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হবে।	প্রক্রিয়াধীন
			৭৩। মাননীয় বস্ত্র প্রতিমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে স্থায়ী কমিটি ২টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট এবং টেক্সটাইল মিল পরিদর্শন করবে এবং এ ব্যাপারে বস্ত্র মন্ত্রণালয় ও সংসদ সচিবালয় প্রয়োজনীয়	স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গঠিত ২নং সাব-কমিটিরে মাননীয় আহবায়কসহ মাননীয় সদস্যবৃন্দ গত ১৪-৫-২০০১ তারিখে টঙ্গীস্থ কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস এবং ২৩-৫-২০০১ হতে ২৫-০৫-২০০১ তারিখ পর্যন্ত চট্টগ্রামস্থ আমিন টেক্সটাইল মিলস (১ ও ২), ভালিকা উলেন মিলস এবং আর আর টেক্সটাইল	বাস্তাবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

			ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	মিলস পরিদর্শন করেছেন।	
			৭৪। নিট্রোর্ভকে (জাতীয় বস্ত্র নকসা প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র) একটি পূর্নাঙ্গ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।	নিট্রোর্ডকে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে ২৬৮৯.৫৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ ব্যয়সম্পন্ন প্রকল্প গত ১০-১০-২০০০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত পিপি অনুযায়ী বাস্তাবায়ন কাজ চলছে।	প্রক্রিয়াধীন
			৭৫। বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ডিগ্রী কলেজের জন্য গৃহীত প্রকল্পের কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল কলেজ স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট যুগ্ন-প্রধানের নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিটি ইতোমধ্যে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন পরিকল্পনা কমিশনে উপস্থাপন করেছে। পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের বিবরটি বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।	প্রক্রিয়াধীন
২২।	১৯তম বৈঠক ১৬-১২-২০০০	দেশের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী সমগ্র বস্ত্র শিল্প খাতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা এবং আগামী ২০০০ সনের পর রপ্তানী বাণিজ্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাপড় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা।	৭৬। কমিটির সুপারিশসমূহ কার্যকর করার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ যাবত কি কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং বর্তমানে তা কি অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে আগামী বৈঠকে একটি প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।	সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তাবায়নের হালনাগাদ অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন নিয়মিত কমিটির সদস্য মাননীয় সাংসদগণ এবং স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।	বাস্তবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

			৭৭। কমিটিতে গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্ত বায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ চলছে।	প্রক্রিয়াধীন
২৩।	২০তম বৈঠক ২০-৩-২০০১	(১) বিগত ১৯তম সভায় গৃহীত ২৪(ক) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রতিবেদনের উপর আলোচনা। (২) সামগ্রিকভাবে বস্ত্র, তাঁত এবং রেশম শিল্পে অগ্রগতি ও উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনা।	কোন সিদ্ধান্ত নেই।		
২৪।	২১তম বৈঠক ৪-৪-২০০১	সামগ্রিকভাবে বস্ত্র, তাঁত বিটিএমসি এবং রেশম শিল্পের অগ্রগতি ও উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা।	৭৮। ৯টি সরকারী বস্ত্র মিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শ্রমিক-কর্মচারীদের নিকট হস্তান্তর করার জন্য ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।	সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
			৭৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৯টি সরকারী বস্ত্র মিল শ্রমিক-কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত কোম্পানীকে হস্তান্তরের সরকারী নীতিমালার কপি	নীতিমালার কপি স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যগনের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত

			কমিটির মাননীয় সদস্যদের নিকট অবগতির জন্য বস্ত্র মন্ত্রণালয় প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন।		
			৮০। স্থায়ী কমিটির অনুষ্ঠিত বৈঠকসমূহে ৯টি বস্ত্র মিল হস্তান্তরকরণ সম্পর্কিত বিষয়ে কোন আলোচনা হয়েছিল কিনা তা যাচাইয়ের জন্য স্থায়ী কমিটির প্রথম বৈঠক হতে ২০তম বৈঠকের সকল কার্যবিবরণীর অনুলিপি মাননীয় সভাপতির কার্যালয়ে সরবরাহের জন্য সংসদ সচিবালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
			৮১। স্থায়ী কমিটির অনুষ্ঠিত বৈঠকসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্পর্কিত রিপোর্টের খসড়া মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্তির পর সংসদ সচিবালয় সংসদে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তাবায়নের হালনাগাদ অগ্রগতির প্রতিবেদন কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
			৮২। বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পরিচালিত ২৮টি ভোকেশনাল স্কুলের সার্বিক অবস্থা, বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশনের গঠন	৩০-৫-২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩তম বৈঠকের কার্যপত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত

			সংক্রান্ত মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন সরকারী বিধি-বিধান ইত্যাদির অনুলিপি এবং ১৯৯৫ সনে বিটিএমসি'র তুলা বিক্রির সামগ্রীক অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন বস্ত্র মন্ত্রণালয় স্থায়ী কমিটির পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করবে।		
২৫।	২২তম বৈঠক ১৫-৫-২০০১	স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গঠিত ১নং সাব-কমিটির প্রদত্ত প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহের বাস্তবায়নের জন্য বস্ত্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা।	৮৩। স্থায়ী কমিটি এ পর্যন্ত যা কাজ করেছে, তার সুপারিশ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রতিবেদন তৈরী করে আগামী বৈঠকে পেশ করতে হবে।	বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের হালনাগাদ অগ্রগতির প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
			৮৪। ২নং সাব-কমিটি আগামী ২৩-৫-২০০১ তারিখ থেকে ২৫-৫-২০০১ তারিখ পর্যন্ত চিটাগাং বস্ত্র মিল পরিদর্শনে যাবে। এ বিষয়ে সংসদ সচিবালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	২নং সাব-কমিটির মাননীয় আহবায়কসহ মাননীয় সদস্যবৃন্দ ইতোমধ্যে বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণালধীন চট্টগ্রামস্থ ৩টি মিলের ৪টি ইউনিট ২৩-৫-২০০১ হতে ২৫-৫-২০০১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে পরিদর্শন করেছেন।	বাস্তবায়িত
			৮৫। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৯৫ সালে বিটিএমসি'র তুলা বিক্রির সামগ্রীক অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পেশ	১৯৯৫ সালে কোন কাঁচাতুলা বিক্রি হয়নি মর্মে বিটিএমসির প্রতিবেদন ৩০-৫-২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত স্থায়ী কমিটির ২৩তম বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত

			করতে হবে।	তবে এ সিদ্ধান্তটি সংশোধনযোগ্য বলে স্থায়ী কমিটির পরবর্তী বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল।	
			৮৬। ৯টি টেক্সটাইল মিল হস্তান্তরের সরকারী নীতিমালার কপি স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যগণের অবগতির জন্য এবং বস্ত্র দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ২৮টি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের শিক্ষাক্রমের সার্বিক পরিস্থিতি এবং সিল্ক ফাউন্ডেশন গঠন সংক্রান্ত মেমোরেন্ডাম ও বিধি বিধানের অনুলিপি কমিটির পরবর্তী বৈঠকে মন্ত্রণালয়কে পেশ করতে হবে।	৩০-৫-২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩তম বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
			৮৭। স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের নিকট হতে স্থায়ী কমিটিতে প্রাপ্ত জনৈক ব্যক্তির পেশকৃত আবেদন সম্পর্কে কমিটির পরবর্তী বৈঠকে আলোচনা করা হবে।	কমিটির মাননীয় সদস্য বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের সঙ্গে আলোচনাক্রমে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।	বাস্তবায়িত
২৬।	২৩তম বৈঠক ৩০-৫-২০০১	১। সামগ্রিকভাবে বস্ত্র তাঁত (তাঁত ঋণ) বিটিএমসি এবং রেশম শিল্পের অগ্রগতি ও উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনা।	৮৮। তাঁত শিল্পকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাকল্পে আগামী সংশোধিত বাজেটে কৃষি ঋণের অনুরূপ বিতরনের লক্ষ্যে তাঁত শিল্পেও	প্রক্রিয়াধীন	প্রক্রিয়াধীন

Dhaka University Institutional Repository

			সহজ শর্তে এবং ন্যূনতম সরল সুদে ২০০ (দুইশত) কোটি টাকার স্থলে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাক বরাদ্দের নিমিত্তে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।		
		২। ৩নং সাব-কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা।	৮৯। ২নং সাব-কমিটির বৈঠকের আগে সার্ভিস চার্জ রিনিউ করার বিষয়টি প্রতিবেদনের অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে। ২য় সাব-কমিটির রিপোর্ট মূল কমিটিতে পেশের পরেই মিল পরিদর্শনের উপর আলোচনা পূর্বক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	সার্ভিস চার্জ রিনিউ এর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন এবং ২নং সাব-কমিটির রিপোর্ট মূল কমিটিতে উপস্থাপিত হয়েছে।	প্রক্রিয়াধীন এবং বাস্তবায়িত
			৯০। ৯টি মিল হস্তান্তরের নীতিমালা ও আনুষাংঙ্গিক কাগজপত্র মাননীয় সদস্য জনাব আ.ন.ম. এহছানুল হক (মিলন) কে সরবরাহ করতে হবে।	সরবরাহ করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
			৯১। যশোর, নয়াপাড়াস্থ বেঙ্গল টেক্সটাইল মিলের অব্যবস্থা দূরীকরণের জন্য সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত ৩নং সাব-কমিটির আহবায়কের সঙ্গে অতিশীঘ্রই সংসদ	৩নং সাব-কমিটির কার্যক্রম সমাপ্ত করা সম্ভবপর হয়নি।	প্রক্রিয়াধীন

			সচিবালয় যোগাযোগ করবে এবং মাননীয় আহবায়কের সাথে আলোচনাপূর্বক প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে।		
২৭।	২৪তম বৈঠক ১০-৭-২০০১	১। বিগত ২২তম সভার কার্য-বিবরণীর ১৩নং অনুচ্ছেদে আলোচনা অনুযায়ী কমিটি এ পর্যন্ত যে সমস্ত কাজ করেছে তার ভিত্তিতে বৈঠকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি সাজেশন ও সুপারিশ উপস্থাপন ও তাঁর উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	৯২। সংসদে রিপোর্ট উপস্থপনের জন্য কমিটির ১ম বৈঠক থেকে ২৪তম বৈঠক পর্যন্ত গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের আলোকে উপস্থিত সদস্য বৃন্দের সমন্বয়ে বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়।	স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়েছে।	বাস্তবায়িত

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১৬-১১-১৯৯৭ তারিখে সপ্তম অধিবেশনে গঠিত হয়। ১২-০৫-১৯৯৮ তারিখে এই কমিটি অষ্টম অধিবেশনে পূনর্গঠিত হয় এবং ২৫-০১-২০০০ তারিখে পুনরায় পূণর্গঠিত। এই কমিটির এ পর্যন্ত মোট ৩৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভাগ ও অধিদপ্তর সমূহের কাজের পরিধি ব্যাপক। ঐ সকল বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহকে বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কিভাবে আরোও গতিশীল করা যায় সে উদ্দেশ্যে কমিটি কর্তৃক ৯টি সাব-কমিটি গঠিত হয়।

সারণিঃ ৫.৩

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১ম থেকে ৩১তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন

সভার ক্রমিক নং ও তারিখ	সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
১ম বৈঠক ৩১-১২-৯৭	---	বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং বিআরটিসি'র মোট সম্পদের পরিমান ও লোকসানের যাবতীয় তথ্য জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে উপস্থাপন করা হবে।	রেলওয়ে / বিআরটিসি	বাংলাদেশ রেলওয়ে ঃ বাস্তবায়িত বিআরটিসি ঃ তথ্য পাওয়া যায় নাই।
২য় বৈঠক ১৮-২-৯৮	(১)	লেমিনেটেড লাইসেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়ের নিমিত্তে অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হবে।	বিআরটিএ	১। লেমিনেটেড লাইসেন্সের জন্য অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী লাইসেন্স তৈরী ও বিতরণ করা হচ্ছে।
	(২)	জাতীয় পরিবহণ নীতি প্রণয়ণ কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিআরটিএ	২। স্থল পরিবহন নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে খসড়া "স্থল পরিবহণ নীতি" তৈরী করাব জন্য বিআরটিএ'র চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে ১২(বার) সদস্য বিশিষ্ট একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। খসড়া প্রণয়নের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
	(৩)	বি.আর.টি এ কে একটি কার্যকর সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একে সঠিক ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।	বিআরটিএ	৩। বিআরটি একে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। বিআরটিএকে একটি কার্যকর সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে "The Motor Vehicles Ordinance. 1983 (Ordinance No. LV of 1983)" তে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেয়া আছে। বিআরটিএ'র ৫৪ জন

সভার ক্রমিক নং ও তারিখ	সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
				মোটরযান পরিদর্শক এবং ৭ জন পুলিশ পরিদর্শক /সার্জেন্ট কে ১৯৮৩ সালের মোটরযান অধ্যাদেশ অনুযায়ী বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রদানের কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৩য় বৈঠক ১১-৩-৯৮	(১)	প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে ঢাকা-সিলেট আর আর এম পি-থ্রী, ফিডার রোড ইটার কনসার্ট এবং স্মিক এর অভিযোগ তদন্ত করে কমিটি মন্তব্য করবে। এ বিষয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কমিটি এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করবে।	সড়ক, জনপথ ও উন্নয়ন উইং	এ বিষয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সড়ক ও রেলপথ বিভাগের মতামত বিশ্বব্যাংকের নিকট প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংকের অনাপত্তি প্রাপ্তি সাপেক্ষে পুনঃ প্রস্তাব আহবান করে পরামর্শক নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়।
	(২)	জিওবি এর টাকায় যে সকল সড়ক হবে সেগুলো কমিটি বৈঠকের সুপারিশ অনুযায়ী হবে।	সড়ক, জনপথ ও উন্নয়ন উইং	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অনুসরনে পরিকল্পনা কমিশন ও একনেকের অনুমোদনক্রমে এ জাতীয় প্রকল্প গৃহীত হয়ে থাকে। সিদ্ধান্তের আলোকে কোন সুপারিশ অদ্যাবধি অত্র বিভাগে পাওয়া যায় নাই।
৪র্থ বৈঠক ২৬-৪-৯৮	৪.১	রেলওয়ের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্ত ারিত কার্যপত্র কমিটির নিকট সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে।	বাংলাদেশ রেলওয়ে	বাস্তবায়িত
	৪.২	রেলওয়ে যে সকল জমি বেদখল হয়ে আছে তার বিস্ত ারিত বিবরণ সহ কিভাবে তা পুনরুদ্ধার করা যায় সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ কার্যপত্র পেশ করতে হবে।	বাংলাদেশ রেলওয়ে	বাস্তবায়িত
	৪.৩	খুলনা রেওয়ের জমির উপর যে সকল মার্কেট উচ্ছেদ চলছে সে বিষয়টি আপাততঃ স্থগিত রাখতে হবে।	বাংলাদেশ রেলওয়ে	বাস্তবায়িত
৫ম বৈঠক ৪-৮-৯৮	২।	রেলওয়ে সম্পত্তির অবৈধ দখল তদন্তের জন্য নিম্নলিখিত মাননীয় সদস্যদেরকে নিয়ে একটি সংসদীয় উপ-কমিটি গঠন করা হয়।	বাংলাদেশ রেলওয়ে	বাস্তবায়িত

সভার ক্রমিক নং ও তারিখ	সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
	৩।	১। এস.এম. মোস্তফা রশিদী (সুজা)- আহবায়ক ২। আলহাজ্ব মকবুল হোসেন- সদস্য ৩। এ্যাডভোকেট এম. রুহুল কুদ্দুস তালুকদার (দুলু)- সদস্য ১০টি এম.জি ডিজেল ইলেকট্রিক্স লোকমোটিভ সংগ্রহ টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্তের জন্য নিম্নলিখিত মাননীয় সদস্যদেরকে নিয়ে একটি সংসদীয় উপ-কমিটি গঠন করা হয়। ১। জনাব মোস্তাফিজুর রহমান- আহবায়ক ২। জনাব মোঃ মকবুল হোসেন- সদস্য ৩। জনাব নাজিম উদ্দিন আলম- সদস্য	বাংলাদেশ রেলওয়ে	বাস্তবায়িত
৬ষ্ঠ বৈঠক ৬-৯-৯৮	১।	বন্যার পানি সরে গেলে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।	সড়ক ও রেলওয়ে	বাস্তবায়িত
	২।	কাপালিয়া ব্রীজটির নির্মানের কাজ শুরু করতে হবে।	সড়ক ও রেলওয়ে	বাস্তবায়িত
	৩।	উন্নয়ন কর্মকান্ডের যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর ৭ থেকে আরও উপরে নির্ধারণে জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করতে হবে।	সড়ক ও রেলওয়ে	
	৪।	আগামী সভায় বিআরটিসিকে আলোচ্যসূচী ভূক্ত করতে হবে।	সংসদ সচিবালয়/ বিআরটিসি।	
৭ম বৈঠক ২৮-৯-৯৮		সড়ক ও রেলপথ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয়।		
৮ম বৈঠক ৬-১০-৯৮		সড়ক ও রেলপথ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয়।		
৯ম বৈঠক ১৪-১০-৯৮	৩।	বিআরটিসি'র কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য দু'জন মাননীয় সদস্যদেরকে নিয়ে উপ-কমিটি গঠন করা হয় ঃ	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	কমিটি এ বিষয়ে কাজ করছেন।
১০ম বৈঠক ১৫-১০-৯৮				

সভার ক্রমিক নং ও তারিখ	সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
১১তম বৈঠক ১২-১-৯৯		সড়ক ও রেলপথ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয়।		
১২তম বৈঠক ৯-৩-৯৯	২।	ক) রেলওয়ে সংক্রান্ত ১নং উপ-কমিটির মেয়াদ ৩ মাস বৃদ্ধি করা হয় এবং ২নং উপ-কমিটির মেয়াদ ২মাস বৃদ্ধি করা হয়।	সড়ক ও রেলপথ বিভাগ/সংসদ সচিবালয়	বাস্তবায়িত
১৩তম বৈঠক ৪-৫-৯৯		সড়ক ও রেলপথ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয়।		
১৪তম বৈঠক ২২-৬-৯৯		সড়ক ও রেলপথ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয়।		
১৫তম বৈঠক ১০-১০-৯৯	৪।	যে কোন পরিস্থিতিতে রাস্তা খোলা রাখা এবং নির্বিঘ্নে যানবাহন চলাচল নিশ্চিত করতে সামগ্রিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার, বাস মালিক সমিতি ও পরিবহন ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পরবর্তিতে একটি যৌথ সভা আহবান করা হবে।	বিআরটিএ/ সংসদ সচিবালয়	এতদউদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১৬তম বৈঠক ৭-৯-৯৯	৩।	দুই স্ট্রোক বিশিষ্ট মোটরযান থেকে নির্গত ধোঁয়া ও লেড স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তাই নয় বছরের পুরানো অটো রিক্সা ঢাকাসহ চারটি মেট্রোপলিটন শহরে চলাচলের উপর বিধিনিশেধ আরোপ করা হয়।	সড়ক ও রেলপথ বিভাগ/ সংসদ সচিবালয়	
১৭তম বৈঠক ০১-১২-৯৯	২।	বিআরটিসি সম্পর্কে গঠিত উপ-কমিটির মাননীয় সদস্যদের কলকাতা ও বোম্বে সফরের সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের জন্য সংসদ সচিবালয় থেকে মন্ত্রণালয়ে চিঠি লিখতে হবে। প্রস্তাবিত সফরের পর উপ-কমিটি কর্তৃক একটি সাপ্লিমেন্টারী রিপোর্ট মূল কমিটিতে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়/ সংসদ সচিবালয়	প্রতিনিধি দলের ভারত সফরের বিষয়ে সরকারী আদেশ জারী করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সভার ক্রমিক নং ও তারিখ	সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
	৫।	বাংলাদেশ রেলওয়ের সম্পত্তি কোথায়, কিভাবে অবৈধ দখলদারের দখলে আছে এবং উক্ত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি জেলাওয়ারী প্রতিবেদন আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ রেলওয়ে বিভাগ)	বাস্তবায়িত
	৮।	১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে সড়ক ও জনপথ বিভাগের কি পরিমাণ জমি কার নামে লীজ দেয়া হয়েছে এবং কি পরিমাণ জমি অবৈধ দখলে আছে তার একটি তালিকা আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	সওজ অধিদপ্তরে অধীন জুন ২০০০ সাল পর্যন্ত পেট্রোল পাম্পের জন্য লীজকৃত জমির পরিমান প্রায় ২৮.৮৯ একর এবং মৎস্য চাষ, কৃষি কাজ ও বনায়নের জন্য লীজকৃত জমির পরিমান প্রায় ৭৫৫ একর।
১৮তম বৈঠক ২৩-১২-৯৯	৩।	পরবর্তী বৈঠকে মালিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠনের ২জন করে প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে।	বিআরটিএ	২০শে ফেব্রুয়ারী, ২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সংস্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৯তম বৈঠকে মালিক সমিতি ও পরিবহন মালিক সমিতির প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।
	৪।	ধলেশ্বরী-২ সেতুর ব্যাপারে বিস্তারিত প্রতিবেদন পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	মন্ত্রণায়ল থেকে প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে।
১৯তম বৈঠক ২০-২-২০০০	২।	৫নং সাব-কমিটির মেয়াদ ৩১ মার্চ ২০০০ পর্যন্ত এবং ১নং ও ৪নং সাব-কমিটির মেয়াদ ৩০ জুন ২০০০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে।	সংসদ সচিবালয়	বাস্তাবায়িত
	৩।	সড়ক ও পরিবহন মালিক সমিতি ও সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনার প্রেক্ষিতে যে সকল সুপারিশ/প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে সে বিষয়ে	বিআরটিএ/ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সুপারিশ পরিশিষ্ট 'ক' এবং 'খ' তে সন্নিবেশিত।

সভার ক্রমিক নং ও তারিখ	সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
		যোগাযোগ মন্ত্রণালয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক করে বৈঠকের কার্যবিবরণী স্থায়ী কমিটিতে উত্থাপিত করবে।		
২০তম বৈঠক ২২-৩-২০০০	৩।	এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নিম্নরূপ সদস্য সমম্বয়ে ৬নং সাব-কমিটি গঠন করা হয়ঃ (১) জনাব এস.এ. মোস্তফা রশিদী (সুজা), আহবায়ক (২) খান টিপু সুলতান, সদস্য (৩) জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন আলম- সদস্য। উক্ত সাব-কমিটি আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অভিযোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি রিপোর্ট কমিটিতে উপস্থাপন করবে। সাব-কমিটির রিপোর্ট আসা পর্যন্ত আর আর এম পি-৩ এর রুটিন ওয়ার্ক চালু থাকবে।	সংসদ সচিবালয়/ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।	
২১তম বৈঠক ২৭-৪-২০০০	২।	৬নং সাব কমিটিকে আরো ১৫ দিন সময় বর্ধিত করা হয়।		
	৫।	মেঘনা ও মেঘনা গোমতী ব্রীজসহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের সকল ব্রীজ ও ফেরীঘাটের ইজারা সংক্রান্ত অনিয়ম এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ইজারার বিষয়ে তথ্য উদঘাটন পূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য মাননীয় সদস্য, খান টিপু সুলতানকে আহবায়ক ও অন্য ৪জন সদস্য সমম্বয়ে ৭নং সাব-কমিটি গঠন করা হয়।		
২২তম বৈঠক ৩১-৫-২০০০		সড়ক ও রেলপথ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয়।		
২৩তম বৈঠক ২৮-৬-২০০০		সড়ক ও রেলপথ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয়।		
২৪তম বৈঠক ১১-৭-২০০০		সড়ক ও রেলপথ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয়।		

Dhaka University Institutional Repository

সভার ক্রমিক নং ও তারিখ	সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
২৫তম বৈঠক ২৭-৭-২০০০	৩।	দ্বিতীয় ধলেশ্বরী সেতু নির্মাণে অনিয়ম সম্পর্কে একটি স্বয়ংসম্পুর্ণ প্রতিবেদন সড়ক ও রেলপথ বিভাগ কমিটির পরবর্তী বৈঠকে পেশ করবে।	সংসদ সচিবালয়/ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সড়ক ও রেলপথ বিভাগ।	বাস্তবায়িত সড়ক ও রেলপথ বিভাগ কর্তৃক প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে।
২৬তম বৈঠক ২৯-৮-২০০০		সড়ক ও রেলপথ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয়।		
২৭তম বৈঠক ২৫-৯-২০০০	২।	রাইটস ইন্ডিয়ান ২য় প্রস্তাব মোতাবেক ১০টি লোকোমেটিভ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের ২২ কোটি টাকা আত্মসাতের সঙ্গে জড়িত দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যাক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিষয়টি স্পেশাল অডিট করার জন্য সিএজির দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	যোগযোগ মন্ত্রণালয়/ সি এন্ড এ জি	
	৩।	দ্বিতীয় ধলেশ্বরী সেতু নির্মাণে অনিয়ম সম্পর্কিত বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর দোষী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	যোগযোগ মন্ত্রণালয়	এ সংক্রান্তে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেছে।
	৫।	ভারতীয় ট্রান্সপোর্ট টেকনোলজি পরিদর্শনের লক্ষ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গঠিত ৩নং সাব-কমিটির মাননীয় সদস্যদের মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর নের্তৃত্বে ভারত সফরের বিষয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	১৭তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত- ২ এ বিবৃত।
২৮তম বৈঠক ২৮-১১-২০০০	২।	সম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা-ঘাট, সেতু-কালভার্ট ও রেলওয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্মান/পুনর্নির্মাণ করার জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	সংসদ সচিবালয় / যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	জিওবি অর্থায়নে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক ও সেতু সমূহ পূণর্বাসনের জন্য তাৎক্ষনিকভাবে ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে। বর্তমানে বিশ্ব ব্যাংকের

Dhaka University Institutional Repository

সভার ক্রমিক নং ও তারিখ	সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
		প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।		আর্থিক সহায়তায় প্রায় ৬৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি পিসিপি অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। ইহা ছাড়াও সওজ খুলনা জোনের অন্তর্ভূক্ত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ জেলা সমূহে সড়ক সেতু মেরামত/পুনঃনির্মাণের জন্য এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় প্রায় ২২০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি পিসিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনাধীন আছে।
	৩।	কালীগঞ্জ থেকে জীবন নগরগামী হাইওয়ের বেইলী ব্রীজটি দ্রুত নির্মাণ করার জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবে।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	বাস্তবায়িত।
	৪।	বিআরটিএ প্রসঙ্গে, স্থায়ী কমিটির ১৯তম বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীতে আরেকটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক করে মালিকদের দাবী-দাওয়া বিষয়ক সুপারিশ অন্তর্ভূক্ত করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	১৯তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত-৩ এ বিবৃত।
	৫।	দ্বিতীয় ধলেশ্বরী সেতু নির্মাণে অনিয়ম প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের পরিচালকের ১৩-১১-২০০০ তারিখের চিঠি এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে তদন্ত করার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। সাব-কমিটি নিম্নরূপ ঃ- ১। আলহাজ্ব মকবুল হোসেন ২। খান টিপু সুলতান ৩। জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম। এ সাব-কমিটি ধলেশ্বরী সেত	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়/ সংসদ সচিবালয়।	

সভার ক্রমিক নং ও তারিখ	সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
		নির্মানের সাথে সম্পৃক্ত অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী জনাব ফজলুল হকের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ তদন্তকরে দেখবে। তবে স্থায়ী কমিটির আনিত অভিযোগ তদন্তকরে দেখাবে। তবে স্থায়ী কমটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে যে তদন্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা অব্যাহত থাকবে।		
২৯তম বৈঠক তারিখঃ২১-১২-২০০০		গত বৈঠকের ৩নং সিদ্ধান্তের সাথে মাননীয় সদস্য খান টিপু সুলতান কর্তৃক প্রস্তাবিত যশোর জেলার ৭টি বেইলী ব্রীজ দ্রুত মেরামত করার জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৩টি বেইলী ব্রীজ পাওয়া গিয়াছে। প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অভাবে বেইলী ব্রীজসমূহ যথাস্থানে স্থাপন করা সম্ভব হইতেছে না।
	২।	বিআরটিএ প্রসঙ্গে স্থায়ী কমিটির ১৯তম বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীতে আরেকটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক করে মালিকেদের দাবী-দাওয়া বিষয়ক সুপারিশ এবং সরকারের সাথে বিভিন্ন সময়ে সম্পাদিত চুক্তির বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন অন্তর্ভূক্ত করে তা আগামী বৈঠকে পেশ করতে হবে।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	১৯তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত-৩ এ বিবৃত। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী সমূহ পেশ করা হবে।
	৩।	দ্বিতীয় ধলেশ্বরী সেতু নির্মানে অনিয়ম, তার সাথে সম্পৃক্ত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব ফজলুল হক এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এবং পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে ৮নং সাব-কমিটি ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় তদন্ত করে তাদের নিজ নিজ প্রতিবেদন আগামী বৈঠকে পেশ করবে। উভয়	৮নং সাব-কমিটি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন ৩০তম বৈঠকে পেশ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সভার ক্রমিক নং ও তারিখ	সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
		প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তীতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।		
৩০তম বৈঠক তারিখঃ৩১-১-২০০১	৩।	যমুনা একসেস রোড প্রকল্পের অনিয়মের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্ত করে এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য মাননীয় সদস্য জনাব মোস্তাফিজুর রহমানকে আহবায়ক এবং খান টিপু সুলতান, জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, জনাব মোঃ নাজিমউদ্দিন আলম ও এ্যাডভোকেট এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুকে সদস্য করে ৯নম্বর সাব-কমিটি গঠন করা হয়।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় / সংসদ সচিবালয়।	
	৪।	আগমী বৈঠকে তার অবৈধভাবে বাড়ী ও গাড়ী ব্যবহারের বিষয়ে সড়ক ও রেলপথ বিভাগ বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করবে।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় /সড়ক ও রেলপথ বিভাগ	অবৈধ ভাবে বসবাসরত বাড়ীটি খালি করার জন্য আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।
	৫।	ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ রোডের গাছ কেটে ফেলা সম্পর্কে আগামী বৈঠকে সড়ক ও রেলপথ বিভাগ বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করবে।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় /সড়ক ও রেলপথ বিভাগ	
৩১তম বৈঠক তারিখঃ ২৭-২-২০০১	২।	ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ রোডের গাছ কেটে ফেলা সম্পর্কে একটি পুর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের মতামতসহ আগামী বৈঠকে পেশ করতে হবে।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় /সড়ক ও রেলপথ বিভাগ	অভিযোগটি ২৭-২-২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩১তম বৈঠকে হাতে হাতে পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে সরজমিনে তদন্ত চলছে।
	৩।	২য় ধলেশ্বরী সেতু নির্মাণে অনিয়মের বিষয়ে তদন্তের জন্য গঠিত ৮নং সাব-কমিটি ও যমুনা একসেস সংযোগ সড়ক প্রকল্পের অনিয়মের বিষয়ে তদন্তের জন্য গঠিত ৯নং সাব-কমিটির মেয়াদ আরও ১মাস বর্ধিত করা হয়।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় / সংসদ সচিবালয়।	

Dhaka University Institutional Repository

সভার ক্রমিক নং ও তারিখ	সিদ্ধান্তের ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
	৪।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক (রেলওয়ের ১০টি লোকমোটিভ ইঞ্জিন ক্রয়ে অনিয়মের বিষয়ে) গঠিত ২নং সাব-কমিটির রিপোর্টের উপর বিস্তারিত আলোচনা করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে পরবর্তী বৈঠকে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়/ সড়ক ও রেলপথ বিভাগ / জাতীয় সংসদ সচিবালয়।	
	৫।	সম্প্রতি দেশের অভ্যন্তরে রেল লাইনের স্লিপার উঠানোর ফলে যে সকল অন্তর্ঘাতমূলক ঘটনা ঘটেছে তার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপনসহ আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।	

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বিভিন্ন সভায় (যমুনা সেতু বিভাগ সম্পর্কিত) গৃহিত সিদ্ধান্ত এবং এর অগ্রগতি প্রসঙ্গে।

সভা নং এবং তারিখ	আলোচ্যসূচী	সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
দ্বাদশ বৈঠক/ তারিখঃ ৯-৩-৯৯ইং	ক) বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ ঠিকাদারদের ৫৯১.৩৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত দাবী প্রসঙ্গে।	ক) বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নেগোসিয়েশন করে বিষয়টি সুরাহা করার প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। খ) অতিরিক্ত দাবীর বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ৩টি বিদেশী নির্মাণ ঠিকাদার (হুন্দাই, হ্যামভোয়া ও সামওয়ান) প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ সরকারের কোন ঠিকাদারী কাজে সম্পৃক্ত না করার বিষয়ে কমিটি সুপারিশ প্রদান করে।	ক) ইতোমধ্যে যমুনা সেতু প্রকল্পের সকল ঠিকাদারদের উত্থাপিত দাবীসমূহ সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। খ) কমিটির সুপারিশ পুনঃর্বিবেচনার জন্য বিষয়টি পুনরায় ষোড়শ বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভার মতামতের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে (১২/১০/৯৯ইং) যমুনা সেতু বিভাগ হতে গৃহীত সুপারিশটি পুনঃর্বিবেচনার জন্য কমিটির সভাপতি বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। তবে এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ইতোমধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

সভা নং এবং তারিখ	আলোচ্যসূচী	সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
			ঠিকাদারদের উত্থাপিত সকল দাবী সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে।
ত্রয়োদশ বৈঠক/ তারিখঃ ৪-৫-৯৯ইং	বঙ্গবন্ধু সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের চুক্তি বাস্তবায়ন এবং টোল আদায়ে অনিয়ম প্রসঙ্গে আলোচনা।	বিষয়টির উপর আগামী বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এর পূর্বে যমুনা সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় চুক্তি ও নেগোসিয়েশনের কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কমিটির মাননীয় সদস্যদের নিকট সরবরাহ করতে হবে।	চতুর্দশ বৈঠকের পূর্বে উল্লেখিত বিষয়ের উপর একটি বিস্তারিত কার্যপত্র সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরবর্তীতে প্রেরণ করা হয়েছে।
চতুর্দশ বৈঠক/ তারিখঃ ২২-৬-৯৯ইং	যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের চুক্তি বাস্তবায়ন এবং টোল আদায়ে অনিয়ম প্রসঙ্গে আলোচনা।	বিষয়টির উপর আগামী বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এর পূর্বে যমুনা সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় চুক্তি ও নেগোসিয়েশনের কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কমিটির মাননীয় সদস্যদের নিকট সরবরাহ করার পূর্ব সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে।	পঞ্চদশ বৈঠকের পূর্বে যাবতীয় কাগজপত্র সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
ষোড়শ বৈঠক/ তারিখঃ ৭-৯-৯৯ইং	যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের চুক্তি বাস্তবায়ন এবং টোল আদায়ে অনিয়ম প্রসঙ্গে।	যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি, ইন্সুরেন্স ও আর্বিট্রেশন, টোলফ্রড ইত্যাদি বিষয়সহ টোল আদায়ে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করে আগামী এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য একটি উপ-কমিটি (৪র্থ উপ-কমিটি) গঠন করা হয়। ১। আলহাজ্ব মকবুল হোসেন, আহবায়ক ২। জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, সদস্য	৪নং উপ-কমিটির চাহিদা মোতাবেক সকল কাগজপত্র সময়মত সরবরাহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সভা নং এবং তারিখ	আলোচ্যসূচী	সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
		৩। জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, সদস্য	
সপ্তদশ বৈঠক/ তারিখঃ ১-১২-৯৯ইং	ক) ৪নং উপ-কমিটির প্রয়োজনীয় কাগজকপি সরবরাহ ও মেয়াদ বৃদ্ধি।	ক) ৪নং উপ-কমিটির চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাগজপত্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ করতে হবে এবং ৪নং উপ-কমিটির মেয়াদ আরো ২ মাসের জন্য বৃদ্ধি করা হয়।	ক) ৪নং উপ-কমিটির চাহিদা মোতাবেক উক্ত সভার, (১৭তম) সিদ্ধান্তের পূর্বেই সকল কাগজপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৩/১২/৯৯ইং তারিখে চাহিদা মোতাবেক কিছু অতিরিক্ত কাগজপত্র সরবরাহ করা হয়েছে।
	খ) বঙ্গবন্ধু সেতুর টোলের বিবরণ।	খ) ৪নং উপ-কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু সেতুর তিন শিফটে আদায়কৃত টোলের বিবরণ প্রতিটি শিফটের দায়িত্ব পালনের আধ ঘন্টার মধ্যে ফ্যাক্সের মাধ্যমে সচিবের দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। আগামী এক মাসের টোল আদায়ের বিবরণ কমিটির পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।	খ) বঙ্গবন্ধু সেতুতে প্রতি শিফটে আদায়কৃত টোলের বিবরণ ফ্যাক্সের মাধ্যমে সচিবের দপ্তরে প্রেরণ করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী বৈঠকের পূর্বেই অর্থাৎ ২২/১২/৯৯ইং তারিখে তিন শিফটে আদায়কৃত টোলের বিবরণী (ফ্যাক্সের মাধ্যমে সচিবের দপ্তরে প্রেরিত) সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
	গ) পদ্মা সেতু।	গ) পদ্মা সেতুর সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ডিজাইন তৈরীর কাজ বিনা টেন্ডারে কিভাবে একটি কোম্পানীকে দেয়া হয়েছে তা আগামী বৈঠকে জানাতে হবে।	গ) বিষয়টি নিয়ে পরবর্তী বৈঠকে আলোচনা করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সরকার পদ্মা সেতু, বাস্তবায়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় অতিদ্রুত প্রাক্-সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে যমুনা সেতু প্রকল্পের জন্য সেতু কর্তৃপক্ষে নিয়োজিত আন্ত র্জাতিক খ্যাতিমানসম্পন্ন উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের (সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটি) অনুমোদন নেয়া হয়েছে।

সভা নং এবং তারিখ	আলোচ্যসূচী	সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি
একুশতম বৈঠক/ তারিখঃ ২৭-৪-৯৯ইং	বঙ্গবন্ধু সেতু।	বঙ্গবন্ধু সেতুতে যানবাহন পরাপারের সঠিক হিসাব সংরক্ষণের জন্য অবিলম্বে অন-লাইন কম্পিউটার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।	অন-লাইন কম্পিউটার ব্যবস্থা চালু করার জন্য ইতোমধ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে কার্যপ্রণালী-বিধির ২১১ বিধি অনুযায়ী ৭ম জাতীয় সংসদের নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। সপ্তম জাতীয় সংসদে এই কমিটির ৩৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই কমিটি মাত্র একটি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করেন। নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহে কাজের পরিধি ব্যাপক ঐ সব সংস্থাসমূহকে বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে কিভাবে গতিশীল করা যায় সে জন্য তিনটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সপ্তম জাতীয় সংসদে ১২-০৫-১৯৯৮ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ২৫-১-২০০১ তারিখে পুনর্গঠন করা হয়। ২১-০৬-১৯৯৮ তারিখ থেকে ২৩-০৫-২০০১ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির এই বৈঠক সমূহে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগসহ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। জাতীয় সংসদে উত্থাপিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ২৫ (পঁচিশ) টি বিল যাচাই-বাছাই করে সংসদের রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

শিক্ষার মান, শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগ, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতি বিষয়ে কমিটি পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রদান করে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির উত্থাপিত অভিযোগ ও সমস্যা এবং পরামর্শ সম্পর্কেও ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য কমিটি মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠান।

পাবলিক পরীক্ষার নকল প্রতিরোধের জন্য সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯৬ বিধি অনুযায়ী বিগত ৩-০৮-১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে নিম্নলিখিত সদস্যাগণের সমন্বয়ে একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়।

২৭-২-২০০১ তারিখ স্থায়ী কমিটির ২৭তম বৈঠকে সাব-কমিটির সদস্য জনাব আব্দুল কুদ্দুস সরকার কর্তৃক প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় সাব-কমিটি পুনর্গঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সাব-কমটির কার্য পরিধি ঃ

ক) পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকল প্রতিরোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলীর উপর আলোচনা, পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন।

খ) এতদ্‌বিষয়ে আরও কি কি পদক্ষেপ নেয়া যায় সে বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন।

গ) গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সে বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন।

ঘ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ শিক্ষক, পরীক্ষার্থী, অভিভাবক, পেশাজীবী ও রাজনীতিবিদের মতামত বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

সাব-কমিটি গঠিত হওয়ার পর বিগত ১৯-০৮-১৯৯৯ তারিখ থেকে ২০-৩-২০০০ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ১টি মুলতবী বৈঠকসহ সর্বমোট ৫টি বৈঠকে মিলিত হয়। সাব-কমিটি স্থায়ী কমিটির ২৮তম সভায় নকল প্রতিরোধ সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন করে রিপোর্ট প্রদান করলে উক্ত সভায় পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের জন্য ২৮ দফা সুপারিশ গৃহীত হয়, যা নকল প্রতিরোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

সপ্তম জাতীয় সংসদে ১৬-১১-১৯৯৭ তারিখে কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে ২৪৬ ও ২৪৮ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনকল্পে ৭ সদস্য বিশিষ্ট অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয় পরবর্তীতে ১২-৫-১৯৯৮ তারিখে উক্ত মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি পূণর্গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক ৬০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কমিটি আইনের সংশোধনী সংক্রান্ত ৮টি বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

জাতীয় সংসদের ১২-৫-১৯৯৮ বৈঠকে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ৩৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৬-৫-১৯৯৯ তারিখে নবম বৈঠকে এই কমিটি ৩ সদস্য বিশিষ্ট সাব-কমিটি গঠন করে।

কমিটি এ পর্যন্ত ২২টি বৈঠকে মিলিত হয়েছে। কমিরি এখতিয়ারভুক্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা ওদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অধিকাংশ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়। আলোচন্য বিষয়গুলির মধ্যে, সশস্ত্র বাহিনীর সমরাস্ত্র সংগ্রহ (বিমান

বাহিনীর মিগ০২৯ ক্রয়, নৌ-বাহিনীর ফ্রিগেট ক্রয় ইত্যাদি), প্রতিরক্ষা বাজেট, ৭৫'র ১৫ই আগস্ট দুইজন সেনা কর্মকর্তা হত্যাসহ সশস্ত্র বাহিনীতে সংঘটিত বিভিন্ন সময়ে সামরিক সদস্যদের হত্যা ওবিধিবহির্ভূত চাকুরিচ্যুতির ঘটনা, ৮২'র মার্চ জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সামরিক আইন জারীর পূর্ববর্তী সময়ে সেনা প্রধান হিসাবে তার বিধিবহির্ভূত কর্মতৎপরতা, ডিওএইচএস এর প্লট বরাদ্দে নীতিমালা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কমিটির কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ এতদসঙ্গে সিন্নিবেশিত কার্য-বিবরণীতে লিপিবদ্ধ আছে।

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের হত্যা এবঙ চাকুরীচ্যুতির ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ৩ সদস্যবিশিষ্ট সাব-কমিটি গঠন করা হয়। যা এখনো সক্রিয় রয়েছে। সাব কমিটিতে প্রেরিত আবেদনপত্র সমূহ বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে সাব-কমিটি কর্তৃক মূল কমিটিতে রিপোর্ট আকারে সুপারিশ পেশ। মূল কমিটি সাব-কমিটি কর্তৃক প্রেরিত রিপোর্টগুলো ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কমিটি কর্তৃক গ্রহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ কর হয়।

সপ্তম জাতীয় সংসদের গঠিত বিভিন্ন কমিটিসমূহের মূল্যায়ন

সপ্তম পার্লামেন্টের কার্যকারিতা

বিভিন্ন দেশের কমিটি ব্যবস্থা ঃ কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বে সুষ্ঠ আইন প্রণয়ন এবং সরকারের দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ সম্ভব হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে কমিটি ব্যবস্থার জন্য উন্নত বিশ্ব মজবুত ভিক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৃটেনে বিলসমূহের পুর্নাঙ্গ পরীক্ষণের জন্য এডহক ভিক্তিতে স্ট্যান্ডিং কমিটি নিয়োগ করা হয় এবং বিল পাশের পর এ সবের বিলুপ্তি ঘটে কিন্তু সেলেকট কমিটি অবিরতভাবে কাজ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে পাবলিক একাউন্টস কমিটির কথা উল্লেখ করা যায় এবং বিরোধী দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা হচ্ছে এই কমিটির প্রধান।[১] বৃটেনের কমিটি ব্যবস্থার লক্ষনীয় বৈশিষ্ট হলো এর পক্ষপাত হীনতা এবং কমিটি গঠনে জ্যেষ্ঠতার নীতি মেনে চলা। কমিটি অব সেলেকশন ষ্ট্রান্ডিং কমিটি গঠনের ক্ষেত্রেও একই নীতি মেনে চলে এবং রাজনৈতিক দলগুলের হুইপদের অন্তর্ভূক্ত করার উপর জোর দেয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের অধিকাংশ কাজই কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের কমিটি ব্যবস্থা আইন পরিষদের ওয়ার্কশপ, যেখানে রাষ্ট্রীয় নীতি সমূহ বিতর্কিত হয় এবং আইন বিভাগীয় কাজের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে।[২] যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসনাল কমিটিগুলোর গুরুত্ব অনেক বেশি হওয়ায় প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন মার্কিন সরকারকে কংগ্রেসের ষ্ট্যান্ডি কমিটির চেয়ারম্যানগণের সরকার হিসেবে এবং কংগ্রেসনাল কমিটি গুলোকে ক্ষুদে আইনসভা হিসেবে অবিহিত করেছিলেন।[৩]

মার্কিন কমিটিগুলো স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত হয় এবং অর্থ, নিরাপত্তা, কৃষি, বিদেশ সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের দায়িত্ব এই কর্মিটি গুলোর উপর দেয়া হয়। বৃটেনের মত মার্কিন কমিটি ব্যবস্থায়ও জ্যেষ্ঠতার নীতি মেনে চলা হয়। মার্কিন কমিটি ব্যবস্থায় প্রায় ৫২টি স্ট্যান্ডিং, সেলেক্ট, বিশেষ এবং যৌথ কমিটি রয়েছে এর মধ্যে ২৭টি প্রতিনিধি পরিষদের, ২১টি সিনেটের এবং চারটি যৌথ।[৪] আইন প্রণয়ন ছাড়াও এই কমিটিগুলো হিয়ারিং এবং অনুসন্ধানে কাজ ও করে থাকে।

১। আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, বাংলাদেশে কমিটি ব্যবস্থা, গণতন্ত্র, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মাওলা ব্রাদার্স, মে ১৯৯৫, পৃঃ ১২২

২। মাইকেল জে. বেমিংটন ঃ দি কর্মিটি সিস্টেম ইন দি ইউ.এস কংগ্রেস ঃ এ্যান রিপাবলিকান পার্সপেকটিভ ফর দি পাকিস্তান পার্লামেন্ট, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পঠিত প্রবন্ধ, ২০শে ফেব্রুয়ারী , ১৯৯৩।

৩। কামিংস এ্যান্ড ওয়াইজ ঃ ডিমোক্রেসি আন্ডার প্রেসার এ্যান উন্ট্রোডাকশন টু আমেরিকান পলিটিক্যাল সিস্টেম, ৪র্থ সংস্করন, নিউইয়র্ক ঃ হারকোর্ট প্রেস জোভানোভিচ, ১৯৮১।

৪। রেমিংটন, প্রাগুক্ত।

উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক দেশ সমূহের মধ্যে ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে সাংসদীয় কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। ভারতে সংসদীয় কর্মকান্ডের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ কমিটিসমূহের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এবং এই কমিটি সমূহকে স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং এডহক কমিটি এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। মন্ত্রণালয় বিষয়ক কমিটি ছাড়াও পাবলিক একাউন্টস কমিটি, এস্টিমেট ও সরকারী সম্পত্তি কমিটি সরকারী ব্যয় এবং সরকারী কর্মকান্ডের ওপর তদারকি করতে এবং দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।[১] শ্রীলঙ্কার সংসদে কার্যকরী কমিটিগুলোর মধ্যে পাবলিক পিটিশন, পাবলিক একাউন্টস এবং পাবলিক এন্টারপ্রাইজ কমিটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।[২] পাকিস্তানের Rules of procedure-এ আইন সংক্রান্ত কাজ করার এবং সরকারী কার্মকান্ড পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে পাবলিক একাউন্টস কমিটিসহ অন্যান্য সেলেক্ট এবং স্ট্যান্ডিং কমিটিকে কার্যকরী করার বিধান রয়েছে।[৩]

সংসদীয় কমিটির গঠন প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৬নং অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং Rules of Procedure অনুসারে গঠিত কমিটি সমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। খসড়া বিল বিবেচনা করা, সংসদীয় প্রস্তাব সমূহ পরীক্ষা করা, আইন প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের পর্যালোচনা ও প্রস্তাব রাখা এবং প্রশাসন ও মন্ত্রলালয় গুলোর কাজের পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে কমিটি গুলোর কাজ। কমিটি সমূহ তাদের উপর অর্পিত কাজের জন্য সাক্ষী প্রদান করতে এবং প্রয়োজনীয় দলিল বা তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য করার ক্ষেত্রে সংসদ কর্তৃক ক্ষমতা লাভ করেছে। কমিটির বৈঠক এবং হিয়ারিং গোপানীয় ভাবে হয় এবং পরবর্তীকালে কমিটির প্রতিবেদন ছাপিয়ে সংসদে পেশ করা হয়। এরপর তা রাষ্ট্রীয় দলিল বলে পরিগণিত হয়।[৪]

সপ্তম জাতীয় সংসদ ১৬২৭ ঘন্টা ৩৭ মিনিট কার্যরত ছিল। এ সময় সপ্তম জাতীয় সংসদ মোট ১৯১টি বিল পাশ করে। এর মধ্যে মৌলিক ১৭০টি বেসরকারী বিল ১টি এবং অধ্যাদেশ ছিল ২০টি। প্রধান বিরোধী দল ওয়াক আউট করেন ৫৯ বার।

১। রেফারেন্স গাইড অন দি কমিটি সিস্টেম ইন পার্লামেন্টে সেন্টার ফর এ্যানালাইসিস এ্যান্ড চয়েস, ঢাকা ১৯৯৩।
২। ঐ
৩। ঐ
৪। আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

সারণিঃ ৫.৪

সপ্তম জাতীয় সংসদের অনুষ্ঠিত ১ম অধিবেশন হতে ২৩তম অধিবেশন পর্যন্ত কমিটিসমূহের এবং সংসদে উত্থাপিত প্রতিবেদনের খতিয়ান ঃ

ক্রমিক নং	কমিটির নাম	কমিটি গঠন ও পুনর্গঠনের তারিখ	অনুষ্ঠিত বৈঠকের সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত প্রতিবেদনের সংখ্যা
০১।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-১৯-৯৮	৩৪	১
০২।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-১৯-৯৮	৩০	১
০৩।	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮	১৬	
০৪।	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-৫-৯৮	৩১	
০৫।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮ ২৫-০১-০০	৩২	১
০৬।	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮	৪০	
০৭।	ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮	২১	
০৮।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮ ২৫-০১-০০	৩৭	১
০৯।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮	৫০	
১০।	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮	৬০	১
১১।	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-১৯-৯৮ ৩১-০১-০১	৩৫	১
১২।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮ ১৪-০৩-৯৯	৩৫	১
১৩।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮ ১৪-০৩-৯৯	২৩	
১৪।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮ ১৪-০৩-৯৯ ২৫-০১-০০	২৪	
১৫।	সমাজকল্যান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮	৩৪	১
১৬।	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-০৫-৯৭ ১২-০৫-৯৮ ২৫-০১-০০	৩৬	
১৭।	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮ ১৪-০৩-৯৯ ২৫-০১-০০ ২৩-১১-০০	২৯	

ক্রমিক নং	কমিটির নাম	কমিটি গঠন ও পুনর্গঠনের তারিখ	অনুষ্ঠিত বৈঠকের সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত প্রতিবেদনের সংখ্যা
১৮।	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-১৯-৯৮ ১৪-০৩-৯৯ ০৮-৯-৯৯	২৭	
১৯।	বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পকিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮	২৪	১
২০।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮ ২৫-০১-০০	৩১	
২১।	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮	৩৯	
২২।	ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮	৩৭	
২৩।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮ ১৪-০৩-৯৯	২০	১
২৪।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-১৯-৯৮	৩০	
২৫।	যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮ ০৮-০৭-৯৮ ২৫-০১-০০	২৭	
২৬।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮ ১৪-০৩-৯৯	৩১	
২৭।	পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮	৩৯	
২৮।	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮	২৬	১
২৯।	বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮ ২৫-০১-০০	৩২	
৩০।	এল.জি.আর.ডি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮ ২৫-০১-০০	৩৮	
৩১।	বেঃ বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮	৩৪	
৩২।	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮ ২৫-০১-০০ ৩১-০১-০১	২৭	
৩৩।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮ ৮-০৭-৯৮	৩৩	১
৩৪।	আইন বিচার ও সংসদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮	৪৩	
৩৫।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮ ১৪-০৩-৯৯ ০৮-০৯-৯৯	৩০	
		মোট-	১১৭৫	১২

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় অন্যান্য স্থায়ী কমিটি সমূহ ঃ

ক্রমিক নং	কমিটির নাম	কমিটি গঠন ও পুণর্গঠনের তারিখ	অনুষ্ঠিত বৈঠকের সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত প্রতিবেদনের সংখ্যা
০১।	কার্য উপদেষ্টা কমিটি	২৩-০৭-১৯৯৬	৩৭	
০২।	কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৪-০৭-১৯৯৬	১৩	১
০৩।	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৪-০৭-১৯৯৬	১	
০৪।	পিটিশন কমিটি	১৯-১১-১৯৯৬	১০	১
০৫।	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	২০-১১-১৯৯৬ ১৪-০৩-১৯৯৯	২৬	
০৬।	সংসদ কমিটি	২৪-০৭-১৯৯৬	৭	
০৭।	বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩১-৭-১৯৯৬	৪৩	৮
০৮।	সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২০-১১-১৯৯৬ ২৫-০১-২০০০	৪৯	১
০৯।	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২০-১১-১৯৯৬ ১৪-৩-১৯৯৯ ৮-০৯-১৯৯৯	২৫	
১০।	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২০-১১-১৯৯৬ ১৪-০৩-১৯৯৯	১০৫	৫
১১।	লাইব্রেরী কমিটি	১৯-১১-১৯৯৬	৩	
১২।	বিশেষ কমিটি (বিল পরীক্ষা নিরীক্ষা করণ সংক্রান্ত)	২৪-০৭-১৯৯৬	৩৬	২৫
		মোট-	৩৫৫	৪১

সূত্র ঃ কমিটি শাখা-২, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, তারিখ ঃ ১০/১০/২০০১।

সপ্তম জাতীয় সংসদে ৪৬টি সংসদীয় কমিটি কার্যরত ছিল। প্রত্যেকটি কমিটি সাব-কমিটি গঠনের ক্ষমতা ভোগ করে। সপ্তম জাতীয় সংসদে সংসদীয় কমিটিগুলো ৮০টিরও বেশী সাব-কমিটি গঠত করে ছিল বলে জানা যায়। সপ্তম জাতীয় সংসদে সংসদীয় কমিটিগুলোর ১৫৩০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কমিটিগুলো মাত্র ৫৩টি প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে পেশ করে।

সপ্তম জাতীয় সংসদে ১১টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি মাত্র ১৬টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপন করেন। এবং মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৩৫টি স্থায়ী কমিটি ১২টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপন করেন। এছাড়া বিশেষ কমিটি (বিল পরীক্ষা নিরীক্ষা করণ সংক্রান্ত) ২৫টি রিপোর্ট সংসদে উত্থাপন করেন। মোট ৪১টি

প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ৬টি এবং ২৩টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সংসদে কোন প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন নি।

সপ্তম জাতীয় সংসদে জাতীয় কমিটি অনুবিভাগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৩৫টি কমিটি এবং আরো ৪টি কমিটি অর্থাৎ মোট ৩৯টি সংসদীয় কমিটি এবং ঐ কমিটিগুলো দ্বারা গঠিত সাব-কমিটি গুলোকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করেন। তবে নিম্নের ৭টি কমিটির সাচিবিক দ্বায়িত্ব এই কমিটির উপর ন্যাস্ত ছিলনা ঃ

১. কার্য-উপদেষ্টা কমিটি,
২. বিশেষ অধিকার কমিটি,
৩. কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,
৪. পিটিশন কমিটি,
৫. সংসদ কমিটি,
৬. বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি, এবং
৭. লাইব্রেরী কমিটি।

এই কমিটিগুলোর মধ্যে সংসদ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব প্রশাসন অনুবিভাগ, লাইব্রেরী কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব জাতীয় সংসদ লাইব্রেরী এবং অন্য ৫টি কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব আইন প্রণয়ন অনুবিভাগ পালন করে।

সপ্তম জাতীয় সংসদে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রী পরিষদের অনুমোদনক্রমে নিম্নের পদক্ষেপ নেয়া হয় ঃ

স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ৮ মে, বৃহস্পতিবার সকালে সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় মন্ত্রীর পরিবর্তে কোন সংসদকে চেয়ারম্যান করার বিধি সম্বলিত নতুন বিধান করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সভায় আওয়ামী লীগ সদস্য আ.খ.ম জাহাঙ্গীর হোসেনের প্রস্তাবক্রমে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধির স্থলে নতুন বিধি সংযোজন করে কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয় মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সদস্য সংখ্যা ১০ জন থাকবে। সভাপতি ও চেয়ারম্যানসহ কমিটির সদস্যগণ সংসদ

কর্তৃক নিযুক্ত হবেন তবে কোন মন্ত্রী কমিটির সভাপতি হবেন না। সভাপতি নির্বাচিত হবার পর কেউ মন্ত্রী হলে মন্ত্রী নিযুক্ত হবার সাথে সাথে সভাপতির পদ হারাবেন। সংসদ সদস্য হয়ে থাকলে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী কমিটির সদস্য হবেন, সংসদ সদস্য না হলেও তারা কমিটির সদস্য হতে পারবেন, সভার কার্যক্রমে যোগ দিবেন কিন্তু ভোট দিতে পারবেন না। কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী না থাকলে ঐ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটিতে সংসদ নেত্রী প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী পরিষদের অন্যকোন সদস্যকে মনোনয়ন দিবেন। সাংসদ হলে কমিটিতে তার ভোটাধিকার থাকবে অন্যথায় নয়। [১]

উপসংহার ঃ

কমিটির কার্মকাণ্ড পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নানারকম সমস্যা বিরাজমান ছিল ঃ

প্রথমত ঃ কমিটি গঠিত হওয়ার পর পরিবর্তিত পরিস্থিততে কোন রকম সুস্পষ্ট গাইড লাইন ছাড়াই কমিটির কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয়েছে। সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা বা গাইড লাইন থাকলে কমিটির কার্যক্রম পরিচালনা ক্ষেত্রে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারত।

দ্বিতীয়ত ঃ কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভাপতির ব্যক্তিগত ষ্টাফ ব্যতীত অন্য কোন বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত জনবল না থাকা ছিল অন্যতম একটি সমস্যা। বিশেষজ্ঞ জনবল থাকলে তা কমিটির নির্ধারিত কার্যক্রমকে আরও ফলপ্রসূ করতে সহায়ক হতো।

তৃতীয়ত ঃ প্রয়োজনীয় যথেষ্ট লজিষ্টিক সাপোর্ট ছাড়াই সমগ্র সময় ধরে কমিটির কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয়েছে। একেবারে শেষের দিকে কয়েকটি কমিটির কার্যক্রমের জন্য একটিমাত্র ফটোকপি মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে। কমিটির কাজের জন্য একটি টাইপ মেশিনও ছিলনা বা টাইপ করার কোন নির্দিষ্ট সুযোগও ছিল না অবশ্য অফিস ষ্টেশনারী সরবরাহ করা হয়েছে।

চতুর্থত ঃ কমিটির কার্যক্রমের জন্য আর্থিক কোন বরাদ্দ কমিটির জন্য ছিল না। এই বিষয়টি বিবেচনা হয়েছে।

১। দৈনিক সংবাদ, ৯ মে, শুক্রবার, ১৯৯৭ সাল।

সংসদীয় কমিটির সাহায্য ব্যতীত সংসদের স্বতঃস্ফূর্ততা ও কার্যকারিতা বিপন্ন হয় এবং সংসদীয় কমিটির কার্যকারিতা আবার বেশ কিছু বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এগুলোর মধ্যে ঃ

১. সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্য।
২. সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পরমত সহিষ্ণুতা গড়ে তোলা।
৩. সংসদীয় কমিটিগুলোতে প্রতিটি দলকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রদার করা।
৪. বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যকে কমিটির সভাপতি নিয়োগ করা।
৫. কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও প্রজ্ঞা।

সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা কার্যকর করার ক্ষেত্রে সুষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োজন। সংসদীয় কমিটির কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য প্রয়োজন। দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যদি স্থিতিশীল না হয়, ঘন ঘন সরকার বদলায় তাহলে কমিটি ব্যবস্থা যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। আবার যদি সরকারী দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে তাও কমিটির উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিরোধী দলহীন কমিটি ব্যবস্থা নিস্প্রান হয়ে পরে। ফলে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়। সংসদীয় কমিটির সদস্যগণ যদি কর্মঠ, উদ্যমী, অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল না হলে কমিটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না। কমিটিকে কার্যকর ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থা যর্থাথ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম ও সপ্তম পার্লামেন্টের তুলনামূলক আলোচনা ঃ

পঞ্চম ও সপ্তম সংসদ নির্বাচন ঃ একটি তুলামূলক বিশ্লেষণ ঃ

১৯৯১ সালে ও ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হচ্ছে এই নির্বাচন দুটো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত ৭টি সংসদ নির্বাচনের মধ্যে পঞ্চম ও সপ্তম সংসদ নির্বাচন বলা যেতে পারে অধিকতর অবাধ, সুষ্ঠ ও প্রতিনির্ধিত্বশীল। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের ভিত্তিতে যে-৪টি দল প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৯৯৬ সালে এসে তার মধ্যে জামায়তা-ই-ইসলামী প্রায় বিলুপ্তির মুখে দাঁড়িয়ে যায়। আর জাতীয় পার্টি একটি আঞ্চলিক পার্টি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সবচেয়ে লক্ষণীয় হচ্ছে, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র প্রতি সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও নির্ভরশীলতা বহু গুণ সম্প্রসারিত হয়েছে। সপ্তম সংসদের ৩০০ আসনের ফলাফলে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছে ১৪৬টিতে। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী (দ্বিতীয় স্থান) হিসাবে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছে ১৩২ টি আসনে। অর্থাৎ ২৭৮ টি আসনে আওয়ামী লীগের অবস্থান ছিল দৃঢ়। ১৯৯১ সালে এ দলটির এরকম অবস্থান ছিল ২৬৫টি আসনে। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তার নৌকা প্রতীকের অনুকূলে ১০০ আসন লাভ করে।

অন্যদিকে, ১৯৯৬-র ১২ জুনের নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হয় ১১৬টি আসনে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকে ১১৩টি আসনে। এই হিসেবে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ বিএনপির চেয়ে মোট ৫১টি আসনে অতিরিক্ত শক্তিশালী। পঞ্চম সংসদে বিএনপি শক্তিশালী ছিল ১৯৪টি আসনে। এর মধ্যে জয়ী হয় ১৩৯টিতে ও দ্বিতীয় হয় ৫৫টিতে। ১৯৯১ সালে বিএনপির জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল ৫৮টি আসনে, ১৯৯৬ সালে হয়েছে ৩৩টিতে। ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৫ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে হয়েছে মাত্র ২ জনের। পরিসংখ্যানে দেখা যায় জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের অবস্থান সরাদেশে বড়ই নড়বড়ে। পঞ্চম সংসদে ২৭২টি আসনে জাতীয় পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩৫টিতে জয়ী ও ২৭টিতে দ্বিতীয় হয়। সপ্তম সংসদে জাতীয় পার্টি ২০টি বেশি আসনে (মোট ২৯২) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয় পায় ৩২ আসনে, দ্বিতীয় অবস্থান ৩৭টিতে। জামায়াতে ইসলামী পঞ্চম সংসদের ২২২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয় ১৮টি আসনে, দ্বিতীয় হয় ৩০টিতে। অর্থাৎ জামায়াতের মিলিত শক্তি ছিল ৪৮ আসনে। এবার জামায়াত তার রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ভরাডুবি ঘটে। জামায়াত মাত্র ৩টি আসনে জয়ী হয় এবং দ্বিতীয় হয় ১৩টিতে। ১৯৯১ সালে স্বতন্ত্র ও ছোট দলের প্রার্থীরা ৭টি আসন পায়। এবার তাদের সংখ্যা মাত্র ৩। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের আরেকটি নতুন ট্রেন্ড হচ্ছে দলীয় জনসমর্থন ও প্রভাবের স্থানবদল। যেমন সপ্তম সংসদে আওয়ামী লীগ যে ১৪৬টি আসনে জয়ী হয়েছে, তার মধ্যে ৮০টি নতুন আসন। এর মধ্যে ৫৪টিই ১৯৯১ সালে ছিল বিএনপি'র আসন। ১৯৯১

সালে জামায়াত ও জাতীয় পার্টির প্রার্থীদের বিজিত যথাক্রমে ৯টি ও ১৪টি আসন ১৯৯৬ সালে এসে আওয়ামী লীগের দখলে এসেছে। অন্যদিকে, পঞ্চম সংসদে নৌকা বিজিত ৩৪টি আসনই হাতছাড়া হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে, বিএনপির বিজিত ১১৬টি আসনের মধ্যে ৩৬টি নতুন আসন। জাতীয় পার্টির ৩২টি আসনের মধ্যে ১১টি নতুন। জামায়াতের ৩টি আসনের মধ্যে ২টি নতুন। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় হল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলই ধাপে ধাপে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করতে সক্ষম হচ্ছে। পঞ্চম ও সপ্তম সংসদ নির্বাচনে এই দুটি দলের জয় পরাজয় মাত্র পাঁচ শতাংশ ভোটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীরা পেয়েছিলেন ৩৩ দশমিক ৭৩ শতাংশ ভোট। বিএনপি পেয়েছিল ৩০ দশমিক ৮১ শতাংশ। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে এই শতকরা হার পাল্টে দাড়িয়েছে আওয়ামী লীগ ৩৭ দশমিক ৫৩ শতাংশ ও বিএনপি ৩৩ দশমিক ৮১ শতাংশ।

সারণিঃ ৫.৫

৫ম ও ৭ম বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ১৯৯১-১৯৯৬

দল	১৯৯১	১৯৯৬
আওয়ামী লীগ	৮৮ (৩০.০৮%)	১৪৬ + ২৭ (৩৭.৫৩%)
বিএনপি	১৪০ + ২৮(৩০.০৮%)	১১৬ (৩৩.৮১%)
জাতীয় পার্টি	৩৫ (১১.৯২%)	৩২ + ৩ (১৫.৯৯%)
জামায়াতে ইসলামী	১৮ + ২ (১২.১৩%)	৩ (৮.৬%)
জাসদ	১ চ (০.২৫%)	
বাকশাল	৫ (১.৮১%)	
ন্যাপ	১ (০.৭৬%)	
নির্দলীয়	৩ (৪.৩৯%)	৩ (৩.৮৬%)
সম্মিলিত বিরোধী দল (রব)	-	-
সিপিবি	৫	-
অন্যান্য	৪ জ	

সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণিঃ ৫.৬

Natiure of Committee Activism (SCMs)*

Nature of Activism	Parliament	
	Fifth	Seventh
Average number of meetings held (per year/per committee)	5.7	10.7
Average number of bills scrutinised (per committee)	-	4
Average number of inquiries made/underway (per committee)	0.5	0.6
Total number of reports produced by SCMs	13	11
* Based on the reports of eight SCMs of each parliament.		

সারণিঃ ৫.৭

Natiure of Committee Activism (Finacial Committees)

Nature of activism	Committee	Parliament	
		Fifth	Seventh
Number of Medetings held	PAC	52	103
	EC	26	23
	PUC	48	20
Number of inquiries made/ underway	PAC	-	-
	EC	-	7
	PUC	2	1
Number of reports prepared	PAC	4	5
	EC	-	-
	PUC	2	-

Source : Source : Nizam Ahmed- Strengthening Parliamentary Committees in Bangladesh : Options, Constraints and prospects.
Appendix- 3 & 4.

সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার সংস্কার

সপ্তম জাতীয় সংসদের সূচনা লগ্ন থেকে সংসদীয় বিধি বিধান এবং রীতি-রেওয়াজের সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থায় ইতিমধ্যেই দুইটি গুরুত্বপুর্ণ সংস্কার সাধিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি অর্থাৎ মন্ত্রী নন এমন একজন সদস্যের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলো গঠনের লক্ষ্যে কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৭ বিধি সংশোধন করা হয়েছে এবং সংশোধিত বিধি অনুযায়ী ঐ কমিটিগুলো পুণর্গঠিত হয়েছে।

কমিটি ব্যবস্থার দ্বিতীয় সংস্কারটি সাধিত হয়েছে বিগত ২৩শে জুলাই ১৯৯৬। ঐ দিন মাননীয় সংসদ-নেতা সংসদে অঙ্গীকার করেছেন যে সংসদে উত্থাপিত সকল সরকারী বিল উত্থাপনের পর মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত হবে এবং কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তির পর তা সংসদের বিবেচনা লাভ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ও সুপারিশ

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহে পার্লামেন্ট একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ঃ

বাংলাদেশের সংবিধান ও কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটি গুলোর গঠন ও ক্ষমতাও দায়িত্ব সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারনা দেয়া হয়েছে।

কার্যপ্রণালী বিধিতে বলা হয়েছে "প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটি মাসে অন্তত পক্ষে একটি বৈঠকে মিলিত হবে। স্থায়ী কমিটির কাজ হবে সংসদ কর্তৃক উক্ত কমিটিতে প্রেরিত যে কোন বিল বা বিষয় পরীক্ষা করা এবং উক্ত কমিটির আওতাধীন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা, মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত এবং কমিটি উপযুক্ত মনে করলে উক্ত কমিটির আওতাধীন যে কোন বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করা সুপারিশ প্রদান করা।" [১]

সংবিধান ও কার্যপ্রণালী বিধির সংশ্লিষ্ট ও উদ্ধৃত বিধিগুলোকে গভীর ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জাতীয় সংসদের মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সমূকে বিস্তৃত ও ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ কমিটি করতে পারে, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে পারে, মন্ত্রণালয়ের অনিয়ম ও কার্যকলাপ পরীক্ষা করতে পারে, স্বাক্ষীদের হাজিরা নিশ্চিত করনে ব্যবস্থা নিতে পারে, দলিল পত্র দাখিল করতে বাধ্য করতে পারে, তবে অন্যান্য দেশের মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহ বাংলাদেশের স্থায়ী কমিটির মত এত ক্ষমতা ভোগ করে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারতীয় লোকসভা এবং কমনওয়েলথভূক্ত আর কয়েকটি দেশের আইন সভায় সংসদীয় কমিটিগুলোর শ্রেণী বিভাগের সাথে জাতীয় সংসদের কমিটি গুলোর যথেষ্ট মিল রয়েছে। এসব দেশের পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটি একই অর্থ বহন করে। বাংলাদেশের ন্যায় দেশেগুলোতেও পার্লামেন্টের পূর্ণ মেয়াদের জন্য গঠিত কমিটি গুলো স্থায়ী কমিটি নামে পরিচিত। কিন্তু বাছাই কমিটির ক্ষেত্রে এসব পার্লামেন্টের এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। অষ্ট্রেলিয়া এবং কানাডিয় পার্লামেন্টে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গঠিত কমিটিগুলো সলেকট কমিটি বা বাছাই কমিটি নামে পরিচিত এবং এই দুই দেশে সব অস্থায়ী কমিটিকেই বাছাই কমিটি বলা হয়। আর বাংলাদেশে বাছাই কমিটি বলতে জাতীয় সংসদের কোন বিল পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত কমিটিকে বুঝায়।

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি, [৩০শে সেপ্টেম্বর ২০০১ পর্যন্ত সংশোধিত]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সব সংসদে বিস্তৃত কমিটি ব্যবস্থা কাজ না করলেও পঞ্চম পার্লামেন্টে ৪৯টি কমিটি ও ৬৩ টি সাব কমিটি কার্যকর ছিল। সপ্তম পার্লামেন্টে ৪৬টি কমিটি ও ৪৭ টি সাব কমিটি কার্যকর ছিল। অষ্টম পার্লামেন্টে ৫০টি কমিটি ও ১৪টি সাব কমিটি কর্মরত রয়েছে। ২০০১ সালের ২৮ অক্টোবর যাত্রা শুরু হলেও স্থায়ী কমিটিগুলো গঠন করা হয় দেড় বছর পর অষ্টম অধিবেশনে। তবে এর আগে প্রথম অধিবেশনে ছয়টি ও সপ্তম অধিবেশনে মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত পাঁচটিসহ ১১টি কমিটি গঠন করা হয়। অষ্টম অধিবেশনে আরও ৩৪টি কমিটি গঠন করা হয়। পরে নবম অধিবেশনে তিনটি কমিটির সভাপতির পদসহ বেশ কিছু সদস্যদের পরিবর্তন করা হয়। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সদস্যদের জন্য আসন শূন্য রয়েছে। কমিটিতে আওয়ামী লীগ সদস্যরা না থাকায় গুরুত্বপূর্ণ অনেক ইস্যুই কমিটির সভায় উত্থাপিত হচ্ছে না। অধিকাংশ কমিটিতে এখন শুধু সরকারদলীয় সদস্যরাই রয়েছেন। এ কারণে সরকার বিব্রত হতে পারে এমন আলোচনাও কমিটিতে উত্থাপিত হচ্ছে না।

মূল কমিটির সমান ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ায় কমিটি ব্যবহার বিশালতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশের কমিটি ব্যবহার সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হল ঃ ব্রিটিশ শাসন আমল থেকে বঙ্গীয় আইনসভায় কমিটি ব্যবস্থার ঐতিহ্য থাকলে বাংলাদেশ জাতীয় কোন কার্যকর কমিটি ব্যবস্থা প্রবর্তণ করতে পারেনি। কমিটি ব্যবহার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বিদ্যামান রয়েছে। এগুলো হল ঃ

১। কমিটি গঠনে বিলম্ব পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম কোন সংসদই কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠার পর পরই কমিটি গঠনে সক্ষম হয়নি।

২। বিরোধী দলগুলো কমিটিতে তাদের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পায়নি এবং কোন কমিটির সভাপতির আসন লাভ করতে সক্ষম হয়নি। সপ্তম জাতীয় সংসদে মন্ত্রীর বদলে একজন সরকার দলীয় সদস্যকে সভাপতির পদ দেয়া হলেও কোন বিরোধী দলের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাকে সভাপতির পদ দেয়নি।

৩। কমিটি সংসদে রিপোর্ট ও সুপারিশ পেশ করলেও সংসদ বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করেনি।

৪। কমিটিগুলো প্রয়োজনীয় জনশক্তি ও ভৌত সুবিধা পায়নি। ফলে অনেক কমিটির পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা সম্ভব হয়নি।

৫। কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন কমিটি টার্মস অব রেফারেন্স কিংবা বিধি অনুযায়ী যে রিপোর্ট প্রনয়ণ ও সংসদে উপস্থাপন করে সে সব রিপোর্ট নিয়ে সংসদে খুব কমই আলোচনা হয়। উত্থাপিত রিপোর্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় না বলে কমিটির অনুসন্ধান, তদন্ত ও রিপোর্ট প্রনয়ণ কার্য ব্যর্থতার পর্যবেশিত হয়।

৬। পর্যবেক্ষণমূলক কাজের বেলায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোর ক্ষেত্রে সংসদ থেকে প্রেরিত হয়নি এমন কোন বিষয়ে রিপোর্ট পেশের কোন তাগিদ কার্যপ্রণালী বিধিতে নেই।

৭। বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি সমূহ ধারাবাহিকভাবে কাজ করতে পারেনি তাই কমিটিতে কাজে অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ানের অভাব রয়েছে। অনভিজ্ঞতার কারণে সদস্যদের পক্ষে সরকারী

Dhaka University Institutional Repository

কাজের অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা তদন্ত এবং এসব রোধ করার জন্য উত্তম বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহন করা সম্ভব হয় না।

৮। সংসদীয় কমিটিগুলো বিশেষত ঃ মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অনুমতি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও অন্যান্য কমিটি দ্বারা সংসদের রিপোর্ট পেশ করার ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট বিধান না থাকায় সংসদে রিপোর্ট পেশ করার ক্ষেত্রে এসব কমিটির কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

৯। সংসদে প্রতিবেদন পেশ করা না হলে সংসদীয় কমিটিগুলো নিজ নিজ ক্ষেত্রে কি দায়িত্ব পালন করছে সে বিষয়ে সংসদ কোন ধারনা লাভে সক্ষম হয় না।

১০। রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পর বিরোধী মনোভাব এবং সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী কমিটি ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে রেখেছে।

এবার সংসদীয় কমিটি সমূহকে অধিকতর কার্যকর ও সংসদীয় গঠনতন্ত্রের উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিম্নের সুপারিশ সমূহ পেশ করা গেল।

প্রকৃতপক্ষে সংসদীয় কমিটি কার্যকর করার বিবরটি কোন একক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের মধ্য দিয়ে একে অধিক কার্যকারী করে গড়ে তোলা সম্ভব।

কমিটি ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর ও সংসদীয় গণতন্ত্রের উপযোগী করে গড়ে তোলতে হলে কার্য প্রণালী বিধির দূর্বলতা/অপর্যাপ্ততা ক্রটি সমূহকে সংশোধন করতে হবে। সংসদীয় কমিটির সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন কার্যপ্রণালী বিধিতে নেই।

বাংলাদেশের সব সংসদে বিস্তৃত কমিটি ব্যবস্থা কাজ না করলেও পঞ্চম পার্লামেন্ট ৪৯টি কমিটি ও ৬৩ টি সাব কমিটি কার্যকর ছিল। সপ্তম পার্লামেন্টে ৪৬টি কমিটি ও ৪৭ টি সাব কমিটি কার্যকর ছিল।

অষ্টম পার্লামেন্টে ৫০টি কমিটি ও ১৪টি সাব কমিটি কর্মরত রয়েছে। কিন্তু বাছাই কমিটির ক্ষেত্রে এসব পার্লামেন্টের এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। অষ্ট্রেলিয়া এবং কানাডিয় পার্লামেন্টে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গঠিত কমিটিগুলো সলেকট কমিটি বা বাছাই কমিটি নামে পরিচিত এবং এই দুই দেশে সব অস্থায়ী কমিটিকেই বাছাই কমিটি বলা হয়। আর বাংলাদেশে বাছাই কমিটি বলতে জাতীয় সংসদের কোন বিল পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত কমিটিকে বুঝায়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত ঃ বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটিকে আরো অধিক কার্যকরী করার ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের উপর সংসদীয় তদারকি নিশ্চিত করার জন্য বৃটেন ও ভারতের মত বাংলাদেশেও অর্থ এবং অডিট কমিটিসহ অন্যান্য কমিটির প্রধান হিসেবে বিরোধী দলের জ্যেষ্ঠ সাংসদদের মনোনীত করা অতি প্রয়োজনীয়।

সংসদীয় কমিটিতে প্রতিদ্বন্দী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেকার বিরোধের অবসান বা সমঝোতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ঠা সাফল্যমন্ডিত হয়নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো সর্বসম্মত প্রস্তাব প্রনয়ণ করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ হল সিদ্ধান্তহীনতা এবং পরস্পর বিরোধী মতামত।

তৃতীয়ত ঃ সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থাকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে। অন্যথায় সরকারি ও বিরোধী এই উভয় রাজনীতিক দলের সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিকোণ ও একগুঁয়েমি মনোভাব সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থাকে বারবার কার্যকর করে গড়ে তোলার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে।

চতুর্থত ঃ কমিটি ব্যবস্থায় কার্যকর নেতৃত্বের অভাব এবং নেতার মধ্যে নিরপেক্ষতার অভাব থাকায় কমিটি ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে।

পঞ্চমত ঃ সংসদীয় কমিটির সভা নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন এবং সভার কার্যবিবরণীর রেকর্ড করা প্রয়োজন।

ষষ্ঠত ঃ সংসদীয় কমিটির ব্যবস্থার সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সংসদকে গ্রহন করতে হবে। এবং সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন ও সংসদে উপস্থাপন করা যেতে পারে।তাতে কমিটির ব্যবহার কার্যকারিতা বাড়বে বৈ কমবে না।

সপ্তমত ঃ কমিটি ব্যবস্থার কাজের উপর নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করতে হবে। অন্যথায় কমিটি ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারবে না।

অষ্টমত ঃ জাতীয় সংসদের অধিবেশনের ন্যায় সংসদীয় কমিটির বৈঠক ও টেলিভিশনে প্রদর্শন করা প্রয়োজন। যদিও ইহা ব্যয় সাপেক্ষ তথাপি এর সুফল অনেক।

নবমত ঃ কোন সংসদ সদস্য যাতে একাধিক কমিটির সদস্য হতে না পারে তার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

দশমত ঃ সংসদীয় কমিটিকে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে (শুনানী, বৈধ অনুষ্ঠান, তদন্ত প্রভৃতি) পর্যাপ্ত লজিষ্টিক ও কর্মীর সমর্থক যোগাতে হবে।

একাদশতম ঃ কমিটির সদস্যদের উচিৎ কর্মিটির প্রতি মনোযোগ দেয়া এবং কমিটিকে অধিক সময় প্রদান করা।

Dhaka University Institutional Repository

বারোতম ঃ কমিটি গঠিত হওয়ার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোন রকম গাইড লাইন ছাড়াই কর্মিটির কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হয়েছে। সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা বা গাইড লাইন থাকলে কমিটির কার্যক্রম পরিচালনা ক্ষেত্রে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারত।

তেরতম ঃ কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভাপতির ব্যক্তিগত ষ্টাফ ব্যতিত অন্য কোন বিশেজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত জনবল না থাকা ছিল অন্যতম একটি সমস্যা। বিশেজ্ঞ জনবল থাকলে তা কমিটির নির্ধারিত কার্যক্রমকে আরও ফলপ্রসূ করতে সহায়ক হতো।

চৌদ্দতম ঃ কমিটির কার্যক্রমের জন্য আর্থিক কোন বরাদ্দ কমিটির জন্য ছিল না। এই বিষয় বিবেচনা হয়েছে।

উল্লেখিত সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে কমিটি সমূহের কার্যকারিতা নিঃসন্দেহে অনেক গুন বেড়ে যাবে। এবং এজন্য সরকারী রাজনৈতিক দল ও বিরোধী দলকে পরমত সহিষ্ণুতা অর্জন করতে হবে এবং সংসদীয় রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশে সংসদীয় ধারাবাহিতা অব্যহত রয়েছে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কাঙ্খিত সমঝোতা না থাকলেও রাজনৈতিক নেতৃত্ব সংসদীয় রাজনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে সরকারী ও বিরোধী দলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে। ৬ই ফেব্রুয়ারী ০৩ সালে সংসদে এক নজিরবীহিন ঐকমত্য দৃষ্টি হয়েছিল। এদিন সংসদ সদস্যদের ওপর পুলিশ নির্যাতনের বর্ণনা দিয়েছিলেন বিরোধী দল আওয়ামী লীগের দুই সংসদ সদস্য সরকারী দলের সংসদ সদস্যরা (ধয্য সহকারে বক্তব্য) শোনেন। তারা পাল্টা কোন যুক্তি দাঁড় করেনি।

প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অভিযোগ গুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেন এবং এগুলো সত্য হলে তা লজ্জাজনক বলেও উল্লেখ করেন। স্পীকার এ প্রসঙ্গে বলেন, দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের অধিকার ক্ষুন্ন হয়ে থাকলে তিনি অবশ্যই তা পরীক্ষা করে দেখবেন। এবং স্থায় কমিটিতে পাঠাবেন। বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে এ রকম উদাহরণ ইতিপূর্বে খুব কম সৃষ্টি হয়েছে বলা চলে। জাতীয় সংসদের প্রায়ই দেখা যায় তুমুল হট্রগোল। বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা কথা বলতে গেলে সরকার পক্ষীয়রা বাধা সৃষ্টি করেন কিংবা ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যদের কথা সহ্য করতে না পেরে বিরোধীদলীয়রা ওয়াকআউট করেন। জনপ্রতিনিধিরা যদি এভাবে সবাই কথা শুনে তাহলে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে উঠবে এবং সংসদ হবে রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট 'ক'

বাংলাদেশ নির্বাচন সংক্রান্ত ঃ

জাতীয় সংসদ নির্বাচন সমূহের বিভিন্ন দলের অবস্থান

প্রথম সংসদ

১। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৯৩ + ১৫
২। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	১
৩। বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	১
৪। স্বতন্ত্র	৫
	মোট আসন = ৩০০ + ১৫

দ্বিতীয় সংসদ

১। বিএনপি	২২০ + ৩০
২। বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	৩৯
৩। বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	১২
৪। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৮
৫। ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ	৬
৬। আওয়ামী লীগ (মিজান)	২
৭। জাতীয় লীগ	২
৮। গণফ্রন্ট	২
৯। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলন	১
১০। বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল	১
১১। জাতীয় একতা পার্টি	১
১২। ন্যাপ (মোজাফফর)	১
১৩। স্বতন্ত্র	৫
	মোট আসন = ৩০০ + ৩০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় সংসদ

১। জাতীয় পার্টি	১৮৩ + ৩০
২। বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	৭৬
৩। জামায়াতে ইসলামী	১০
৪। কমিউনিস্ট পার্টি	৬
৫। যুক্ত ন্যাপ	৫
৬। মুসলিম লীগ	৪
৭। জাসদ (রব)	৪
৮। ওয়াকার্স পার্টি (নজরুল)	৩
৯। জাসদ (সিরাজ)	৩
১০। ন্যাপ (মোজাফফর)	২
১১। স্বতন্ত্র	৪
	মোট আসন = ৩০০ + ৩০

চতুর্থ সংসদ

১। জাতীয় পার্টি	২৫১ + ৩০
২। সম্মিলিত বিরোধী দল	১৯
৩। জাসদ (সিরাজ)	৩
৪। ফ্রিডম পার্টি	২
৫। স্বতন্ত্র	২৫
	মোট আসন = ৩০০ + ৩০

পঞ্চম সংসদ

১। বিএনপি	১৪২ + ২৮
২। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৯২
৩। জাতীয় পার্টি	৩৫
৪। জামায়াতে ইসলামী	১৮ + ০২
৫। বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	৫
৬। ন্যাপ (মোজাফফর)	১
৭। গণতন্ত্রী পার্টি	১
৮। ইসলামী ঐক্য জোট	১
৯। ওয়াকার্স পার্টি	১
১০। জাসদ (সিরাজ)	১
১১। এন.ডি.পি	১
১২। স্বতন্ত্র	২
	মোট আসন = ৩০০ + ৩০

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ সংসদ

১। বিএনপি	২৭৮
২। এন.ডি.এ	১
৩। স্বতন্ত্র	১০
৪। নির্বাচন অনিষ্পন্ন	১
	মোট আসন = ৩০০ + ৩০

সপ্তম সংসদ

১। বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	১৪৬ + ২৭
২। বিএনপি	১১৬
৩। জাতীয় পার্টি	৩২ + ৩
৪। জামায়াতে ইসলামী	৩
৫। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)	১
৬। ইসলামীক ঐক্য জোট	১
৭। স্বতন্ত্র	২
	মোট আসন = ৩০০ + ৩০

অষ্টম সংসদ

১। বিএনপি	১৯৩
২। আওয়ামী লীগ	৬২
৩। জামায়াতে ইসলামী	১৭
৪। স্বতন্ত্র	৬
৬। অন্যান্য	২২
	মোট আসন = ৩০০ + ৩০

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট 'খ'

সংবিধান সংক্রান্ত ঃ

১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ

১. বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। এতে শাসন ব্যবস্থার নিয়ম নীতিগুলো বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

২. এটা একটি দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান।

৩. সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এগুলো হ'ল, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। এ চারটি নীতিকে সংবিধানের মূল স্তম্ভ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

৪. সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে নাগরিকদের জন্য কতগুলো মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়।

৫. এতে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়।

৬. বাংলাদেশে একটি এককেন্দ্রীক গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র।

৭. এ সংবিধান বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন করে।

৮. এতে সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করা হয়।

৯. পাকিস্তান আমলের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে এ সংবিধানে এক বিশেষ বিধান করা হয়। ৭০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, কোন সংসদ সদস্য তার দল থেকে পদত্যাগ করলে অথবা সংসদে উক্ত দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে তিনি সদস্য পদ হারাবেন।

১০.সংবিধানের আর একটি বিশেষ বিশেষত্ব হ'ল ন্যায় পালের পদ।

১১.সাধারণ বিচার বিভাগ ছাড়াও এ সংবিধানে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

Amendments of the Bangladesh Constitution

১৩টি সংশোধনীয় সংক্ষিপ্তসার

সংশোধনীর নাম	তারিখ	সংশোধিত বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার
১ম সংশোধনী	১৫ই জুলাই ১৯৭৩	১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত বন্দী পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বিচারের ক্ষমতা।
২য় সংশোধনী	২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩	জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধান, প্রিভেনটিভ ডিটেনশন সংক্রান্ত আইন ও মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন প্রণয়ন ক্ষমতা।
৩য় সংশোধনী	২৮শে নভেম্বর ১৯৭৪	বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি।
৪র্থ সংশোধনী	২৫শে জানুয়ারী ১৯৭৫	রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা, আজ্ঞাবাহী মন্ত্রীপরিষদ, ক্ষমতাহীন জাতীয় সংসদ, একদলীয় শাসনব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার খর্ব।
৫ম সংশোধনী	৬ই এপ্রিল ১৯৭৯	সপরিবারে মুজিব হত্যার পর ১৫-৮-৭৫ থেকে ৯-৪-৭৯ পর্যন্ত সামরিক আমলের সকল কর্মকান্ড বৈধকরণ, রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তন।
৬ষ্ঠ সংশোধনী	১০ই জুলাই ১৯৮১	প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যার পর নিয়োগকৃত উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার কর্তৃক রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের পদপ্রার্থীর বিষয় বৈধকরণ।
৭ম সংশোধনী	১০ই নভেম্বর ১৯৮৬	এরশাদের সামরিক শাসন আমলের সকল কর্মকান্ড বৈধকরণ।
৮ম সংশোধনী	৯ই জুন ১৯৮৮	হাইকোর্ট বিভাগকে ৬টি স্থায়ী বেঞ্চে বিভক্তি এবং পবিত্র ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা।
৯ম সংশোধনী	১১ই জুলাই ১৯৮৯	সার্বজনীন ভোটে একই সাথে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী ব্যবস্থা।
১০ম সংশোধনী	২৩শে জুন ১৯৯০	পরোক্ষভোটে মহিলাদের ৩০টি সংরক্ষিত আসনের ১৫ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় রিনিউ-এর ব্যবস্থা।
১১তম সংশোধনী	১০ই আগস্ট ১৯৯১	উপ-রাষ্ট্রপতি পদে প্রধান বিচারপতির নিয়োগ এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন সত্ত্বেও পুনরায় প্রধান বিচারপতি পদে প্রত্যাবর্তন বৈধকরণ সংক্রান্ত।
১২তম সংশোধনী	১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১	সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা।
১৩তম সংশোধনী	২৮শে মার্চ ১৯৯৬[১]	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্ববধায়ক সরকার বিল

২ক পরিচ্ছেদ- নির্দলীয় তত্ত্ববধায়ক সরকার ঃ

৫৮খ। (১) সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভংগ হইবার পর যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে।

(২) নির্দলীয় তত্ত্ববধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৩) (১) দফায় উল্লেখিত মেয়াদে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্তের নির্বাহী ক্ষমতা, ৫৮ঘ(১) অনুচ্ছেদের বিধানাবী সাপেক্ষে প্রযুক্ত হইবে এবং নির্দলীয় তত্ত্ববধায়ক সরকারের পরমর্শ অনুযায়ী তৎ-কর্তৃক উহা প্রযুক্ত হইবে।

(৪) ৫৫(৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদের বিধানবলী (প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে) (১) দফায় উল্লেখিত মেয়াদে একইরূপে বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে।

৫৮(গ)। (১) প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর অনধিক দশজন উপদেষ্টার সমন্বয়ে নির্দলীয় তত্ত্ববধায়ক সরকার গঠিত হইবে, যাহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার বা ভংগ হইবার পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টা এবং অন্যান্য উপদেষ্টাগণ নিযুক্ত হইবেন এবং যে তারিখে সংসদ ভাংগিয়া দিওয়া হয় বা ভংগ হয় সেই তারিখ হইতে যে তরিখ প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন সেই তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে সংসদ ভাংগিয়া দেওয়ার বা ভংগ হইবার অব্যবহিত পূর্বে দায়িত্ব পালনরত প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রীসভা তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবেন।

(৩) রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগনের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাকে প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত রূপ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির অব্যাহতি পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের অবরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত রূপ অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অনুরূপ বিচারকের অব্যবহতি পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৫) যদি আপীল বিভাগ কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে পাওয়া না যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি, যতদূর সম্বর, প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত আলোচনাক্রমে, বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক এই অনুচ্ছেদের অধীনে উপদেষ্টা নিযুক্ত হইবার যোগ্য তাঁহাদের মধ্যে হইতে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৬) এই পরিচ্ছেদের যাহা কিছু থাকুক না কেন, যদি (৩), (৪) ও (৫) দফাসমূহের বিধানবলীকে কার্যকর কারা না যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি এই সংবিধানের অধীনে তাঁহার স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

(৭) রাষ্ট্রপতি-

ক) সংসদ-সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য ঃ

খ) কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত বা অঙ্গীভূত কোন সংগঠনের সদস্য নহেন ঃ

গ) সংসদ-সদস্যদের আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী নহেন এবং প্রার্থী হইবেন না মর্মে লিখিতভাবে সম্মত হইয়াছেন ঃ

ঘ) বাহাত্তর বৎসরের অধিক বয়স্ক নহেন।

এইরূপে ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে উপদেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

(৮) রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী উপদেষ্টাগণের নিয়োগদান করিবেন।

(৯) রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বহস্তে লিখিতও স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(১০) প্রধান উপদেষ্টা বা কোন উপদেষ্টা এই অনুচ্ছেদের অধীন উক্ত রূপ নিয়োগের যোগ্যতা হারাইলে তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন না।

(১১) প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবেন এবং উপদেষ্টা মন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবেন।

(১২) নূতন সংসদ গঠিত হইবার পর প্রধানমন্ত্রী যে তারিখে তাঁহার পদের কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত হইবে।

৫৮ ঘ। (১) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসাবে উহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহায়তায় উক্ত রূপে সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করিবে; এবং এই রূপ কার্যবলী সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না।

(২) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ-সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করিবেন।

৫৮ঙ। এই সংবিধানের ৪৮(৩), ১৪১ ক(১) এবং ১৪১ গ(১) অনুচ্ছেদে যাহাই থাকুক না কেন, ৫৮ খ অনুচ্ছেদের (১) দফার মেয়াদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী বা তাঁহার প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণান্তে কার্য করার বিধান সমূহ অকার্যকর হইবে।

সূত্র ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান (১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকাঃ ১৯৯৯, পৃঃ ১৯-২১

পরিশিষ্ট 'গ'

সংসদ সংক্রান্ত ঃ

বাংলাদেশ বিভিন্ন সংসদের স্পিকার

ক্রমিক নং	নাম	সংসদ	কাজ শুরু
১।	মোহাম্মদ উল্লাহ	প্রথম	০৭-০৪-১৯৭৩
২।	আবদুল মালেক উকিল	প্রথম	২৮-০১-১৯৭৪
৩।	মীর্জা গোলাম হাফিজ	দ্বিতীয়	০২-০৪-১৯৭৯
৪।	শামসুল হুদা চৌধুরী	তৃতীয়	১০-০৭-১৯৮৬
৫।	শামসুল হুদা চৌধুরী	চতুর্থ	২৫-০৪-১৯৮৮
৬।	আবদুর রহমান বিশ্বাস	পঞ্চম	০৫-০৪-১৯৯১
৭।	শেখ রাজ্জাক আলী	পঞ্চম	১২-১০-১৯৯১
৮।	শেখ রাজ্জাক আলী	ষষ্ঠ	১৯-০৩-১৯৯৬
৯।	হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী	সপ্তম	১৪-০৭-১৯৯৬
১০।	শেখ রাজ্জাক আলী	অষ্টম	২৮-১০-২০০১

*এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট (১-৮) রচনায় বিশেষভাবে আহমাদ উল্লাহ (সম্পাদিত) পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামাণ্য গ্রন্থ (১৯৯২), আমিনুর রশীদ (সম্পাদিত প্রামান্য সংসদ (১৯৯৭), মাহমুদ শফিক জনগণ সংবিধান নির্বাচন (১৯৯৬) এবং বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহায়তা নেয়া হয়েছে ২০০১ সাল পর্যন্ত।

বাংলাদেশ বিভিন্ন সংসদের ডেপুটি স্পিকার

ক্রমিক নং	নাম	সংসদ	কাজ শুরু
১।	মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ	প্রথম	০৭-০৪-১৯৭৩
২।	সুলতান আহমেদ চৌধুরী	দ্বিতীয়	০২-০৪-১৯৭৯
৩।	এম কোরবান আলী রিয়াজউদ্দিন আহমেদ	তৃতীয়	১০-০৭-১৯৮৬
৪।	রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ	চতুর্থ	২৫-০৪-১৯৮৮
৫।	শেখ রাজ্জাক আলী	পঞ্চম	০৫-০৪-১৯৯১
৬।	হুমায়ুন খান পন্নী	পঞ্চম	১২-১০-১৯৯১
৭।	এল কে সিদ্দিকী	ষষ্ঠ	১৯-০৩-১৯৯৬
৮।	আব্দুল হামিদ	সপ্তম	১৪-০৭-১৯৯৬
৯।	আখতার হামিদ সিদ্দিকী	অষ্টম	২৮-১০-২০০১

*এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট (১-৮) রচনায় বিশেষভাবে আহমাদ উল্লাহ (সম্পাদিত) পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামাণ্য গ্রন্থ (১৯৯২), আমিনুর রশীদ (সম্পাদিত প্রামান্য সংসদ (১৯৯৭), মাহমুদ শফিক জনগণ সংবিধান নির্বাচন (১৯৯৬) এবং বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহায়তা নেয়া হয়েছে ২০০১ সাল পর্যন্ত।

বাংলাদেশ বিভিন্ন সংসদের সংসদ-নেতা

ক্রমিক নং	নাম	সংসদ
১।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	প্রথম
২।	মোহাম্মদ মনসুর আলী	প্রথম
৩।	শাহ আজিজুর রহমান	দ্বিতীয়
৪।	মিজানুর রহমান চৌধুরী	তৃতীয়
৫।	মওদুদ আহমেদ	চতুর্থ
৬।	কাজী জাফর আহমেদ	চতুর্থ
৭।	বেগম খালেদা জিয়া	পঞ্চম
৮।	বেগম খালেদা জিয়া	ষষ্ঠ
৯।	শেখ হাসিনা	সপ্তম
১০।	বেগম খালেদা জিয়া	অষ্টম

সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশন।

বাংলাদেশর বিভিন্ন সংসদের বিরোধীয় দলীয় সংসদ-নেতা

ক্রমিক নং	নাম	সংসদ
১।	*	প্রথম
২।	আসাদুজ্জামান	দ্বিতীয়
৩।	শেখ হাসিনা	তৃতীয়
৪।	আ স ম আবদুর রব	চতুর্থ
৫।	শেখ হাসিনা	পঞ্চম
৬।	*	ষষ্ঠ
৭।	বেগম খালেদা জিয়া	সপ্তম
৮।	শেখ হাসিনা	অষ্টম

প্রথম ও ষষ্ঠ সংসদে বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য না থাকায় বিরোধী দলীয় নেতা নির্বাচন করা হয়নি।

জাতীয় সংসদসমূহের অধিবেশন ও কার্যদিবস

প্রথম জাতীয় সংসদ ৭৩-৭৫

অধিবেশনসমূহ

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট বৈঠক দিবস
প্রথম	৭-৪-৭৩	১৯-৪-৭৩	১৩ দিন	৭ দিন
দ্বিতীয়	২-৬-৭৩	১৭-৭-৭৩	৪৬ দিন	৩৭ দিন
তৃতীয়	১৫-৯-৭৩	২৬-৯-৭৩	১২ দিন	১০ দিন
চতুর্থ	১৫-১-৭৪	৫-২-৭৪	২১ দিন	১৬ দিন
পঞ্চম	৩-৬-৭৪	২২-৭-৭৪	৫০ দিন	৩৭ দিন
ষষ্ঠ	১৯-১১-৭৪	২৩-১১-৭৪	৫ দিন	৫ দিন
সপ্তম	২০-১-৭৫	২৮-১-৭৫	৯ দিন	২ দিন
অষ্টম	২৩-৬-৭৫	১৭-৭-৭৫	২৪ দিন	২০ দিন
মোট কার্য দিবস -				১৩৪ দিন

প্রথম জাতীয় সংসদ ৬ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে মেয়াদ পূর্তির আগে ভেঙ্গে দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ৭৯-৮২

অধিবেশনসমূহ

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট বৈঠক দিবস
প্রথম	২-৪-৭৯	৭-৪-৭৯	৬ দিন	৫ দিন
দ্বিতীয়	২১-৫-৭৯	৩০-৬-৭৯	৪১ দিন	৩৫ দিন
তৃতীয়	৯-২-৮০	৪-৪-৮০	৫৭ দিন	৩৮ দিন
চতুর্থ	২২-৫-৮০	২৬-৭-৮০	৬৬ দিন	৪৮ দিন
পঞ্চম	২৮-১১-৮০	৩১-১২-৮০	৩৪ দিন	২২ দিন
ষষ্ঠ	১০-৪-৮১	২-৫-৮১	২৩ দিন	১৪ দিন
সপ্তম	২১-৫-৮১	১০-৭-৮১	৪১ দিন	৩৪ দিন
অষ্টম	১৫-২-৮২	২-৩-৮২	১৬ দিন	১০ দিন
মোট কার্য দিবস -				২০৬ দিন

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ২৪ মার্চ ১৯৮২ সালে মেয়াদ পূর্তির আগে ভেঙ্গে দেয়া হয়।

তৃতীয় জাতীয় সংসদ ৮৬-৮৭

অধিবেশনসমূহ

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট বৈঠক দিবস
প্রথম	১০-৭-৮৬	২২-৭-৮৬	১৩ দিন	৮ দিন
দ্বিতীয়	১০-১১-৮৬	১০-১১-৮৬	১ দিন	১ দিন
তৃতীয়	২৪-১-৮৭	২৫-৩-৮৭	৬১ দিন	৪১ দিন
চতুর্থ	১১-৬-৮৭	১৩-৭-৮৭	৩৩ দিন	২৫ দিন
মোট কার্য দিবস -				৭৫ দিন

তৃতীয় জাতীয় সংসদ ৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭ সালে মেয়াদ পূর্তির আগে ভেঙ্গে দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ জাতীয় সংসদ ৮৮-৯০

অধিবেশনসমূহ

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট বৈঠক দিবস
প্রথম	২৫-৪-৮৮	১১-৭-৮৮	৭৮ দিন	৪৭ দিন
দ্বিতীয়	১৬-১০-৮৮	১৯-১০-৮৮	৪ দিন	৪ দিন
তৃতীয়	১-২-৮৯	২-৩-৮৯	৩০ দিন	২০ দিন
চতুর্থ	২২-৫-৮৯	১০-৭-৮৯	৫০ দিন	৩৫ দিন
পঞ্চম	৪-১-৯০	৮-২-৯০	৩৬ দিন	২৬ দিন
ষষ্ঠ	৩-৬-৯০	১-৮-৯০	৬০ দিন	৩৫ দিন
সপ্তম	২৫-৮-৯০	২৫-৮-৯০	১ দিন	১ দিন
মোট কার্য দিবস -				১৬৮ দিন

চতুর্থ জাতীয় সংসদ ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে ভেঙ্গে দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম জাতীয় সংসদ ১৯৯১

অধিবেশনসমূহ

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট বৈঠক দিবস
প্রথম	৫-৪-৯১	১৫-৫-৯১	৪১ দিন	২২ দিন
দ্বিতীয়	১১-৬-৯১	১৪-৮-৯১	৬৫ দিন	৪৩ দিন
তৃতীয়	১২-১০-৯১	৫-১১-৯১	২৫ দিন	১৪ দিন
চতুর্থ	৪-১-৯২	১৮-২-৯২	৪৬ দিন	২৭ দিন
পঞ্চম	১২-৪-৯২	১৯-৪-৯২	৮ দিন	০৬ দিন
ষষ্ঠ	১৮-০৬-৯২	১৩-৮-৯২	৫৭ দিন	৪১ দিন
সপ্তম	১১-১০-৯২	৬-১১-৯২	২৭ দিন	২০ দিন
অষ্টম	০৩-১-৯৩	১১-৩-৯৩	৬৮ দিন	৩২ দিন
নবম	০৯-০৫-৯৩	১৩-৫-৯৩	০৫ দিন	০৫ দিন
দশম	০৬-০৬-৯৩	১৫-৭-৯৩	৪০ দিন	৩১ দিন
একাদশ	১২-০৯-৯৩	২৭-৯-৯৩	১৬ দিন	১২ দিন
দ্বাদশ	২১-১১-৯৩	৮-১২-৯৩	১৮ দিন	১৪ দিন
ত্রয়োদশ	০৫-০২-৯৪	৭-৩-৯৪	৩১ দিন	১৯ দিন
চতুর্দশ	০৪-০৫-৯৪	১১-৫-৯৪	০৮ দিন	০৬ দিন
পঞ্চদশ	০৬-০৬-৯৪	১১-৭-৯৪	৩৬ দিন	২৫ দিন
ষষ্ঠদশ	৩০-০৮-৯৪	১৪-৯-৯৪	১৬ দিন	১০ দিন
সপ্তদশ	১২-১১-৯৪	৮-১২-৯৪	২৭ দিন	২১ দিন
অষ্টাদশ	২৩-০১-৯৫	২৩-২-৯৫	৩২ দিন	১৮ দিন
ঊনিশতম	২৪-০৪-৯৫	২৭-৪-৯৫	০৪ দিন	৪ দিন
বিশতম	১৫-০৬-৯৫	১১-৭-৯৫	২৭ দিন	১৭ দিন
একুশতম	০৬-০৯-৯৫	২৬-৯-৯৫	২১ দিন	১০ দিন
বাইশতম	১৫-১১-৯৫	১৮-১১-৯৫	০৪ দিন	০৩ দিন
মোট কার্য দিবস-				৪০০ দিন

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ১৯৯৬

অধিবেশনসমূহ

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট বৈঠক দিবস
প্রথম	১৯-৩-৯৬	২৫-৩-৯৬	৭ দিন	৪ দিন
মোট- কার্য দিবস				৪ দিন

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয় ৩০শে মার্চ ১৯৯৬ তারিখে।

সপ্তম জাতীয় সংসদ ১৯৯৬-২০০১

অধিবেশনসমূহ

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট বৈঠক দিবস
প্রথম	১৪-৭-৯৬	০২-৫-৯৬	৫১ দিন	৩৩ দিন
দ্বিতীয়	০১-১১-৯৬	২০-১১-৯৬	২০ দিন	০৯ দিন
তৃতীয়	১৫-১-৯৭	১৩-৩-৯৭	৫৮ দিন	৩১ দিন
চতুর্থ	১০-৫-৯৭	১৫-৫-৯৭	০৬ দিন	০৬ দিন
পঞ্চম	১০-৬-৯৭	১০-৭-৯৭	৩১ দিন	২২ দিন
ষষ্ঠ	৩০-৮-৯৭	০৪-৯-৯৭	০৬ দিন	০৬ দিন
সপ্তম	০২-১১-৯৭	১৬-১১-৯৭	১৫ দিন	০৭ দিন
অষ্টম	১৪-১-৯৮	১৩-৫-৯৮	১২০ দিন	৫৪ দিন
নবম	১০-০৬-৯৮	০৯-৭-৯৮	৩০ দিন	২০ দিন
দশম	০৭-০৯-৯৮	০৮-৯-৯৮	০২ দিন	০২ দিন
একাদশ	০৫-১১-৯৮	২৬-১১-৯৮	২২ দিন	১৫ দিন
দ্বাদশ	২৫-০১-৯৯	০৭-৪-৯৯	৭৩ দিন	২৫ দিন
ত্রয়োদশ	০৬-০৬-৯৯	০৮-৭-৯৯	৩৩ দিন	২৬ দিন
চতুর্দশ	২৯-০৮-৯৯	০৯-৯-৯৯	১২ দিন	০৬ দিন
পঞ্চদশ	০১-১১-৯৯	০৯-১১-৯৯	০৯ দিন	০৭ দিন
ষষ্ঠদশ	০১-০১-০০	৩০-০১-০০	৩০ দিন	১৬ দিন
সপ্তদশ	২৮-০৩-০০	০৬-৪-০০	১০ দিন	০৮ দিন
অষ্টাদশ	০৫-০৬-০০	০৯-৭-০০	৩৫ দিন	২৫ দিন
উনিশতম	০৬-০৯-০০	১৪-৯-০০	০৯ দিন	০৭ দিন
বিশতম	০৯-১১-০০	২৩-১১-০০	১৫ দিন	০৯ দিন
একুশতম	১১-০১-০১	৩১-০১-০১	২১ দিন	১৯ দিন
বাইশতম	২৯-০৩-০১	১২-০৪-০১	১৫ দিন	০৯ দিন
তেইশতম	০৬-০৬-০১	১৩-০৭-০১	২৫ দিন	২৬ দিন
মোট কার্য দিবস-				৩৮৩ দিন

সপ্তম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয় ১৩ই জুলাই ২০০১ তারিখে।

অষ্টম জাতীয় সংসদ ২০০১-২০০৩

অধিবেশনসমূহ

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট বৈঠক দিবস
প্রথম	২৮-১০-০১	০২-১২-০১	৩৬ দিন	১৯ দিন
দ্বিতীয়	৩১-০১-০২	১০-০৪-০২	৭৩ দিন	৩৭ দিন
তৃতীয়	০৪-০৬-০২	১৫-০৭-০২	৪১ দিন	২৪ দিন
চতুর্থ	১২-০৯-০২	১৭-০৯-০২	৬ দিন	০৪ দিন
পঞ্চম	১৪-১১-০২	২৭-১১-০২	১৪ দিন	১০ দিন
ষষ্ঠ	২৬-০১-০৩	১১-০৩-০৩	৪৫ দিন	২৪ দিন
সপ্তম	০৮-০৫-০৩	১৩-০৫-০৩	০৬ দিন	০৪ দিন
অষ্টম	১০-০৬-০৩	১৫-০৭-০৩	৩৬ দিন	২৫ দিন
নবম	১১-০৯-০৩	১৮-০৯-০৩	০৮ দিন	০৬ দিন
দশম	১৬-১১-০৩	১৯-১১-০৩	৪ দিন	০৪ দিন
			মোট কার্যদিবস	১২২ দিন

সূত্র ঃ আইন শাখা হতে প্রাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংসদীয় ঐতিহ্য ১৮৬২-২০০৩

আইন পরিষদ/সংসদ	যে আইন/সংবিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত	সদস্য সংখ্যা	সদস্যের প্রকারভেদ	বিশেষ বৈশিষ্ট/পাশকৃত আইন
বঙ্গী আইন পরিষদ ১৮৬২-১৮৯২	১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন	১২	৪জন সরকারী, ৪ জন বেসরকারী কিন্তু ইউরোপিয়ান এবং বাকী ৪জন বাঙালি।	সকল সদস্য গভর্নর কর্তৃক মনোনীত। ১৮৬২ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত ৩০ বছরে মাত্র ৪৯ জন্য বাঙালি সদস্য হন। ১৮৮৫ সালের বেঙ্গল টেনেন্সি এ্যাক্ট পাস।
বঙ্গী আইন পরিষদ ১৮৯২-১৯০৪	১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন	২০	১৩টি আসনে সরাসরি গভর্নর কর্তৃক মনোনীত। বাকি ৭জন সদস্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত পরে গভর্নর কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মনোনীত।	প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ দান। পরিষদে বাজেট উত্থাপিত হতো কিন্তু ভোটে দেওয়া হতো না। পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা। ১৮৯৩ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি সদস্য ছিলেন।
পূর্ববঙ্গ ও আসাম আইন পরিষদ ১৯০৫-১৯১২	ঐ	২০		মাত্র ২১ দিন বৈঠক করে ১০টি আইন পাস হয়। বঙ্গভঙ্গজনিত পরিস্থিতির কারণে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিরা পরস্পরের প্রতি ক্ষোভ দেখান।
বঙ্গী আইন পরিষদ ১৯০৯-১৯১৯	১৯০৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন	৫০		
বঙ্গী আইন পরিষদ ১৯২১-১৯২৩	১৯১৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন	১৪০	২৬ জন মনোনীত। বাকি সদস্যরা নির্বাচিত।	১৬৪ দিনের বৈঠকে ৩৪৪৯টি প্রশ্ন ৩১৪টি প্রস্তাব উত্থাপিত এবং ২৪টি আইন পাস। ১৩টি বেসরকারি বিলের ২টি পাস। বাজেট উত্থাপিত ও আলোচিত। হয়।
বঙ্গী আইন পরিষদ ১৯২৪-১৯২৬	১৯১৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন	১৪০	২৬ জন মনোনীত। বাকি সদস্যরা নির্বাচিত।	১৩টি আইন পাস হয়। ২টি বেসরকারি বিল গৃহীত হয়। সি.আর. দাস, ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, আবদুর রহীম এরা সদস্য হন।
বঙ্গী আইন পরিষদ ১৯২৭-১৯২৯	১৯১৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন	১৪০	২৬ জন মনোনীত। বাকি সদস্যরা নির্বাচিত।	স্বরাজ্য পার্টির অধিকাংশ হিন্দু আসন লাভ। ১০০০-এর অধিক প্রশ্ন, ৩০৯টি প্রস্তাব উত্থাপিত এবং কয়েকটি আইন পাশ হয়।
বঙ্গী আইন পরিষদ ১৯৩০-১৯৩৬	১৯১৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন	১৪০	২৬ জন মনোনীত। বাকি সদস্যরা নির্বাচিত।	কংগ্রেস নির্বাচন বর্জন করে। ফজলুল হক ও খান বাহাদুর আবদুল মমীন মুসলিম লেগিজলেটিভ এসোসিয়েশন গঠন করে। কংগ্রেসের পরামর্শে স্বরাজ্য পার্টির ৩৫ জন সদস্য পদত্যাগ করেন। ৪০৬০টি প্রশ্নান ১১৮টি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং ১০০টি আইন পাস হয়।
বঙ্গী আইন পরিষদ ১৯৩৭-১৯৪৫	১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন		ভোটাধিকার সম্প্রসারিত	ফজলুল হকের প্রথম (১৯৩৭-৪১), দ্বিতীয় (১৯৪১-৪৩), নাজিমুদ্দিনের (১৯৪৩-৪৫) ও সোহরাওয়ার্দীর (১৯৪৬-৪৭) মন্ত্রীসভা গঠন।

Dhaka University Institutional Repository

আইন পরিষদ/সংসদ	যে আইন/সংবিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত	সদস্য সংখ্যা	সদস্যের প্রকারভেদ	বিশেষ বৈশিষ্ট/পাশকৃত আইন
পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ ১৯৪৭-১৯৫৪	১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন	১৭১	১৪১ জন অবিভক্ত বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচিত সদস্য। বাকি ৩০ জন আসাম প্রদেশের সিলেট জেলার নির্বাচিত সদস্য। ২ জন নারী।	পাকিস্তানে আধুনিক সংসদীয় ব্যবস্থা শুরু।
পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক ১৯৫৪-১৯৫৮	১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সংশোধীত (পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ) রূপ	৩০৯	১২ জন নারী।	যুক্তফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ।
পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ ১৯৬২-১৯৬৫	১৯৬২ সালের আইউবি সংবিধান	১৫৫	৫টি নারীদের জন্য সংরক্ষিত।	মোট ভোটার ৪০০০০ মৌলিক গণতন্ত্রের। পরিষদের মেয়াদকাল ৫ বছর। এটিএম মোস্তফা সংসদ নেতা। আখতার উদ্দিন আহমদ বিরোধী দলের নেতা। আবদুল মালেক উকিল আওয়ামী লীগ গ্রুপের নেতা।
পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ১৯৬৫ ?	১৯৬২ সালের আইউবি সংবিধান			
প্রথম জাতীয় সংসদ ১৯৭৩-১৯৭৫	১৯৭২ সালের মূল সংবিধান	৩১৫	৩০০টি সাধারণ এবং ১৫টি নারীদের জন্য সংরক্ষিত।	সংবিধানের প্রথম থেকে চতুর্থ সংশোধনী পাস। শেখ মুজিবুর রহমান সংসদ নেতা।
দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ১৯৭৯-১৯৮২	চতুর্থ সংশোধনী পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধান	৩৩০	৩০০টি সাধারণ এবং ৩০টি নারীদের জন্য সংরক্ষিত।	সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী পাস।
তৃতীয় জাতীয় সংসদ ১৯৮৬-১৯৮৭	চতুর্থ সংশোধনী পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধান	৩৩০	৩০০টি সাধারণ এবং ৩০টি নারীদের জন্য সংরক্ষিত।	সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী পাস। শেখ হাসিনা বিরোধী দের নেতা।
চতুর্থ জাতীয় সংসদ ১৯৮৮-১৯৯০	চতুর্থ সংশোধনী পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধান	৩০০	৩০০টি সাধারণ। নারীদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকেনি।	
পঞ্চম জাতীয় সংসদ ১৯৯১-১৯৯৬	দ্বাদশ সংশোধনী পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধান	৩৩০	৩০০টি সাধারণ এবং ৩০টি নারীদের জন্য সংরক্ষিত।	সংবিধানের প্রথম থেকে চতুর্থ সংশোধনী পাস। খালেদা জিয়া সংসদ নেতা।
ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ১৯৯৬-১৯৯৬	দ্বাদশ সংশোধনী পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধান	৩৩০	৩০০টি সাধারণ এবং ৩০টি নারীদের জন্য সংরক্ষিত।	মাত্র সাত দিন কার্যকর ছিল। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস খালেদা জিয়া সংসদ নেতা।
সপ্তম জাতীয় সংসদ ১৯৯৬-২০০১	দ্বাদশ সংশোধনী পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধান	৩৩০	৩০০টি সাধারণ এবং ৩০টি নারীদের জন্য সংরক্ষিত।	পূর্ণ মেয়াদ কার্যকর ছিল। শেখ হাসিনা সংসদ নেতা।
অষ্টম জাতীয় সংসদ ২০০১-	দ্বাদশ সংশোধনী পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধান	৩০০	৩০০টি সাধারণ। নারীদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকেনি।	খালেদা জিয়া সংসদ নেতা। বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভ।

Dhaka University Institutional Repository

উৎস ঃ সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, 'বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসনতান্ত্রিক', বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, তৃতীয় খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৩; Shawkat Ara Husain. Politics and Society in Bengal, Bangla Academy. Dhaka 1999; এনায়েতুর রহিম, বাংলায় স্বশাসন (১৯৭৩-১৯৪৩), বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০১; Najma Chowdhury, The Legislative Process in Bangladesh : Politics and Functions of the East Bengal Legislature 1947-58, University of Dacca, Dhaka1980; Rounaq Jahan, Pakistan Failure in National Integration, University Press Limited, Dhaka 1977; M. Rashiduzzaman, Pakstan : A Study of Government and Politics, Ideal Library, Dhaka 1967; জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্টারি শব্দকোষ, বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনমূদ্রণ ঢাকা ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ ৪.৭

বাংলাদেশ বিভিন্ন সংসদে নারী সদস্য ১৯৭৩-২০০৩

সংসদ	সংরক্ষিত আসন	সাধারণ আসন	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	জামায়াত	মোট
প্রথম	১৫	-	১৫ (সংরক্ষিত)	-	-	-	১৫
দ্বিতীয়	৩০	২	-	৩০+২ (সংরক্ষিত+সাধারণ)	-	-	৩২
তৃতীয়	৩০	৫	১ (সা)	-	৩০+৪ (স+সা)	-	৩৫
চতুর্থ	-	৪	-	-	৪ (সা)	-	৪
পঞ্চম	৩০	৫	৪ (সা)	২৮+১ (স+সা)	-	২ (স)	৩৫
ষষ্ঠ	৩০	৩	-	৩০+৩ (স+সা)	-	-	৩৩
সপ্তম	৩০	৮	২৭+৩ (স+সা)	৩ (সা)	৩+২ (স+সা)	-	৩৮
অষ্টম	-	৬	২ (সা)	৩ (সা)	১ (সা)	-	৬
সর্বমোট	১৬৫	৩৩	৪২+১০	৮৮+১২	৩৩+১১	২	১৯৮

সূত্র ঃ জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা, পৃঃ ১৫৮।

বাংলাদেশ সংসদে নারী সদস্য ঃ বহুমাত্রিক ভূমিকা, সমস্যা ও সাফল্য-ব্যর্থতা

বাংলাদেশের প্রতিটি সংসদেই নারী সদস্য ছিলেন। প্রথম সংসদে সাধারণ আসন থেকে কোনো নারী সদস্য নির্বাচিত হননি। ১৫ জন নারী সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হন। এর সবাই ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয়। দ্বিতীয় সংসদে প্রথম দুইজন মহিলা সাধারণ আসন থেকে দুইটি উপনির্বাচন করে নির্বাচিত হন। এই সংসদে প্রথম দুইজন মাহিলা সাধারণ আসন থেকে দুইটি প্ননির্বাচন করে নির্বাচিত হন। এই সংসদের ৩০ জন নারী সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হন। এরা সবাই ছিলেন বিএনপি'র। তৃতীয় সংসদে মোট ৩৫ জন নারী সদস্য ছিলেন। এদের মধ্যে ৫ জন সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত হন। এই ৫ জনের ১ জন ছিলেন আওয়ামী লীগের এবং বাকি ৪ জন জাতীয় পার্টির। এই সংসদে ৩০ জন নারী সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত হন। এরা সবাই ছিলেন জাতীয় পার্টির। চতুর্থ সংসদে ৪ জন্য নারী সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত হন। এরা সবাই ছিলেন জাতীয় পার্টির। এই সংসদের সংরক্ষিত আসন থেকে কেউ নির্বাচিত হননি। পঞ্চম সংসদে নারী সদস্য ছিলেন ৩৫ জন। ৩০জন সংরক্ষিত আসন থেকে এবং ৫জন সাধারণ আসন থেকে। সংরক্ষিত আসনের ২৮ জন ছিলেন আওয়ামী লীগের এবং ২ জন জাতীয় পার্টির। এই সংসদে সাধারণ আসন থেকে নির্বাচিত ৫ জনের ৪ জন আওয়ামী লীগের এবং ১জন বিএনপি'র। ষষ্ঠ সংসদে মোট নারী সদস্যের সংখ্যা ছিলো ৩৩। এদের ৩০ জন সংরক্ষিত আসন থেকে এবং ৩ জন সাধারণ ভাবে নির্বাচিত।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সংসদে নারী সদস্য ঃ সাধারণ আসন

সংসদ	নাম	দল	নির্বাচনী এলাকা
প্রথম	কোনো নারী সদস্য ছিলেন না।		
দ্বিতীয়	সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ	বিএনপি	খুলনা-১৪
তৃতীয়	মনসুরা মহিউদ্দিন	জাতীয় পার্টি	নীলফামারী-১
	হাসিনা বানু শিরিন	জাতীয় পার্টি	খুলনা-৩
	লায়লা সিদ্দিকী	জাতীয় পার্টি	টাঙ্গাইল-৪
	শেখ হাসিনা	আওয়ামী লীগ	ঢাকা-১০
	হাসনা জসীমউদ্দিন মওদুদ	জাতীয় পার্টি	নোয়াখালি-৫
চতুর্থ	মনসুরা মহিউদ্দিন	জাতীয় পার্টি	নীলফামারি-১
	মমতা ওয়াহাব	জাতীয় পার্টি	ময়মনসিংহ-৪
	হাসনা জসীমউদ্দিন মওদুদ	জাতীয় পার্টি	নোয়াখালি-৫
	কামরুন নাহার জাফর	জাতীয় পার্টি	চট্টগ্রাম-১০
পঞ্চম	বেগম খালেদা জিয়া	বিএনপি	ফেনী-১
	শেখ হাসিনা	আওয়ামী লীগ	গোপালগঞ্জ-৩
	বেগম সাজেদা চৌধুরী	আওয়ামী লীগ	ফরিদপুর-২
	মতিয়া চৌধুরী	আওয়ামী লীগ	শেরপুর-২
	রওশন আরা	আওয়ামী লীগ	ময়মনসিংহ-৩
ষষ্ঠ	বেগম খালেদা জিয়া	বিএনপি	ফেনী-১
	খুরশিদ জাহান হক	বিএনপি	দিনাজপুর-৩
	জাহানারা বেগম	বিএনপি	রাজবাড়ি-১
সপ্তম	শেখ হাসিনা	আওয়ামী লীগ	গোপালগঞ্জ-৩
	বেগম খালেদা জিয়া	বিএনপি	ফেনী-১
	খুরশিদ জাহান হক	বিএনপি	দিনাজপুর-৩
	তাসমিয়া হোসেন	জাতীয় পার্টি	পিরোজপুর-২
	মতিয়া চৌধুরী	আওয়ামী লীগ	শেরপুর-২
	মমতাজ বেগম	বিএনপি	চট্টগ্রাম-১৩
	রওশন এরশাদ	জাতীয় পার্টি	ময়মনসিংহ-৪
	সালেহা বেগম	আওয়ামী লীগ	
অষ্টম	বেগম খালেদা জিয়া	বিএনপি	ফেনী-১
	খুরশিদ জাহান হক	বিএনপি	দিনাজপুর-৩
	ইলেন ভুট্টো	বিএনপি	ঝালকাঠি-২
	শেখ হাসিনা	আওয়ামী লীগ	গোপালগঞ্জ-৩
	হামিদা বানু শোভা	আওয়ামী লীগ	নীলফামারী-১
	রওশন এরশাদ	জাতীয় পার্টি	গাইবান্ধা-৫

সূত্র ঃ জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা, পৃঃ ১৭৩-১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বিভিন্ন সংসদে নারী সদস্য ঃ সংরক্ষিত আসন

সংসদ	নাম	দল	নির্বাচনী এলাকা
প্রথম	বেগম তসলিমা আবেদ	আওয়ামী লীগ	মহিলা আসন-১
	নাজমা শামীম লাইজু	ঐ	মহিলা আসন-২
	জাহানারা রব	ঐ	মহিলা আসন-৩
	রাজিয়া বানু	ঐ	মহিলা আসন-৪
	ফরিদা রহমান	ঐ	মহিলা আসন-৫
	আজরা আলী	ঐ	মহিলা আসন-৬
	রাফিয়া আক্তার ডলি	ঐ	মহিলা আসন-৭
	খুরশিদা ময়েজউদ্দিন	ঐ	মহিলা আসন-৮
	বেগম সাজেদা চৌধুরী	ঐ	মহিলা আসন-৯
	নূরজাহান মুরশিদ	ঐ	মহিলা আসন-১০
	কনিকা বিশ্বাস	ঐ	মহিলা আসন-১১
	আবেদা চৌধুরী	ঐ	মহিলা আসন-১২
	মমতাজ বেগম	ঐ	মহিলা আসন-১৩
	আর্জুমান্দ বানু	ঐ	মহিলা আসন-১৪
	সুদীপ্ত দেওয়ান	ঐ	মহিলা আসন-১৫
দ্বিতীয়	হাসিনা রহমান	বিএনপি	মহিলা আসন-১
	বেগম তসলিমা আবেদ	ঐ	মহিলা আসন-২
	দৌলতুননেসা খাতুন	ঐ	মহিলা আসন-৩
	আয়েনা আশরাফ	ঐ	মহিলা আসন-৪
	রওশন ইলাহী	ঐ	মহিলা আসন-৫
	রহমতুন্নেসা	ঐ	মহিলা আসন-৬
	কামরুন নাহার	ঐ	মহিলা আসন-৭
	রফিকা খানম	ঐ	মহিলা আসন-৮
	আয়েশা সরদার	ঐ	মহিলা আসন-৯
	স্নিগ্ধা হক	ঐ	মহিলা আসন-১০
	বেগম সুলতানা জামান চৌধুরী	ঐ	মহিলা আসন-১১
	ফজিলাতুননেছা বেগম	ঐ	মহিলা আসন-১২
	সৈয়দা সাকিনা ইসলাম	ঐ	মহিলা আসন-১৩
	ফেরদৌসী বেগম	ঐ	মহিলা আসন-১৪
	মাহমুদা খাতুন	ঐ	মহিলা আসন-১৫
	রহিমা খন্দকার	ঐ	মহিলা আসন-১৬
	হোসনে আরা খান	ঐ	মহিলা আসন-১৭
	রওশন আজাদ	ঐ	মহিলা আসন-১৮
	ডঃ আমিনা রহমান	ঐ	মহিলা আসন-১৯
	শাহিদা খান	ঐ	মহিলা আসন-২০

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ	নাম	দল	নির্বাচনী এলাকা
	গুলবদন বেগম	ঐ	মহিলা আসন-২১
	বেগম শামসুন নাহার	ঐ	মহিলা আসন-২২
	ফরিদা রহমান	ঐ	মহিলা আসন-২৩
	ফাতেমা চৌধুরী পারু	ঐ	মহিলা আসন-২৪
	খালেদা রব্বানী	ঐ	মহিলা আসন-২৫
	রাবেয়া চৌধুরী	ঐ	মহিলা আসন-২৬
	মাবুদ ফাতেমা কবীর	ঐ	মহিলা আসন-২৭
	খাদিজা সুফিয়ান	ঐ	মহিলা আসন-২৮
	কামরুন নাহার জাফর	ঐ	মহিলা আসন-২৯
	সালেহা খানম	ঐ	মহিলা আসন-৩০
তৃতীয়	বেগম সুলতানা রেজওয়ান	জাতীয় পার্টি	মহিলা আসন-১
	হোসনেয়ারা আহসান	ঐ	মহিলা আসন-২
	নূর-ই-হাছানা চৌধুরী	ঐ	মহিলা আসন-৩
	আনোয়ারা জামান	ঐ	মহিলা আসন-৪
	নুরুন নাহার পারভীন	ঐ	মহিলা আসন-৫
	ফিরোজা জামান	ঐ	মহিলা আসন-৬
	সুলতানা দৌহা	ঐ	মহিলা আসন-৭
	ফরিদা বানু	ঐ	মহিলা আসন-৮
	ইলফত আরা আয়শা খানম	ঐ	মহিলা আসন-৯
	সেতারা তালুকদার	ঐ	মহিলা আসন-১০
	বেগম সুলতানা জামান চৌধুরী	ঐ	মহিলা আসন-১১
	শামসুন নাহার শেলী	ঐ	মহিলা আসন-১২
	সৈয়দা সাকিনা ইসলাম	ঐ	মহিলা আসন-১৩
	মাহমুদা খাতুন	ঐ	মহিলা আসন-১৪
	পারভীন সুলতানা	ঐ	মহিলা আসন-১৫
	মমতা ওয়াহাব	ঐ	মহিলা আসন-১৬
	সবিতা মাহমুদ	ঐ	মহিলা আসন-১৭
	আমিনা বারী	ঐ	মহিলা আসন-১৮
	উম্মে কাওসার সালসাবীল হেনা	ঐ	মহিলা আসন-১৯
	আনোয়ারা বেগম	ঐ	মহিলা আসন-২০
	রাবেয়া ভুইয়া	ঐ	মহিলা আসন-২১
	সৈয়দা বেগম নূরে মাকসুদ	ঐ	মহিলা আসন-২২
	কামরুননেছা হাফিজ	ঐ	মহিলা আসন-২৩
	মীনা জামান	ঐ	মহিলা আসন-২৪
	সৈয়দা হাছনা বেগম	ঐ	মহিলা আসন-২৫
	এ.জে. এনায়েত নূর	ঐ	মহিলা আসন-২৬
	রওশন আরা মান্নান	ঐ	মহিলা আসন-২৭
	খাদিজা সুফিয়ান	ঐ	মহিলা আসন-২৮
	কামরুনাহার জাফর	ঐ	মহিলা আসন-২৯

সংসদ	নাম	দল	নির্বাচনী এলাকা
	মালতী রানী	ঐ	মহিলা আসন-৩০
চতুর্থ	সংরক্ষিত আসনে কোনো নারী সদস্য ছিলেন না।		
পঞ্চম	খুরশিদ জাহান হক	বিএনপি	মহিলা আসন-১
	সাহেদা সরকার রেবা	ঐ	মহিলা আসন-২
	রেবেকা মাহমুদ	ঐ	মহিলা আসন-৩
	শাহিন আরা হক	ঐ	মহিলা আসন-৪
	রওশন ইলাহী	ঐ	মহিলা আসন-৫
	লুৎফুন্নেসা হোসেন	ঐ	মহিলা আসন-৬
	রাশিদা খাতুন	জামায়াতে ইসলামী	মহিলা আসন-৭
	সেলিনা শহীদ	বিএনপি	মহিলা আসন-৮
	শামসুন্নাহার আহমেদ	ঐ	মহিলা আসন-৯
	ফরিদা রহমান	ঐ	মহিলা আসন-১০
	সৈয়দা নার্গিস আলী	ঐ	মহিলা আসন-১১
	রওশন আরা হেনা	ঐ	মহিলা আসন-১২
	সেলিমা রহমান	ঐ	মহিলা আসন-১৩
	আনোয়ারা হাবিব	ঐ	মহিলা আসন-১৪
	রহিমা কন্দকার	ঐ	মহিলা আসন-১৫
	নূরজাহান ইয়াসমীন	ঐ	মহিলা আসন-১৬
	বাণী আশরাফ	ঐ	মহিলা আসন-১৭
	ফরিদা হাসান	ঐ	মহিলা আসন-১৮
	সারওয়ারী রহমান	ঐ	মহিলা আসন-১৯
	কে.জে. হামিদা খানম	ঐ	মহিলা আসন-২০
	শামসুন্নাহার খাজা আহসান উল্লাহ	ঐ	মহিলা আসন-২১
	জাহানারা বেগম	ঐ	মহিলা আসন-২২
	আসমা খাতুন	জামায়াতে ইসলামী	মহিলা আসন-২৩
	ফাতেমা চৌধুরী পারু	বিএনপি	মহিলা আসন-২৪
	খালেদা রব্বানী	ঐ	মহিলা আসন-২৫
	আছিয়া রহমান	ঐ	মহিলা আসন-২৬
	রাবেয়া চৌধুরী	ঐ	মহিলা আসন-২৭
	হালিমা খাতুন	ঐ	মহিলা আসন-২৮
	রোজী কবির	ঐ	মহিলা আসন-২৯
	মিসেস মান্যাচিং	ঐ	মহিলা আসন-৩০
ষষ্ঠ	সামসুন নাহার	বিএনপি	মহিলা আসন-১
	রেবেকা মাহমুদ	ঐ	মহিলা আসন-২
	সাহিদা রহমান জোৎস্না	ঐ	মহিলা আসন-৩
	মমতাজ বেগম	ঐ	মহিলা আসন-৪
	রওশন ইলাহী	ঐ	মহিলা আসন-৫
	লুৎফুন্নেসা হোসেন	ঐ	মহিলা আসন-৬
	সুফিয়া বেগম	ঐ	মহিলা আসন-৭

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ	নাম	দল	নির্বাচনী এলাকা
	রোজী কবির	ঐ	মহিলা আসন-৮
	মমতাজ কবির	ঐ	মহিলা আসন-৯
	ফরিদা রহমান	ঐ	মহিলা আসন-১০
	সৈয়দা নার্গিস আলী	ঐ	মহিলা আসন-১১
	রওশন আরা হেনা	ঐ	মহিলা আসন-১২
	সেলিনা রহমান	ঐ	মহিলা আসন-১৩
	খালেদা পান্না	ঐ	মহিলা আসন-১৪
	রহিমা খন্দকার	ঐ	মহিলা আসন-১৫
	নূরজাহান ইয়াসমীন	ঐ	মহিলা আসন-১৬
	লায়লা বেগম	ঐ	মহিলা আসন-১৭
	শিরিন সুলতানা	ঐ	মহিলা আসন-১৮
	সারওয়ারী রহমান	ঐ	মহিলা আসন-১৯
	কে.জে. হামিদা খানম	ঐ	মহিলা আসন-২০
	শামসুন্নাহার খাজা আহসান উল্লাহ	ঐ	মহিলা আসন-২১
	ইয়াসমীন হক	ঐ	মহিলা আসন-২২
	সেলিনা রাউফ চৌধুরী	ঐ	মহিলা আসন-২৩
	ফাতেমা চৌধুরী পারু	ঐ	মহিলা আসন-২৪
	খালেদা রব্বানী	ঐ	মহিলা আসন-২৫
	ফেরদৌসি আকতার ওয়াহিদ	ঐ	মহিলা আসন-২৬
	রাবেয়া চৌধুরী	ঐ	মহিলা আসন-২৭
	হালিমা খাতুন	ঐ	মহিলা আসন-২৮
	নূরী আরা সাফা	ঐ	মহিলা আসন-২৯
	মা ম্যা চিং	ঐ	মহিলা আসন-৩০
সপ্তম	ভারতী নন্দী	আওয়ামী লীগ	মহিলা আসন-১
	ফরিদা রউফ	ঐ	মহিলা আসন-২
	শাহনাজ সরদার	ঐ	মহিলা আসন-৩
	কামরুন্নাহার পুতুল	ঐ	মহিলা আসন-৪
	জান্নাতুল ফেরদৌস	ঐ	মহিলা আসন-৫
	জান্নাতুন নেসা	ঐ	মহিলা আসন-৬
	শাহীন মনোয়ারা হক	ঐ	মহিলা আসন-৭
	আনজুমান আরা জামিল	ঐ	মহিলা আসন-৮
	রেহেনা আকতার	ঐ	মহিলা আসন-৯
	আলেয়া আফরোজ	ঐ	মহিলা আসন-১০
	মুন্নুজান সুফিয়ান	ঐ	মহিলা আসন-১১
	নার্গিস আরা হক	ঐ	মহিলা আসন-১২
	মাহমুদা সওগাত	ঐ	মহিলা আসন-১৩
	চিত্রা ভট্টাচার্য	ঐ	মহিলা আসন-১৪
	তগুরা আলী	ঐ	মহিলা আসন-১৫
	জাহানারা খান	ঐ	মহিলা আসন-১৬

সংসদ	নাম	দল	নির্বাচনী এলাকা
	সাবিতা বেগম	জাতীয় পার্টি	মহিলা আসন-১৭
	মরিয়াম বেগম	আওয়ামী লীগ	মহিলা আসন-১৮
	রাবেয়া ভুইয়া	জাতীয় পার্টি	মহিলা আসন-১৯
	মেহের আফরোজ	আওয়ামী লীগ	মহিলা আসন-২০
	সেগুফতা ইয়াসমিন	ঐ	মহিলা আসন-২১
	সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী	ঐ	মহিলা আসন-২২
	খালেদা খানম	ঐ	মহিলা আসন-২৩
	সৈয়দা জেবুন্নেসা হক	ঐ	মহিলা আসন-২৪
	হোসনে আরা ওয়াহিদ	ঐ	মহিলা আসন-২৫
	দিলারা হারুন	ঐ	মহিলা আসন-২৬
	পান্না কায়সার	ঐ	মহিলা আসন-২৭
	রাযিয়া মতিন চৌধুরী	ঐ	মহিলা আসন-২৮
	জিন্নাত হোসেন	জাতীয় পার্টি	মহিলা আসন-২৯
	এথিন রাখাইন	আওয়ামী লীগ	মহিলা আসন-৩০
অষ্টম	সংরক্ষিত আসনে কোনো সদস্য নির্বাচিত হননি।		

সূত্র ঃ জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা, পৃঃ ১৭৫-১৮১। ।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম জাতীয় সংসদে গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি প্রদত্ত বিলের বিবরণী ঃ

প্রথম অধিবেশন ঃ

নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি দানের তারিখ	আইন নম্বর
	১	২	৩	৪
১.	The Supreme Cort Judges (Remuneration and Privileges Amendment) Bill, 1991	২১/৪/৯১	২৯/৪/৯১	১৯৯১ সালের ১নং আইন
২.	The Hindu Religious welfare trust (Amendment) Bill, 1991	২১/৪/৯১	২৯/৪/৯১	১৯৯১ সালের ২নং আইন
৩.	বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ বিল, ১৯৯১	২১/৪/৯১	২৯/৪/৯১	১৯৯১ সালের ৩নং আইন
৪.	The Eastern Railway servants Bencvolent fund (Amendment) Bill, 1991	২২/৪/৯১	২৯/৪/৯১	১৯৯১ সালের ৪নং আইন
৫.	The Eastern Railway servants Group Insurance (Amendment) Bill, 1991	২৩/৪/৯১	২৯/৪/৯১	১৯৯১ সালের ৫নং আইন
৬.	The Motor vehicles (Amendment) Bill, 1991	২৭/৪/৯১	০৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ৬নং আইন
৭.	The National Sports Control (Amendment) Bill, 1991	২৭/৪/৯১	০৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ৭নং আইন
৮.	The Printing Presses and Publications (Declaration and Registration) (Amendment) Bill, 1991	২৮/৪/৯১	০৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ৮নং আইন
৯.	জাতীয় মহিলা সংস্থা, বিল, ১৯৯১	০৩/৫/৯১	০৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ৯নং আইন
১০.	The Representation of the People (Amendment Bill, 1991	০৩/৫/৯১	০৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ১০নং আইন
১১.	The Delimitaton of Constitu encies (Amndment) Bill, 1991	০৩/৫/৯১	০৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ১১নং আইন
১২.	The representation of the people seats for women Menmbers) Bill, 1991	০৩/৫/৯১	০৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ১২নং আইন
১৩.	নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) বিল, ১৯৯১।	০৩/৫/৯১	০৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ১৩নং আইন
১৪.	ব্যাংক কোম্পানী বিল, ১৯৯১।	০৩/৫/৯১	০৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ১৪নং আইন
১৫.	The penal code (Amendment) Bill, 1991.	০৪/৫/৯১	০৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ১৫নং আইন
১৬.	The code of criminal procedure (Amendment Bill, 1991	০৪/৫/৯১	০৪/৫/৯১	১৯৯১ সালের ১৬নং আইন
১৭.	The Arms (Amendment) Bill, 1991	০৪/৫/৯১	০৫/৫/৯১	১৯৯১ সালের ১৭নং আইন
১৮.	The Speical powers (Amendment) Bill, 1991	০৪/৫/৯১	০৫/৫/৯১	১৯৯১ সালের ১৮নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধিবেশন ঃ

নং	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি দানের তারিখ	আইন নম্বর
	১	২	৩	৪
১.	নির্দিষ্ট কারণ (সম্পুরক) বিল, ১৯৯১	২৯/৬/৯১	৩০/৪/৯১	১৯৯১ সালের ১৯নং আইন
২.	নির্দিষ্ট কারণ (অগ্রিম মঞ্জুরী দান বিল, ১৯৯১	২৯/৬/৯১	৩০/৬/৯১	১৯৯১ সালের ২০নং আইন
৩.	অর্থ বিল, ১৯৯১	৩০/৬/৯১	৩০/৬৯১	১৯৯১ সালের ২১নং আইন
৪.	মুল্য সংযোজন কর বিল, ১৯৯১	০৯/৭/৯১	১০/৭/৯১	১৯৯১ সালের ২২নং আইন
৫.	The Administrative Tribunals (Amendment) Bill, 1991	১৭/৭/৯১	২২/৭/৯১	১৯৯১ সালের ২৩নং আইন
৬.	সংবিধান (একাদশ সংশোধন) বিল. ১৯৯১	০৬/৮/৯১	১০/৮/৯১	১৯৯১ সালের ২৪নং আইন
৭.	গণ ভোট বিল, ১৯৯১	০৭/৮/৯১	১০/৮/৯১	১৯৯১ সালের ২৫নং আইন
৮.	নির্দিষ্ট কারণ বিল, ১৯৯১	১৩/৮/৯১	১৩/৮/৯১	১৯৯১ সালের ২৬নং আইন
৯.	রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিল, ১৯৯১	১৩/৮/৯১	১৩/৮/৯১	১৯৯১ সালের ২৭নং আইন
১০.	সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১	০৬/৮/৯১	১৯/৯/৯১	১৯৯১ সালের ২৮নং আইন

তৃতীয় অধিবেশন ঃ

১.	বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান বিল, ১৯৯১	০৩/১১/৯১	০৯/১১/৯১	১৯৯১ সালের ২৯নং আইন
২.	The Members of the Bangladesh Public Service Commissions (Terms and vconditions of Cerevice) (Amendment Bill, 1991	০৪/১১/৯১	০৯/১১/৯১	১৯৯১ সালের ৩০নং আইন
৩.	The Comptroller and Auditor-General (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 1991	০৫/১১/৯১	০৯/১১/৯১	১৯৯১ সালের ৩১নং আইন
৪.	The International Financial Organisations (Amendment) Bill, 1991	০৫/১১/৯১	০৯/১১/৯১	১৯৯১ সালের ৩২নং আইন

চতুর্থ অধিবেশন ঃ

১.	বিনিয়োগ বোর্ড (সংশোধন) বিল, ১৯৯২	২৬/০১/৯২	২৯/০১/৯২	১৯৯২ সালের ১নং আইন
২.	The Local Government (Upazila parished and Upazila Administration Reorganisation) (Repeal) Bill, 1992	২৬/০১/৯২	২৯/০১/৯২	১৯৯২ সালের ২নং আইন
৩.	The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1992	২৭/০১/৯২	২৯/০১/৯২	১৯৯২ সালের ৩নং আইন
৪.	The Dhaka City Corporation (Amendment) Bill, 1992	২৭/০১/৯২	৩০/০১/৯২	১৯৯২ সালের ৪নং আইন
৫.	The Chittagong City Corporation (Amendment) Bill, 1992	২৭/০১/৯২	৩০/০১/৯২	১৯৯২ সালের ৫নং আইন
৬.	The Khulna City Corparation (Amendment) Bill, 1992	২৭/০১/৯২	৩০/০১/৯২	১৯৯২ সালের ৬নং আইন
৭.	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (সংশোধন) বিল-১৯৯২	২৭/০১/৯২	৩০/০১/৯২	১৯৯২ সালের ৭নং আইন
৮.	The Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 1992	২৮/০১/৯২	৩০/০১/৯২	১৯৯২ সালের ৮নং আইন
৯.	The Paurashava (Amendment) Bill, 1992	২৮/০১/৯২	৩০/০১/৯২	১৯৯২ সালের ৯নং আইন
১০.	The Local Government (Union Parishads) Bill, 1992	২৮/০১/৯২	৩০/০১/৯২	১৯৯২ সালের ১০নং আইন
১১.	The Co-operative societies (Amendment) Bill, 1992	২৯/০১/৯২	৩০/০১/৯২	১৯৯২ সালের ১১নং আইন
১২.	পানি সম্পদ পরিকল্পনা বিল, ১৯৯২	২৯/০১/৯২	৩০/০১/৯২	১৯৯২ সালের ১২নং আইন
১৩.	The Suprime Court Judges (Amendment) Bill, 1992	০৪/০২/৯২	০৯/০২/৯২	১৯৯২ সালের ১৩নং আইন
১৪.	The President's (Remuneration and Privileges (Amendment) Bill, 1992	০৯/০২/৯২	১৩/০২/৯২	১৯৯২ সালের ১৪নং আইন
১৫.	The Prime Ministers (Remuneration and Privileges (Amendment) Bill, 1992	১০/০২/৯২	১৩/০২/৯২	১৯৯২ সালের ১৫নং আইন
১৬.	The speaker and Deputy speaker (Remuneration Privileges) (Amendment) Bill, 1992	১০/০২/৯২	১৩/০২/৯২	১৯৯২ সালের ১৬নং আইন
১৭.	The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 1992	১১/০২/৯২	১৩/০২/৯২	১৯৯২ সালের ১৭নং আইন
১৮.	The Member's of Parliament (Remuneration and allowances) (Amendment) Bill, 1992	১৬/০২/৯২	১৮/০২/৯২	১৯৯২ সালের ১৮নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধিবেশন ঃ নাই।

ষষ্ঠ অধিবেশন ঃ

১.	নির্দিষ্ট করণ (সম্পুরক) বিল, ১৯৯২	২৯/০৬/৯২	৩০/০৬/৯২	১৯৯২ সালের ১৯নং আইন
২.	নির্দিষ্ট করণ (অগ্রিম মঞ্জুরী দান) বিল, ১৯৯২	২৯/০৬/৯২	৩০/০৬/৯২	১৯৯২ সালের ১৯নং আইন
৩.	অর্থ বিল, ১৯৯২।	৩০/০৬/৯২	৩০/০৬/৯২	১৯৯২ সালের ২১নং আইন
৪.	ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) বিল ১৯৯২।	১৩/০৭/৯২	১৭/০৭/৯২	১৯৯২ সালের ২২নং আইন
৫.	রাজশাহী মহানগরী পুলিশ বিল, ১৯৯২	১৪/০৭/৯২	১৭/০৭/৯২	১৯৯২ সালের ২৩নং আইন
৬.	The Presidential Security Force (Amendment) Bill, 1992	১৫/০৭/৯২	১৭/০৭/৯২	১৯৯২ সালের ২৪নং আইন
৭.	অর্থঋণ আদালত (সংশোধন) বিল, ১৯৯২	১৫/০৭/৯২	১৭/০৭/৯২	১৯৯২ সালের ২৫নং আইন
৮.	নির্দিষ্ট করণ বিল, ১৯৯২	২৭/০৭/৯২	৩০/০৭/৯২	১৯৯২ সালের ২৬নং আইন
৯.	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনষ্টিটিউট বিল, ১৯৯২	০২/০৮/৯২	০৯/০৮/৯২	১৯৯২ সালের ২৭নং আইন
১০.	The Water Siuppl and Sewerage Authority (Amendment) Bill, 1992	০৩/০৮/৯২	০৯/০৮/৯২	১৯৯২ সালের ২৮নং আইন
১১.	The Bangladesh Academy for Rural Development (Amendment) Bill, 1992	০৩/০৮/৯২	০৯/০৮/৯২	১৯৯২ সালের ২৯নং আইন
১২.	The Bangladesh Exrot Processing Zone's Authority (Amendment) Bill, 1992	০৩/০৮/৯২	০৯/০৮/৯২	১৯৯২ সালের ৩০নং আইন
১৩.	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকপর পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯২	০৪/০৮/৯২	০৯/০৮/৯২	১৯৯২ সালের ৩১নং আইন
১৪.	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন বিল, ১৯৯২	০৫/০৮/৯২	০৯/০৮/৯২	১৯৯২ সালের ৩২নং আইন
১৫.	বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯২	০৫/০৮/৯২	০৯/০৮/৯২	১৯৯২ সালের ৩৩নং আইন
১৬.	বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বির, ১৯৯২	০৫/০৮/৯২	০৯/০৮/৯২	১৯৯২ সালের ৩৪নং আইন
১৭.	The Jamuna Multipurpose Bridge (Surcharge and Levy (Amendment) Bill, 1992	১১/০২/৯২	১৭/০৮/৯২	১৯৯২ সালের ৩৫নং আইন
১৮.	The Jamuna Multipurose Bridege Authority (Amendment) Bill, 1992	১০/০৮/৯২	১৭/০৮/৯২	১৯৯২ সালের ৩৬নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধিবেশন ঃ

১.	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৯২	১৩/১০/৯২	২০/১০/৯২	১৯৯২ সালের ৩৭নং আইন
২.	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৯২	১৪/১০/৯২	২০/১০/৯২	১৯৯২ সালের ৩৮নং আইন
৩.	খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) বিল, ১৯৯২	২১/১০/৯২	৩১/১০/৯২	১৯৯২ সালের ৩৯নং আইন
৪.	The Bangladesh Shilpa Bank (Amendmend) Bill, 1992	২৫/১০/৯২	৩১/১০/৯২	১৯৯২ সালের ৪০নং আইন
৫.	ThePublic Examination (Offences) (Amendmend) Bill, 1992	২৮/১০/৯২	৩১/১০/৯২	১৯৯২ সালের ৪১নং আইন
৬.	TheCode of Criminal Procedure (Second Amendmend) Bill, 1992	২৮/১০/৯২	৩১/১০/৯২	১৯৯২ সালের ৪২নং আইন
৭.	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বিল, ১৯৯২	০১/১১/৯২	০৬/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৪৩নং আইন
৮.	সন্ত্রাস মুলক অপরাধ দমন বিল, ১৯৯২	০১/১১/৯২	০৬/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৪৪নং আইন
৯.	The Local Government (Union Parishads) (Second Amendmend) Bill, 1992	০৩/১১/৯২	০৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৪৫নং আইন
১০.	The Paurashava (Second Amendmend) Bill, 1992	০৩/১১/৯২	০৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৪৬নং আইন
১১.	The Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Second Amendmend) Bill, 1992	০৩/১১/৯২	০৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৪৭নং আইন
১২.	The Supreme Court Judges (Travelling Allowances) (Second Amendmend) Bill, 1992	০৩/১১/৯২	০৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৪৮নং আইন
১৩.	আদালত (অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা আদেশ) (সংশোধন) বিল, ১৯৯২	০৪/১১/৯২	০৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৪৯নং আইন
১৪.	আভ্যন্তরীন নৌযান শ্রমিক (নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ) বিল, ১৯৯২	০৪/১১/৯২	০৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৫০নং আইন
১৫.	The Excises and Salt (Third Amendmend) Bill, 1992	০৫/০১১/৯২	০৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৫১নং আইন
১৬.	The Paurashava (Third Amendmend) Bill, 1992	০৬/১১/৯২	০৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৫২নং আইন
১৭.	চিংড়ি চাষ অভিকর বির, ১৯৯২	০৬/১১/৯২	০৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৫৩নং আইন
১৮.	The House Building Finance Corporation (Amendmend) Bill, 1992	০৬/১১/৯২	০৮/১১/৯২	১৯৯২ সালের ৫৪নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধিবেশন ঃ

১.	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৩	০২/০২/৯৩	০২/০২/৯৩	১৯৯৩ সালের ১নং আইন
২.	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষধ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৩	০২/০২/৯৩	০২/০২/৯৩	১৯৯৩ সালের ২নং আইন
৩.	বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৩	০২/০২/৯৩	০২/০২/৯৩	১৯৯৩ সালের ৩নং আইন
৪.	The Bangladesh Shilpa Rin Sangstha (Amendment) Bill, 1993	০২/০২/৯৩	০২/০২/৯৩	১৯৯৩ সালের ৪নং আইন
৫.	The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 1993	১৪/০২/৯৩	২৫/০২/৯৩	১৯৯৩ সালের ৫নং আইন
৬.	The Motor Vehicles Tax (Amendment) Bill, 1993	১৪/০২/৯৩	২৫/০২/৯৩	১৯৯৩ সালের ৬নং আইন
৭.	The Chittagong City Corporation (Amendment) Bill, 1993	২৩/০২/৯৩	১০/০৩/৯৩	১৯৯৩ সালের ৭নং আইন
৮.	The Dhaka City Corporation (Amendment) Bill, 1993	২৪/০২/৯৩	১০/০৩/৯৩	১৯৯৩ সালের ৮নং আইন
৯.	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (সংশোধন) বিল, ১৯৯৩	২৪/০২/৯৩	১০/০৩/৯৩	১৯৯৩ সালের ৯নং আইন
১০.	The Khulna City Corporation (Amendment) Bill, 1993	২৪/০২/৯৩	১০/০৩/৯৩	১৯৯৩ সালের ১০নং আইন
১১.	The Insurance (Amendment) Bill, 1993	০৯/০৩/৯৩	১৪/০৩/৯৩	১৯৯৩ সালের ১২নং আইন
	গৃহীত বেসরকারী বিল ঃ			
১২.	The Members of Parliament (Remuneration and allowances) (Amendment) Bill, 1993	০৪/০৩/৯৩	১০/০৩/৯৩	১৯৯৩ সালের ১১নং আইন

নবম অধিবেশন ঃ নাই।

দশম অধিবেশন ঃ

১.	ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) বিল, ১৯৯৩	০৬/০৬/৯৩	০৮/০৬/৯৩	১৯৯৩ সালের ১৩নং আইন
২.	The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust (Amendment) Bill, 1993	০৭/০৬/৯৩	০৮/০৬/৯৩	১৯৯৩ সালের ১৪নং আইন
৩.	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন বিল, ১৯৯৩	০৭/০৬/৯৩	০৮/০৬/৯৩	১৯৯৩ সালের ১৫নং আইন
৪.	The securities and Exchange (Amendment) Bill, 1993	০৭/০৬/৯৩	০৮/০৬/৯৩	১৯৯৩ সালের ১৬নং আইন
৫.	নির্দিষ্ট করণ (সম্পুরক) বিল, ১৯৯৩	২০/০৬/৯৩	২০/০৬/৯৩	১৯৯৩ সালের ১৭নং আইন
৬.	অর্থ বিল, ১৯৯৩	২৮/০৬/৯৩	৩০/০৬/৯৩	১৯৯৩ সালের ১৮নং আইন
৭.	নির্দিষ্ট করণ বিল, ১৯৯৩	১৩/০৭/৯৩	৩০/০৬/৯৩	১৯৯৩ সালের ১৯নং আইন
৮.	The Local Government (Union Parishads) (Amendment) Bill, 1993	১৬/০৭/৯৩	২২/০৯/৯৩	১৯৯৩ সালের ২০নং আইন
৯.	পারমানিবক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিল, ১৯৯৩	১৪/০৭/৯৩	২২/০৭/৯৩	১৯৯৩ সালের ২১নং আইন

একাদশ অধিবেশন ঃ

১.	The Industrial Relations (Amendment) Bill, 1993	১৩/০৯/৯৩	২৭/০৯/৯৩	১৯৯৩ সালের ২২নং আইন
২.	The Supreme Court Judges (Leaves Pension and Privileges) (Amendment) Bill, 1993	১৯/০৯/৯৩	২৭/০৯/৯৩	১৯৯৩ সালের ২৩নং আইন
৩.	The Bangladesh Jute corporation (Repeal) Bill, 1993	২১/০৯/৯৩	৩০/০৯/৯৩	১৯৯৩ সালের ২৪নং আইন
৪.	The Acqusisition and Requisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 1993	২২/০৯/৯৩	৩০/০৯/৯৩	১৯৯৩ সালের ২৫নং আইন
৫.	The Ministers Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 1993	২৬/০৯/৯৩	৩০/০৬/৯৩	১৯৯৩ সালের ২৬নং আইন
৬.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিল, ১৯৯৩ইং	২৭/০৯/৯৩	৩০/০৯/৯৩	১৯৯৩ সালের ২৭নং আইন

দ্বাদশ অধিবেশন ঃ

১.	The Electricity (Amendment) Bill, 1993	২৩/১১/৯৩	০৫/১২/৯৩	১৯৯৩ সালের ২৮নং আইন
২.	The Land Bevelopment Tax (Amendment) Bill, 1993	২৯/১১/৯৩	০৫/১২/৯৩	১৯৯৩ সালের ২৯নং আইন
৩.	মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৩	২৯/১১/৯৩	০৫/১২/৯৩	১৯৯৩ সালের ৩০নং আইন
৪.	মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৩	০১/১২/৯৩	০৭/১২/৯৩	১৯৯৩ সালের ৩১নং আইন
৫.	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, ১৯৯৩	০১/১২/৯৩	০৭/১২/৯৩	১৯৯৩ সালের ৩২নং আইন
৬.	বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল, ১৯৯৩	০১/১২/৯৩	০৭/১২/৯৩	১৯৯৩ সালের ৩৩নং আইন
৭.	পন্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকুরীর শর্তাবলী) বিল, ১৯৯৩	০৬/১২/৯৩	১১/১২/৯৩	১৯৯৩ সালের ৩৪নং আইন

ত্রয়োদশ অধিবেশন ঃ

১.	ইনষ্টিটিউট অব পোষ্ট গ্রাজুয়েট ষ্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) বিল, ১৯৯৪	০২/০৩/৯৪	০৭/০৩/৯৪	১৯৯৪ সালের ১নং আইন
২.	অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) বিল, ১৯৯৪	০৬/০৩/৯৪	০৭/০৩/৯৪	১৯৯৪ সালের ২নং আইন

চতুর্দশ অধিবেশন ঃ

১.	প্রচলিত আইন ও আইন গত দলিল (অভিযোজন) বিল, ১৯৯৩	০৯/০৫/৯৪	১৭/০৫/৯৪	১৯৯৪ সালের ৩নং আইন
২.	বাংলাদেশ শিল্প কলা একাডেমী (সংশোধন) বিল, ১৯৯৪	০৯/০৫/৯৪	১৭/০৫/৯৪	১৯৯৪ সালের ৪নং আইন
৩.	The Post (Amendment) Bill, 1994	১০/০৫/৯৪	১৭/০৫/৯৪	১৯৯৪ সালের ৫নং আইন
৪.	The Highways (Amendment) Bill, 1994	১১/০৫/৯৪	১৭/০৫/৯৪	১৯৯৪ সালের ৬নং আইন
৫.	The Post Officers (Special Provisious) (Amendment) Bill, 1994	১১/০৫/৯৪	১৭/০৫/৯৪	১৯৯৪ সালের ৭নং আইন
৬.	জাতীয় সংসদ সাচিবালয় বিল, ১৯৯৪	১১/০৫/৯৪	১৭/০৫/৯৪	১৯৯৪ সালের ৮নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চদশ অধিবেশন ঃ

১.	তফসিল ভুক্ত দরগাহ্ (পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা) রহিত করণ বিল, ১৯৯৪	০৭/০৬/৯৪	১৩/০৬/৯৪	১৯৯৪ সালের ৯নং আইন
২.	নির্দিষ্ট করণ (সম্পূরক) বিল, ১৯৯৪	২০/০৬/৯৪	২৬/০৬/৯৪	১৯৯৪ সালের ১০নং আইন
৩.	অর্থ বিল, ১৯৯৪।	২৮/০৬/৯৪	০১/০৭/৯৪	১৯৯৪ সালের ১১নং আইন
৪.	নির্দিষ্ট করণ বিল, ১৯৯৪।	২৯/০৬/৯৪	০১/০৭/৯৪	১৯৯৪ সালের ১২নং আইন
৫.	The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationaisation) Amendment) Bill, 1994	০৩/০৭/৯৪	১৩/০৭/৯৪	১৯৯৪ সালের ১৩নং আইন
৬.	The Bangladesh Bank (Amendment) Bill, 1994	০৫/০৭/৯৪	১৩/০৭/৯৪	১৯৯৪ সালের ১৪নং আইন
৭.	The State Acwquisition and Tenancy (Amendment) Bill, 1994	১১/০৭/৯৪	১৩/০৭/৯৪	১৯৯৪ সালের ১৫নং আইন

ষষ্ঠদশ অধিবেশন ঃ

১.	The Government and Auitonomous Bodies Employees Benevolent Fund and Group Insuraance Ordinamce (Amendment) Bill, 1994	৩০/০৮/৯৪	০৭/০৯/৯৪	১৯৯৪ সালের ১৬নং আইন
২.	The Public Corporations (Management Co-ordination) (Amendment) Bill, 1994	৩১/০৮/৯৪	০৭/০৯/৯৪	১৯৯৪ সালের ১৭নং আইন
৩.	কোম্পানী বিল, ১৯৯৪।	০৫/০৯/৯৪	১১/০৯/৯৪	১৯৯৪ সালের ১৮নং আইন
৪.	The Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 1994	০৬/০৯/৯৪	১১/০৯/৯৪	১৯৯৪ সালের ১৯নং আইন

সপ্তদশ অধিবেশন ঃ

১.	The Acquisition and Requisition of Immovable property (Amendment) Bill, 1994	২৩/১১/৯৪	০১/১২/৯৪	১৯৯৪ সালের ২০নং আইন
২.	সন্ত্রাস মুলক অপরাধ দমন (বিশেষ বিধান) বিল, ১৯৯৪	২৩/১১/৯৪	১/১২/৯৪	১৯৯৪ সালের ২১নং আইন
৩.	The Bangladesh Export Processing zons Authority (Amendment) Bill, 1994	২৭/১১/৯৪	১২/১২/৯৪	১৯৯৪ সালের ২২নং আইন
৪.	The Representation of the people (Amendment) Bill, 1994	৩০/১২/৯৪	১২/১২/৯৪	১৯৯৪ সালের ২৩নং আইন
৫.	The Elcetion Polls (Amendment) Bill, 1994	০৪/১২/৯৪	১২/১২/৯৪	১৯৯৪ সালের ২৪নং আইন
৬.	The Bangladesh Shishu Academy (Amendment) Bill, 1994	০৫/১২/৯৪	১২/১২/৯৪	১৯৯৪ সালের ২৫নং আইন
৭.	কোষ্ট গার্ড বিল, ১৯৯৪	০৬/১২/৯৪	১২/১২/৯৪	১৯৯৪ সালের ২৬নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টাদশ অধিবেশন ঃ

১.	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিল, ১৯৯৫।	০৫/২/৯৫	১৫/২/৯৫	১৯৯৫ সালের ১নং আইন
২.	The Bangladesh Merchant Shipping (Amendment) Bill, 1995.	০৫/২/৯৫	১৫/২/৯৫	১৯৯৫ সালের ২নং আইন
৩.	আনসার বাহিনী বিল, ১৯৯৫।	০৬/২/৯৫	১৫/২/৯৫	১৯৯৫ সালের ৩নং আইন
৪.	ব্যাটালিয়ন আনসার বিল, ১৯৯৫	০৬/২/৯৫	১৫/২/৯৫	১৯৯৫ সালের ৪নং আইন
৫.	গ্রাম প্রতিরক্ষা দল বিল, ১৯৯৫।	০৬/২/৯৫	১৫/২/৯৫	১৯৯৫ সালের ৫নং আইন
৬.	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৫	০৭/২/৯৫	১৫/২/৯৫	১৯৯৫ সালের ৬নং আইন
৭.	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৫	০৭/২/৯৫	১৫/২/৯৫	১৯৯৫ সালের ৭নং আইন
৯.	The Protection and Conservation of Fish (Amendment) Bill, 1995	০৮/২/৯৫	১৫/২/৯৫	১৯৯৫ সালের ৮নং আইন

উনিশতম অধিবেশন ঃ

১.	Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) Bill, 1995	২৬/৪/৯৫	০৩/৫/৯৫	১৯৯৫ সালের ১০নং আইন

বিশতম অধিবেশন ঃ

১.	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ১৯৯৫	২৫/৬/৯৫	২৮/৬/৯৫	১৯৯৫ সালের ১১নং আইন
২.	অর্থ বিল, ১৯৯৫	২৯/৬/৯৫	৩০/৬/৯৫	১৯৯৫ সালের ১২নং আইন
৩.	নির্দিষ্ট করণ বিল, ১৯৯৫	২৯/৬/৯৫	৩০/৬/৯৫	১৯৯৫ সালের ১৩নং আইন
৪.	বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) বিল, ১৯৯৫	০৩/৭/৯৫	০৮/৭/৯৫	১৯৯৫ সালের ১৪নং আইন
৫.	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট বিল, ১৯৯৫	০৪/৭/৯৫	০৮/৭/৯৫	১৯৯৫ সালের ১৫নং আইন
৬.	The Bangladesh Telegraph And Telephone Board (Amendment) Bill, 1995	০৫/৭/৯৫	১৬/৭/৯৫	১৯৯৫ সালের ১৬নং আইন
৭.	The Dhaka University (Amendment) Bill, 1995	০৯/৭/৯৫	১৬/৭/৯৫	১৯৯৫ সালের ১৭নং আইন
৮.	নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) বিল, ১৯৯৫	১১/৭/৯৫	১৬/৭/৯৫	১৯৯৫ সালের ১৮নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

একুশতম অধিবেশন ঃ

১.	The Chittagong Port Authority (Amendment) Bill, 1995	১০/৯/৯৫	১৬/৯/৯৫	১৯৯৫ সালের ১৯নং আইন
২.	The Mongla Port Authority (Amendment) Bill, 1995	১০/৯/৯৫	১৬/৯/৯৫	১৯৯৫ সালের ২০নং আইন
৩.	আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক বিল, ১৯৯৫	১১/৯/৯৫	১৬/৯/৯৫	১৯৯৫ সালের ২১নং আইন
৪.	International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (Amendment) Bill, 1995	১২/৯/৯৫	১৬/৯/৯৫	১৯৯৫ সালের ২২নং আইন
৫.	The President's (Amendment) Bill, 1995	১২/৯/৯৫	১৬/৯/৯৫	১৯৯৫ সালের ২৩নং আইন
৬.	The Companies Profits (Workers Participation) (Amendment) Bill, 1995	১৩/৯/৯৫	১৬/৯/৯৫	১৯৯৫ সালের ২৪নং আইন
৭.	ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) বিল, ১৯৯৫	১৩/৯/৯৫	২০/৯/৯৫	১৯৯৫ সালের ২৫নং আইন
৮.	The Special Security Force (Amendment) Bill, 1995	২৪/৯/৯৫	২৭/৯/৯৫	১৯৯৫ সালের ২৬নং আইন

বাইশতম অধিবেশন ঃ

১.	জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র বিল, ১৯৯৫	১৮/১১/৯৫	২০/১১/৯৫	১৯৯৫ সালের ২৭নং আইন

সূত্র ঃ বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদের (প্রথম থেকে বাইশতম) অধিবেশনের (১৯৯১ - ১৯৯৫) কার্যাবাহের সারাংশ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সপ্তম সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কতৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী
(১ম অধিবেশ থেকে ২৩ তম অধিবেশন পর্যন্ত)

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	সংযুক্ত তহবিল (সম্পূরক মঞ্জুরীদান ও নির্দিষ্টকরণ) বিল, ১৯৯৬।	২৮-৭-৯৬	০৩-৮-৯৬	৫-০৮-৯৬	৫-৮-৯৬	১৯৯৬ সালের ২নং আইন
২।	সংযুক্ত তহবিল (অগ্রিম মঞ্জুরীদান ও নির্দিষ্টকরণ) বিল, ১৯৯৬।	২৮-৭-৯৬	০৩-৮-৯৬	৫-০৮-৯৬	৫-০৮-৯৬	১৯৯৬ সালের ৩নং আইন
৩।	The Bangladesh Instiute	২১-৭-৯৬	৬-৮-৯৬	১৪-৮-৯৬	১৭-৮-৯৬	১৯৯৬ সালের

Dhaka University Institutional Repository

	of Nuclear Agriculture (Amendment) Bill, 1996.					৪নং আইন
৪।	The Bamgladesh Rice Research Insritue (Amendmcnt) Bill, 1996.	২৩-৭-৯৬	৬-৮-৯৬	১৪-৮-৯৬	১৭-৮-৯৬	১৯৯৬ সনের ৫নং আইন
৫।	পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃক পক্ষ বিল, ১৯৯৬।	২৩-৭-৯৬	১০-৮-৯৬	১৪-৮-৯৬	১৭-৮-৯৬	১৯৯৬ সনের ৬নং আইন
৬।	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল বিল, ১৯৯৬।	২১-৭-৯৬	১০-৮-৯৬	১৪-৮-৯৬	১৭-৮-৯৬	১৯৯৬ সনের ৭নং আইন
৭।	The Bangladesh Livestock Research Institute (Amendment) Bill, 1996.	২১-৭-৯৬	১০-৮-৯৬	১৪-৮-৯৬	১৭-৮-৯৬	১৯৯৬ সনের ৮নং আইন
৮।	The Bangladesh Jute Research Institute (Amendment) Bill, 1996.	২১-৭-৯৬	১০-৮-৯৬	১৪-৮-৯৬	১৭-৮-৯৬	১৯৯৬ সনের ৯নং আইন
৯।	The Bangladesh Fisheries Research Institute (Amendment) Bill, 1996.	২৩-৭-৯৬	১০-৮-৯৬	১৪-৮-৯৬	১৭-৮-৯৬	১৯৯৬ সনের ১০নং আইন
১০।	বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনষ্টিটিউট বিল, ১৯৯৬।	২৪-৭-৯৬	১১-৮-৯৬	১৪-৮-৯৬	১৭-৮-৯৬	১৯৯৬ সনের ১১নং আইন
১১।	The Jamuna Mulipupose Bridge Authority (Amendment) Bill, 1996.	৩১-৭-৯৬	১১-৮-৯৬	১৪-৮-৯৬	১৭-৮-৯৬	১৯৯৬ সনের ১২নং আইন
১২।	The Representation of the People (Amendment) Bill, 1996.	০১-৮-৯৬	১১-৮-৯৬	১৪-৮-৯৬	১৭-৮-৯৬	১৯৯৬ সনের ১৩নং আইন
১৩।	The Bangladesh Agricultural Research Institute (Amendment) Bill, 1996.	২১-৭-৯৬	১১-৮-৯৬	১৪-৮-৯৬	১৭-৮-৯৬	১৯৯৬ সনের ১৪নং আইন
১৪।	The Insurance (Amendment) Bill, 1996.	১০-৮-৯৬	১২-৮-৯৬	১৪-৮-৯৬	১৭-৮-৯৬	১৯৯৬ সনের ১৫নং আইন
১৫।	The Insurance	১০-৮-৯৬	১২-৮-৯৬	১৪-৮-৯৬	১৭-৮-৯৬	১৯৯৬ সনের

	Corporations (Amendment) Bill, 1996.					১৬নং আইন
১৬।	নির্দিষ্টকরণ বিল, ১৯৯৬	১-৯-৯৬	১-৯-৯৬	৯-৯-৯৬	১০-৯-৯৬	১৯৯৬ সনের ১৭নং আইন
১৭।	অর্থ বিল, ১৯৯৬	২৮-৭-৯৬	১-৯-৯৬	৯-৯-৯৬	১০-৯-৯৬	১৯৯৬ সনের ১৮নং আইন
১৮।	আইন কমিশন বিল, ১৯৯৬	১২-৮-৯৬	২-৯-৯৬	৯-৯-৯৬	১০-৯-৯৬	১৯৯৬ সনের ১৯নং আইন
১৯।	বেসরকারী রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বিল, ১৯৯৬	৩১-৮-৯৬	২-৯-৯৬	৯-৯-৯৬	১০-৯-৯৬	১৯৯৬ সনের ২০নং আইন

সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কতৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	The Drugs (Control) (Amendment) Bill, 1997.	১৭-৬-৯৭	৩১-৮-৯৭	০৪-৯-৯৭	০৪-৯-৯৭	১৯৯৭ সনের ১৮নং আইন
২।	The President Award's Fund (Amendment) Bill, 1997.	০৭-৭-৯৭	১-০৯-৯৭	০৪-৯-৯৭	০৪-৯-৯৭	১৯৯৭ সনের ১৯নং আইন
৩।	The Local Government (Union Parishads) (Second Amendment) Bill, 1997.	১-০৯-৯৭	৪-০৯-৯৭	৮-০৯-৯৭	১-০৯-৯৭	১৯৯৭ সনের ২০নং আইন
৪।	স্থানীয় সরকার গ্রাম পরিষদ বিল, ১৯৯৭।	১-০৯-৯৭	৪-০৯-৯৭	৮-০৯-৯৭	১-০৯-৯৭	১৯৯৭ সনের ২১নং আইন

সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কতৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	The Indemnity (Repea) Bill, 1996.	১১-১১-৯৬	১২-১১-৯৬	১৪-১১-৯৬	১৪-১১-৯৬	১৯৯৬ সনের ২১নং আইন

সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কতৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	নির্দিষ্টকরন (সম্পূরক) বিল, ১৯৯৭।	২২-৬-৯৭	২২-৬-৯৭	২৬-০৬-৯৭	২৬-৬-৯৭	১৯৯৭ সনের ১৪নং আইন
২।	অর্থ বিল, ১৯৯৭।	১২-৬-৯৭	২৯-৬-৯৭	৩০-৬-৯৭	৩০-৬-৯৭	১৯৯৭ সনের ১৫নং আইন
৩।	নির্দিষ্টকরন বিল, ১৯৯৭।	৩০-৬-৯৭	৩০-৬-৯৭	৩০-৬-৯৭	৩০-৬-৯৭	১৯৯৭ সনের ১৬নং আইন
৪।	বিমান নিরাপত্তা বিরোধী অপরাধ দমন বিল, ১৯৯৭।	১০-৫-৯৭	৯-৭-৯৭	১৭-৭-৯৭	১৭-৭-৯৭-	১৯৯৭ সনের ১৭নং আইন

সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কতৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	The Spesker and Deputy Speaker (Remuneration and privileges) (Amendment) Bill, 1997	০২-১১-৯৭	১০-১১-৯৭	১৬-১১-৯৭	১৬-১১-৯৭	১৯৯৭ সালের ২২নং আইন।
২।	The Bangladesh (Whips)(Amendment) Bill, 1997	০২-১১-৯৭	১০-১১-৯৭	১৬-১১-৯৭	১৬-১১-৯৭	১৯৯৭ সালের ২৩নং আইন।
৩।	The Administative Tribunals (Amendment) Bill, 1997	০২-১১-৯৭	১১-১১-৯৭	১৯-১১-৯৭	১৯-১১-৯৭	১৯৯৭ সালের ২৪নং আইন।
৪।	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, ১৯৯৭।	০৯-১১-৯৭	১২-১১-৯৭	১৯-১১-৯৭	১৯-১১-৯৭	১৯৯৭ সালের ২৫নং আইন।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) বিল, ১৯৯৭।	১৯-১-৯৭	২৮-১-৯৭	২-২-৯৭	২-২-৯৭	১৯৯৭ সনের ১নং আইন।
২।	রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৭	২০-১-৯৭	২৯-১-৯৭	২-২-৯৭	২-২-৯৭	১৯৯৭ সনের ২নং আইন।
৩।	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৭	২০-১-৯৭	২৯-১-৯৭	২-২-৯৭	২-২-৯৭	১৯৯৭ সনের ৩নং আইন।
৪।	বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৭	২০-১-৯৭	২৯-১-৯৭	২-২-৯৭	২-২-৯৭	১৯৯৭ সনের ৪নং আইন।
৫।	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (সংশোধন) বিল, ১৯৯৭	৬-১১-৯৭	০৬-২-৯৭	২৪-২-৯৭	২৪-২-৯৭	১৯৯৭ সনের ৫নং আইন।
৬।	The Securities and Exchange (Amendment) Bill, 1996.	১৯-১১-৯৭	১৯-২-৯৭	২৪-২-৯৭	২৪-২-৯৭	১৯৯৭ সনের ৬নং আইন।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৯৮	২০-০১-৯৮	২৩-৩-৯৮	৫-৪-৯৮	৫-৪-৯৮	১৯৯৮সনের ১নং আইন
২।	The Paurashava (Amendment) Bill, 1998.	১৫-২-৯৮	২৪-৩-৯৮	৫-৪-৯৮	৫-৪-৯৮	১৯৯৮সনের ২নং আইন
৩।	বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ১৯৯৮।	২০-১-৯৮	২৫-৩-৯৮	৫-৪-৯৮	৫-৪-৯৮	১৯৯৮সনের ৩নং আইন
৪।	মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (পারিশ্রমিক ও বিশেষ অধিকার) বিল, ১৯৯৮।	১৯-১-৯৮	১-৪-৯৮	৫-৪-৯৮	৫-৪-৯৮	১৯৯৮সনের ৪নং আইন
৫।	International Centee for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (Amendment) Bill, 1998.	৯-৩-৯৮	১৩-৪-৯৮	২২-৪-৯৮	২২-৪-৯৮	১৯৯৮সনের ৫নং আইন
৬।	ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৮।	২০-১-৯৮	১৯-৪-৯৮	২২-৪-৯৮	২২-৪-৯৮	১৯৯৮সনের ৬নং আইন
৭।	কর্মসংস্থান ব্যাংক বিল, ১৯৯৮	২২--৯৮	২৬-৪-৯৮	৫-৫-৯৮	৬-৫-৯৮	১৯৯৮সনের ৭নং আইন
৮।	বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন বিল, ১৯৯৮।	২২--৯৮	২৬-৪-৯৮	৫-৫-৯৮	৬-৫-৯৮	১৯৯৮সনের ৮নং আইন
৯।	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৮।	১২-৪-৯৮	৩-৫-৯৮	২৪-৫-৯৮	২৪-৫-৯৮	১৯৯৮সনের ৯নং আইন
১০।	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেঅ স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৮।	১২-৪-৯৮	৪-৫-৯৮	২৪-৫-৯৮	২৪-৫-৯৮	১৯৯৮সনের ১০নং আইন
১১।	বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৮	১২-৪-৯৮	৫-৫-৯৮	২৪-৫-৯৮	২৪-৫-৯৮	১৯৯৮সনের ১১নং আইন
১২।	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ বিল, ১৯৯৮।	১২-৪-৯৮	৬-৫-৯৮	২৪-৫-৯৮	২৪-৫-৯৮	১৯৯৮সনের ১২নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কতৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৯৮	২১-০৬-৯৮	২১-০৬-৯৮	৩০-০৬-৯৮	৩০-০৬-৯৮	১৯৯৮ সনের ১৩নং আইন
২।	অর্থ বিল, ১৯৯৮	১১-০৬-৯৮	২১-০৬-৯৮	৩০-০৬-৯৮	৩০-০৬-৯৮	১৯৯৮ সনের ১৪নং আইন
৩।	নির্দিষ্টকরণ বিল, ১৯৯৮	৩০-০৬-৯৮	৩০-৬-৯৮	৩০-০৬-৯৮	৩০-০৬-৯৮	১৯৯৮ সনের ১৫নং আইন
৪।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৯৮।	১৪-০৬-৯৮	০৮-০৭-৯৮	১৩-০৭-৯৮	১৩-০৭-৯৮	১৯৯৮ সনের ১৬নং আইন

সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কতৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	The University Grants Commission of Bangladsh (Amendment) Bill, 1998	০৭-০৯-৯৮	১১-১১-৯৮	২৩-১১-৯৮	২৩-১১-৯৮	১৯৯৮ সনের ১৭নং আইন
২।	The International Financial Organisations (Amendment) Bill, 1998	০৫-১১-৯৮	১৫-১১-৯৮	২৩-১১-৯৮	২৩-১১-৯৮	১৯৯৮ সনের ১৮নং আইন
৩।	The Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 1998.	০৭-৯-৯৮	১৭-১১-৯৮	২৩-১১-৯৮	২৩-১১-৯৮	১৯৯৮ সনের ১৯নং আইন
৪।	বন্যা-উত্তর পুনর্বাসন (অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ) বিল, ১৯৯৮	০৫-১১-৯৮	১৬-১১-৯৮	২৩-১১-৯৮	২৩-১১-৯৮	১৯৯৮ সনের ২০নং আইন
৫।	The Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Bill, 1998.	০৭-০৯-৯৮	১৮-১১-৯৮	২৩-১১-৯৮	২৩-১১-৯৮	১৯৯৮ সনের ২১নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬।	The President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 1998.	০৭-০৯-৯৮	২৩-১১-৯৮	০৩-১২-৯৮	০৩-১২-৯৮	১৯৯৮সনের ২২নং আইন
৭।	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৮	১৭-১১-৯৮	২২-১১-৯৮	০৩-১২-৯৮	০৩-১২-৯৮	১৯৯৮সনের ২৩নং আইন
৮।	উপজেলা পরিষদ বিল, ১৯৯৮	০৭-০৯-৯৮	২৫-১১-৯৮	০৩-১২-৯৮	০৩-১২-৯৮	১৯৯৮সনের ২৪নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	The Dhaka City Corporation (Amendment) Bill, 1999	১০-০৩-৯৯	১৫-০৩-৯৯	২২-০৩-৯৯	২২-০৩-৯৯	১৯৯৯সনের ১নং আইন
২।	The Chittgong City Corporation (Amendment) Bill, 1999	১০-০৩-৯৯	১৫-০৩-৯৯	২২-০৩-৯৯	২২-০৩-৯৯	১৯৯৯সনের ২নং আইন
৩।	The Khlna City Corporation (Amendment) Bill, 1999	১০-০৩-৯৯	১৫-০৩-৯৯	২২-০৩-৯৯	২২-০৩-৯৯	১৯৯৯সনের ৩নং আইন
৪।	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (সংশোধন) বিল, ১৯৯৯	১০-০৩-৯৯	১৫-০৩-৯৯	২২-০৩-৯৯	২২-০৩-৯৯	১৯৯৯সনের ৪নং আইন
৫।	মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন বিল, ১৯৯৯	২৪-১১-৯৮	০৪-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৯৯৯সনের ৫নং আইন
৬।	ডিপজিটরী বিল, ১৯৯৯	০৭-০২-৯৯	০৫-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৯৯৯সনের ৬নং আইন
৭।	The Dhak University (Amendment) Bill, 1999	০৫-১১-৯৮	০৬-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৯৯৯সনের ৭নং আইন
৮।	The Chittagong University (Amendment) Bill, 1999	০৫-১১-৯৮	০৬-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৯৯৯সনের ৮নং আইন
৯।	The Rajshahi University (Amendment) Bill, 1999	০৫-১১-৯৮	০৬-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৯৯৯সনের ৯নং আইন
১০।	The Jahangimagar University (Amendment) Bill, 1999	০৯-১১-৯৮	০৬-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৯৯৯সনের ১০নং আইন
১১।	খুলনা বিশ্ববিদালয় (সংশোধন) বিল, ১৯৯৯	০৯-১১-৯৮	০৬-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৯৯৯সনের ১১নং আইন
১২।	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিল, ১৯৯৯	০৯-১১-৯৮	০৬-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৯৯৯সনের ১২নং আইন
১৩।	The Agncultural University (Amendment) Bill, 1999	০৯-১১-৯৮	০৬-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৯৯৯সনের ১৩নং আইন
১৪।	Islamic University (Amendment) Bill, 1999	০৯-১১-৯৮	০৭-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৩-০৪-৯৯	১৯৯৯সনের ১৪নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কতৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ১৯৯৯	২০-০৬-৯৯	২০-০৬-৯৯	২৮-৬-৯৯	২৮-৬-৯৯	১৯৯৯সনের ১৫নং আইন
২।	অর্থ বিল, ১৯৯৯	১০-৬-৯৯	২৯-৬-৯৯	৩০-৬-৯৯	৩০-৬-৯৯	১৯৯৯সনের ১৬নং আইন
৩।	নির্দিষ্ট করণ বিল, ১৯৯৯	৩০-৬-৯৯	৩০-৬-৯৯	৩০-৬-৯৯	৩০-৬-৯৯	১৯৯৯সনের ১৭নং আইন
৪।	The Dhaka City Corporation (Amendment) (Amendment) Bill, 1999	১-৭-৯৯	৫-৭-৯৯	৭-৭-৯৯	৭-৭-৯৯	১৯৯৯সনের ১৮নং আইন
৫।	The Chittagong City Corporation (Amendment) (Amendment) Bill, 1999	১-৭-৯৯	৫-৭-৯৯	৭-৭-৯৯	৭-৭-৯৯	১৯৯৯সনের ১৯নং আইন
৬।	The Khulna City (Amendment) Bill, 1999	১-৭-৯৯	৫-৭-৯৯	৭-৭-৯৯	৭-৭-৯৯	১৯৯৯সনের ২০নং আইন
৭।	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (সংশোধন) (সংশোধন) বিল, ১৯৯৯	১-৭-৯৯	৫-৭-৯৯	৭-৭-৯৯	৭-৭-৯৯	১৯৯৯সনের ২১নং আইন
৮।	উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ১৯৯৯	১-৭-৯৯	৫-৭-৯৯	৭-৭-৯৯	৭-৭-৯৯	১৯৯৯সনের ২২নং আইন

সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কতৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন বিল, ১৯৯৯	৮-৯-৯৯	৭-১১-৯৯	১০-১১-৯৯	১০-১১-৯৯	১৯৯৯সনের ২৩নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2000.	০৪-০৭-৯৯	২০-০১-০০	২৬-০১-০০	২৬-০১-০০	২০০০সনের ১নং আইন
২।	The Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2000.	৩১-০৭-৯৯	২৩-০১-০০	২৬-০১-০০	২৬-০১-০০	২০০০সনের ২নং আইন
৩।	The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2000.	০৪-০৭-৯৯	২০-০১-০০	২৬-০১-০০	২৬-০১-০০	২০০০সনের ৩নং আইন
৪।	The Members of Parliament (Remuneration and Allowances) (Amendment) Bill, 2000.	৩১-০৭-৯৯	২৩-০১-০০	২৬-০১-০০	২৬-০১-০০	২০০০সনের ৪নং আইন
৫।	The Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2000.	০১-০৭-৯৯	২৩-১-০০	২৬-০১-০০	২৬-০১-০০	২০০০সনের ৫নং আইন
৬।	আইনগত সহায়তা প্রদান বিল, ২০০০	৩১-০১-৯৯	২৪-০১-০০	২৬-০১-০০	২৬-০১-০০	২০০০সনের ৬নং আইন
৭।	জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) বিল, ২০০০	২৭-০১-০০	৩০-০১-০০	১৪-০২-০০	১৪-০২-০০	২০০০সনের ৭নং আইন
৮।	নারী ও শিশু নির্যাতন বিল, ২০০০	২৭-০১-০০	২৭-০১-০০	১৪-০২-০০	১৪-০২-০০	২০০০সনের ৮নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কতৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০০০	১৯-০৬-০০	১৯-০৬-০০	২১-০৬-০০	২১-০৬-০০	২০০০সনের ১৩নং আইন
২।	The Insurance (Amendment Bill, 2000	০৬-০৬-০০	২৭-০৬-০০	২৯-০৬-০০	২৯-০৬-০০	২০০০সনের ১৪নং আইন
৩।	অর্থ বিল, ২০০০	০৮-০৬-০০	২৮-০৬-০০	২৯-০৬-০০	২৯-০৬-০০	২০০০সনের ১৫নং আইন
৪।	নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০০০	২৯-০৬-০০	২৯-০৬-০০	২৯-০৬-০০	২৯-০৬-০০	২০০০সনের ১৬নং আইন
৫।	The Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2000	০১-০৭-৯৯	০৩-০৭-০০	০৬-০৭-০০	০৬-০৭-০০	২০০০সনের ১৭নং আইন
৬।	ব্যাংক আমানত বীমা বিল, ২০০০	১৯-০১-০০	০৩-০৭-০০	০৬-০৭-০০	০৬-০৭-০০	২০০০সনের ১৮নং আইন
৭।	জেলা পরিষদ বিল, ২০০০	০৬-০৪-০০	০৩-০৭-০০	০৬-০৭-০০	০৬-০৭-০০	২০০০সনের ১৯নং আইন
৮।	ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা (শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট) নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী বিল, ২০০০	০৬-০৬-০০	০৩-০৭-০০	০৬-০৭-০০	০৬-০৭-০০	২০০০সনের ২০নং আইন
৯।	The Trusts (Amendement) Bill, 2000	০৩-০৮-৯৯	০৪-০৭-০০	০৬-০৭-০০	০৬-০৭-০০	২০০০সনের ২১নং আইন
১০।	The Government Primary School Teachers Welfare Trusts (Amendment) Bill, 2000.	০৬-০৬-০০	০৪-০৭-০০	০৬-০৭-০০	০৬-০৭-০০	২০০০সনের ২২নং আইন
১১।	সিকিউটিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন(সংশোধন) বিল, ২০০০	০৪-০৪-০০	০৪-০৭-০০	০৬-০৭-০০	০৬-০৭-০০	২০০০সনের ২৩নং আইন
১২।	The Investment Corporation of Bangladesh (Amendment) Bill, 2000	০৬-০৬-০০	০৪-০৭-০০	০৬-০৭-০০	০৬-০৭-০০	২০০০সনের ২৪নং আইন
১৩।	বেসরকারীকরণ বিল, ২০০০	২৪-০৪-০০	০৫-০৭-০০	১১-০৭-০০	১১-০৭-০০	২০০০সনের ২৫নং আইন
১৪।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বিল, ২০০০	০৬-০৪-০০	০৫-০৭-০০	১১-০৭-০০	১১-০৭-০০	২০০০সনের ২৬নং আইন
১৫।	জাতীয় গ্রহয়াণ কর্তৃপক্ষ বিল, ২০০০	০২-০৪-০০	০৫-০৭-০০	১১-০৭-০০	১১-০৭-০০	২০০০সনের ২৭নং আইন
১৬।	কপি রাইট বিল, ২০০০	০২-০৪-০০	০৯-০৭-০০	১৮-০৭-০০	১৮-০৭-০০	২০০০সনের ২৮নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০০০	০৪-০৭-০০	১২-৯-০০	১৮-৯-০০	১৮-৯-০০	২০০০সনের ২৯নং আইন
২।	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০০০	০৪-০৭-০০	১২-৯-০০	১৮-৯-০০	১৮-৯-০০	২০০০সনের ৩০নং আইন
৩।	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০০০	০৪-০৭-০০	১২-৯-০০	১৮-৯-০০	১৮-৯-০০	২০০০সনের ৩১নং আইন
৪।	ব্যাটালিয়ান আনসার (সংশোধন) বিল, ২০০০	২০-৬-০০	১২-৯-০০	১৮-৯-০০	১৮-৯-০০	২০০০সনের ৩২নং আইন
৫।	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, ২০০০	৬-৯-০০	১৪-৯-০০	১৮-৯-০০	১৮-৯-০০	২০০০সনের ৩৩নং আইন
৬।	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, ২০০০	৬-৯-০০	১৪-৯-০০	১৮-৯-০০	১৮-৯-০০	২০০০সনের ৩৪নং আইন
৭।	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, ২০০০	৬-৯-০০	১৪-৯-০০	১৮-৯-০০	১৮-৯-০০	২০০০সনের ৩৫নং আইন
৮।	মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও পৌর এলাকাসহ দেশের সকল খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ বিল, ২০০০।	১১-৯-০০	১৪-৯-০০	১৮-৯-০০	১৮-৯-০০	২০০০সনের ৩৬নং আইন

সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কতৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	The Securties and Exchange (Amendment) Bill, 2000	০৪-০৪-০০	২১-১১-০০	২৭-১১-০০	২৭-১১-০০	২০০০সনের ৩৭নং আইন
২।	০বেসরকারী প্রাথমিক (সংশোধন) বিল, ২০০০	০৬-০৯-০০	২১-১১-০০	২৭-১১-০০	২৭-১১-০০	২০০০সনের ৩৮নং আইন
৩।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিল, ২০০০	১২-০১-০০	২১-১১-০০	২৭-১১-০০	২৭-১১-০০	২০০০সনের ৩৯নং আইন
৪।	The Bangladesh Laws (Revision and Declaration) (Second Amendment) Bill, 2000	০৫-১১-৯৮	২২-১১-০০	২৭-১১-০০	২৭-১১-০০	২০০০সনের ৪০নং আইন
৫।	The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2000.	২৯-৩-০০	২২-১১-০০	২৭-১১-০০	২৭-১১-০০	২০০০সনের ৪১নং আইন
৬।	পণ্যউৎপাদন শীল রাষ্টীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকুরীর শর্তাবলী) বিল, ২০০০	১৯-১১-০০	২২-১১-০০	২৭-১১-০০	২৭-১১-০০	২০০০সনের ৪২নং আইন
৭।	এডমিরলটি কোর্ট বিল, ২০০০	২৯-০৩-০০	২৩-১১-০০	২৭-১১-০০	২৭-১১-০০	২০০০সনের ৪৩নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কতৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) বিল, ২০০০	০২-০৪-০০	০৫-০৪-০০	১০-০৪-০০	১০-০৪-০০	২০০০সনের ৯নং আইন
২।	The Forest (Amendment) Bill, 2000	০২-০৪-০০	০৬-০৪-০০	১০-০৪-০০	১০-০৪-০০	২০০০সনের ১০নং আইন
৩।	পরিবেশ আদালত বিল, ২০০০	০২-০৪-০০	০৬-০৪-০০	১০-০৪-০০	১০-০৪-০০	২০০০সনের ১১নং আইন
৪।	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) বিল, ২০০০	০২-০৪-০০	০৬-০৪-০০	১০-০৪-০০	১০-০৪-০০	২০০০সনের ১২নং আইন

সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কতৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষন ও প্রদর্শন বিল, ২০০১	০৬-০৪-০০	১৮-০১-০১	২৪-০১-০১	২৪-০১-০১	২০০১সনের ২নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	The Supreme Court Judges (Leave Pension and Privileges) (Amendment) Bill, 2001.	১৫-১১-০০	২-৪-০১	০৯-০৪-০১	০৯-০৪-০১	২০০১ সনের ৭নং আইন
২।	The Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) (Amendment) Bill, 2001.	১৫-১১-০০	২-৪-০১	০৯-০৪-০১	০৯-০৪-০১	২০০১সনের ৮নং আইন
৩।	The Public Demands Recovery (Amendment) Bill, 2001.	১৫-১১-০০	৩-০৪-০১	০৯-০৪-০১	০৯-০৪-০১	২০০১সনের ৯নং আইন
৪।	সিলেট সিটি কর্পোরেশন বিল, ২০০১	২৯-০৩-০১	০৪-০৪-০১	০৯-০৪-০১	০৯-০৪-০১	২০০১সনের ১০নং আইন
৫।	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বিল, ২০০১	২৯-০৩-০১	০৪-০৪-০১	০৯-০৪-০১	০৯-০৪-০১	২০০১সনের ১১নং আইন
৬।	প্রতিবন্ধী কল্যাণ বিল, ২০০১	২৯-০৩-০১	০৪-০৪-০১	০৯-০৪-০১	০৯-০৪-০১	২০০১সনের ১২নং আইন
৭।	উপজেলাপরিষদ (সংশোধন) বিল, ২০০১	২৯-০৩-০১	০৪-০৪-০১	১১-০৪-০১	১১-০৪-০১	২০০১সনের ১৩নং আইন
৮।	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পার্লামেন্টারী স্ট্যাডিজ বিল, ২০০১	১৫-১১-০০	৮-০৪-০১	১১-০৪-০১	১১-০৪-০১	২০০১সনের ১৪নং আইন
৯।	আইন কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০০১	১৫-০১-০০	৮-০৪-০১	১১-০৪-০১	১১-০৪-০১	২০০১সনের ১৫নং আইন
১০।	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যপর্ণ বিল, ২০০১	২৯-০৩-০১	৮-০৪-০১	১১-০৪-০১	১১-০৪-০১	২০০১সনের ১৬নং আইন
১১।	ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০০১	২৯-০৩-০১	৮-০৪-০১	১১-০৪-০১	১১-০৪-০১	২০০১সনের ১৭নং আইন
১২।	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ বিল, ২০০১	২৯-০৩-০১	৯-০৪-০১	১৬-০৪-০১	১৬-০৪-০১	২০০১সনের ১৮নং আইন
১৩।	ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড বিল, ২০০১	২৯-০৩-০১	৯-০৪-০১	১৬-০৪-০১	১৬-০৪-০১	২০০১সনের ১৯নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪।	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ বিল, ২০০১	২৯-০৩-০১	৯-০৪-০১	১৬-০৪০১	১৬-০৪-০১	২০০১সনের ২০নং আইন
১৫।	The Local Government (Union Parishads) (Amendment) Bill, 2001	০২-০৪-০১	১০-০৪-০১	১০-০৪০১	১৬-০৪-০১	২০০১সনের ২১নং আইন
১৬।	The Members of the Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) (Amendment) Bill, 2001	০২-০৪-০১	১০-০৪-০১	১০-০৪-০১	১৬-০৪-০১	২০০১সনের ২২নং আইন
১৭।	ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) বিল, ২০০১	০৯-০৭-০১	১১-০৪-০১	১৬-০৪-০১	১৬-০৪-০১	২০০১সনের ২৩নং আইন
১৮।	ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) বিল, ২০০১	০২-০৪-০১	১১-০৪-০১	১৬-০৪-০১	১৬-০৪-০১	২০০১সনের ২৪নং আইন
১৯।	The Bangladesh Water and Power Development Boards (Amendment) Bill, 2001.	০২-০৪-০১	১১-০৪-০১	১৬-০৪-০১	১৬-০৪-০১	২০০১সনের ২৫নং আইন
২০।	The Rural Electrification Board (Amendment) Bill, 2001.	০২-০৪-০১	১১-০৪-০১	১৬-০৪-০১	১৬-০৪-০১	২০০১সনের ২৬নং আইন
২১।	The Electrification Board (Second Amendment) Bill, 2001.	০২-০৪-০১	১১-০৪-০১	১৬-০৪-০১	১৬-০৪-০১	২০০১সনের ২৭নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি প্রদত্ত সরকারী বিলের বিবরণী

ক্রমিক	বিলের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম	সংসদে উত্থাপনের তারিখ	সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার তারিখ	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতিদানের তারিখ	অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশের তারিখ	আইন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০০১	১১-০৬-০১	১১-০৬-০১	১৪-০৬-০১	১৪-০৬-০১	২০০১ সনের ২৮নং আইন
২।	জাতীর পিতার পরিবার সদস্যগণের নিরপত্তা বিল, ২০০১	১৮-০৬-০১	২০-০৬-০১	২১-০৬-০১	২১-০৬-০১	২০০১সনের ২৯নং আইন
৩।	অর্থ বিল, ২০০১	০৭-০৬-০১	২৮-০৬-০১	৩০-০৬-০১	৩০-০৬-০১	২০০১সনের ৩০নং আইন
৪।	নির্দিষ্টকরণ বিল, ২০০১	২৮-০৬-০১	২৮-০৬-০১	৩০-০৬-০১	৩০-০৬-০১	২০০১সনের ৩১নং আইন
৫।	বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট বিল, ২০০১	০৬-০৬-০১	০২-০৭-০১	০৮-০৭-০১	০৮-০৭-০১	২০০১সনের ৩২নং আইন
৬।	The Engineering and Technology University (Amendment) Bill, 2001	১৩-০৬-০১	০২-০৭-০১	০৮-০৭-০১	০৮-০৭-০১	২০০১সনের ৩৩নং আইন
৭।	রংপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০০১	১৩-০৬-০১	০২-০৭-০১	০৮-০৭-০১	০৮-০৭-০১	২০০১সনের ৩৪নং আইন
৮।	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০০১	১৩-০৬-০১	০২-০৭-০১	০৮-০৭-০১	০৮-০৭-০১	২০০১সনের ৩৫নং আইন
৯।	বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১	১৩-০৬-০১	০২-০৭-০১	০৮-০৭-০১	০৮-০৭-০১	২০০১সনের ৩৬নং আইন
১০।	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০০০১	১৩-০৬-০১	০৩-০৭-০১	১২-০৭-০১	১২-০৭-০১	২০০১সনের ৩৭নং আইন
১১।	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০০০১	১৩-০৬-০১	০৩-০৭-০১	১২-০৭-০১	১২-০৭-০১	২০০১সনের ৩৮নং আইন
১২।	রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০০০১	১৩-০৬-০১	০৩-০৭-০১	১৩-০৭-০১	১৩-০৭-০১	২০০১সনের ৩৯নং আইন
১৩।	কুমিল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০০০	১৩-০৬-০১	০৩-০৭-০১	১৩-০৭-০১	১৩-০৭-০১	২০০১সনের ৪০নং আইন
১৪।	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০০০১	১৩-০৬-০১	০৩-০৭-০১	১৩-০৭-০১	১৩-০৭-০১	২০০১সনের ৪১নং আইন
১৫।	বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০০০১	১৩-০৬-০১	০৩-০৭-০১	১৩-০৭-০১	১৩-০৭-০১	২০০১সনের ৪২নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৬।	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০০০১	১৩-০৬-০১	০৩-০৭-০১	১৩-০৭-০১	১৩-০৭-০১	২০০১সনের ৪৩নং আইন
১৭।	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০০০১	১৩-০৬-০১	০৩-০৭-০১	১৩-০৭-০১	১৩-০৭-০১	২০০১সনের ৪৪নং আইন
১৮।	বরিশাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০০০১	১৩-০৬-০১	০৩-০৭-০১	১৩-০৭-০১	১৩-০৭-০১	২০০১সনের ৪৫নং আইন
১৯।	শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০০১	০৩-০৭-০১	০৯-০৭-০১	১৫-০৭-০১	১৫-০৭-০১	২০০১সনের ৪৬নং আইন
২০।	স,মবায় সমিতি বিল, ২০০১	০৪-০৭-০১	০৯-০৭-০১	১৫-০৭-০১	১৫-০৭-০১	২০০১সনের ৪৭নং আইন
২১।	The Bangladesh Laws (Revision and Declaration (Third Amendment) Bill, 2001	১৯-০৬-০১	১০-০৭-০১	১৫-০৭-০১	১৫-০৭-০১	২০০১সনের ৪৮নং আইন
২২।	The Civil Courts (Amendment) Bill, 2001	২৫-০৬-০১	১০-০৭-০১	১৫-০৭-০১	১৫-০৭-০১	২০০১সনের ৪৯নং আইন
২৩।	The Supreme Court Judges (Remuneration and Privilliges) (Second Amendment) Bill, 2001	০১-০৭-০১	১০-০৭-০১	১৫-০৭-০১	১৫-০৭-০১	২০০১সনের ৫০নং আইন
২৪।	The Hindu Religous Welfare Trust (Amendment) Bill, 2001	০৪-০৭-০১	১২-০৭-০১	১৫-০৭-০১	১৫-০৭-০১	২০০১সনের ৫১নং আইন
২৫।	The Buddhist Religous Welfare Trust (Amendment) Bill, 2001	০৪-০৭-০১	১২-০৭-০১	১৫-০৭-০১	১৫-০৭-০১	২০০১সনের ৫২নং আইন
২৬।	পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন বিল, ২০০১	০৮-০৭-০১	১২-০৭-০১	১৭-০৭-০১	১৭-০৭-০১	২০০১সনের ৫৩নং আইন
২৭।	বাংলাদেশ বেতার কতৃপক্ষ বিল, ২০০১	১০-০৭-০১	১২-০৭-০১	১৭-০৭-০১	১৭-০৭-০১	২০০১সনের ৫৪নং আইন
২৮।	বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষ বিল, ২০০১	১০-০৭-০১	১২-০৭-০১	১৭-০৭-০১	১৭-০৭-০১	২০০১সনের ৫৫নং আইন
২৯।	ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট বিল, ২০০১	১০-০৭-০১	১২-০৭-০১	১৭-০৭-০১	১৭-০৭-০১	২০০১সনের ৫৬নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট 'ঘ'

কমিটি সংক্রান্ত ঃ

স্বাধীনতা উত্তর কালে সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহের (একটি অ্যাডহক কমিটি সহ) মাননীয় সভাপতি ও সদস্যগণের নামের তালিকা

প্রথম জাতীয় সংসদ

(গঠনের তারিখ ঃ ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৩)

প্রথম সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি*

(গঠনের তারিখ ঃ ১০ই জুলাই, ১৯৭৪)

ক্রমিক	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা	দলগত পরিচয়	মন্তব্য
১।	জনাব কাজী জহিরুল কাইয়ুম	সভাপতি	২৫৭ কুমিল্লা-১৭	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
২।	জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস	সদস্য	২৯২ চট্টগ্রাম-১২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
৩।	গাজী ফজলুর রহমান	সদস্য	১৯২ ঢাকা-২২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
৪।	জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক	সদস্য	২১৬ ফরিদপুর-১৬	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
৫।	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান	সদস্য	১৯ রংপুর-১৯	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
৬।	জনাব মোঃ ফজলুল করিম	সদস্য	২৫ দিনাজপুর-৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
৭।	শ্রী কুবের চন্দ্র বিশ্বাস	সদস্য	৯৫ খুলনা-৫	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
৮।	অধ্যাপক মোহাম্মদ হানিফ	সদস্য	২৭২ নোয়াখালী-৬	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
৯।	অধ্যাপিকা মমতাজ বেগম	সদস্য	৩১৩ মহিলা আসন-১৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
১০।	জনাব মোঃ আলী আশরাফ	সদস্য	২৫১ কুমিল্লা-১১	স্বতন্ত্র	
১১।	জনাব সৈয়দ কামরুল ইসলাম	সদস্য	২০৩ ফরিদপুর-৩	স্বতন্ত্র	পরে ভাসানী ন্যাপ দলে যোগদান করেন

- সর্বমোট ১১ সদস্যসহ গঠিত।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ
(গঠনের তারিখ ঃ ২রা এপ্রিল, ১৯৭৯)

দ্বিতীয় সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
(গঠনের তারিখ ঃ ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৯)

ক্রমিক	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা	দলগত পরিচয়	মন্তব্য
১।	জনাব আতাউদ্দিন খান	সভাপতি	ঢাকা- ১০	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	পরে প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত
১।	জনাব আতাউর রহমান খান	সভাপতি	ঢাকা- ২১	জাতীয় লীগ	স্থলাভিষিক্ত সভাপতি
২।	জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ	সদস্য	১৯৭ ঢাকা-২৪	স্বতন্ত্র	পরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগদান করেন
৩।	জনাব মীর্জা রুহুল আমিন	সদস্য	৪ দিনাজপুর-৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
৪।	জনাব মোখলেছুর রহমান চৌধুরী		৪৮ রাজশাহী- ৫	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
৫।	জনাব শেখ রাজ্জাক আলী	সদস্য	১০৫ খুলনা- ১০	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
৬।	জনাব আজিজুল হক	সদস্য	৪২ বগুড়া- ৮	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
৭।	জনাব তারিকুল ইসলাম	সদস্য	৯০ যশোর- ৯	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
৮।	জনাব নাজিম কামরান চৌধুরী	সদস্য	২৩১ সিলেট- ৯	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
৯।	সৈয়দ মাসুদ রুমী	সদস্য	৭৯ কুমিল্লা- ৬	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
১০।	জনাব এ এম বদরুল আলী	সদস্য	৮৭ যশোর- ৬	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
১১।	শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত	সদস্য	২২৪ সিলেট- ২	জাতীয় একতা পার্টি	
১২।	জনাব সিরাজুল ইসলাম	সদস্য	২ দিনাজপুর- ২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
১৩।	জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	সদস্য	২৮৫ চট্টগ্রাম- ৫	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
১৪।	জনাব জহির উদ্দিন খান	সদস্য	২৮৬ চট্টগ্রাম- ৬	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
১৫।	জনাব জহুরুল ইসলাম তালুকদার	সদস্য	৬২ পাবনা- ১	স্বতন্ত্র	উপ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত পরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল যোগদান করেন

মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গঠিত এ্যাডহক কমিটি

তৃতীয় (এ্যাডহক) সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
(গঠনের তারিখ ঃ ১৯শে অক্টোবর, ১৯৮৩)

ক্রমিক	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা/পদবী	মন্তব্য
১।	বিচারপতি জনাব কে এ বাকের	সভাপতি	মন্ত্রী, আইন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়	(৮ই মার্চ, ১৯৮৫ পর্যন্ত)
১।	বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলাম	সভাপতি	মন্ত্রী, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়	(৯ই মার্চ, ১৯৮৫ থেকে)
২।	জনাব বদিউজ্জামান	সদস্য	প্রাক্তন সভাপতি, রাজশাহী শিল্প ও বণিক সমিতি, রাজশাহী	
৩।	জনাব আশরাফ উদ্দিন আহমেদ	সদস্য	প্রাক্তন সভাপতি, খুলনা শিল্প ও বণিক সমিতি	
৪।	জনাব এম এ খায়ের	সদস্য	প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ পাট সমিতি, নারায়ণগঞ্জ	
৫।	জনাব সিরাজ উদ্দিন আহমেদ	সদস্য	প্রাক্তন সভাপতি, চট্টগ্রাম শিল্প ও বণিক সমিতি	
৬।	জনাব জি এম চৌধুরী	সদস্য	পূবালী ব্যাংকের প্রাক্তন মহা-পরিচালক এবং অবসরপ্রাপ্ত সচিব, ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ বিভাগ	
৭।	জনাব কে কে হুদা	সদস্য	সভাপতি, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস	
৮।	জনাব এ এফ এম এহসানুল	সদস্য	সদস্য পরিকল্পনা কমিশন	
৯।	মেজর জেনারেল আনোয়ার হোসেন	সদস্য	মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা	
১০।	জনাব জি এ খান	সদস্য	প্রাক্তন সভাপতি, ঢাকা জেলা কর সমিতি	
১১।	অতিরিক্ত সচিব অর্থ বিভাগ	সদস্য	অতিরিক্ত সচিব অর্থ বিভাগ	সদস্য সচিব

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ জাতীয় সংসদ
(গঠনের তারিখ ঃ ২৫শে এপ্রিল, ১৯৮৮)

তৃতীয় সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
(গঠনের তারিখ ঃ ১৫ই জুন, ১৯৮৮)

ক্রমিক	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা	দলগত পরিচয়	মন্তব্য
১।	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান	সভাপতি	৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	বিরোধী দলীয় সভাপতি
২।	আলহাজ্জ্ব এম মনসুর আলী	সভাপতি	১০৮ সাতক্ষীরা-৪	জাতীয় পার্টি	
৩।	মেজর জেনারেল (অবঃ) এম সামছুল হক	সদস্য	২৬১ চাঁদপুর-২	জাতীয় পার্টি	
৪।	জনাব মির্জা রুহুল আমীন	সদস্য	৪ ঠাকুরগাঁও-২	জাতীয় পার্টি	
৫।	অধ্যাপক আবদুস সালাম	সদস্য	১৪৭ শেরপুর-২	জাতীয় পার্টি	
৬।	জনাব মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ	সদস্য	৫৩ রাজশাহী-১	জাতীয় পার্টি	
৭।	বেগম কামরুন নাহার জাফর	সদস্য	২৮৮ চট্টগ্রাম-১০	জাতীয় পার্টি	
৮।	জনাব ওয়াজিদ আলী খান পন্নী	সদস্য	১৩৯ টাঙ্গাইল-৭	জাতীয় পার্টি	
৯।	জনাব মাইন উদ্দিন	সদস্য	২০১ নরসিংদী-৫	জাতীয় পার্টি	
১০।	জনাব হুমায়ুন কবির	সদস্য	২৪৪ ব্রাহ্মনবাড়িয়া-৩	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	
১১।	জনাব মোঃ ময়েনউদ্দিন সরকার	সদস্য	১৯ রংপুর-১	জাতীয় পার্টি	
১২।	জনাব মোঃ ফখরুল ইমাম	সদস্য	১৫৬ ময়মনসিংহ-৮	জাতীয় পার্টি	
১৩।	জনাব এহসান আলী খান	সদস্য	৪৫ নওয়াবগঞ্জ-৩	জাতীয় পার্টি	
১৪।	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম মণি	সদস্য	১১১ বরগুনা-২	স্বতন্ত্র	
১৫।	জনাব মোশাররফ হোসেন	সদস্য	২৭৮ লক্ষীপুর-৪	জাতীয় পার্টি	

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম জাতীয় সংসদ
(গঠনের তারিখ ঃ ৫ই এপ্রিল, ১৯৯১)
চতুর্থ সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
(গঠনের তারিখ ঃ ৮ই জুলাই, ১৯৯১)

ক্রমিক	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা	দলগত পরিচয়	মন্তব্য
১।	জনাব এল কে সিদ্দিকী	সভাপতি	২৮০ চট্টগ্রাম-২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	পরে মন্ত্রী নিযুক্ত
২।	জনাব আকবর হোসেন	সদস্য	২৫৫ কুমিল্লা-৮	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
৩।	সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন	সদস্য	৪৪ নবাবগঞ্জ-২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
৪।	জনাব মোঃ শঅহাজান ওমর	সদস্য	১২৭ ঝালকাঠি-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
৫।	জনাব আনোয়ারুল হোসেন খান চৌধুরী	সদস্য	১৫৭ ময়মনসিংহ-১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
৬।	বেগম জাহানারা বেগম	সদস্য	মহিলা আসন-২২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	পরে প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত
৭।	জনাব মোঃ শাহজাহান	সদস্য	২৭৩ নোয়াখালী-৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
৮।	জনাব মোঃ আবদুল গণি	সদস্য	৭৪ মেহেরপুর-২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
৯।	জনাব মেসবাউদ্দিন খান	সদস্য	২৬০ চাঁদপুর-১২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
১০।	জনাব আখতারুজ্জামান চৌধুরী (বাবু)	সদস্য	২৯০ চট্টগ্রাম-১২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	পরে ক্রমিক ১৯ কর্তৃক স্থলাভিষিক্ত
১১।	জনাব মোঃ আহঅদুজ্জামান	সদস্য	৯২ মাগুরা-২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৪-১২-৯৩ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন
১২।	অধ্যক্ষ এম এম নজরুল ইসলাম	সদস্য	১২০ ভোলা-৪	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৭-০৯-৯২ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন
১৩।	জনাব রাশেদ খান মেনন	সদস্য	১২২ বাকেরগঞ্জ-২	ওয়ার্কাস পার্টি	
১৪।	ডাঃ টি আই এম ফজলে রাব্বী চৌধুরী	সদস্য	৩১ গাইবান্ধা-৩	জাতীয় পার্টি	
১৫।	মাওলানা মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	সদস্য	৯০ যশোর-৬	জামায়াতে ইসলামী	
১৬।	জনাব মোঃ রেদওয়ান আহম্মদ	সদস্য	২৫৩ কুমিল্লা-৬	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	পরে ক্রমিক নং ৬ এর স্থলাভিষিক্ত
১৭।	মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম	সদস্য	১৮৫ ঢাকা-৫	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	পরে ক্রমিক নং ১২ এর স্থলাভিষিক্ত
১৮।	ডঃ মিজানুল হক	সদস্য	১৬৮ কিশোরগঞ্জ-৪	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	পরে ক্রমিক নং ২ এর স্থলাভিষিক্ত
১৯।	উপাধ্যক্ষ মোঃ মোঃ আবদুর শহীদ	সদস্য	২৩৭ মৌলভীবাজার-৪	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	পরে ক্রমিক নং ১০ এর স্থলাভিষিক্ত
২০।	জনাব আবুল হাসান চৌধুরী	সদস্য	১৩৩ টাঙ্গাইল-১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	পরে ক্রমিক নং ১১ এর স্থলাভিষিক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম জাতীয় সংসদ
(গঠনের তারিখ ঃ ১৪ই এপ্রিল, ১৯৯৬)

পঞ্চম সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
(গঠনের তারিখ ঃ ২০শে নভেম্বর, ১৯৯৬)

ক্রমিক	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা	দলগত পরিচয়	মন্তব্য
১।	জনাব এস এম আকরাম	সভাপতি		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
২।	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান	সদস্য		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
৩।	কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী	সদস্য		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
৪।	ডঃ মিজানুল হক	সদস্য		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	পরে ক্রমিক ১৬ কর্তৃক স্থলাভিষিক্ত
৫।	জনাব এম কে আনোয়ার	সদস্য		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
৬।	জনাব হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ	সদস্য		জাতীয় পার্টি	পরে ক্রমিক ১৭ কর্তৃক স্থলাভিষিক্ত
৭।	উপাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুস শাহীদ	সদস্য		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
৮।	জনাব আবুল কালাম আজাদ	সদস্য		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
৯।	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	সদস্য		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
১০।	খন্দকার আসাদুজ্জামান	সদস্য		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
১১।	ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন	সদস্য		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	পরে মন্ত্রী নিযুক্ত
১২।	জনাব এম মোরশেদ খান	সদস্য		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
১৩।	জনাব হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রম	সদস্য		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
১৪।	জনাব আব্দুল মান্নান	সদস্য		বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
১৫।	জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল	সদস্য		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
১৬।	অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ	সদস্য		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	পরে ক্রমিক ৪ কর্তৃক স্থলভিষিক্ত
১৭।	জনাব মোঃ মুজিবর রহমান*	সদস্য		জাতীয় পার্টি	পরে ক্রমিক ৬ কর্তৃক স্থলভিষিক্ত
১৮।	জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ	সদস্য		বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	পরে ক্রমিক ১১ কর্তৃক স্থলভিষিক্ত

Dhaka University Institutional Repository

জুন, ২০০১ সাল পর্যন্ত সপ্তম সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকসমূহের তারিখ ভিত্তিক বিবরণী

ক্রমিক	তারিখ	বিবরণী	প্রতিবেদন	বছর
১.	২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৬	প্রাথমিক নীতিনির্ধারণী	প্রথম প্রতিবেদন	১৯৮৭-৮৮
২.	২২ জানুয়ারি, ১৯৯৭	নীতিনির্ধারণী সভা গৃহায়ণ ওগণপূর্ত মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
৩.	২৩ জানুয়ারি, ১৯৯৭	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
৪.	৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭	মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় ভূমি মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
৫.	৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
৬.	২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
৭.	২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
৮.	১২ মার্চ, ১৯৯৭	বিদ্যুৎ , জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
৯.	২৪ মার্চ, ১৯৯৭	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
১০.	২৫ মার্চ, ১৯৯৭	সড়ক ও রেলপথ বিভাগ , যোগাযোগ মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
১১.	২৯ এপ্রিল, ১৯৯৭	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	দ্বিতীয় প্রতিবেদন	১৯৮৭-৮৮
১২.	৩০ এপ্রিল, ১৯৯৭	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
১৩.	২৮ মে, ১৯৯৭	নীতিনিধারণী সভা মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
১৪.	২৯ মে, ১৯৯৭	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
১৫.	১৮ জুন, ১৯৯৭	কৃষি মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
১৬.	২৫ জুন, ১৯৯৭	বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
১৭.	১৬ জুলাই, ১৯৯৭	ভূমি মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
১৮.	১৭ জুলাই, ১৯৯৭	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
১৯.	১৩ আগষ্ট, ১৯৯৭	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়		১৯৯৪-৯৫
২০.	১৪ আগষ্ট, ১৯৯৭	বস্ত্র মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
২১.	২৭ আগষ্ট, ১৯৯৭	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	তৃতীয় প্রতিবেদন	১৯৮৭-৮৮
২২.	২৮ আগষ্ট, ১৯৯৭	পাট মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
২৩.	১ অক্টোবর, ১৯৯৭	শিল্প মন্ত্রণালয়		১৯৯৪-৯৫
২৪.	১৫ অক্টোবর, ১৯৯৭	স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার , পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়		১৯৯৪-৯৫
২৫.	১৬ অক্টোবর, ১৯৯৭	বানিজ্য মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
২৬.	২৯ অক্টোবর, ১৯৯৭	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়		১৯৯৩-৯৫/ ১৯৮৭-৮৮
২৭.	৩০ অক্টোবর, ১৯৯৭	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়		১৯৯৪-৯৫/ ১৯৮৭-৮৮

Dhaka University Institutional Repository

২৮.	১২ নভেম্বর, ১৯৯৭	সড়ক ও রেলপথ বিভাগ , যোগাযোগ মন্ত্রণালয়		১৯৯৪-৯৫
২৯.	১৩ নভেম্বর, ১৯৯৭	শিক্ষা মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
৩০.	২৬ নভেম্বর, ১৯৯৭	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়		১৯৯৪-৯৫
৩১.	২৭ নভেম্বর, ১৯৯৭	সড়ক ও রেলপথ বিভাগ , যোগাযোগ মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
৩২.	১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৭	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়		১৯৯৪-৯৫
৩৩.	১১ ডিসেম্বর, ১৯৯৭	কৃষি মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
৩৪.	২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৭	মৎস্য ও পশু মন্ত্রণালয়		১৯৯৪-৯৫/ ১৯৮৭-৮৮
৩৫.	১৩ মে, ১৯৯৮	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র)	চতুর্থ প্রতিবেদন	১৯৮০-৯২
৩৬.	১৪ মে, ১৯৯৮	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, (গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ৭ম সংসদের ২য়, ৩য় ও ৬ষ্ঠ সভা)		৭ম সংসদ (প্রথম প্রতিবেদন)
৩৭.	২৭ মে, ১৯৯৮	ব্যাংকিবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়		১৯৯৪-৯৫
৩৮.	২৮ মে, ১৯৯৮	অনালোচিত অডিট আপত্তি (ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়)		১৯৭১-১৯৮০
৩৯.	২৪ জুন, ১৯৯৮	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র)		১৯৮০-৯২
৪০.	২৫ জুন, ১৯৯৮	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
৪১.	১৫ জুলাই, ১৯৯৮	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ৭ম সংসদের ৯ম ও ১২তম সভা)		৭ম সংসদ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিবেদন)
৪২.	১৬ জুলাই, ১৯৯৮	শিল্প মন্ত্রণালয়		১৯৯৪-৯৫
৪৩.	১২ আগষ্ট, ১৯৯৮	খাদ্য মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
৪৪.	১৩ আগষ্ট, ১৯৯৮	অনালোচিত অডিট আপত্তি (স্থানীয় সরকার বিভাগ)		১৯৭১-৭৮
৪৫.	২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮	পাট মন্ত্রণালয়		১৯৯৪-৯৫
৪৬.	৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন (ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ৭ম সংসদের ৪র্থ, ৫ম ও ১৯তম সভা)		৭ম সংসদ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিবেদন)
৪৭.	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৯
৪৮.	২৯সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়		১৯৯১-৯৫
৪৯.	১৪ অক্টোবর, ১৯৯৮	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন (ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ৭ম সংসদের ৪র্থ, ৫ম ও ১৯তম সভা)		৭ম সংসদ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিবেদন)
৫০.	১৫ অক্টোবর, ১৯৯৮	নীতি নির্ধারনী সভা সড়ক ও রেলপথ বিভাগ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
৫১.	২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৮	কৃষি মন্ত্রণালয়	পঞ্চম প্রতিবেদন	১৯৮৭-৯০
৫২.	২৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৮	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়		১৯৮৮-৯২
৫৩.	৩০ ডিসেম্বর, ১৯৯৮	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়		১৯৯৫-৯৬

Dhaka University Institutional Repository

৫৪.	১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯	সড়ক ও রেলপথ বিভাগ , যোগাযোগ মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
৫৫.	১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯	অর্থ মন্ত্রণালয়(অগ্রণী ব্যাংকের ঋণ খেলাপীর ওপর বিশেষ অডিট)		১৯৯৬-৯৭
৫৬.	১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়		১৯৯৫-৯৬
৫৭.	১০ মার্চ, ১৯৯৯	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়		১৯৮৯-৯০
৫৮.	১১ মার্চ, ১৯৯৯	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় (তার ও দূরালাপনী বোর্ডের ওপর বিশেষ অডিট)		১৯৯৫-৯৬
৫৯.	২১ এপ্রিল, ১৯৯৯	বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (বিদেশ অবস্থিত বিমান স্টেশন সম্পর্কিত বিশেষ অডিট)		১৯৯৫-৯৬
৬০.	২ জুন, ১৯৯৯	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮ ১৯৯৫-৯৬
৬১.	৩ জুন, ১৯৯৯	সড়ক ও রেলপথ বিভাগ , যোগাযোগ মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
৬২.	২৪ জুন, ১৯৯৯	অর্থ মন্ত্রণালয়(অগ্রণী ব্যাংকের ঋণ খেলাপীর ওপর বিশেষ অডিট)		১৯৯৬-৯৭
৬৩.	১৪ জুলাই, ১৯৯৯	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন (শিক্ষা মন্ত্রণালয়)		৭ম সংসদ (তৃতীয় প্রতিবেদন)
৬৪.	৩ আগষ্ট, ১৯৯৯	অর্থ মন্ত্রণালয় (সোনালী ব্যাংকের ঋণ খেলাপীর ওপর বিশেষ অডিট)		১৯৯৬-৯৭
৬৫.	৪ আগষ্ট, ১৯৯৯	কৃষি মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের ওপর বিশেষ অডিট)		১৯৯০-৯৪
৬৬.	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের ওপর বিশেষ অডিট)		১৯৯৫-৯৬
৬৭.	২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯	অর্থ মন্ত্রণালয় (বেসিক ব্যাংকেরওপর বিশেষ অডিট)		১৯৯২-৯৭
৬৮.	৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯	সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় (চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন রি-মডেলিং প্রকল্পের ওপর বিশেষ অডিট)		১৯৯২-৯৫
৬৯.	১৮ অক্টোবর, ১৯৯৯	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় (বঙ্গভবন রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিশেষ অডিট)		১৯৯৪-৯৭
৭০.	১৯ অক্টোবর, ১৯৯৯	সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
৭১.	২৭ অক্টোবর, ১৯৯৯	কৃষি মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের ওপর বিশেষ অডিট)		১৯৯০-৯৪
৭২.	২৮ অক্টোবর, ১৯৯৯	স্থানীয় সরকার বিভাগ	ষষ্ঠ প্রতিবেদন	১৯৯৪-৯৫
৭৩.	১০ নভেম্বর, ১৯৯৯	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় (বঙ্গভবন রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিশেষ অডিট)		১৯৯৪-৯৭

৭৪.	১১ নভেম্বর, ১৯৯৯	অর্থ মন্ত্রণালয় (জনতা ব্যাংকের ঋণ খেলাপীর ওপর বিশেষ অডিট)		১৯৯৬-৯৭
৭৫.	১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের ওপর বিশেষ অডিট)		১৯৯২-৯৭
৭৬.	১৮ নভেম্বর, ১৯৯৯	সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়		১৯৮৭-৮৮
৭৭.	১ ডিসেম্বর, ১৯৯৯	খাদ্য মন্ত্রণালয় (৪টি এল এস ডি এবং ১টি জেলা খাদ্য গুদামের উপর বিশেষ রিপোর্ট)		১৯৮০-৯৫ ১৯৯১-৯২
৭৮.	২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়		১৯৮৯-৯০ ১৯৯০-৯১
৭৯.	২২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হজ্ব ব্যবস্থাপনা তহবিল সম্পর্কিত বিশেষ রিপোর্ট)		১৯৮৩-৯৭
৮০.	২৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৯	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসক ও রোহিঙ্গা শিবিরের হিসাব সম্পর্কিত বিশেষ রিপোর্ট)		১৯৯৫-৯৬
৮১.	১৯ জানায়ারি, ২০০০	অর্থ মন্ত্রণালয় (অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার ঋণ খেলাপীর উপর বিশেষ রিপোর্ট)		১৯৯৬-৯৭
৮২.	২০ জানায়ারি, ২০০০	সমাজ কল্যান মন্ত্রণালয়		১৯৯৪-৯৫ ১৯৯৫-৯৬
৮৩.	২৬ জানায়ারি, ২০০০	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস সমূহে সংরক্ষিত ওয়েজ আনার্স কল্যাণ তহবিলের উপর বিশেষ রিপোর্ট।		১৯৯০-৯৭
৮৪.	২৭ জানায়ারি, ২০০০	তথ্য মন্ত্রণালয়		১৯৯৫-৯৬
৮৫.	৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০০	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়		১৯৯৫-৯৬
৮৬.	১০ ফেব্রুয়ারি, ২০০০	মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়		১৯৯৩-৯৪ ১৯৯৬-৯৭
৮৭.	১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০০	কৃষি মন্ত্রণালয় (বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজশাহী-এর ওপর বিশেষ রিপোর্ট)		১৯৯১-৯৬
৮৮.	২৯ মার্চ, ২০০০	শিক্ষা মন্ত্রণালয় (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার কেন্দ্র,-এর ওপর বিশেষ রিপোর্ট)		১৯৯০-৯৬
৮৯.	৩০ মার্চ, ২০০০	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (ভোটার আই ডি কার্ড প্রকল্পের ওপর বিশেষ রিপোর্ট)		১৯৯৫-৯৭

৯০.	১২ এপ্রিল, ২০০০	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (পরামাণু শক্তি কমিশন সম্পর্কে বিশেষ অডিট রিপোর্ট)		১৯৯২-৯৭
৯১.	১৩ এপ্রিল, ২০০০	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (ভোটার আই ডি কার্য প্রকল্পের ওপর বিশেষ রিপোর্ট)		১৯৯৫-৯৭
৯২.	১০ মে, ২০০০	খাদ্য মন্ত্রণালয়		১৯৯৫-৯৬
৯৩.	৩১ মে, ২০০০	সড়ক ও রেলপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় (১০টি লোকোমোটিভ সংগ্রহ সংক্রান্ত বিশেষ অডিট)		১৯৯৩-৯৬
৯৪.	১জুন, ২০০০	খাদ্য মন্ত্রণালয়		১৯৯৫-৯৬
৯৫.	৩০ জুলাই , ২০০০	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, সড়ক ও রেলপথ বিভাগ		১৯৯৪-৯৫
৯৬.	৩১ জুলাই , ২০০০	শিক্ষা মন্ত্রণালয় (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের ওপর বিশেষ রিপোর্ট)		১৯৯০-৯৬
৯৭.	৯আগস্ট, ২০০০	ডাক ও টেলিযোগযোগ মন্ত্রণালয় (১৮টি অফিসের হিসাবের উপর বিশেষ রিপোর্ট)		১৯৯১-৯৭
৯৮.	২৬ফেব্রুয়ারী, ২০০১	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ		১৯৯৫-৯৬
৯৯.	২৭ফেব্রুয়ারী, ২০০১	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (তিতাস গ্যাস)		১৯৯৫-৯৭
১০০.	২৭মার্চ, ২০০১	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		১৯৯৩-৯৭
১০১.	২৮মার্চ,২০০১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (এসেনসিয়াল ড্রাগ)		১৮৮৩-৯৭
১০২.	২২এপ্রিল,২০০১	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র)		১৯৯৩-৯৭
১০৩.	২৩ এপ্রিল, ২০০১	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (এসেনসিয়াল ড্রাগ)		১৯৯৩-৯৭

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট 'ঙ'

অন্যান্য সংক্রান্ত ঃ

শেখ হাসিনার কাছে খালেদা জিয়ার লেখা দ্বিতীয় চিঠি

সভানেত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং সাবেক বিরোধী দলীয় নেত্রী
বাংরাদেশ জাতীয় সংসদ।

প্রিয় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী,

আসসালামু আলাইকুম।

গত ২৮ অক্টোবর ১৯৯৫ তারিখে প্রেরিত আমার পত্রের জবাবে ৩১ অক্টোবর, ১৯৯৫ তারিখে আপনি যে পত্র পাঠিয়েছেন- তা আমার হস্তগত হয়েছে। আমার পত্রের জবাব দেওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনি জানেন যে, আমি ও আমার সহকর্মীগণ অনেক দিন ধরেই জাতীয় সংসদ এবং বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বলে আসছি, 'দেশে রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করা হয়েছে'। কাজেই, দেশের রাজনৈতিক সমস্যার কথা আমি বিলম্বে স্বীকার করেছি বলে আপনার পত্রে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। প্রকৃত পক্ষে বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিনিয়ত আলোচনার আহবান জানিয়ে সমস্যা সমাধানে আমারে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছি।

একটি নির্বাচিত সাংবিধানিক সরকারকে উৎখাতের মাধ্যমে গণতন্ত্র হত্যা করে যে স্বৈরশাসন দেশবাসীর উপর জোর করে চাপানো হয়েছিল, তা থেকে জনগণকে মুক্ত করার লক্ষ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যে এক সাথে আন্দোলন করেছিলাম- পত্রে তার উল্লেখ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। স্বৈরচারবিরোধী সেই উত্তাল গণআন্দোলনে শহীদ নূর হোসেন, ময়েজউদ্দিন, জেহাদ, ডাঃ মিলন প্রমুখ দেশপ্রেমিকের নৃশংস হত্যার বীভৎস চিত্র আশা করি এখনও আপনার স্মরণ আছে।

দেশবাসীকে সাথে নিয়ে সেদিন আপনি ও আমি যে আন্দোলন করেছিলাম তার প্রেক্ষিতে এবং বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের সুস্পষ্ট তফাৎ থাকা সত্ত্বেও আপনার পত্রে "এমনি একটি রাজনৈতিক সংকটময় মুহূর্তে শব্দগুচ্ছের ব্যবহার আমাকে বিস্মিত করেছে। জনগনের দ্বারা নির্বাচিত একটি সাংবিধানিক সরকারকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী ও গণতন্ত্র হত্যাকারী এক স্বৈরশাসকের অবৈধ শাসনের বিরুদ্ধে সেদিন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করেছিলাম। সেদিনের ক্ষমতাসীন সরকারের বৈধতা আমরা কখনও স্বীকার করিনি বলেই তার পদত্যাগ দাবী করেছি এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একসাথে আন্দোলন করেছি। সেদিনের সেই প্রেক্ষিত বর্তমান প্রেক্ষিতকে এক করে দেখানো প্রচেষ্টাই আমার অসঙ্গত মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

আপনার পত্রে উল্লেখিত অভিযোগসমূহ সত্য নয়। এসব অভিযোগ খন্ডন এবং মন্তব্যের জবাব দেওয়ার জন্য আমরা তত্ত্ব, তথ্য যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারি। কিন্তু বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে বলে তা থেকে আমরা বিরত থাকলাম। আমরা জানি যে, বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের মতবাদ রয়েছে, হয়তো অভিযোগও রয়েছে পরস্পরে বিরুদ্ধে। কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে দেশ ও জনগণের আকাঙ্খা পূরণের লক্ষ্যে এ সবের কোন উল্লেখ না করে শুধু বিদ্যমান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আমি খোলা মনে আলোচনার জন্য আপনার প্রতি আহবান জানিয়েছিলাম। আমি বিশ্বাস করি যে, আমরা সবাই স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে শহীদ ভাই-বোনদের পবিত্র রক্তে অর্জিত জাতীয় সংসদকে জনগনের আশা-আখাঙ্খা পূরণের কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখতে চাইঃ বিদ্যামান সংসদীয় গণতন্ত্রকে অব্যাহত রাখতে চাই; জনগনের ভোটে নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রে সকল ভোটার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্ভয়ে নির্ভিঘ্নে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

আমাদের এই সব আকাঙ্খা বাস্তাবায়নের জন্য আমাদেরকে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে মুক্ত মনে কথা বলতে হবে; একে অপরের কথা শুনতে হবে; যুক্তি-আইন ও সংবিধানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উর্দার মানসিকতা পোষণ করতে হবে। কোন পূর্বশর্ত দিয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনার যে ফলপ্রসু হয় না এই বাস্তবতা অনুধাবন করতে হবে।

আপনার পত্রে আলোচনার লক্ষ্যে হিসাবে আপনি "বিরাজমান সংকট থেকে উত্তরণ" কে চিহ্নিত করেন এবং আলোচনার পূর্বে আলোচ্যসূচী স্থির করে নেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পত্রে আপনি এটাও স্বীকার করেছেন যে, 'সমস্যা এবং সংকট, তা যত জটিলই হোক না কেন, সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা নিয়ে অর্থবহ আলোচনার মাধ্যমে ফলপ্রসু সমাধান সব সময়ই সম্ভব'।

আমরা আপনার বক্তব্যের সাথে একমত্য পোষণ করে বলতে চাই যে, আসন্ন সংসদ নির্বাচন সম্পর্কিত সমস্যাই যেহেতু এই মুহূর্তের প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা সেহেতু এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য "আসন্ন সংসদ নির্বাচন সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যা সমাধান কে আলোচ্যসূচী হিসাবে গ্রহণ করি। সুতরাং আলোচনার টেবিলে উভয় পক্ষের উত্থাপিত সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয় আলোচনার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। আসুন, সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা নিয়ে ফলপ্রসু সমাধান অর্জনের লক্ষ্যে অর্থবহ আলোচনায় মিলিত হই। আশা করি আপনি আল্লাহ হাফেজ।

(বেগম খালেদা জিয়া)

সুত্র ঃ ঢাকা ঃ ৩ নভেম্বর, ১৯৯৫ইং আজকের কাগজ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণিঃ ৫.৮

প্রথম থেকে সপ্তম (২০০১ পর্যন্ত) জাতীয় সংসদের কার্যাবলীর সারাংশ

জাতীয় সংসদ	সংসদ উদ্বোধন	সংসদ বাতিল	মোট অধিবেশন	মোট কার্যদিবস	মোট বিল পাশ
প্রথম	৭ এপ্রিল ১৯৭৩	৬ নভেম্বর ১৯৭৫	৮টি	১৩৪	১৫৪
দ্বিতীয়	২ এপ্রিল ১৯৭৯	২৪ মার্চ ১৯৮২	৮টি	২০৬	৬৫
তৃতীয়	১০ জুলাই ১৯৮৬	৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭	৪টি	১৬৮	১৪২
চতুর্থ	২৫ এপ্রিল ১৯৮৮	৬ ডিসেম্বর ১৯৯০	৭টি	১৬৮	১৪২
পঞ্চম	৫ এপ্রিল ১৯৯১	২৪ নভেম্বর ১৯৯৫	২২টি	৪০০	১৭৩
ষষ্ঠ	১৯ মার্চ ১৯৯৬	৩০ মার্চ ১৯৯৬	১টি	৪	১
সপ্তম	১৪ জুলাই ১৯৯৬	১৩ই জুলাই ২০০১	২৩টি	৩৮৩	১৯১
অষ্টম	২৮ অক্টোবর ২০০১	১৯ নভেম্বর ২০০১	১০টি	১৫৭	৭৯

সূত্র ঃ আইন শাখা- ১ হতে প্রাপ্ত।

সূত্র ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণিঃ ৫.৯

An Outline of Jatiya Sangsads (Parliaments) in Bangladesh

	First	Second	Third	Fourth	Fifth	Sixth	Seventh	Eight
Date of Commencement	7.4.1973	2.4.1979	10.7.1986	25.4.1988	5.4.1991	19.3.1996	14.7.1996	28.10.01
Leader of the House	Sheikh Mujibur Rahman	Shah Azizur Rahman	Mizanur Rahman Chowdhury	Moudud Ahmed	Begum Khaleda Zia	Begum Khaleda Zia	Hasina	Begum Khaleda Zia
Opposition Leader of the House	None	Asaduzzaman	Sheikh Hasina	A.S.M. Abdur Rab	Sheikh Hasina	None	Begum Khaleda Zia	Hasina
Total Sessions	8	8	4	7	22	1	23	10
Total Laws Passed	154	65	38	142	172	1	191	79
Total Working Days	134	206	75	168	400 (282 with Opposition)	4	383	157
Date of Dissolution	6.11.1975	24.3.1982	6.12.87	6.12.1990	24.11.1995	30.3.1996	13-7-2001	-

Source : Compiled by the author from Hakim, 1993, op.cit., p.45 and Parliament Secretariat, 2001,

Also see : Al. Masud Hasanuzzaman, Role of opposition in Bangladesh Politics, The University Press Limited. 1998, P. 242

Dhaka University Institutional Repository

সারণিঃ ৬.১

এক নজরে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ (১৯৭৩-২০০১)

বিষয়	প্রথম সংসদ ১৯৭৩	দ্বিতীয় সংসদ ১৯৭৯	তৃতীয় সংসদ ১৯৮৬	চতুর্থ সংসদ ১৯৮৮	পঞ্চম সংসদ ১৯৯১	ষষ্ঠ সংসদ ১৯৯৬	সপ্তম সংসদ ১৯৯৬	অষ্টম সংসদ ২০০১
নির্বাচন অধিবেশন								
নির্বাচনের তারিখ	০৭.০৩.৭৩	১৮.০২.৭৯	০৭.০৫.৮৬	০৩.০৩.৮৮	২৭.০২.৯১	১৫.০২.৯৬	১২.০৬.৯৬	০১.১০.০১
রাজনৈতিক দল	১৪	২৯	২৮	০৮	৭৫	৪৩	৮১	৫৪
মোট প্রার্থী	১০৮৯	২১২৫	১৫২৭	৯৭৭	২৭৮৭	১৪৫০	২৫৭৮	১৯৩৯
দলীয়/স্বতন্ত্র	৯৬৯/১২০	১৭০৩/৪২২	১০৭৪/৪৫৩	৭৬৩/২১৪	২৩৬৩/৪২৪	--	২২৮৯/২৮৫	১৪৫৩/৪৮৬
মোট ভোটার	৩৫২০৫৬৪২	৩৮৩৬৩৮৫৮	৪৭৩২৫৮৮৬	৪৯৮৬৩৮২৯	৬২১৮১৭৪৩	৫৬১৪৯১৮২	৫১৭০৩০২২	৭৪৯৪৬৩৬৪
প্রদত্ত ভোটার	১৯৩২৯৬৮৩	১৯৬৭৬১৩৪	২৮৯০৩৮৮৯	২৮৮৭৩৫৪০	৩৪৪৭৭৮০৩	১১৭৭৬৪৮১	৪২৮৮০৫৬৪	৫৬১৮৫৭০৭
শতাংশ (%)	৫৪.৯১%	৫০.৯৪%	৬১.০৭%	৫৭.৯০%	৫৫.৪৫%	২০.৯৭%	৭৪.৯৬%	৭৪.৩৭%
প্রদত্ত বৈধ ভোট	১৮৮৫১৮০৮	১৯২৭৩৬০০	২৮৫২৬৬৫০	২৮৫২৬৬৫০	৩৪১০৩৭৭৭	--	৪২৪১৮২৬২	৫৫৭৩৬৬২৫
বাতিল ভোট	৪৭৭৮৭৫	৪০২৫২৪	৩৭৭২৩৯	৩৮৬৮৯০	৩৭৩২২২	--	৪৬২৩০২	৪৪৯০৮২
নির্বাচন কেন্দ্র	১৫০৮৪	২১৯০৫	২৩২৭৯	২২৩৯৩	২৪১৫৪	২১১০৬	২৫৯৫৭	১৪৯২৮৮
মহিলা আসন	১৫	৩০	৩০	--	৩০	৩০	৩০	৩০
ফলাফল	আওয়ামী লীগঃ ১৯৩ অন্যান্যঃ ৩৮	বিএনপিঃ ১৫৩ আওয়ামী লীগঃ ৭৬ জামায়াতঃ ১০ স্বতন্ত্রঃ ১৬ অন্যান্যঃ ৩৮	জাপাঃ ১৫৩ আওয়ামী লীগঃ ৭৬ জামায়াত ঃ ১৩ স্বতন্ত্রঃ ৩২ অন্যান্যঃ ২৯	জাপাঃ ২৫১ স্বতন্ত্রঃ ২৫ অন্যান্যঃ ২৪	বিএনপিঃ ১৪০ আওয়ামী লীগঃ ৮৮ জামায়াতঃ ৩৫ স্বতন্ত্রঃ ১৮ অন্যান্যঃ ১৯	বিএনপিঃ ২৭৮ অন্যান্যঃ ১১	আওয়ামী লীগঃ১৪৬ বিএনপিঃ ১১৬ জামায়াতঃ ৩২ স্বতন্ত্রঃ ১৬ অন্যান্যঃ ৩	বিএনপিঃ ১৯৩ আওয়ামী লীগঃ ৬২ জামায়াতঃ ১৭ স্বতন্ত্র ঃ ৬ অন্যান্যঃ ২২

সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশন।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বই ঃ

১। আহমদ, এমাজ উদ্দিন, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, জানুয়ারী।

২। হক, আবুল ফজল, বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, রংপুর, টাউন ষ্টোর্স, অক্টোবর ১৯৯৮।

৩। Ball Allan R, Modern Politics and Government London, The Macmillan Press Ltd.

৪। S.S. Khera, Management and Control in Public Enterprise (London : Asia Publishing House, 1964).

৫। Finer S.E. Comparative Government.

৬। হালিম, মোঃ আবদুল, সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ।

৭। আহমদ, এমাজ উদ্দিন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, জুন ১৯৯৪।

৮। হক, মাহমুদুল ভূঁইয়া, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব কমিটির ভূমিকা ঃ একটি পর্যালোচনা: বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর সম্পাদনায় তারেক শামসুর রেহমান, মাওলা ব্রাদার্স, পৃঃ ১১৫

৯। Ahmed, Nizam Parliament and Public Spending in Bangladesh: Limits of Control, Bangladesh Institute of Parliamentary Studies, Dhaka, September, 2000. P.

১০। ইয়াসমিন, রাফিবা বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা (১৯৭২-৭৫) একটি পর্যালোচনা, পিএইচডি, অভিসন্দর্ভ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, সেপ্টেম্বর ২০০২।

১১। আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, বাংলাদেশে কমিটি ব্যবস্থা গণতন্ত্র, গন্থনা ও সম্পাদনা মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মাওলা ব্রাদার্স, মে ১৯৯৫।

১২। মুহিত, আবুল মাল আবদুল বাংলাদেশ পুর্ণগঠন ও জাতীয় ঐকমত্য, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,সাল ১৯৯১।

১৩। Hasanuzszaman, Al. Masud Role of oppositeon in Bangladesh Politics.

১৪। Finer, S.E. Comparative Governent (London : Penguin, 1974).

১৫। Griffith, J.A.G. et. el. Parliament Functions, Practice and Procedures, Sweet & Maxwell Ltd. 1990.

১৬। অরুন কুমার সেন, সুশীল কুমার সেন, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, শাসন ব্যবস্থা, দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯৮৮।

১৭। হক মিয়া, খন্দকার আবদুল সংসদীয় রীতি ও পদ্ধতি, জুন ২০০১।

১৮। Taylor Eric : The Hous of Commons at Work, Penguin Books Ltd.

১৯। Kaul and Shakdher : Practice and Procedure of Parliament, 4th ed.

২০। হাসানুজ্জামান, আল মাসুদ বাংলাদেশে কমিটি ব্যবস্থা, গণতন্ত্র, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মাওলা ব্রাদার্স, মে ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

২১। জে. রেমিংটন মাইকেল জে. রেমিংটন ঃ দি কমিটি সিস্টেম ইন দি ইউ.এস কংগ্রেস ঃ এ্যান রিপাবলিকান পার্সপেকটিভ ফর দি পাকিস্তান পার্লামেন্ট, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে গঠিত প্রবন্ধ, ২০শে ফেব্রুয়ারী , ১৯৯৩।

২২। কামিংস এ্যান্ড ওয়াইজ ঃ ডিমোক্রেসি আন্ডার প্রেসার এ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু আমেরিকান পলিটিক্যাল সিস্টেম, ৪র্থ সংস্করন, নিউইয়র্ক ঃ হারকোর্ট প্রেস জোভানোভিচ, ১৯৮১।

২৩। হক আবুল ফজল ঃ বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের কিছু সমস্যা ও সম্ভাবনা, মাওলানা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮।

২৪। আহমেদ এমাজ উদ্দিন ঃ সমাজ ও রাজনীতি, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক, করিম বুক কর্পোরেশন, জানুয়ারী, ১৯৯৩।

২৫। ফিরোজ জালাল ঃ পালামেন্ট কিভাবে কাজ করে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, জুলাই, ২০০৩।

২৬। শফিক মাহমুদ ঃ বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়, বর্ণবীনা, ঢাকা ১৯৯৩।

২৭। রহমান,তারেক শামুসুর, খান, মিজানুর রহমান খান ঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৭৩-১৯৯৬, উত্তরণ, ২০০০।

২৮। চৌধুরী মোহাম্মদ উল্লাহ, পরিচালক, গনসংযোগঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য জীবন বৃত্তান্ত, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫।

২৯। বেগম ফিরোজা ঃ বাংলাদেশের রাজনীতি, কাকলী প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর, ২০০০।

৩০। হাসানুজ্জামান ঃ নবপ্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা।

৩১। বিশ্বাস, এন, কে, ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে প্রথম অনস্থা প্রস্তাব, সঞ্চায়িতা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩।

৩২। উল্লাহ আহম্মদ (সম্পাদিত) ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রমান্য গ্রন্থ, ঢাকা, সূচয়ন প্রকাশনী, ১৯৯২।

৩৩। আহম্মদ, এমাজ উদ্দিন ঃ গণতন্ত্রের ভবিষ্যত, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

৩৪। হক, আবুল ফজল ঃ বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের কিছু সমস্যা ও সম্ভাবনা বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর সম্পাদনা তারেক সামসুর রহমান।

৩৫। রহমান, মাহবুবুর ঃ "সংসদীয় গণতন্ত্র ও সরকারের দায়িত্বশীলতা" এমাজ উদ্দিন আহম্মদ, সম্পাদিত, বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা, ঢাকা, বুক করপোরেশন, ১৯৯২।

সহায়ক প্রতিবেদন ঃ

১। বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে অষ্টম অধিবেশন পর্যন্ত কার্যবাহের সারাংশ (৭ই এপ্রিল, ১৯৭৩ থেকে ১৭ই জুলাই ১৯৭৫ পর্যন্ত)।

২। বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষষ্ঠদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনিশতম, বিশতম, একুশতম, বাইশতম (৫ই এপ্রিল, ১৯৯১ থেকে ১৮ই নভেম্বর ১৯৯৫ পর্যন্ত)।

Dhaka University Institutional Repository

৩। বাংলাদেশ গণপরিষদ, বাংলাদেশে গণপরিষদ কর্তৃক ১৯৭২ সালের এপ্রিল অধিবেশনে (১৯৭২ সনের ১০ ও ১১ এপ্রিল)

সম্পাদিত কার্যবাহের সারাংশ।

৪। প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে অষ্টম অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

৫। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের ২য় (২ জুন ১৯৭৩ হতে ১৭ জুলাই ১৯৭৩) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

৬। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদ সদস্যদের জীবনবৃত্ত (ঢাকা জাতীয় সংসদ, ১৯৭৫) পৃঃ১১৮

৭। সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশন।

৮। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৮৯(১) বিধি এবং তার শর্ত অংশ।

৯। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৮৯(২) বিধি।

১০। ১৯৭৪ সলে প্রবর্তিত কার্যপ্রণালী-বিধি দেখুন।

১১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ঃ অনুচ্ছেদ ৭৬(১)। ৮৫। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৭৭ ও ৭৮ বিধি।

১২। জাতীয় সংসদে বির্তক ঃ সরকারী প্রতিবেদন, ২৫ জানুয়ারী ১৯৯০।

১৩। (i) Bangladesh Local Government (Union Parishad and Paurashava) (Amendment) Bill 1973.

(ii) The Bangladesh Rice Research Institute Bill 1973.

১৪ । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য প্রণালী বিধি,[২০০১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত]

১৫। আব্দুল হক মিয়া, জাতীয় সংসদে কমিটি ব্যবস্থা সংসদীয় কমিটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ইনষ্টিটিউট অব পার্লামেন্টারী স্টাডিজ কনফারেন্স রিপোর্ট, ঢাকা, ২৭-২৮ মে, ১৯৯৯।

১৬। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের (বাজেট, ১৯৯৬) কার্যবাহের সারাংশ, [১৯৯৬ সালের ১৪ইং জুলাই হতে ২রা সেপ্টেম্বর]

১৭। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের (নভেম্বর, ১৯৯৬) কার্যবাহের সারাংশ, [১৯৯৬ সালের ১লা নভেম্বর হতে ২০শে নভেম্বর]

১৮। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ। [১৯৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী হতে ১৩ইং মার্চ পর্যন্ত]

১৯। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ [১৯৯৭ সালের ১০ই মে হতে ১৫ ই মে]

২০। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ (১৯৯৭ সালের ৩০শে আগষ্ট হতে ৪ঠা সেপ্টেম্ব পর্যন্ত)।

Dhaka University Institutional Repository

২১। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের বাইশতম অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ (২০০১ সালের ২৯ শে মার্চ হতে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত)।

২২। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের তেইশতম অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ (২০০১ সালের ৬ জুন হতে ১৩ই জুলাই পর্যন্ত)।

২৩। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের পঞ্চদশ অধিবেশনেব কার্যবাহেব সারাংশ (১৯৯৯ সালের ১লা নভেম্বর হতে ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত)।

২৪। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠদশ অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ (২০০০ সালের ১ল জানুয়ারী হতে ৩০ শে জানুয়ারী পর্যন্ত)।

২৫। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের অষ্টাদশ অধিবেশনের কার্যবাহেব সারাংশ (২০০০ সালের ৫ই জুন হতে ৯ই জুলাই পর্যন্ত)

২৬। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের সপ্তদশ অধিবেশনের কার্যবাহেব সারাংশ (২০০০ সালের ২৮ শে মার্চ হতে ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত)।

২৭। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের উনিশতম অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ (২০০০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর হতে ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)।

২৮। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের বিশতম অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ (২০০০ সালের ৯ নভেম্বর হতে ২৩শে নভেম্বর পর্যন্ত)।

২৯। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের দশম অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ (১৯৯৮ সালের ৭ সেপ্টেম্বর হতে ৮ই সেপ্টেম্বর)।

৩০। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের একাদশ অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ (১৯৯৮ সালের ৫ই নভেম্বর হতে
২৬শে নভেম্বর পর্যন্ত)।

৩১। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ (১৯৯৮ সালের ১০ই জুন হতে ৯ই জুলাই পর্যন্ত)

৩২। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ (১৯৯৮ সালের ১৪ই জানুয়ারী হতে ১৩ ইং মে পর্যন্ত)।

৩৩। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ (১৯৯ সালের ৬ই জুন হতে ৮ জুলাই পর্যন্ত)।

৩৪। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের একুশতম অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ (২০০১ সালের ১১ই জানুয়ারী হতে ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত)।

৩৫। বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ (১৯৯৯ সালের ২৫শে জানুয়ারী হতে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত)।

৩৬। পঞ্চমম জাতীয় সংসদের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।

৩৭। পঞ্চমম জাতীয় সংসদের বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।

৩৮। পঞ্চমম জাতীয় সংসদের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।

Dhaka University Institutional Repository

৩৯। সপ্তম জাতীয় সংসদের মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।

৪০। সপ্তম জাতীয় সংসদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।

৪১। সপ্তম জাতীয় সংসদের শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।

৪২। সপ্তম জাতীয় সংসদের যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।

সহায়ক Journals ঃ

১। "Committees in the Bangladesh Parliament" Legislative Studies, 43 (1,1998), Parliamentary Control of Public Expenditure in Bangladesh : The Role of the Committees (Dhaka World Book/ UNDP, 2000).

সহায়ক দৈনিক পত্রিকা ঃ

১। দৈনিক সংবাদ, ৯ মে, শুক্রবার, ১৯৯৭ সাল।
২। দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ নভেম্বর, ২০০৩ সাল।
৩। দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬৬ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার, ২০০৩ সাল।
৪। আজকের কাগজ, ৩ নভেম্বর, ১৯৯৫ সাল।

সহায়ক সাপ্তাহিকী ঃ

১। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৩ জুলাই ১৯৯৩, পৃঃ ৩০-৩১।